মুহাম্মদ রুহুল আমিন

ইসলামী আইনের উৎস

SOURCES OF ISLAMIC LAW

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী আইনের উৎস

(Sources of Islamic Law)

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের উৎস
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

বি আই এল আর এল এ সি-১০

ISBN : 978-984-90208-6-8

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৩

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

প্রচ্ছদ
আন-নূর

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

দাম ঃ ৩০০ টাকা US $ 20

ISLAMI AINER UTSHA (Sources of Islamic Law), Written by Md. Ruhul Amin and Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 300 US $ 20

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বৃহত্তর মানবকল্যাণের ধারণাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়েই সাধারণত আমাদের দেশে আইনপ্রণয়নের প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বৃহত্তম মানবকল্যাণের দিকটিকেই প্রাধান্য দেয়ার দাবী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই এসব আইনে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের ব্যাপারটি প্রাধান্য পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইন রচনার উদ্দেশ্যের সাথে কোনো স্বার্থপর শক্তি বা জনগোষ্ঠীর স্বার্থোদ্ধারের অস্পষ্ট ফন্দি থাকে। কারণ, স্যেকুলার আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রসংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধি-বিধান তৈরির ক্ষেত্রে এমন কোনো সার্বজনীন নীতি-কাঠামো নেই, যা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ইসলাম শুধু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবকল্যাণই নিশ্চিত করেনি, পনেরোশত বছর পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা গোটা জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিও শতভাগ যত্নবান থেকেছে।

'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক এই গ্রন্থটি ইসলামী আইন রচনা, ইসলামী আইন অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের একটি গাইডলাইন। একবিংশ শতাব্দীর এই যুগেও মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যা কিভাবে ইসলামী বিধানের আলোকে সমাধান করা সম্ভব, এরই কৌশল ও রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। মুহাম্মদ রুহুল আমিন একজন শিকড়সন্ধানী তরুণ গবেষক। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়ক এ ধরনের পুস্তকের অভাববোধ থেকে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করতে একাধিক বিশেষজ্ঞ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তবুও কোন কোন জায়গায় হয়তো অস্পষ্টতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। সুহৃদ পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ দ্বারা সকল পাঠক উপকৃত হবেন। বিশেষ করে আইন, শরীআহ, ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এটি পথনির্দেশক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সঠিক বিধান বুঝা এবং তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম)
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম ও গ্রন্থকার, রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মানীত সদস্য, সর্বাধিক প্রচারিত ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক মদীনা'-এর সম্পাদক

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান-এর

অভিমত

ইসলামী জীবনব্যবস্থার সর্বজনীনতা, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটি মৌলিক দিক হলো ইসলামী আইন ও ইসলামী বিচারব্যবস্থা। আইন ও বিচারব্যবস্থার সাথে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী তথা সার্বিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলন ঘটার কারণে ইসলামী আইন বহুমাত্রিক গুরুত্ব বহন করে। ইসলামী আইন অন্যান্য আইন থেকে যেসব কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার অন্যতম দিক হলো, ইসলামী আইনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা (Principles)। আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী আইনে একটি স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র রয়েছে। এ শাস্ত্রকে উসূলুল ফিক্হ (The Principles of Islamic Jurisprudence) বলা হয়।

হিজরী ৩য় / খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে এ উসূলে ফিকহের উৎপত্তি হয়েছে মনে করা হলেও অনুসন্ধানে দেখা যায়, হিজরী ১ম / খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এ বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। ইমাম আবূ হানীফা (৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) 'আল-রাঈ' (যুক্তি-দর্শন) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাতে ইসলামী আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যুক্তি-দর্শন প্রয়োগের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম আবূ ইউসূফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী (৭৪৯-৮০৪ খ্রি.) এ বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন। ইমাম আবূ ইউসুফ প্রধান বিচারপতি থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম 'উসূলুল ফিকহ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন এবং ইমাম মুহাম্মদ আল-'ইজতিহাদ আর-রাঈ' (যুক্তিনির্ভর ইজতিহাদ) ও 'আল-ইসতিহসান' (উত্তম বিধানের অগ্রাধিকার/Doctrine of Juristic Preference) বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম শাফিঈ (৭৬৭-৮২১ হি.) তাঁর 'আর-রিসালাহ্' (বার্তা) গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে এ শাস্ত্রকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস (Material Source) কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু যেসব বিষয়ের বিধান সরাসরি কুরআন অথবা সুন্নাহে নেই সেসব বিষয়ের 'আহকাম' বা বিধি প্রণয়নই (Formulate of Ruling) উসূলুল ফিকহের উদ্দেশ্য। কুরআন ও সুন্নাহ'র পাশাপাশি ইসলামী আইন উৎসারিত হওয়ার আরও কিছু সম্পূরক উৎস (Complementary Subordinate Sources) রয়েছে। ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক এ দু'ধরনের উৎসের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন 'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন পেশায় একজন শিক্ষক হলেও তাঁর মূল পরিচয় তরুণ শিকড়সন্ধানী গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে। ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বসূরি আলিমগণের মতামতকে সম্বল করে এর আধুনিক প্রয়োগের দিক-নির্দেশনা প্রদানই তাঁর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য। আশা করি, তার প্রণীত 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটিও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

জনাব আমিন তাঁর গ্রন্থের শুরুতে আইন (Law), কানূন (Act), ফিক্হ (Islamic Jurisprudence), শরীআহ (Law of Islam) ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা

www.pathagar.com

করেছেন। ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য আইনের সাথে এর তুলনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী আইন সার্বজনীন এবং সর্বকালের সব মানুষের জন্য কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয়।

ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে সকলের মতৈক্য রয়েছে যেমন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বর্ণনার ক্ষেত্রে এগুলোর আইনী মর্যাদা (Legal Position), কুরআনের আইন বর্ণনা পদ্ধতি, কুরআন থেকে আইন উদ্ভাবনের নীতিমালা, আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'র পারস্পরিক সম্পর্ক, ইজমা ও কিয়াসের প্রামাণিকতা (Authenticity), বর্তমান সময়ে ইজমা'র সম্ভাব্যতা, কিয়াসের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের মূলনীতি ইত্যাদি বিষয় এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যদিকে সম্পূরক উৎসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন মাযহাবের (Juristic Schools) দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখপূর্বক এর প্রামাণিকতা বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনের শর্ত ও বর্তমান সময়ে তার প্রয়োগের নীতিমালা তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামী আইন সম্পর্কে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা চিহ্নিত করে তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির আলোকে তা খণ্ডন করা হয়েছে। এছাড়াও সমকালীন বিষয়সমূহের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের জন্য পূর্বসূরি মুসলিম মুজতাহিদগণ নির্দেশিত এসব উৎসের পাশাপাশি অন্য কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কিত আলোচনাটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইসলামী আইন গবেষকদের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। আমি মনে করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষ, জীবনাচরণের পরিবর্তন কোনো কিছুই ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা ও উপযোগিতাকে যে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করতে পারবে না, গ্রন্থকার তা অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

"বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার" প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য সুধী মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। এর নানামুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামী আইন বিষয়ক গবেষণামূলক প্রকাশনা অন্যতম। আমার মনে হয় এরই ধারাবাহিকতায় 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি কর্তৃপক্ষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তথ্যবহুল এ গ্রন্থটি ইসলামী আইনের শিক্ষার্থী ও ইসলামী আইন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় আগ্রহীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য লেখক আমাদের সকলের আন্তরিক মোবারকবাদ ও বিশেষ দু'আ পাওয়ার যোগ্য। আমি এ গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি।

(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)
মদীনা ভবন
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশের প্রাক্কালে লেখকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা আদায় করছি, যার একান্ত অনুগ্রহে 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার ২০১০ সালে আমাকে 'ইসলামী আইনের উৎস' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখার দায়িত্ব প্রদান করে। কাজ চলা অবস্থায় পিএইচ.ডি গবেষণার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় চলে আসি। এখানে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী দারুল হিকমাহ, ইসলামিক রিভিল্ড নলেজ অনুষদ, আহমদ ইবরাহীম ল' অনুষদসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগীয় লাইব্রেরী ও রিসোর্স সেন্টারে ইসলামী আইন বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত দেখে নিজেকে কূয়া থেকে সাগরে আসা ব্যাঙের মতো মনে হয়। পরবর্তীতে ল' রিসার্চ সেন্টারের সম্মতিতে পুস্তিকাটিকে পুস্তকে রূপদান করি।

পৃথিবীর কোনো আইনের সাথে ইসলামী আইনের তুলনা চলে না। এ এমন এক সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী আইন যা মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সর্বস্তর ও সব দিকের বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আখিরাতের জীবনে এ আইনেই পুরস্কার ও শাস্তি কার্যকর করা হবে। আল্লাহ-প্রদত্ত ওহী অথবা ওহীভিত্তিক নির্দেশনাই এ আইনের উৎস। পনের পরিচ্ছেদের এ গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী আইনের মৌলিক ধারণা বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদসমূহে ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সম্পূরক উৎসসমূহের বর্ণনা এসেছে ষষ্ঠ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের মধ্যে। সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য বর্ণিত উৎসসমূহের পাশাপাশি অন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ইসলামী আইন-সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সবশেষে গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব উৎসগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে গ্রন্থপঞ্জি সাজানো হয়েছে।

ল' রিসার্চ সেন্টারের মুহতারাম জেনারেল সেক্রেটারি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেবের

www.pathagar.com

স্নেহসুলভ নির্দেশ-নির্দেশনা ও সহকারী পরিচালক মুহতারাম শহীদুল ইসলামের উপর্যুপরি তাগিদ বইটি রচনার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। যাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ফিকহ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পিএইচ.ডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা সারা জীবনের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে। একি বিভাগেরই অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাহির আল-মাইসাভী শেষ পর্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ আলীর কঠোর শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করার কারণে ত্রুটি ও ঘাটতি অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। সহপাঠী বন্ধু ও সহকর্মীদের অনেকেই গ্রন্থটির মানোন্নয়নে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আমার হতোদ্দমে তারা সাহস যুগিয়েছেন হতাশায় উজ্জীবিত করেছেন। বইটি রচনার সময় আমার পরিবারের সদস্যরা যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তার স্বীকৃতি না দিলে কৃপণতার পরিচয় দেয়া হবে। বিশেষত আব্বা মাওলানা গোলাম রব্বানী, আম্মা খাদীজা তাহিরা, স্ত্রী রোমানা জামান ও শিশুপুত্র 'উমার বিন আমিন আল্লাহর দীনের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের বঞ্চনাকে হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন। 'ইসলামী আইনের উৎস' গ্রন্থটি তাঁদের সবার কাছে ঋণী হয়ে থাকল। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া
আগস্ট, ২০১৩

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী আইনের পরিচয় (১৫-৩৮)

আইন ১৫
কানূন.. ১৬
ফিক্‌হ ১৭
শারীআহ.. ২২
ইসলামী আইন.. ২৪
ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য ২৫
ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য ২৬
ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনের মধ্যে পার্থক্য........ ৩১
ইসলামী আইনের উৎস ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআন (৩৯-৬২)

পরিচয় ৩৯
কুরআন অবতরণ ও সংরক্ষণ.. ৪১
গ্রন্থবদ্ধকরণ ৪২
কুরআনের প্রামাণিকতা.. ৪৩
বিধান বর্ণনায় আল-কুরআন.. ৪৫
বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি.. ৪৭
করণীয় বিষয় উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি.......... ৪৯
বর্জনীয় কার্যাবলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি ৫২
ঐচ্ছিক বিধান বর্ণনায় কুরআনের পদ্ধতি ৫৬
কুরআন থেকে আইন নির্ণয়ের নীতিমালা ৫৭
এক নজরে কুরআনে বর্ণিত আইন.. ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুন্নাহ (৬৩-৮৮)

পরিচয় ৬৩
সুন্নাহ-সংশ্লিষ্ট কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়.. ৬৪
সুন্নাহের প্রামাণিকতা ৬৫
সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন.......... ৭০
সুন্নাহর প্রকারভেদ ও তার আইনী মর্যাদা.. ৭৩
কর্মসূচক সুন্নাহর আইনী মর্যাদা.. ৭৭
খবরে আহাদের আইনী মর্যাদা.. ৭৮
মুরসাল হাদীসের আইনী মর্যাদা ৮২
আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহের পারস্পরিক সম্পর্ক ৮৪
সুন্নাহর আইনী বৈপরীত্য নিরসন ৮৫

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : **ইজ্‌মা (৮৯-১১০)**

পরিচয় ৮৯
ইজ্‌মার প্রামাণিকতা ৯১
ইজ্‌মার আইনী মর্যাদা ৯৬
ইজ্‌মার প্রকারভেদ ৯৬
ইজ্‌মার রুকন ৯৮
ইজ্‌মার শর্ত ৯৯
ইজ্‌মা সংঘটনের আইনী ভিত্তি ১০০
দু'টি মতের উপর মুজতাহিদগণের মতৈক্য ১০৫
বর্তমান যুগে ইজ্‌মার সম্ভাবনা ১০৬
ইজ্‌মার কিছু দৃষ্টান্ত ১০৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : **কিয়াস (১১১-১৩০)**

পরিচয় ১১১
কিয়াসের রুকন ১১৩
কিয়াসের শর্ত ১১৪
কিয়াসের প্রামাণিকতা ১১৬
কিয়াস অস্বীকারকারীদের যুক্তি ও তার উত্তর ১১৯
কিয়াসের প্রকারভেদ ১২৪
কিয়াস-সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য ১২৫
বিধান ও ইল্লাতের মধ্যকার উপযুক্ততা ১২৬
ইল্লাত অবগত হওয়ার পদ্ধতি ১২৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : **ইসতিহসান (১৩১-১৪৮)**

পরিচয় ১৩১
বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ইসতিহসান ১৩৩
ইসতিহসানের প্রামাণিকতা ১৩৯
ইসতিহসানের প্রকারভেদ ১৪৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ : **মাসালিহ মুরসালাহ (১৪৯-১৬২)**

পরিচয় ১৪৯
প্রকারভেদ ১৫০
বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসালিহ মুরসালাহ ১৫১
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা ১৫৫
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি ১৫৭
মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীদের বক্তব্য . ১৫৮
মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগের শর্ত ১৬০
মাসালিহ মুরসালাহর ভিত্তিতে কৃত কিছু ইজতিহাদ ১৬১

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ : উরফ (১৬৩-১৭৬)

পরিচয় ১৬৩
উরফ ও আদাতের পার্থক্য....................................১৬৪
উরফের প্রকারভেদ ১৬৫
উরফের প্রামাণিকতা...১৬৬
উরফের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের শর্ত ১৭০
নাস্ ও উরফের বৈপরীত্য ১৭১
উরফ সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা...............................১৭২
উরফের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ ১৭৫

নবম পরিচ্ছেদ : সাদ্দুয যারায়ে' (১৭৭-১৯০)

পরিচয় ১৭৭
সাদ্দুয যারায়ে'-এর রুকন ১৭৯
প্রকারভেদ ১৮০
সাদ্দুয যারায়ে' সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি......১৮১
সাদ্দুয যারায়ে'-এর প্রামাণিকতা ১৮৪
সাদ্দুয যারায়ে' নীতি প্রয়োগের শর্ত ১৮৯
প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত...১৯০

দশম পরিচ্ছেদ : ইসতিসহাব (১৯১-২১০)

পরিচয় ১৯১
ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ১৯৩
ইসতিসহাবের প্রকারভেদ..................................... ২০২
ইসতিসহাবের শর্ত.. ২০৫
ইসতিসহাব-সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা ২০৬

একাদশ পরিচ্ছেদ : আমালু আহলিল মাদীনা (২১১-২২৬)

পরিচয় ২১১
আমালু আহলিল মাদীনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ ২১৩
আমালু আহলিল মাদীনার মূল প্রতিপাদ্য ২১৪
আমালু আহলিল মাদীনার বিভিন্ন স্তর ও তার আইনী মর্যাদা২১৬
আমালু আহলিল মাদীনার প্রামাণিকতা.........................২২১
আমালু আহলিল মাদীনা গ্রহণের শর্ত ও নীতিমালা..... ২২৪

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : কাওলুস সাহাবী (২২৭-২৪০)

পরিচিতি ২২৭

কাওলুস সাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য ২৩১

কাওলুস সাহাবী সম্পর্কে মতৈক্য ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রসমূহ..২৩১

কাওলুস সাহাবীর প্রামাণিকতা............................ ২৩৪

কাওলুস সাহাবী গ্রহণের শর্ত ২৪০

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : শার'উ মান কাবলানা (২৪১-২৫৬)

পরিচয় ২৪১

শ্রেণিভেদ ও তার আইনী মর্যাদা ২৪২

শারউ মান কাবলানার প্রামাণিকতা ২৪৭

শারউ মান কাবলানা নীতি প্রয়োগের শর্ত.............. ২৫৫

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : যেসব বিষয় ইসলামী আইনের উৎস নয় (২৫৭-২৬৪)

রোমান আইন ২৫৭

অন্য আইনের সূত্র ২৫৯

আকল বা বুদ্ধি-বিবেচনা ২৬১

ইলহাম ২৬২

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি (২৬৫-২৮০)

সাম্প্রতিক বিষয় ২৬৫

নবীযুগে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের পদ্ধতি ২৬৫

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে সাহাবীগণের পদ্ধতি...২৬৬

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে তাবি'ঈগণের পদ্ধতি . ২৬৮

সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি ২৬৮

১. শার'ঈ দলীলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয় ২৬৯

২. ফিক্হী কা'য়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয় ২৭০

৩. তাখরীজে ফিক্হীর মাধ্যমে বিধান নির্ণয়........... ২৭৩

৪. মাকাসিদে শারী'আহ-এর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন ২৭৫

শারী'আহ অভিযোজন.. ২৭৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৮১

ইসলামী আইনের পরিভাষাসমূহ.................................... ৩০১

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এ পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম ও ইসলামকেই তোমাদের জীবনব্যবস্থা মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এ আয়াত ইসলামের বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতির পূর্ণতার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের উপর মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনাপ্রবাহে এগিয়ে চলা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল ও ওহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও যুগের বিবর্তনে আজও ইসলাম নিজেকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম। ইসলামী আইনের উৎস দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওহী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে নাস্ হিসেবে নামকরণ করা হয়।

২. যেসব উৎস সরাসরি ওহী নয়, অর্থাৎ ইজতিহাদ-প্রসূত। যেমন ইজ্মা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, ইসতিসহাব ইত্যাদি।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ আলিম কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্মা ও কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। একইভাবে তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামী আইনের আরও সম্পূরক উৎস রয়েছে, কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী, তা নির্ধারণে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইব্ন সাবিত [৮০-১৫০হি.] (রাহ.) ইসতিহসানকে, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস [৯৩-১৭৯হি.] (রাহ.) মাসলিহা মুরসালাহকে এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪হি.] (রাহ.) ইসতিসহাবকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো মূলত আইনের কোন স্বতন্ত্র উৎস নয়; বরং এগুলো আইনের একেকটি পথনির্দেশক। একজন মুজতাহিদ যখন নাস্, ইজ্মা' ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের বিধান না পান, তখন এগুলোর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন

www.pathagar.com

করতে পারেন। এসব উৎস ছাড়াও আইন-গবেষক বা মুজতাহিদ কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত অন্য যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। কেননা যুগের বিবর্তন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রেক্ষিতে ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতা প্রমাণের জন্য মুজতাহিদ নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত। কারণ মহান আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রতিটি গৌণ বিষয়ের বিধান ওহীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেননি; বরং স্থান, কাল, অবস্থা, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতাভেদে গৌণ বিষয়ের বিধান বের করার দায়িত্ব সমকালীন মুজতাহিদগণের উপর অর্পণ করার মাধ্যমে ইসলামকে শাশ্বত ও জীবন্ত বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই গ্রন্থে ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক উৎসসমূহ আলোচনার প্রাক্কালে এগুলোর পরিচয়, আইনী মর্যাদা, ইসলামী আইনের শাখা-প্রশাখায় এগুলোর প্রভাব বর্ণনাপূর্বক এ ব্যাপারে আইনের নীতিমালা, শাস্ত্রবিদগণের মতামত ও তাঁদের মতপার্থক্য সমন্বয়ের মাধ্যমে তুলনামূলক ফিক্হের মানদণ্ডে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ইমামগণের গৃহীত উৎসসমূহ বর্ণনার সাথে সাথে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য বর্তমানে যেসব উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, সর্বশেষ পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী আইনের উৎস শীর্ষক এ গ্রন্থটি মূলত উসূলবিদদের প্রণীত প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত। গ্রন্থে উসূলবিদদের উসূলী পরিভাষার সাথে সমসাময়িক আইনী পরিভাষার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে; যাতে সব শ্রেণির পাঠক এ থেকে উপকৃত হতে পারেন। এ ছাড়া গ্রন্থের শেষে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ইসলামী আইন-সংক্রান্ত পরিভাষার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করি, ইসলামী আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত এ বিষয়ক শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকগণ এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভ করতে পারবেন।

মহান আল্লাহ্ এ কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন।

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনের পরিচয়

(Introduction to Islamic Law)

আইন

'আইন' শব্দটি ফারসী আইন (آئین) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ Ordinance (অধ্যাদেশ), Order (নির্দেশ), Religion (ধর্ম, নিয়ম), Ethic (নীতি) ইত্যাদি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী তথা আব্বাসী যুগের সাহিত্যকর্মে এ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। খলীফা আল-মানসূরের আমলের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ ইব্নুল মুকাফ্ফা [১০৬-১৪২ হি.] ফারসী থেকে যেসব পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে আইননামা (آئین نامه) নামক একটি গ্রন্থও ছিল। যা বিভিন্ন অপরাধ, শাস্তি, চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, সমাজের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণবিধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রণীত।[১]

ইব্নুন নাদীম [মৃ. ৩৮৫ হি.] তাঁর 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে আইন শব্দ সম্বলিত আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- খোরাসানের মন্ত্রী আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-জায়হানী [মৃ. ৩৩০হি.] রচিত কিতাবুল আইন (كتاب الآئین)। এতে খলীফা ও আমীর-উমারার রাষ্ট্র পরিচালনা-নীতি এবং তাঁদের কৃত বিভিন্ন চুক্তিপত্রের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২]

পরবর্তীকালে ফারসী ভাষায় রচিত ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী নিয়মকানুন ও প্রথা বিষয়ক গ্রন্থাদিও আইন নামে অভিহিত হয়েছিল। যেমন আবুল ফাযল [১৫৫১-১৬০২ খ্রি.] কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত আকবরনামার যে অংশে বাদশাহ আকবরের দরবারের [১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.] রীতিনীতির বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে 'আঈন-ই-আকবরী' (آیین أکبری) নামকরণ করা হয়েছে।[৩]

আইনবিদের মতে, আইন বলতে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত বিধিসমূহ বুঝায়।[৪]

---

১. আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্নুন নাদীম, ***আল-ফিহরিস্ত***, বৈরূত : দারুল মারিফা, ১৯৭৮ ইং, পৃ. ১৭২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৩. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মোঃ আতীকুর রহমান, ***ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান***, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০১১ ইং, খ. ১, পৃ. ২০

৪. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ***ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন***, ঢাকা : আমিন ল' বুক সেন্টার, ২য় প্রকাশ ২০০৮ ইং, পৃ. ২৩

www.pathagar.com

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমানের [১৯২১-১৯৯৮ খ্রি.] মতে, "আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বা আইন প্রণয়নের সময়কালের সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা।"[৫]

আইন শব্দটি বাংলাভাষায় Law ও Act এ দুটি ইংরেজী শব্দের এবং আরবীতে কানূন (قانون) শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কানূন (قانون)

আরবী কানূন শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি আইন, নিয়ম, সূত্র, বিধি, বিধান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : قانون الأخلاق هو الخير، قانون المنطق هو الحق، وقانون العدالة هو الحكم بين الناس بالعدل অর্থাৎ চরিত্রের মূলনীতি হলো উত্তম হওয়া, কথা বলার আসল নিয়ম হলো সত্য কথা বলা এবং আদালতের ধর্ম হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করা।[৬]

পরিভাষায় 'কানূন' শব্দটির ব্যাপক ও বিশেষ দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। ব্যাপকার্থে আইন বলা হয়, অবশ্য পালনীয় সাধারণ আচরণবিধিকে যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং এ আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি নিরূপন করে। তদুপরি রাষ্ট্র যে নীতি পালন করতে জনগণকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে, তাকেও আইন বলা হয়। পক্ষান্তরে বিশেষ অর্থে কানূন বলা হয় ঐসব নীতি বা নীতি সমষ্টিকে, যা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যেমন বলা হয়, قانون التجارة (বাণিজ্যিক আইন), قانون الشراكة (কোম্পানি আইন) ইত্যাদি।[৭]

'কানূন' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মান্নাউল কাত্তান [১৩৪৫-১৪২০ হি.] বলেন :

مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجتها.

---

৫. গাজী শামসুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ৩৩

৬. ড. গালিব আলী আদ-দাওআদী, *আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন*, আম্মান : দারু ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ৭ম প্রকাশ, ২০০৪ইং, পৃ. ১০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

www.pathagar.com

"কানূন বলা হয় ঐসব নীতি, বিধি ও নিয়মের সমষ্টিকে, যা কোনো জাতির চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করেন।"[৮]

সাধারণভাবে আরবী কানূন শব্দটির সাথে কোনো দেশকে সংযুক্ত করলে তা দ্বারা উক্ত দেশের জাতীয় আইন বুঝায়। যেমন যদি বলা হয় قانون بنغلاديشي (বাংলাদেশী আইন), তখন এর দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইনকেই বুঝানো হয়।

সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর ইসলামী রাষ্ট্রে এ গ্রিক শব্দটির অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথম অবস্থায় শব্দটি রাষ্ট্রীয় নীতির মানদণ্ড বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হত। কালপরিক্রমায় এটি বিচ্ছিন্নভাবে আইনের বিভিন্ন দিক বুঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। উসমানী খলীফাগণের আমলে 'কানূন' শব্দটি প্রধানত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক আইন এবং দণ্ডবিধি আইনের আওতাভুক্ত বিধিসমূহ নির্দেশ করত। পরবর্তীতে ইস্তাম্বুলের গ্রান্ড মুফতী আবূ সাউদের [৮৯৮-৯৮২ হি.] তৎপরতায় রাষ্ট্রীয় 'কানূননামা' রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৯]

ফিক্হ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিক্হ (فقه) শব্দটি বুঝা (فهم), জানা (علم), অনুধাবন করা (إدراك), বিচক্ষণতা (فطنة), শিক্ষা লাভ করা (تعلم), দক্ষতা অর্জন করা (مهارة) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১০]

ফিক্হ শব্দের পারিভাষিক অর্থের ক্রমবিবর্তন

কালপরিক্রমায় ফিক্হ শব্দের ব্যবহারিক অর্থের বিবর্তনের ধারা নিম্নরূপ :

১. প্রাচীন আরবে ফিক্হ শব্দটি আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হত। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে শব্দটিকে বুঝা, অনুধাবন করা, প্রাজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি অর্থে

---

৮. মান্না খলীল আল-কাত্তান, *তারীখুত্ তাশরিইল ইসলামী,* কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১ ইং, পৃ. ১২

৯. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ও অন্যান্য, ***ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১০. জামালউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযূর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব,* বিশুদ্ধকরণ : আমীন মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব ও মুহাম্মদ আস্-সাদিক আল-উবাইদী, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯ ইং, খ. ১০, পৃ. ৩০৫; মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আবদুল কাদির আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪ ইং, পৃ. ২৬৪; ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্ সিহাহ,* বিশ্লেষণ : আহমাদ আবদুল গাফূর আত্তার, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৭ ইং, খ. ৬, পৃ. ২২৪৩; মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ ২০০৩ ইং, পৃ. ১১৫১

www.pathagar.com

প্রয়োগ করতেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মূসা (আ)-এর দুআ,[১১] শুয়াইব (আ)-এর গোত্রের উক্তি,[১২] যুল কারনাইনের কাহিনী[১৩] বর্ণনায় শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে শব্দটি এর শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইব্‌ন মানযূর [মৃ. ৭১১ হি.], আল-জাওহারী [মৃ. ৩৯৩ হি.], আল-আযহারী [২৮০-৩৭০ হি.] প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ দেখিয়েছেন, প্রাচীন আরবে শব্দটি কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত।[১৪]

২. ইসলাম আগমনের পর ফিক্‌হ্ শব্দটির ব্যবহার শুধু দীনী জ্ঞানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যায়। সে সময় দীনি জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ এ দুয়ের মাঝে কেন্দ্রীভূত থাকায় কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে ফকীহ্ বলা হত। ইব্‌ন মানযূর বলেন, সকল প্রকার জ্ঞানের উপর দীনি জ্ঞানের মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও সম্মানের কারণে ইসলাম আগমনের পর ফিক্‌হ শব্দটি দীনি জ্ঞান তথা ধর্মতত্ত্বের জন্য প্রয়োগ শুরু হয়।[১৫] এর প্রমাণ হিসেবে ইমাম আবূ দাউদ [২০২-২৭৫ হি.], ইব্‌ন মাজাহ [২০৯-২৭৩ হি.], আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে হর্ষোৎফুল্ল করুন, যে আমার থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং অন্যের কাছে পৌঁছাল। ফিক্‌হের (জ্ঞানের) এমন অনেক বাহক রয়েছে, যে তা যার কাছে পৌঁছায় সে তার চেয়ে অধিকতর ফকীহ

---

১১. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي "এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা তা-হা : ২৭-২৮)

১২. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ "তারা বলল, হে শুয়াইব! তুমি যা বলছ তার অধিকাংশই আমরা বুঝি না।" (সূরা হূদ : ৯১)

১৩. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا "অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছালেন, সেখানে এমন এক জাতি পেলেন যারা তাঁর ভাষা বুঝতে পারছিল না।" (সূরা আল-কাহ্‌ফ : ৯৩)

১৪. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৬

১৫. ফিরোযাবাদী, *বাসায়েরু যাভীত তাময়ীয*, কায়রো : আল-মাজলিসিল আলা লিশ্ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৩ ইং, খ. ৪, পৃ. ২১০; ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩০৬

www.pathagar.com

(জ্ঞানী), আবার এমন অনেক বাহক রয়েছে যে নিজে ফকীহ (জ্ঞানী) নয়।"[১৬] হাদীসে বর্ণিত ফিক্হ, আফ্কাহু, ফকীহ্ বলতে দীনের সামষ্টিক জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে।

৩. প্রথম যুগে ফিক্হ শব্দটি আখিরাতের জ্ঞান ও আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা অর্থে ব্যবহৃত হত। রাগিব আল-ইস্পাহানীর [মৃ. ৫০২ হি.] মন্তব্য থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ফিক্হ এর সংজ্ঞায় বলেন : الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد.
"দৃশ্যমান জ্ঞানের মাধ্যমে অদৃশ্য জ্ঞানে পৌঁছানোই ফিক্হ।"[১৭]

৪. ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) সর্বপ্রথম ফিক্হের গ্রন্থবদ্ধ সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে ফিক্হ হল : معرفة النفس ما لها وما عليها.
"মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিকারক বিষয় অবগত হওয়া।"[১৮]

এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ফিক্হ দ্বারা শারী'আত অর্থ নিয়েছেন এবং আকীদা, আখলাক, দৈনন্দিন কার্যাবলিসহ মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর ভালো মন্দ দিক অবহিত হওয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফিক্হের এ ব্যাপক অর্থ গ্রহণের কারণে তিনি আকীদা সংক্রান্ত তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন "আল-ফিক্হুল আকবার"।

৫. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পরবর্তী সময়ে যখন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রকাশ পেতে থাকে, তখন থেকে ফিক্হের ব্যাপক পরিসর ছোট হতে শুরু করে। আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়াদি তখন ইলমুল কালাম (নীতি বা র্তকশাস্ত্র), ইলমুত তাওহীদ তাওহীদ বিষয়ক শাস্ত্র, ইলমুল আকায়েদ ইত্যাদি নাম ধারণ করে। এ সময় ফিক্হ বলতে বুঝানো হত :

العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية.

"বিস্তারিত দলীল থেকে আহরিত শারী'আতের গৌণ বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান"।[১৯]

---

১৬. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস আস্-সিজিস্তানী, *আস-সুনান,* বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আবদুল হামিদ, বৈরূত : দারুল ফিকর, কিতাবুল ইলম, বাবু ফদলু নাশরিল ইলম, খ. ৩, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং ৩৬৬২

১৭. আবুল কাসিম রাগিব ইব্ন হুসাইন আল-ইস্পাহানী, ***আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন,*** রিয়াদ : মাকতাবাতু নাযযার মুস্তাফা আল-বায, তারিখ বিহীন, খ. ২, পৃ. ৪৯৬

১৮. আলাউদ্দীন মাসউদ আত-তাফতাযানী, ***'শরহুত তালভীহ আলাত তাওদীহ লিমাতানিত তানকীহ ফী উসূলিল ফিক্হ,*** বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং, খ. ১, পৃ. ১৬

www.pathagar.com

"শারী'আতের গৌণ বিধিবিধান" দ্বারা মৌলিক বিধি তথা আকীদা ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া অন্য সবকিছু উদ্দেশ্য। অতএব এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, শারী'আতের বিধিবিধান বলতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় (যেমন অহংকার, হিংসা, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা; বিনয়, আন্তরিকতা, সৎ উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা ইত্যাদির বৈধতার মত বিষয়)ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬. অবশেষে ফিক্‌হ শব্দটি পারিভাষিক অর্থের বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে শুধু ব্যবহারিক বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ পর্যায়ে ফিক্‌হের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় :

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية.

"বিস্তারিত দলীল থেকে আহরিত শারী'আতের গৌণ ও ব্যবহারিক বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ফিকহ।"

বর্তমান সময় পর্যন্ত ফিক্‌হ শব্দটি এ অর্থই প্রদান করছে।[২০] এ সংজ্ঞার আলোকে আত্মার উৎকর্ষ ও এসংক্রান্ত গৌণ বিধিবিধান ফিকহের আওতামুক্ত হয়ে ইলমুত তাসাউফ (আধ্যাত্মজ্ঞান) বা ইলমুল আখলাক (নীতিবিজ্ঞান) নামে পৃথক হয়ে গেছে।

ফিক্‌হ শব্দের পারিভাষিক অর্থের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শব্দটি প্রথম অবস্থায় ব্যাপক অর্থবোধক থাকলেও সর্বশেষে মানুষের জীবনের ব্যবহারিক বিধিবিধান সম্বলিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যায়। আর এ ধারণার ভিত্তিতে ফকীহ, উসূলবিদ ও আলিমগণ ফিক্‌হের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ইমাম সাইফুদ্দীন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.] বলেন :

العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال.

"যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ণীত শার'ঈ গৌণ বিধিবিধান বিষয়ে সামগ্রিকভাবে অর্জিত জ্ঞান।"[২১]

---

১৯. *আল-মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ ১৪০৪ হি., খ. ১, পৃ. ১২

২০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২

২১. সাইফুদ্দীন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, বিশ্লেষণ : শায়খ আবদুর রায্‌যাক আল-আফীফী, রিয়াদ : দারুস সামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযী, ১ম প্রকাশ, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ২১

www.pathagar.com

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.]-এর মতে :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة

"শারী'আতের মূল উৎস থেকে প্রমাণিত এমন ব্যবহারিক বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলা হয়, যা দীনের বিধান হওয়ার বিষয়টি বিনা চিন্তা-গবেষণায় অর্থাৎ সহজ ভাবে জানা যায় না।"[২২]

আল্লামা আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন মাসউদ আল-কাসানী [মৃ. ৫৮৭ হি.] বলেন :

علم الفقه وهو المسمى بعلم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام.

"ফিক্‌হ হালাল-হারাম এবং শারী'আত ও বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট জ্ঞান নামে অভিহিত।"[২৩]

সাদরুশ শারী'আহ [মৃ. ৭৪৭ হি.] বর্ণনা করেন :

هو العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التي قد ظهر نزول الوحي بها والتي انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها.

"ফিক্‌হ শারী'আতের ঐসব ব্যবহারিক বিধিবিধান, যার ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং শারী'আতের বিভিন্ন দলীল থেকে সহীহ্ উদ্ভাবনী ক্ষমতার মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনপূর্বক তার উপর ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে।"[২৪]

আল্লামা জামালুদ্দীন ইব্‌নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.]-এর মতানুযায়ী :

العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

"শারী'আতের বিস্তারিত দলীল থেকে প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত গৌণ বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলা হয়।[২৫]

আল্লামা আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ্‌-শীরাযী [৩৯৩-৪৭৬ হি.] সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন :

معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

"ইজতিহাদের মাধ্যমে শারী'আতের বিধিবিধান অবগত হওয়াই ফিক্‌হ।"[২৬]

---

২২. ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আর-রাযী, ***আল-মাহসূল ফী ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, বিশ্লেষণ : ড. তুহা জাবির আল-আলওয়ানী, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৯২, খ. ১, পৃ. ৭৮

২৩. আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন মাসউদ আল-কাসানী, ***বাদায়িউস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারায়ে'***, পাকিস্তান : মাকতাবাহ হাবীবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯, খ. ১, পৃ. ২

২৪. আত-তাফতাযানী, ***শারহুত তালভীহ***, খ. ১, পৃ. ২৭

২৫. তাজুদ্দীন আবূ নাসর আবদুল ওয়াহাব আস-সুবকী, ***রাফউল হাজিব আন মুখতাসারি ইব্‌নিল হাজিব***, বিশ্লেষণ: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, বৈরূত : আলিমুল কুতুব, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ ইং, খ. ১, পৃ. ৯৫

www.pathagar.com

আল্লামা ইব্‌নু খালদুন [মৃ. ৮০৮ হি.] বলেন :

الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب و الحذر و الندب و الكراهة و الإباحة و هي متلقاة من الكتاب و السنة و ما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه.

"ফিক্‌হ বলা হয়, বান্দার জন্য অবশ্য পালনীয় (وجوب), নিষিদ্ধ (حذر), পছন্দনীয় (ندب), অপছন্দনীয় (كراهة) ও অনুমোদিত (إباحة) ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহর বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট জ্ঞানকে। এ বিধানগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও শারী'আত প্রণেতা কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য দলীল থেকে সংগৃহীত। অতএব যখন উক্ত দলীলগুলো থেকে কোনো বিধান নির্গত হয় তাকে ফিক্‌হ বলে।"[২৭]

ফকীহ ও উসূলবিদগণ ফিক্‌হের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ইমাম আশ্‌-শাফি'ঈ (রাহ.) [১৫০-২০৪ হি.] -এর উক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁর মতে :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

"বিস্তারিত দলীলাদি থেকে অর্জিত শারী'আতের ব্যবহারিক বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলা হয়।"[২৮]

শারী'আহ ও তাশরী

শারী'আহ ও তাশরী শব্দ দুটি শার'উন (شرع) শব্দ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হল পানি পানের স্থান, ঘাট, ঝর্ণা। এ শব্দ থেকেই শারী'আত (شريعة) শব্দটি এসেছে। রাগিব আল-ইস্পাহানী (রাহ.) বলেন, শারী'আতকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথাযর্থভাবে শারী'আত গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর মত পবিত্র হয়ে যায়।[২৯] তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শার'উন ও শারী'আত শব্দ দুটি আইন, বিধান, পথ ও পন্থা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩০]

---

২৬. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আলী আশ্‌-শীরাযী, *শারহ আল-লুমাউ ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, বিশ্লেষণ : আবদুল মজীদ তুরকী, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮ ইং, খ. ১, পৃ. ১৫৮

২৭. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, ব্যাখ্যা ও ভূমিকা : ড. মুহাম্মদ আল-ইসকিন্দারানী, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি, খ. ২, পৃ. ১০২

২৮. আত-তাফতাযানী, *শরহুত তালভীহ*, খ. ১, পৃ. ১৮

২৯. আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*, পৃ. ২৪৭

৩০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯ ইং, পৃ. ৫৯৮, ৬০০

www.pathagar.com

এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীনের ঐ অংশ যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ্-শূরা : ১৩)

শির'আত (شِرعة) শব্দটিও উপর্যুক্ত শব্দ দু'টির সমার্থবোধক। যেমন আল্লাহ বলেন :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا۔

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধিবিধান ও স্পষ্ট পথ নির্ধারিত করেছি।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮)

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

"এরপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ শারী'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, তুমি তার অনুসরণ করো এবং জ্ঞানহীনদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" (সূরা আল-জাছিয়া : ১৮)

পরিভাষায় শারী'আতের সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে মওলানা আবদুর রহীম [১৯১৮-১৯৮৭ খ্রি.] বলেন :

الطريقة المستقيمة التي يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا.

"এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।"[৩১]

ড. আবদুল করীম যায়দান [জন্ম ১৯১৭ খ্রি.] বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে শারী'আত বলা হয়। সে বিধান কুরআন অথবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।"[৩২]

---

৩১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ৯

৩২. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইব্নিল খাত্তাব, ১৯৬৯ ইং, পৃ. ৩৯

www.pathagar.com

মান্নাউল কাত্তান [১৩৪৫-১৪২০ হি.] বলেন :

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শারী'আত।"[৩৩]

অতএব মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণে যে বিধিবিধান নির্ধারণ করেছেন তাকেই শারী'আত বলা হয় এবং শারী'আতের এ বিধিবিধান মূলত কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে নির্ধারিত।

ইসলামী আইন

অন্যান্য আইনের তুলনায় ইসলামী আইনের সংজ্ঞা একটু ভিন্ন। কেননা এ আইন স্বয়ং মহান আল্লাহ কর্তৃক মানবতার স্থায়ী কল্যাণে নির্দেশিত। ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা মানুষের ইহকাল ও পরকালকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এ দ্বিবিধ সম্পর্ক পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শারী'আতে যেসব নিয়মকানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে তাই ইসলামী আইন।[৩৪]

ক্লাসিক্যাল মতানুযায়ী ইসলামী আইন হলো, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর নির্দেশ। যা স্বর্গীয়ভাবে বিন্যস্ত আকারে অগ্রগামী হয়ে ইসলামী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কখনই ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র অগ্রগামী হয়ে উক্ত আইনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।"[৩৫]

বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও আইন বিজ্ঞানী এন. জে. কুলসনের [১৯২৮-১৯৮৬ খ্রি.] ভাষায় :

Law, in the classical Islamic theory, is the revealed will of God, a divinely ordained system preceding and not preceded by the Muslim state, controlling and not controlled by Muslim society.

---

৩৩. মান্নাউল কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩৪. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, ৩য় ভাগ, পৃ. ১০

৩৫. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

www.pathagar.com

অর্থাৎ "ক্লাসিক্যাল মতে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশই ইসলামী আইন। যা মুসলিম সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং ইসলামী রাষ্ট্রের দিকনির্দেশক।"[৩৬]

অতএব ইসলামী আইন বলতে ঐসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশকে বুঝায়, যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জারী করেছেন। আর এ আইন বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণীত হতে পারে। মহান আল্লাহ সরাসরি তাঁর রাসূলের কাছে ওহী (আল-কুরআন) প্রেরণ করে অথবা প্রেরিত ওহীর আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইনী বিশ্লেষণ (সুন্নাহ) অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মতের আলিমগণের গবেষণাপ্রসূত ফলাফলও (ইজতিহাদ) হতে পারে। এক্ষেত্রে চৌধুরী আলিমুজ্জামান ইসলামী আইনের একটি বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন, "ইসলামী আইন হলো, পবিত্র কুরআনে বিধিবদ্ধ, হাদীসে নির্দেশিত, আলিমগণের ঐকমত্যের (ইজ্‌মা'র) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তুলনামূলক অবরোহন প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলি, যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিষয়ে আবর্তিত।[৩৭]

এক কথায় বলা যায়, ইসলামী আইন বলতে সার্বিক জীবনের ঐসব বিধিবিধান ও নির্দেশনা বুঝায়, যা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বান্দার কল্যাণে অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা।[৩৮]

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ইসলামী আইন তথা শারী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন :

إخراج الناس من دواعي الهوى والشهوات إلى دائرة الإنصاف والحق حتى تتحقق خلافة الله في الأرض على الوجه الصحيح.

"বিশ্বমানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে

---

৩৬. এন. জে. কুলসন, *এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক ল'*, ইডেনবার্গ : ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃ. ২

৩৭. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২৬

৩৮. এম মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ২

www.pathagar.com

আল্লাহর খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর হতে পারে।"[৩৯]

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী আইনের নানাবিধ কল্যাণকর ও চিরন্তন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেসব বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইসলামী আইন আসমানী আইন : এ আইনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি আল্লাহ-প্রদত্ত আইন। 'আসমানী আইন' বা 'আল্লাহ-প্রদত্ত আইন' শব্দটি দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। (ক) আল্লাহ-প্রদত্ত হওয়া ও (খ) আল্লাহমুখী হওয়া। ইসলামী আইন সেই মহান আল্লাহর দেয়া, যিনি এ বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও প্রতিপালক। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন বিধায় তিনিই জানেন কিসে তাদের কল্যাণ ও কিসে তাদের অকল্যাণ। তিনি বলেন :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ـ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।"

(সূরা আল-মুলক : ১৪)

এ কারণেই তিনি মানবতার জন্য ইসলামী আইন নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ـ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৯)

তিনি অন্যত্র বলেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তার থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

আল্লাহ-প্রদত্ত আইনের দ্বিতীয় দিক আল্লাহমুখী হওয়ার অর্থ : এ আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন, যা হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) ও হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) আদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২. স্বভাবগত ও সহজে পালনীয় : এ আইন মানুষের স্বভাবগত ও তা সহজে পালনীয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

---

৩৯. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ***ইসলামী শরীয়াতের উৎস***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

www.pathagar.com

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করো, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটিই সরল দীন। (সূরা আর-রূম : ৩০)

এ আইনে এমন কোনো দিক নেই যা পালন করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। আল্লাহ বলেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।"
(সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)

يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

"আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল রূপে।" (সূরা আন্-নিসা : ২৮)

৩. অবিভাজ্য : ইসলামী আইন এক অবিভাজ্য আইন। এ আইনের কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জন একই সাথে দু'ধরনের মারাত্মক পরিণতির কারণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ.

"তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? সুতরাং তোমাদের যারা এ কাজ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কিয়ামত দিবসে তারা কঠিন শাস্তির দিকে প্রত্যানীত হবে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ৮৫)

৪. পূর্ণতা : ইসলামী আইন একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ এর পূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করে বলেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থারূপে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩)

www.pathagar.com

এ পূর্ণতার কয়েকটি দিক রয়েছে :

(ক) এ আইন মানব জীবনের প্রতিটি স্তর, যেমন ভ্রূণ, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এমনকি মৃত্যু সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রদান করে।

(খ) মানুষের সার্বিক জীবনের সব ধরনের আচরণ অন্তর্ভুক্ত করে তাকে ফরয, সুন্নাহ, উত্তম, বৈধ, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত করে।

(গ) জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, সামষ্টিক ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রদান করে।

(ঘ) সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন স্তর যেমন- পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

৫. মধ্যপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতা : ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো, এ আইন কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়। এ আইন বাস্তবায়নকারী উম্মতকে মহান আল্লাহ মধ্যপন্থী উল্লেখ করে বলেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا۔

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৩)

মধ্যপন্থাই ন্যায়পরায়ণতার উপযুক্ত পন্থা। এ কারণে এ আইনের মূল ভিত্তিই ন্যায়পরায়ণতা। মহান আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন, আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। অতএব তোমরা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুগামী হবে না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো বা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন। (সূরা আন্-নিসা : ১৩৫)

৬. অপরিহার্যতা : এ আইন গ্রহণ করা অপরিহার্য। একে অমান্য করার ইখতিয়ার কোনো ক্ষেত্রে কারও নেই।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর কঠোর নির্দেশ :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।" (সূরা আন্-নিসা : ৬৫)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ الظّٰلِمُوْنَ ـ الْفٰسِقُوْنَ ـ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা কাফির, তারা যালিম, তারা ফাসিক।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪, ৪৫, ৪৭)

৭. সার্বজনীনতা ও অভিন্নতা : মানব-রচিত আইনগুলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু ইসলামী আইন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বের সর্বকালের, সর্বযুগের সব মানুষের জন্য। এ আইন শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকলের জন্য। এতে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, পক্ষপাতিত্ব, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা শ্রেণিবৈষম্য নেই। এ আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। সকলেই এক প্রভু আল্লাহর বান্দা। মহান আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ

"হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)

৮. স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয় : ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। এ নীতিমালা স্থায়ী, গতিশীল, অপরিবর্তনীয়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ এ আইনের সম্মুখে একেবারেই অসহায়; বরং এতে ইজতিহাদ বা গবেষণার সুযোগ রয়েছে। কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত সমগ্র উম্মাহর কাছে যুগ যুগ ধরে

www.pathagar.com

গৃহীত ও সাব্যস্ত বিধিবিধান যেমন : নামায, রোযা, হজ, যাকাতের আবশ্যকতা, যিনা, সুদ, জুয়া, মদ ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা, এসব বিষয়ে ইজতিহাদ করার কোনো সুযোগ নেই। অতএব ট্যাক্স বা করের বাহানা দিয়ে যাকাতের আবশ্যকতাকে বাতিল করা বা পর্যটনশিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য যিনা-মদপান ইত্যাদির বৈধতা দানের জন্য ইজতিহাদ করার কোনো অবকাশ নেই। তবে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয় এমন সব বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে।

৯. সমঝোতার ব্যবস্থা : ইসলামী আইনে বিবদমান বিষয় আদালতে উত্থাপনের পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখা হয়েছে; বরং এ ধরনের সমঝোতাকে মহান আল্লাহ্ মানবতার জন্য বেশী কল্যাণকর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ; "সমঝোতাই উত্তম।"

(সূরা আন্-নিসা : ১২৮)

১০. ইসলামী আইন সংগতিপূর্ণ : ইসলামী আইনের ভিত্তিতে দীর্ঘ দিন যেসব সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করা হয়েছিল, এ আইন সেসব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ এ আইনে কোনো অসঙ্গতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে উমাইয়া, আব্বাসী, উসমানী, উপমহাদেশে সুলতানী ও মুঘল শাসনব্যবস্থা ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। অতএব দীর্ঘকালের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী আইনে কোনো অসঙ্গতি নেই।

১১. আখিরাতকে সম্পৃক্তকরণ : মানবরচিত আইনসমূহ শুধু মানুষের পার্থিব বিধিবিধানকে সম্পৃক্ত করেছে। তাতে পরকালকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। স্বীকার করা হয়নি পরকালীন ফলাফলকেও। এ সম্পর্কে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন : "মানবরচিত আইন বিধানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শাস্তি ও দণ্ডদানের বিভীষিকা সৃষ্টিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাতে মানুষকে ভেড়ার পালের মতো শুধু চাবুকের ভয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। এতে মানুষকে এর অনুকূলে গড়ে তুলতে এবং মনোলোকে চরিত্রের দীপ-শিখা জ্বালাতে চেষ্টা করা হয় না।"[৪০]

ইসলামী আইন মানুষের কাজের জন্য দু'ধরনের কর্মফল নির্দিষ্ট করেছে। একটি তার পার্থিব জীবনে প্রাপ্য, যাতে বৈষয়িক উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করা হয়।

---

৪০. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ***ইসলামী শরীয়াতের উৎস***, পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

আর অন্যটি পরকালে প্রাপ্তব্য, যাতে পরকালীন উপায়-উপকরণই প্রয়োগ করা হবে।

১২. পুরস্কার ও তিরস্কার : ইসলামী আইন মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিণাম ফলের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। তা হলো, ভাল কাজের বিনিময়ে সওয়াব বা পুণ্য এবং খারাপ কাজের বিনিময়ে শাস্তি বা পাপ, কিন্তু প্রচলিত আইন পার্থিব জীবনব্যবস্থা-ভিত্তিক হওয়ায় শুধু অন্যায়ের বিপরীতে শাস্তি নির্ধারণ করে। কেবল শাস্তি বা দণ্ডের মাধ্যমেই অন্যায় অপরাধ বন্ধ করতে চায়। ফলত কেউ পাপ করে আত্মগোপন করলে অনেক সময় শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হলে সে সমাজের মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ফলে এবং পরকালের জবাবদিহীতার ভয়ে স্বভাবতই তারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী আইন মহান আল্লাহ মানবতার কল্যাণ কামনায় নির্ধারণ করেছেন বিধায় এটি এমন সব ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য সম্বলিত, যা দুনিয়ার অন্য কোনো আইনে নেই।

ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনের পার্থক্য

ইসলাম মানবতার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। পূর্ববর্তী নবীগণেরও জীবনবিধান ছিল ইসলাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আইন পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন আইন। আইনশাস্ত্রের উৎপত্তিগত দিক থেকে আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, রোমান আইনই সবচেয়ে প্রাচীন আইন। ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সর্বশেষ যে জীবনবিধান প্রেরণ করেছেন তার সাথে মানবরচিত অন্যান্য আইনী ব্যবস্থার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কারণ সেসব আইন মানুষের তৈরি বলে তা ঐচ্ছিক, আর ইসলামী আইন আল্লাহপ্রদত্ত, যা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আইনের সাথে অন্যান্য আইনের পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো :

১. উৎসের দিক থেকে : মানবরচিত আইন মানুষের ব্যবস্থাপনায় মানুষের হাতে তৈরী, যার সাথে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের কোনো তুলনা চলতে পারে না, যা সরাসরি স্রষ্টার পক্ষ থেকে এসেছে। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও সমর্থন করে না যে, স্রষ্টার তৈরী কোন জিনিসের সাথে সৃষ্টির তৈরী জিনিসের তুলনা সম্ভব।

২. উপাদানের দিক থেকে : যারা আইন রচনা করেন তারা মানুষ। আল্লাহ মানুষকে দুর্বল প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আইন তৈরির সময় তারা বিভিন্ন ত্রুটির

www.pathagar.com

মুখোমুখি হয়। মানুষের সার্বিক কল্যাণ কোনো পথে তারা সঠিকভাবে তা নিরূপণ করতে পারে না। কারণ মহান আল্লাহ তাদের সীমিত জ্ঞান প্রদান করেছেন। তিনি বলেন :

وَمَآ أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔

"তোমাদের যৎসামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫)

আর এ কারণেই মানবরচিত আইন কিছুদিন পর পর পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী হয়। দেখা যায়, আজ যে জিনিস আইনের দৃষ্টিতে বৈধ, আগামীকাল তা অবৈধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন এ জাতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। কারণ এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তিনি বান্দার কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি বলেন : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত"।

(সূরা আল-মুলক : ১৪)

তিনি আরও বলেন : لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

"আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।" (সূরা তা-হা : ৫২)

৩. ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে : মানবরচিত আইন সীমিত নীতিমালার সমষ্টি, যা তাদের বর্তমান জীবন ও এর উৎকর্ষের ভিত্তিতে রচিত হয়। এটি পরিবারব্যবস্থা থেকে শুরু হয়ে গোত্রীয় ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে রচিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিস্তারিত আইন হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন জীবনের চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. ব্যাপকতার দিক থেকে : মানবরচিত আইন নির্দিষ্ট যুগের বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে রচিত হয়। তাই যখনই মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়, তখনই এ আইনের মূলনীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন বিশেষ কোনো যুগের নির্দিষ্ট কোনো জাতির জন্য নয়; বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি ভূখণ্ডের অনাগত প্রত্যেক মানুষের জন্য। ইতোমধ্যে ইসলামী আইন সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর অতিক্রম করলেও এর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি; বরং এর প্রায়োগিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ আইন প্রতিটি সমাজের সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য যথার্থ।

৫. বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে : মানুষের নাগরিক জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছু লেনদেন, যার উপর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড দণ্ডায়মান, এ জাতীয় কিছু

www.pathagar.com

বিষয়ই মানবরচিত আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক, নৈতিক আচরণ, জীবনের বিভিন্ন দিকের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে।

৬. নৈতিক দৃষ্টিকোণ : মানবরচিত আইন নৈতিক বিষয়গুলো অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। এ ব্যবস্থায় শুধু সামাজিক নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মানুষের প্রচলিত আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডের শাস্তি বিধান করে থাকে। যেমন- এ আইনের আওতায় ব্যভিচারীকে শুধু তখনই শাস্তি দেয়া হয় যখন দুই পক্ষের কেউ এটাকে অপছন্দ করে বা কারও অসম্মতিতে এটি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যখন তা ধর্ষণের পর্যায়ে চলে যায়। ইসলামী আইন একটি নৈতিক আইন। এ ব্যবস্থায় সমাজ ও আইন শৃঙ্খলার ক্ষতি না হলেও মানুষের নৈতিকতার শুদ্ধতার জন্য এ জাতীয় অপরাধের শাস্তি অনিবার্যভাবে ভোগ করতে হয়। কেননা এ আইন অনুযায়ী অনৈতিক আচরণ ত্যাগ ও উত্তম নৈতিক গুণাবলি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

৭. আইনের ধারণা : সাধারণত যেসব আদেশ পালন করতে মানুষ বাধ্য, না করলে তাকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয় এবং যেগুলো প্রধানত আদালত কর্তৃক কার্যকর হয়ে থাকে, সেসমস্ত আদেশকেই প্রচলিত ব্যবস্থায় আইন বলা হয়, কিন্তু ইসলামী আইনতত্ত্বে আইনের ধারণা এত সংক্ষিপ্ত নয়। এ মতে, আইনদাতার সমগ্র অভিপ্রায়ের প্রকাশকে আইন বলা হয়ে থাকে। ইসলামী আইনে কোনো নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আদালতে ব্যবস্থা না থাকলেও সেগুলো আইন হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা রাখে।

৮. প্রয়োগ ক্ষেত্র : আধুনিক আইন বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝায় এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র উক্ত রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইসলামী আইন কোনো রাষ্ট্রীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমগ্র মানবসমাজের জন্য প্রযোজ্য।

৯. দণ্ডবিধির দিক থেকে : দণ্ডবিধি বা শাস্তি প্রয়োগের দর্শন নিয়ে ইসলামী ও মানবরচিত আইনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যান্য আইনে কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীকে শুধু বৈষয়িক শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু ইসলামী আইনে অপরাধীকে একাধারে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পেতে হয়; বরং আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে কঠোর। এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। বিশেষত যখন সে এ বিশ্বাস লালন করে যে, ইসলামী আইন যথাযথভাবে না মেনে দুনিয়ায় কোনো প্রকার বেঁচে গেলেও আখিরাতে তার মুক্তি নেই।

www.pathagar.com

১০. উদ্দেশ্য : আইনের উদ্দেশ্যের দিক থেকে মানবরচিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মানবরচিত আইনের উদ্দেশ্য হলো, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের পার্থিব জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তোলা। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হলো, বান্দা ও তার প্রভু এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে শান্তিময় করা।

১১. আইনী ক্ষমতার বিস্তৃতি : মানবরচিত আইন মানুষের অন্তরে কোনো প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। কেননা শুধু শাস্তির ভয় অপরাধ সংঘটন থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। কেননা প্রয়োজনে সে আত্মগোপন করে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন মানুষের মানসিকতার উপর বিস্তর প্রভাব ফেলে। কারণ এ ব্যবস্থায় মানুষ কোনো কাজ করার পূর্বেই তা বৈধ কি অবৈধ, ভালো কি খারাপ, অনুমোদিত না-কি নিষিদ্ধ তা অবগত হতে পারে। ফলে এ চিন্তা তার মানসিকতায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ইসলামী আইনের উৎস

আইনের উৎস বলতে ঐসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে কোনো নীতি বা বিধান নির্গত হয়। অতএব ইসলামী আইনের উৎস বলতে ঐসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে বা যার ভিত্তিতে ইসলামী বিধিবিধান নির্ণীত হয়।

ইসলামী আইনের উৎস কয়টি তা নিয়ে ইসলামী আইনবিশারদগণ মতভেদ করেছেন। তাঁরা কিছু উৎসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন আবার কিছু উৎসের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। আল্লামা নজমুদ্দীন আত্-তুফী [৬৫৭-৭১৬ হি.] তাঁর "রিসালাতুন ফী রিআয়াতিল মাসলেহা" গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ১৯টি উৎসের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার ড. আহমাদ আবদুর রহীম আস্-সায়িহ [মৃ. ২০১১ খ্রি.] এ ছাড়া আরও ২৬টি অর্থাৎ মোট ৪৫টি উৎসের বর্ণনা দিয়েছেন।[৪১] সেগুলো হলো, الكتاب (আল-কুরআন), السنة (সুন্নাহ), إجماع الأمة (ইজ্‌মা উম্মাত), إجماع أهل المدينة (মদীনাবাসীর ইজ্‌মা), القياس (কিয়াস), قول الصحابي (সাহাবীর অভিমত), المصلحة المرسلة (জনকল্যাণ বিবেচনা), الاستصحاب (পূর্বের বিধান স্থায়ী রাখা), البراءة الأصلية (দায়মুক্ত হওয়ার মূলনীতি গ্রহণ), العادات (প্রথা), الاستقراء (অবরোহন পদ্ধতি), سد

৪১. ইমাম আত্-তুফী, *রিসালাতুন ফী রিআয়াতিল মাসলেহা,* বিশ্লেষণ : ড. আবদুর রহীম আস্-সায়িহ, লেবানন : দারুল মিসরিয়্যাহ লিবনানিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ-১৪১৩ হি, পৃ. ১৩-২১

www.pathagar.com

الذرائع (অন্যায়ের উপলক্ষ রুদ্ধকরণ), الاستدلال (দলীল পেশ), الاستحسان (উত্তম বিধান নির্ধারণ), الأخذ بالأخف (সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ), العصمة (পাপমুক্ত হওয়া), إجماع أهل الكوفة (কুফাবাসীর ইজ্‌মা), إجماع العترة عند الشيعة (শী'আগণের দৃষ্টিতে আহলে বাইতের ইজ্‌মা), إجماع الخلفاء الأربعة (চার খলীফার ইজ্‌মা), شرع من قبلنا إذا لم ينسخ (পূর্ববর্তী শারী'আতের অরহিত বিধিবিধান), التحري (দলীল অনুসন্ধান), التعامل (সামাজিক আচার-আচরণ), العمل بالظاهر أو الأظهر (প্রকাশ্য বা অধিকতর প্রকাশ্য মত অনুযায়ী কাজ করা), الأخذ بالاحتياط (সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ), القرعة (লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়)[৪২], مذهب كبار التابعين (বড় বড় তাবি'ঈর অভিমত), العمل بالأصل (মূলনীতি অনুসরণ), معقول النص (নাসের মর্মার্থ), شهادة القلب (বিবেকের সাক্ষ্য), تحكيم الحال (অবস্থা অনুযায়ী মীমাংসা), عموم البلوى (সমস্যার ব্যাপকতা), العمل بالشبهتين (দু'টি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের একটি গ্রহণ), دلالة الاقتران (অন্য বিধানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশনা), دلالة الإلهام (ইলহামের নির্দেশনা), رؤيا النبي (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন), الأخذ بالأيسر (অধিকতর সহজ বিষয় গ্রহণ), الأخذ بأكثر ما قيل (সর্বাধিক বলা মন্তব্য গ্রহণ), فقد الدليل بعد الفحص (দলীল অনুসন্ধানের পর না পাওয়া), إجماع الصحابة وحدهم (শুধু সাহাবীগণের ইজ্‌মা), إجماع الشيخين (আবূ বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমার ইজ্‌মা), قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا (চার খলীফার সর্বসম্মত অভিমত),القياس خالف إذا الصحابي قول (সাহাবীর কিয়াস-বিরোধী অভিমত), الرجوع إلى المنفعة والمضرة (কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা), القول بالنصوص (নাসভিত্তিক উক্তি), إجماع في العبادات والمقدرات (ইবাদাত ও নির্ধারিত বিষয়ে ইজ্‌মা)

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এসব উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমত : যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে সকলেই একমত। জমহুর ফকীহগণ ইজ্‌মা ও কিয়াস শারী'আতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত। মুতাযিলা মতাদর্শী

৪২. قرعة শব্দের আভিধানিক অর্থ লটারি হলেও এর পরিচয় দিতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন, وأما القرعة فهي عمل بالسنة المنقولة فيها أو بالإجماع أو بعموم آية ولا تنازعو অর্থাৎ কুর'আহ হলো, কোনো কিছুর বিধানের ক্ষেত্রে বর্ণিত সুন্নাহ অথবা ইজ্‌মা' অথবা "তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না" (সূরা আল-আনফাল : ৪৬) আয়াতের ব্যাপক বিধান থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করা। দ্রষ্টব্য : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

আবূ ইসহাক আন-নায্যাম [মৃ. ২৩১ হি.] ও খারিজীগণ ইজ্‌মা এবং জা'ফারী ও যাহিরী সম্প্রদায় কিয়াসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[৪৩] অতএব এ শ্রেণিভুক্ত উৎসগুলো হলো, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ তথা ইজ্‌মা ও কিয়াস।

দ্বিতীয়ত : যেসব উৎসের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উপর্যুক্ত চারটি উৎস ব্যতীত অন্যান্য উৎস এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী আইনের উৎসসমূহের কিছু রয়েছে সরাসরি ওহী, কিছু ওহী নয়। ওহী আবার দু'ভাগে বিভক্ত। মাতলু বা নামাযে পঠিত অর্থাৎ কুরআন এবং গাইর মাতলু অর্থাৎ যা নামাযে পঠিত হয় না অর্থাৎ সুন্নাহ। যেসব উৎস সরাসরি ওহী নয় তার মধ্যে যেটি উম্মতের মুজতাহিদগণের সামষ্টিক গবেষণালবদ্ধ তা ইজ্‌মা নামে খ্যাত। আর যেটি মুজতাহিদের ব্যক্তিগত গবেষণার ফসল ও সমজাতীয় বিধানের সাদৃশ্যনির্ভর, তা কিয়াস। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী বিধিবিধান নির্ণয়ের ব্যাপারে সকলেই একমত এবং ইজ্‌মা ও কিয়াসের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন দু'একজন ব্যতীত সকলেই একমত। এর প্রমাণ মুআয ইবন জাবাল [মৃ. ১৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং প্রেরণের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন :

كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

হে মুআয, তোমার কাছে কোনো মামলা উত্থাপিত হলে তুমি কীভাবে তার ফয়সালা প্রদান করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে তার ফয়সালা না পাও? তিনি বললেন, তাহলে তাঁর রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে। তিনি বললেন, যদি তাঁর সুন্নাহতে না পাও? তিনি বললেন, আমি আমার বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী গবেষণা করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আল-হাজুরী, *আল-ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিক্‌হিল ইসলামী,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি, খ. ৩, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই সামর্থ্য দিয়েছেন, (যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট)।[৪৪]

ইসলামী আইনের উৎসসমূহের কিছু উৎস বর্ণনাভিত্তিক, কিছু বুদ্ধিভিত্তিক। বর্ণনাভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা', 'উরফ, পূর্ববর্তী শারী'আত ও সাহাবীগণের অভিমত। বুদ্ধিভিত্তিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে কিয়াস, মাসালিহ, ইসতিহসান, ইসতিসহাব ও সাদ্দুয যারায়ে' ইত্যাদি।

এই পুস্তকে ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে নিম্নোক্ত দু'টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে :

প্রথম ভাগ : মৌলিক উৎস

মৌলিক উৎস বলতে যেসব উৎসের ব্যাপারে বিশেষ কোনো মতপার্থক্য নেই। এর সংখ্যা চারটি :

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. ইজ্‌মা
৪. কিয়াস।

দ্বিতীয় ভাগ : সম্পূরক উৎস

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম যেমনি কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তেমনি তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামী আইনের আরও সম্পূরক উৎস রয়েছে, কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁরা মতভেদ করেছেন। কাজী তাজুদ্দীন ইব্‌নুস সুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.] বলেন, "উম্মাতের আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, উপরোক্ত দলীলগুলো (কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াস) ছাড়া শারী'আতের আরও দলীল রয়েছে, কিন্তু তা নির্ধারণ করতে যেয়ে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন ইসতিসহাব, কেউ ইসতিহসান, আবার কেউ মাসালিহ মুরসালাহ.... ইমাম আশ্‌-শাফি'ঈ (রাহ.) ইসতিসহাবকে, ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.) মাসালিহ মুরসালাহ ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসতিহসানকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ "তাদের প্রত্যেকেই একেকটি দলীল গ্রহণ করেছেন।"[৪৫]

---

৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামি' আস-সুনান*, বিশ্লেষণ : আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, কিতাবুল আহকাম, বাবু আল-কাযী কাইফা ইয়াকদী, খ. ৩, পৃ. ৬১৬, হাদীস নং ১৩২৭

৪৫. তাজুদ্দীন আবূ নসর ইবনুস্ সুবকী, ***রাফউল হাজিব আন মুখতাসারি ইবনুল হাজিব***, বিশ্লেষণ : শায়খ আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও শায়খ আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ, বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং, খ. ৪, পৃ. ৪৮১-৪৮২

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো মূলত আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়; বরং এগুলো আইনের এককেটি রোডম্যাপ। একজন মুজতাহিদ যখন নাস্‌, ইজ্‌মা ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের কোনো বিধান না পান, তখন এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ গ্রন্থে যেসব সম্পূরক উৎসের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো :

১. ইসতিহ্‌সান (উত্তম বিধান নির্ধারণ)
২. মাসালিহ্‌ মুরসালাহ্‌ (জনকল্যাণ বিবেচনা)
৩. উরফ (প্রথা)
৪. সাদ্দুয যারায়ে' (অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ)
৫. ইসতিসহাব (পূর্বের বিধান অক্ষুণ্ন রাখা)
৬. আমালু আহ্‌লিল মাদীনা (মদীনাবাসীর কর্ম)
৭. কাওলুস সাহাবী (সাহাবীগণের অভিমত)
৮. শার'উ মান কাবলানা (পূর্ববর্তী শারী'আত)

অতঃপর ইসলামী আইনের উৎস সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত সংশয় নিরসন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনে ইসলামী আইনের উৎসের পাশাপাশি অন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআন

(Quran: the core source)

পরিচয়

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস। কুরআন মানবতার কল্যাণে অকাট্য বিধানের বর্ণনা দিয়েছে। বিধান বর্ণনায় কুরআনের রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি। মানবজীবন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়েরই আলোচনা ও বিধান পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্তসারে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে বিদ্যমান রয়েছে।

শাব্দিক অর্থ :

কুরআন (قرآن) শব্দটি আরবী কারউন (قرء) শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারউন শব্দের অর্থ, পাঠ করা। সে হিসেবে কুরআন শব্দটির অর্থ পঠিত (مقروء)। যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, এ জন্য কুরআনকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে, কুরআন শব্দটি কারনুন (قرن) থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ- জমা করা, একত্রিত করা, সম্মিলন করা সংযুক্ত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন অর্থ সংযুক্ত (مقرون)।[১] কুরআনকে এ অর্থে কুরআন বলার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন-

ক. কুরআনের আয়াতগুলো একটির সাথে অন্যটি যুক্ত।

খ. কুরআন পূর্ববর্তী সব আসমানী কিতাব, শারী'আত ও নবী-রাসূলের শিক্ষার সার-সংক্ষেপ একত্রিত করেছে।

গ. পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

কুরআন এমন এক পরিচিত নাম যার গ্রন্থবদ্ধ কোনো সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে এর দ্বারা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ হয়। তবুও ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্র তথা উসূল ফিক্‌হে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এর আইনী সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন।

---

১. কুরআন শব্দের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১১, পৃ. ৭১; ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, খ. ১, পৃ. ২৪; আল-জাওহারী, *আস্‌-সিহাহ্*, খ. ১, পৃ. ৬৫

www.pathagar.com

তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো :

هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

"কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তার তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য; সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা আন-নাস দ্বারা যা সমাপ্ত।"[২]

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে কুরআনের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো :

ক. কুরআন আল্লাহর বাণী।

খ. কুরআন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ। অতএব অন্য নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী কুরআন নয়।

গ. কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। কুরআনে অনারব যেসব শব্দ ও নাম রয়েছে সেগুলো আরবী ভাষায় পরিচিত থাকায় আরবী হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা :

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

" আরবী ভাষায় এই কুরআন, আমিই অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা ইউসূফ : ২)

ঘ. কুরআন আমাদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে পৌঁছেছে।[৩] আলিমগণ একমতো যে, কোনো শব্দ বা পাঠ পদ্ধতি নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার ভিত্তিতে বর্ণিত না হলে তা কুরআন হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।[৪]

ঙ. কুরআন তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য। এটি কুরআন কারীমের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর পাঠক সওয়াবের অধিকারী হন।

---

২. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী,* দামেশক : দারুল খাইর, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ইং, পৃ. ১৩৯

৩. নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারা (رواية متواترة) একটি ইলমুল হাদীসের পরিভাষা : যার অর্থ, এমন একদল বর্ণনাকারীর মাধ্যমে কোনো কিছু বর্ণিত হওয়া যাদের সকলের উপর একযোগে 'মিথ্যা বর্ণনা করেছেন' এমন অভিযোগ আরোপ করা সম্ভব নয়।

৪. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ২১৫

www.pathagar.com

চ. কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ। অতএব গ্রন্থবদ্ধ কুরআনে নেই এমন কোনো কিছুকে কুরআন হিসেবে গণ্য করা হয় না।

ছ. কুরআন সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে শুরু হয়ে সূরা আন-নাসের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কুরআনের সূরা ও আয়াতের এ ধারাবাহিকতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে।

কুরআন অবতরণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। তিনি একে ওহী বহনকারী ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেন। কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফলকে লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ-

"বরং এ সম্মানিত কুরআন যা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"

(সূরা আল-বুরূজ : ২১-২২)

পবিত্র কুরআন অবতরণ সম্পন্ন হতে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রান্ত হয়।

প্রথম পর্যায় : লাওহে মাহফূয থেকে পবিত্র রমযান মাসের কদ্‌র রাতে সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে পৃথিবীর নিকটতম আসমানের বাইতুল ইয্‌যাহ নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁর ৪০ বছর বয়সের রমযান মাসের কদর রাতে সূরা আল-আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে তাঁর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায় : এরপর প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন পরিমাণে কুরআনের অংশ অবতীর্ণ হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছু দিন পূর্বে কুরআন অবতরণ সম্পন্ন হয়।

সংরক্ষণ

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তাঁর গৃহীত সেসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল :[৫]

---

৫. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : ড. আকরাম আবদ খলীফাহ আদ-দালাইমী, ***জামউল কুরআন : দিরাসাহ তাহলীলিয়্যাহ লি মারইয়্যাতিহি***, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬,

www.pathagar.com

১. মুখস্থকরণ : কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুখস্থ করতেন। অতঃপর সাহাবীগণকে মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। সাহাবীগণ কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তাঁদের পরিবার-পরিজনকে মুখস্থ করাতেন। গভীর রাতে তাঁদের গৃহ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসত।

২. লিপিবদ্ধকরণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে কুরআন লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন। যাঁদের কাতিবে ওহী বা ওহী-লেখক বলা হত। আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল, পাথর, হাড় ইত্যাদিতে অবতীর্ণ আয়াত লেখে রাখতেন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান : কুরআন সংরক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। মাক্কী জীবনে আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম [মৃ. ৫৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর ঘরে এবং মাদানী জীবনে মসজিদে নবীতে সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা করতেন। যা পরবর্তীতে কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৪. শিক্ষক প্রেরণ : কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জনমানুষের অন্তরে কুরআন সংরক্ষণের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করতেন। হিজরতের পূর্বে তিনি মদীনায় মুস'আব ইব্‌ন উমাইর [শাহাদাত ৩ হি.] ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম [মৃ. ১৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমাকে প্রেরণ করেন।

গ্রন্থবদ্ধকরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন সংরক্ষণের যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তখন কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ তিনি জীবিত থাকাবস্থায় আরও আয়াত বা সূরা অবতীর্ণের সম্ভাবনা বিরাজমান ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পরও আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফাত আমলে ১২ হিজরীতে ইয়ামামা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজ সাহাবী শহীদ হওয়ার প্রেক্ষিতে উমর [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু খলীফাকে গ্রন্থাকারে কুরআন সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। উক্ত পরামর্শের আলোকে খলীফা আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা কুরআনের লিখিত আয়াতগুলো একত্রিত

পৃ. ২৩; মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয্‌-যারকানী, *মানাহিলিল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন,* বিশ্লেষণ : আহমদ ইব্‌ন আলী, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০১, খ. ১, পৃ. ২০৪

www.pathagar.com

করার জন্য প্রধান ওহী লেখক যাইদ ইব্‌ন সাবিত [মৃ. ৪৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি অন্যান্য ওহী-লেখক সাহাবীকে সাথে নিয়ে দীর্ঘ ১ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুরআন গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করেন। সূরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত ও জিবরাইল কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনাকৃত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। কুরআনের এ গ্রন্থবদ্ধ কপিটি আবূ বাকর রাদিআল্লাহু আনহু, তাঁর ইন্তিকালের পর উমর রাদিআল্লাহু আনহু ও তাঁর শাহাদাতের পর উম্মুল মুমিনীন হাফসা [মৃ. ৪২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহার নিকট সংরক্ষিত থাকে।

'উসমান [শা. ৩৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে আঞ্চলিক পঠনরীতিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন দেখা দেয়। বিশেষত আরমেনিয়া যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হুযাইফা রাদিআল্লাহু আনহু খলীফাকে এ সমস্যার কথা অবগত করলে তিনি হাফসা রাদিআল্লাহু আনহার কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে আরও কয়েকটি কপি করে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং আঞ্চলিক পঠনরীতিতে লিখিত কপিগুলো নষ্ট করে দেয়ার নির্দেশ দেন।
এভাবেই পবিত্র কুরআন কোনো প্রকার বিকৃতি ছাড়াই কিয়ামতো পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে।

কুরআনের প্রামাণিকতা

কুরআন গোটা মানবতার জন্য প্রমাণ ও ইসলামী আইনের প্রথম উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কারও দ্বিমতো নেই। বিভিন্নভাবে কুরআনের এ প্রামাণিকতা নির্ণয় করা যায়।[৬]

১. কুরআন নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ধারায় কুরআন বর্ণিত হয়েছে। আর নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত বিষয় অকাট্যভাবে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।

২. পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয়, এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔

---

৬. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ১৫১-১৬২; ড. ওহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, দামিশক : দারুল ফিকর, ১৪তম সংস্করণ, ২০০৬ ইং, খ. ১, পৃ. ৪১৪-৪২০

www.pathagar.com

"তিনি সত্য সহকারে আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা পূববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন।"

(সূরা আলে ইমরান : ৩)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ.

"আমি সত্যসহ তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা আন্-নিসা : ১০৫)

৩. কুরআনের অলৌকিকতা থেকেও প্রমাণিত হয়, এ কিতাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কোনো মানুষের পক্ষে এরকম গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলৌকিকতার বিশেষ দিকগুলো নিম্নরূপ :

(ক) কুরআনের ভাষাগত অলংকার আরবী ভাষায় পারদর্শীদের জন্য এক চিরন্তন বিস্ময়। কুরআনের ভাষাশৈলী, বর্ণনাভঙ্গি, শব্দের গ্রন্থনা, বাক্য বিন্যাসের ধরন আরবী সাহিত্যিকদের হতবাক করে ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ পেশ করে।

(খ) কুরআন অত্যন্ত নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করে। আল্লাহ বলেন :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا.

"এসব অদৃশ্যের খবর আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা ইতোপূর্বে তুমি জানতে না, তোমার জাতিরও জানা ছিল না।" (সূরা হূদ : ৪৯)

(গ) ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ, যা পরবর্তীতে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। অথচ সেগুলো ছিল মানব-কল্পনার বাইরে। যেমন কুরআনের ঘোষণা :

الٓمٓ. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ.

"আলিফ-লাম-মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায়, কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে।" (সূরা আর্-রূম : ১-৩)

(ঘ) বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের অন্তর্ভুক্তি, যা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। মহাবিশ্বের এসব রহস্যময় বিষয় কোনো মানুষের পক্ষে বর্ণনা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ বলেন :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.

"অচিরেই আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।"

(সূরা হা মীম আস্-সাজদা : ৫৩)

(ঙ) পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ আইনী নির্দেশনা। পবিত্র কুরআন মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে, কোনো মানুষের পক্ষে

www.pathagar.com

তা রচনা করা সম্ভব নয়। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবরচিত বিধিবিধান মানবতাকে শান্তি দিতে পারেনি। অথচ কুরআনের এ নিখুঁত ব্যবস্থা মানুষের আত্মিক, মানসিক, দৈহিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি দিয়েছে।

বিধান বর্ণনায় আল-কুরআন

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔

"আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।"

(সূরা আন্-নাহ্ল : ৮৯)

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুর বর্ণনা ছাড়িনি।" (সূরা আল-আন'আম : ৩৮)

অতএব কুরআনে সব ধরনের বিধিবিধানের বর্ণনা এসেছে। এ বিধিবিধান দুভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

প্রথমতো : সংক্ষিপ্ত আকারে আইনের সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা। যেমন-

ক. পরামর্শ : এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী : وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করে।" (সূরা আশ-শূরা : ৩৮)

খ. ন্যায়বিচার :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।" (সূরা আন্-নাহল : ৯০)

গ. মানুষকে তার নিজের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে :

একজনের অপরাধের শাস্তি অন্য জনের উপর চাপানো হবে না। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔

"প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।" (সূরা আল-আন'আম : ১৬৪)

---

৭. ড. আবদুল করীম যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্রকাশ, ২০০১ ইং, পৃ. ১৫৭

www.pathagar.com

ঘ. অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔

"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দ।" (সূরা আশ্-শূরা : ৪০)

ঙ. অন্যের সম্পদ নিষিদ্ধ

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং মানুষের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৮)

চ. কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔

"তোমরা তাকওয়া ও সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করবে, অন্যায় ও সীমালংঘনের ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা করবে না।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ২)

ছ. দায়িত্ব পালন ও দায় পূর্ণ করা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ۔

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ১)

জ. কষ্ট লাঘব করা

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ۔

"তিনি দীনে তোমাদের উপর কোনো জটিলতা রাখেননি।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)

ঝ. নিরুপায় হলে অবৈধ বিষয় বৈধতার রূপ নেয় :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۔

"অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তবে তার জন্য কোনো পাপ নেই।।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৩)

ঞ. এ ছাড়া কুরআন বিভিন্ন করণীয় কাজের নির্দেশ ও বর্জনীয় কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। যা সংক্ষিপ্তকারে ও সামগ্রিক নীতিমালায় বর্ণিত হয়েছে এবং সুন্নাহ তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত বিধান হদ্দের সংখ্যা অনেক কম। যেমন মীরাছ, হদ্দ, তালাক, লিআন, বিবাহ নিষিদ্ধ নারীর বর্ণনা ইত্যাদি।

বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি

১. কুরআনে আইন-সংক্রান্ত কিছু আয়াত অকাট্য ও স্পষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে চিন্তা গবেষণার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। যেমন : সালাত, যাকাত, সাওমের আবশ্যকতা সংক্রান্ত আয়াত, যিনা-ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ, অন্যায় হত্যা, সুদ ইত্যাদি হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত।

বিধিবিধান সংক্রান্ত আরও কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলোতে অন্তর্ভুক্ত বিধানের সবদিক স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। এসব আয়াত বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে। যেমন : উযুতে মাথা মাস্‌হে করার পরিমাণ, বায়িন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ আবশ্যক হওয়া সংক্রান্ত আয়াত।

উক্ত দু'ধরনের আয়াতের পার্থক্য হলো, প্রথম প্রকারটি আকীদা তথা বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত। এটি প্রত্যেকের উপর অলঙ্ঘনীয়ভাবে আবশ্যক। কেউ যদি এর আবশ্যকতা অস্বীকার করে তবে সে দীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু এর যে কোনো একটি অর্থ গ্রহণ করে অন্যগুলো অস্বীকার করলে ঐ ব্যক্তি দীন থেকে খারিজ হবে না। এ জাতীয় আয়াতের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই বিভিন্ন ইসলামী মাযহাবের জন্ম হয়েছে।

২. কুরআনের আইন বর্ণনার রীতি প্রচলিত আইনী পদ্ধতির মতো নয় যে, কোনো একটি আদেশ বা নিষেধ উল্লেখ করে তা লঙ্ঘন করার শাস্তি বর্ণিত হবে; বরং কুরআন কোন বিধান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্ত করণে উক্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। অতঃপর তা পালনের ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা বর্ণনা করে এবং তাকে ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয় নির্ধারণ করে।

৩. আধুনিক আইন-বিজ্ঞান যেমন কোনো আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে উক্ত আইনের খুঁটিনাটি সবকিছুই তুলে ধরে, কুরআন আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। কুরআনের বিধিবিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ গোটা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রয়েছে। দেখা যায়, একই সূরায় বিভিন্ন বিষয়ের বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা আল-বাকারায় একাধারে সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্মদ্রোহ, বিবাহ, কিসাস, অসিয়ত, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। আবার দেখা যায় একই

www.pathagar.com

বিষয়ের বিধান বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন হজ সংক্রান্ত বিধিবিধান সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে আবার সূরা হজেও বর্ণিত হয়েছে। বিবাহ, তালাক, রাজ'আত ইত্যাদি বিষয়ের কিছু আলোচনা এসেছে সূরা বাকারায় আবার কিছু আলোচনা এসেছে সূরা তালাকে।

৪. শারী'আতপ্রণেতার উদ্দেশ্য ও শারী'আতের সাধারণ নীতিমালা ইঙ্গিত করার জন্য কুরআনে অধিকাংশ বিধিবিধান সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। যাতে মুজতাহিদগণ উক্ত উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ভিত্তিতে বিস্তারিত বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। আবার যেসব বিধানের বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন কুরআন সেসব বিবরণ নিয়ে এসেছে। বিশেষত আকীদা, ইবাদাত ও স্থান-কালের পরিবর্তনে যেসব বিধান পরিবর্তন হবে না, যেমন মীরাছ, বিবাহ নিষিদ্ধ নারী, কিছু কিছু অপরাধ ইত্যাদি।

ইসলামী আইনের গতিশীলতা ও স্থায়িত্বের জন্য কুরআনের এ পদ্ধতি খুবই আবশ্যক। কেননা কুরআন সব গৌণ বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করে দিলে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যেত। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে নতুন নতুন বিষয়ের বিধিবিধান উদ্ভাবনের কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকত না।

এ প্রেক্ষাপটে কুরআন একদল ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। যারা কুরআনে বর্ণিত শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য ও সাধারণ নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন বিধান নির্ণয় করবেন।

কুরআন সাধারণ মানুষকে ঐসব বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে ইসলামী আইনের সকল বিষয় অবগত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। যেমন আল্লাহর তা'আলা বলেন :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ـ

"যদি তারা তা রাসূল ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।"

(সূরা আন্-নিসা : ৮৩)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

"তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।" (সূরা আন্-নাহল : ৪৩)

এসব আয়াত কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান অবগত হওয়ার জন্য ইজতিহাদ ও অভিজ্ঞজনের শরণাপন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৫. ইসলামী আইনের মৌলিক পাঁচটি পরিভাষা তথা অপরিহার্য (ওয়াজিব), পছন্দনীয় (মানদুব), নিষিদ্ধ (হারাম), অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ও অনুমোদিত (মুবাহ) বুঝানোর জন্য কুরআন তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

www.pathagar.com

(১) করণীয়-যার মধ্যে অপরিহার্য ও পছন্দনীয় উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
(২) বর্জনীয়-যার মধ্যে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
(৩) ঐচ্ছিক তথা অনুমোদিত।

এ তিনটি বিষয় উল্লেখের ক্ষেত্রেও কুরআনের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে। শায়খ খাদরী [১২৮৯-১৩৪৫ হি.] ও মান্নাউল কাত্তান [১৩৪৫-১৪২০ হি.] এ পদ্ধতিগুলো সবিস্তার আলোচনা করেছেন।[৮]

করণীয় বিষয় উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি

১. স্পষ্ট আদেশ প্রদান। যেমন আল্লাহর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰٓى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা আন্-নিসা : ৫৮)

২. সংশ্লিষ্টদের উপর কাজটি অপরিহার্য হিসেবে নির্ধারণ :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۔

"হত্যার ক্ষেত্রে তোমাদের উপর কিসাস নির্ধারণ করা হলো।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৮)

৩. কাজটি গোটা মানবতা অথবা তাদের একদলের উপর বাধ্যতামূলক করণ :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۔

"আর আল্লাহর ওয়াস্তে এ ঘরের হজ করা সে সব লোকের কর্তব্য, যাদের সেখানে পৌছার সামর্থ্য আছে।" (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۔

"আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার কর্তব্য হলো, সে সকল নারীর (অর্থাৎ মাতার) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খোরপোষের ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো চাপের সম্মুখীন করা হয় না। মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীর উপরও অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৩)

---

৮. মান্নাউল কাত্তান, *তারিখুত তাশরীইল ইসলামী*, পৃ. ৬১–৬৭

www.pathagar.com

৪. কাজটি নির্দিষ্ট কারোর অধিকার হিসেবে অবহিতকরণ :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

"তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথা অনুযায়ী ভরণপোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৪১)

৫. কাজটির ব্যাপারে অসিয়ত শব্দ প্রয়োগ :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ـ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন একপুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।" (সূরা আন্-নিসা : ১১)

৬. কাজটি কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্তি :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২৮)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৪)

৭. কাজটি আদেশসূচক ক্রিয়া অথবা দৃঢ়তা প্রদানকারী ক্রিয়ামূল দ্বারা আবশ্যকীয়করণ :

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ـ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৮)

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

"অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।" (সূরা আল-হাজ্জ : ২৯)

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ـ

"যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হবে তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

৮. অপরিহার্যতার বিশ্লেষণ :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.

"মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্পর্কে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি।" (সূরা আল-আহযাব : ৫০)

www.pathagar.com

৯. কাজটিকে শর্তের সাথে সংযুক্ত করে উল্লেখ :

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ـ

"যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানী দ্বারা এর ফিদিয়া প্রদান করবে।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৬)

১০. কাজটি উত্তম হিসেবে উল্লেখ :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ـ

"তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২০)

১১. কাজটি ওয়াদার সাথে সম্পৃক্তকরণ :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ـ

"কে সে যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৪৫)

১২. কাজটি পুণ্য বা পুণ্যের প্রদর্শক হিসেবে উল্লেখ :

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ـ

"কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল...এর প্রতি ঈমান আনলে।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৭)

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ـ

"কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৯)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ـ

"তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না।" (সূরা আলে ইমরান : ৯২)

১৩. উৎসাহিত করার ভঙ্গিতে উল্লেখ :

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ـ

www.pathagar.com

"তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কারে সংকল্প করেছে?" (সূরা আত-তাওবাহ : ১৩)

১৪. কাজটির প্রতি আল্লাহর ভালবাসা ঘোষণা :

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ۔

"যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।" (সূরা আস্-সাফ্ : ৪)

বর্জনীয় কার্যাবলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কুরআনের পদ্ধতি

১. স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা :

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ۔

"আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে।" (সূরা আল-মুমতাহিনা : ৯)

২. হারামকরণ :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۔

"বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।" (সূরা আল-আ'রাফ : ৩৩)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۔

"বলো, এসো তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন তা আমি পাঠ করে শুনাব।" (সূরা আল-আন'আম : ১৫১)

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔

"এটি মুমিনদের উপর হারাম করা হয়েছে।" (সূরা আন্-নূর : ৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ۔

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, তোমাদের কন্যাগণ তোমাদের ভগ্নিগণ... ।" (সূরা আন্-নিসা : ২৩)

www.pathagar.com

৩. হালাল বা বৈধ নয় হিসেবে উল্লেখ :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ـ

"হে ঈমানদারগণ, নারীদের জবরদস্তিমূলক উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।" (সূরা আন্-নিসা : ১৯)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ـ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২৯)

৪. নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া অথবা বর্জনের আদেশসূচক ক্রিয়ার মাধ্যমে :

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ـ

"ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ـ

"তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর।" (সূরা আল-আন'আম : ১২০)

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

"অতএব তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যাকথন থেকে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৩০)

৫. কাজটি পুণ্যমুক্ত হিসেবে উল্লেখ :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনোপুণ্য নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৭)

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ـ

"পিছন দিক থেকে গৃহে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৯)

৬. কাজটি বাতিলকরণ :

فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

"যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের ব্যতীত অন্য কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৩)

www.pathagar.com

لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ـ

"কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৩)

৭. কাজটি গুনাহর যোগ্য হিসেবে উল্লেখ :

فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ط

"তা শ্রবণ করার পর যদি কেউ তার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮১)

৮. কাজটির প্রতি ভয় প্রদর্শন করা :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ৩৪)

৯. কাজটি অকল্যাণকর হিসেবে উল্লেখ করা :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ـ

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এটি তাদের জন্য মঙ্গলকর; বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

১০. 'উচিৎ নয়' অথবা 'অধিকার নেই' বলে কাজটি গর্হিত রূপে সাব্যস্ত করা :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার নেই।"

(সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ ـ

"মুশরিকদের জন্য উচিৎ নয় যে, তারা মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।"

(সূরা আত্-তাওবাহ : ১৭)

১১. ঘৃণাসূচক প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?"

(সূরা আল-বাকারাহ : ৪৪)

www.pathagar.com

১২. কাজটিকে সরাসরি শাস্তির সাথে সম্পৃক্তকরণ :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢبِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ۔

"পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের হস্তচ্ছেদন করো, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩৮)

১৩. কাজটিকে কুফ্রী বা যুলুম বা ফিস্ক হিসেবে উল্লেখ :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ... الظّٰلِمُوْنَ ... الْفٰسِقُوْنَ۔

"যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা কাফির... যালিম... ফাসিক।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪, ৪৫, ৪৭)

১৪. কর্তাকে অভিসম্পাত প্রদান :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۔

"নিশ্চয় আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন বা পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের অভিশমজাত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৫৯)

১৫. কাজটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ধারণ :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۔

"তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় ঘৃণ্য।" (সূরা আস্-সাফ : ৩)

১৬. কর্ম সম্পাদনকারী থেকে আল্লাহর ভালবাসা দূরকরণ :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا۔

"নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আন্-নিসা : ৩৬)

১৭. কাজটি হিদায়াতের প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ۔

"যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(সূরা আয্-যুমার : ৩)

১৮. কাজটি নিকৃষ্ট হিসেবে উল্লেখ :

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

"তারা তাদের শপথগুলো ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে আর তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কতই না নিকৃষ্ট।"

(সূরা আল-মুনাফিকুন : ২)

www.pathagar.com

১৯. কাজটি তিরস্কারের কারণ হিসেবে নির্ধারণ :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا۔

"তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তবে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

ঐচ্ছিক বিধান বর্ণনায় কুরআনের পদ্ধতি

১. কাজটির দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে হালাল (বৈধ) শব্দ উল্লেখ :

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু (অহিংস্র ও রোমন্থনকারী প্রাণী) হালাল করা হল।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ১)

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ۔

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পাখি, যাদের তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪)

২. পাপ না থাকার ঘোষণা :

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔

"যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো পাপ নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ২০৩)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

"তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোনো পাপ নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ১৮২)

৩. দোষ না থাকার ঘোষণা :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوْا۔

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সে জন্য তাদের কোনো অপরাধ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে।"

(সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৩)

www.pathagar.com

لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ.

"এর (তিন সময়ের) পরে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই।" (সূরা আন-নূর : ৫৮)

৪. নিষেধাজ্ঞা দূর করা :

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ.

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।" (সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮)

কুরআন থেকে আইন নির্ণয়ের নীতিমালা

শায়খ মুহাম্মদ আল-খাদরীসহ অন্যান্য উসূলবিদ কুরআন থেকে আইন নির্ণয়ের কিছু সামগ্রিক নীতিমালা উল্লেখ করেছেন[৯] যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১. কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান উৎস। ইসলামী আইনের মূল কাঠামো এর উপর দণ্ডায়মান। অন্যান্য উৎস কুরআনের দিকেই প্রবর্তিত হয়। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সুন্নাহ। জ্ঞানবান ও আরবী ভাষায় দক্ষ যে কেউ এর আয়াত অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারেন।

২. কুরআনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট তথা শানে নুযূল জানা আবশ্যক। কেননা কুরআন বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। নিম্নোক্ত দুটি বিষয় আইন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শানে নুযূল জানার আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

প্রথমতো : কুরআনে বর্ণিত আইন কোনো অবস্থার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তা অবগত হওয়া ছাড়া কুরআনের অলৌকিকতা জানা সম্ভব হয় না। আইন সম্বলিত আয়াতটির সম্বোধন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যেদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, শানে নুযূল জানা আবশ্যক। কেননা অবস্থার ভিন্নতার কারণে আয়াত ও সংশ্লিষ্ট বিধান অনুধাবনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দেয়। প্রশ্নবোধক বাক্য কখনও সিদ্ধান্ত স্থির করার, আবার কখনও র্ভৎসনার উদ্দেশে হয়ে থাকে। আদেশসূচক শব্দ কখনও ধমকের অর্থে, কখনও অপরগতার অর্থে,

---

৯. শাইখ মুহাম্মদ আল-খাদরী, *উসূলুল ফিকহ*, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ৫ম প্রকাশ, ১৯৬৫ ইং, পৃ. ২০৫

www.pathagar.com

আবার কখনও অনুমোদনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব কুরআনের অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে শানে নুযূল একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়ত : শানে নুযূল সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থের জটিলতা ও আইন সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বর্ণিত আছে, কুদামাহ ইব্‌ন মায'উন [মৃ. ৩৬] রাদিআল্লাহু আনহু একবার মদ পানের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। উমার [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পর তিনি বললেন, হে কুদামাহ, আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করব। কুদামাহ বললেন, আল্লাহর শপথ, তাদের দাবি মোতাবেক আমি যদি মদপান করে থাকিও, তবুও আমাকে বেত্রাঘাত করার অধিকার আপনার নেই। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا۔

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সে জন্য তাদের কোনো দোষ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে।"

(সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৩)

আর আমি তাদেরই একজন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন উমর রাদি আল্লাহু আনহু উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, আপনাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর এ বাণীর অর্থ কি এটাই? উত্তরে ইব্‌ন আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, এসব আয়াত পূর্ববর্তীদের জন্য ওযর ও জীবিতদের জন্য প্রমাণস্বরূপ। পূর্ববর্তীদের জন্য ওযরস্বরূপ এ জন্য যে, তাঁরা মদ হারাম হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আর জীবিতদের জন্য প্রমাণস্বরূপ এজন্য যে, মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য গণনার শর শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৯০)

www.pathagar.com

অতএব, কেউ যদি "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সাবধান হয়েছে ও ঈমান এনেছে অতঃপর সাবধান হয়েছে ও সৎকর্ম করেছে"—এ দলভুক্ত হতে চায়, মহান আল্লাহ তাদেরকে মদ পান করতে নিষেধ করেছেন। তখন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।[১০] অতএব বুঝা গেল, কুদামাহ রাদিআল্লাহু আনহু আয়াতের যে অর্থ অনুধাবন করেছিলেন আয়াতের মূল উদ্দেশ্য তা নয়।

৩. আরবের প্রথা এবং কুরআন অবতীর্ণের সময়কালে তাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও শব্দ প্রয়োগরীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা এসব কিছু অবগত হওয়া ছাড়া কুরআনের প্রকৃত অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় :

(ক) মহান আল্লাহর বাণী : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হজ ও উমরাহ সম্পূর্ণ কর।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৬) 'সরাসরি হজ পালন কর' শব্দ ব্যবহার না করে এখানে বলা হয়েছে 'হজ সম্পূর্ণ কর'। কেননা ইসলাম আগমনের পূর্বেও আরবরা হাজ্জ করত। ইসলাম হজের কিছু নিদর্শন পরিবর্তন করেছে এবং কিছু সংযোজন করেছে, যেমন আরাফাতে অবস্থান।

(খ) মহান আল্লাহ বলেন : وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ

"নিশ্চয় তিনি শি'রা নক্ষত্রের প্রভু" (সূরা আন্-নাজম : ৪৯)

কুরআনে বিশেষ করে এ তারকাটির নাম উল্লেখ করার কারণ, খুযাআ গোত্র এটির পূজা করত। আবূ কাবশা এ পূজার প্রচলন করে। আরবের লোকেরা এ তারকাটি ব্যতীত অন্য কোনো তারকার পূজা করত না বিধায় কুরআন এটিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছে।

৪. কুরআন মাজীদ বিশেষ কোনো ঘটনা খণ্ডন করতে চাইলে তার পূর্বাপর যোগসূত্রও উল্লেখ করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ.

"যখন তারা বলে, আল্লাহ কোনো মানুষের কাছে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি।" (সূরা আল-আন'আম : ৯১)

---

১০. আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুয়াইব আন্-নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, বিশ্লেষণ : ড. আবদুল গফ্‌ফার সুলাইমান আল-বান্দারী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ ইং, কিতাবুল হাদ্দ ফিল খামর, বাবু ইকামাতুল হাদ্দি আলা মান শারিবাল খামরা আলাত তাবীল, খ. ৩, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ৫২৮৯

www.pathagar.com

এর পরেই তিনি বলেন :

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ ـ

"বলো, তাহলে মূসা মানুষের আলোকবর্তিকা ও হিদায়াতস্বরূপ যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছিলেন?" (সূরা আল-আন'আম : ৯১)

৫. কুরআন সংক্ষেপে হলেও সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর প্রমাণ, ব্যাপকার্থে আইনের মূলভিত্তি তথা প্রয়োজনীয়, পরিপূরক ও সৌন্দর্যবর্ধক এ তিন শ্রেণির অভাব ও তা পূরণের বিয়য়ে বিস্তারিতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআন মানুষের জীবনের সার্বিক দিক তথা সামগ্রিক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে, যা কোনো আইনের অস্তিত্বের জন্য জরুরী।

এক নজরে কুরআনে বর্ণিত আইন

কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত আইনসমূহ তিন ভাগে ভাগ করা যায় :[১১]

১. আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত আইন : যা বান্দার বিশ্বাস তথা আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. নৈতিক আইন : মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, কাজ ও আচরণ সংশ্লিষ্ট। একইভাবে এর মধ্যে ব্যক্তির সামাজিক আচরণও অন্তর্ভুক্ত।

৩. ব্যবহারিক আইন : একে বান্দার কর্মসূচক আইনও বলা যেতে পারে। আইনের এ ভাগকেই আলিমগণ ফিক্‌হ নামে অভিহিত করেন। এ আইন আবার দু'শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. ইবাদত-সংক্রান্ত আইন : যা বান্দার সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক বিষয়ক। যেমন : সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি।

খ. ইবাদাত ছাড়া অন্য আইন : যাকে ফকীহগণ মু'আমালাত বা লেনদেন-সংশ্লিষ্ট আইন নামে অভিহিত করেছেন। এ শ্রেণির আইন নিম্নোক্ত আটটি শাখাভুক্ত :

১. **পারিবারিক আইন** : যা পরিবার গঠন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মাহর, তালাক, সন্তান প্রতিপালন, খোরপোষ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ও নিকটাত্মীয়দের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি করাই উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে এ আইন সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি আয়াত রয়েছে।

---

১১. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৫৬; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪২০-৪২১; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ১৬৪-১৬৫

www.pathagar.com

২. **দেওয়ানী আইন :** মানুষের পারস্পরিক আর্থিক লেনদেন, চুক্তি, কোম্পানি ইত্যাদি বিষয় এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে পারস্পরিক আর্থিক সম্পর্ক ও স্ব স্ব অধিকার রক্ষা উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কেও কুরআনে প্রায় ৭০টি আয়াত রয়েছে।

৩. **ফৌজদারী আইন :** বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও তার শাস্তিবিধান সংক্রান্ত আইন এর অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের উদ্দেশ্য মানুষের মান-সম্মান, সম্পদ, জীবন ও অধিকার সংরক্ষণ এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান করা। কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৩০টি।

৪. **বিচার আইন :** বিচার, সাক্ষ্য, শপথ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যা দ্বারা মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যএ ব্যাপারে কুরআনে ১৩টি আয়াত রয়েছে।

৫. **সাংবিধানিক আইন :** শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক তৈরি এবং ব্যক্তি ও সমাজের যেসব অধিকার রয়েছে তা বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা ১০টি।

৬. **আন্তর্জাতিক আইন :** ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, যেটি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার, যা বিশেষ আন্তর্জাতিক আইন, এ দু'টিই এর অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক, যুদ্ধের বিধান নির্ধারণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক নির্ণয়। এ সম্পর্কে কুরআনে প্রায় ২৫টি আয়াত রয়েছে।

৭. **রাষ্ট্রীয় অর্থ-আইন :** রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজস্ব, যাকাত, ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার ইত্যাদি বিষয় এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এ আইনটি পূর্বে অন্যান্য আইনের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র আইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে ১০টির মতো আয়াত রয়েছে।

৮. **খাদ্য-আইন :** খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সম্পর্কে ইসলাম কী কী বিষয় নিষেধ এবং বৈধ করেছে তার বর্ণনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্নাহ

(Sunnah : the second source)

পরিচয়

সুন্নাহ ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। সুন্নাহর শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশী, আইনী ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম। কেননা সুন্নাহ মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালার বিশ্লেষণ। এ কারণে সুন্নাহ আইনের অকাট্য উৎস।

শাব্দিক অর্থ

আরবী সুন্নাহ (سنة) শব্দটির অর্থ : পথ, পদ্ধতি, পন্থা, নিয়ম ইত্যাদি।[১] শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি ভালো-মন্দ উভয় পথ-পদ্ধতি বুঝায়। আল্লাহর বাণী :

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

"তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল এবং তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না।"

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৭)

একইভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো রীতি চালু করল এবং পরবর্তীতে অন্যরা উক্ত রীতির অনুসরণ করল, তাকে অনুসরণকারীদের সমান প্রতিফল প্রদান করা হবে। তবে অনুসরণকারীদের প্রতিফলে কোনো কমতি করা হবে না। একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ রীতি চালু করল এবং পরবর্তীতে অন্যরা উক্ত রীতির অনুসরণ করল, তাকে অনুসরণকারীদের সমান প্রতিফল প্রদান করা হবে। তবে অনুসরণকারীদের প্রতিফলে কোনো কমতি করা হবে না।"[২]

---

১. ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, খ. ৪, পৃ. ২৩৭

২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্-নিশাপুরী, *আস-সাহীহ*, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ, তারিখ বিহীন, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িয়াতান ওয়া মান দাআ ইলা হুদা আও দালালাহ, খ. ৮, পৃ. ৬১, হাদীস নং ৬৯৭৫

www.pathagar.com

পারিভাষিক অর্থ

ফকীহগণ সুন্নাহ বলতে আইনের ঐ ধরনকে বুঝিয়ে থাকেন, যা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তা পালন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যা বিদআতের বিপরীত।[৩]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয় :

قول النبي صلى الله عليه وسلم و فعله و تقريره.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে।"[৪]

সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

১. মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও গুণাবলি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সব কিছুই সুন্নাহ।"[৫] এ সংজ্ঞার আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত চারিত্রিক গুণাবলিও সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত।

২. উসূলবিদগণ অন্যভাবেও সুন্নাহর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, সুন্নাহ বলতে শার'ঈ বিধানের ঐ ধরনকে বুঝায় যা পালন করলে সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু পরিত্যাগ করলে শাস্তি পেতে হয় না। যেমন- বিভিন্ন ওয়াক্তের ফরয নামাযের পূর্বের বা পরের সুন্নাত নামায। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ শব্দটি মানদূব শব্দের সমার্থবোধক। যা ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ থেকে ভিন্ন একটি পরিভাষা।[৬]

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা, ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন, সবকিছুই উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।[৭] যেমন আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে ইমামতি অব্যাহত রাখার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা, বিভিন্ন সম্রাটের কাছে লেখা তাঁর পত্র।

৪. সুন্নাহ ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে দু'টি মত বিদ্যমান। জমহুরের মতে, হাদীস বলতে শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে বুঝায়। সে

---

৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৩২

৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন ইলমিল-উসূল*, বিশ্লেষণ : আবু হাফস শামী ইব্‌ন আরাবী, রিয়াদ : দারুল ফাদীলাহ, ১ম প্রকাশ ২০০০ ইং, খ. ১, পৃ. ১৮৬

৫. ড. মুস্তাফা আস-সুবা'ঈ, *আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী*, কায়রো : মাকতাবাতু দারি উরুবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃ. ৬০

৬. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২২৭

৭. আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ১, পৃ. ১৮৬

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের চেয়ে সুন্নাহ ব্যাপক এবং হাদীস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। অন্য মত অনুযায়ী হাদীস দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি বুঝায়। এ দৃষ্টিতে হাদীস ব্যাপক অর্থবোধক এবং সুন্নাহ হাদীসের একটি অংশবিশেষ।[৮]

৫. সুন্নাহ শব্দটি বিদআতের বিপরীত। সুন্নাহ শারী'আত অনুমোদিত আর বিদআত শারী'আতনিষিদ্ধ পদ্ধতি।[৯]

৬. সুন্নাহর সংজ্ঞায় কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন, কুরআন ব্যতীত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিই সুন্নাহ।[১০] অর্থাৎ তারা 'কুরআন ব্যতীত' শব্দটি যোগ করেছেন এই যুক্তিতে যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি জিবরাইল থেকে তা গ্রহণ করে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন।[১১]

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতের পূর্বেকার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সুন্নাহ হিসেবে গণ্য নয়।[১২]

সুন্নাহর প্রামাণিকতা

সুন্নাহ ইসলামী আইনের উৎস ও অকাট্য প্রমাণ। কুরআনের আয়াত, ইজমা, বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণসহ বিভিন্নভাবে সুন্নাহর প্রামাণিকতা উপস্থাপন করা যায়।

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী কথা বলতেন না; বরং তাঁর শারী'আতের সবকিছুই ছিল ওহীভিত্তিক। আর ওহীর অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

"আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এ তো ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।"

(সূরা আন্-নাজম : ৩-৪)

---

৮. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ,* বিশ্লেষণ : শায়খ আবদুল্লাহ দিরাজ, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, তারিখবিহীন, খ. ৪, পৃ. ৪

৯. ইব্ন বাদরান হাম্বালী, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ,* মিসর : আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ, ১৯২৭ ইং, পৃ. ৮৯

১০. আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল,* খ. ১, পৃ. ১৮৬

১১. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী,* পৃ. ১৮৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

www.pathagar.com

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

"তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, তবেই তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা আন-নূর : ৫৬)

গ. কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে মূলত আল্লাহর আনুগত্য করল।"

(সূরা আন্-নিসা : ৮০)

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত বিষয় গ্রহণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔

"রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

ঙ. মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সমাধানের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ এসেছে এভাবে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ۔

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার নেতৃবর্গের। অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ধাবিত করো।"

(সূরা আন্-নিসা : ৫৯)

চ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা নির্দ্বিধায় গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

www.pathagar.com

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।" (সূরা আন্-নিসা : ৬৫)

ছ. আল্লাহ ও রাসূলের ফয়সালার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প পন্থার সুযোগ না থাকার ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُولَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۔

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত।" (সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

জ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতাকারীদের কঠিন আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে ইরশাদ হয়েছে :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۔

"অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস করবে।" (সূরা আন-নূর : ৬৩)

ঝ. কুরআনের সামগ্রিক বিধানের আইনী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং সেই ব্যাখ্যা সুন্নাহ বিশ্লেষণই। আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۔

"তোমার প্রতি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আন্-নাহল : ৪৪)

ঞ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

www.pathagar.com

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

ইমাম আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.] বলেন, আল্লাহকে ভালোবাসা আবশ্যক। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর সেই আবশ্যকীয় ভালবাসার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা আবশ্যক।[১৩]

ট. কুরআন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইনপ্রণেতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

"তিনি তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করেন; তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল ও অপবিত্র বস্তু নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৭)

ঠ. পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাবের সাথে সাথে হিকমাত প্রদানের ঘোষণা এসেছে। যেমন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ أٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"

(সূরা আল-জুমুআহ : ২)

আলিমগণের অনেকে হিকমাত অর্থ সুন্নাহ নিয়েছেন।[১৪]

এসব আয়াত থেকে অকাট্যভাবে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহর প্রামাণিকতা স্পষ্ট হয়।

---

১৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৩৬

১৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আর রিসালাহ*, মিসর : শরিকাতুত তাবাআতিল ফান্নিয়্যাতিল মুত্তাহাদাহ, ১৯৬২ ইং, পৃ. ৩২, ৭৮

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : সাহাবীগণের ইজ্‌মা

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তিকালের পর সুন্নাহর অনুসরণ, এতে বর্ণিত বিধিবিধান পালনের অপরিহার্যতা, এর আদেশ বাস্তবায়ন, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার উপর একমত ছিলেন। সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে তাঁরা কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধিবিধানের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য করতেন না।[১৫] এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.], উমর [শা. ২৩ হি.], 'উসমান [শা. ৩৫ হি.], আলী [শা. ৪০ হি.], ইব্‌ন আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.], ইব্‌ন মাস'ঊদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুম নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। সেখানে না পেলে সুন্নাহর মধ্যে অন্বেষণ করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেউ এ সংক্রান্ত কোনো সমাধান সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে ব্যাপারে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতেন। মুয়ায ইব্‌ন জাবাল [মৃ. ১৮ হি.] রাদি আল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনের কাযী হিসেবে প্রেরণ সংক্রান্ত হাদীসটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি কুরআনের পর পরই সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এভাবেই তাঁদের পর তাবি'ঈ, তাবি' তাবি'ঈগণের মাধ্যম হয়ে আমাদের পর্যন্ত সকল সত্যপন্থী মুসলিম নির্দ্বিধায় সুন্নাহর আইনী মর্যাদা ও আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৬]

তৃতীয়ত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

সুন্নাহর প্রামাণিকতার পক্ষে আমরা বিভিন্নভাবে যুক্তি দেখাতে পারি। যেমন :

ক. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন অতি সংক্ষেপে বিধিবিধান বর্ণনা করেছে, করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলি এককথায় ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু করণীয় কার্যাবলি আদায়ের পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা কিছুই ব্যাখ্যা করেনি। যেমন- কুরআন নামায আদায় অপরিহার্য করেছে, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত কত রাকআত, আদায়ের পদ্ধতি কী, তা কিছুই বর্ণনা করেনি। এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও এর আইনী ব্যাখ্যার জন্য আমাদের সুন্নাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কুরআনের বাস্তব নমুনা। কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সে নমুনা ফুটে উঠেছিল। এ কারণে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা

---

১৫. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ১৯৭

১৬. আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ১, পৃ. ১৮৭

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন, "তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।"[১৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর নির্দেশসমূহের প্রথম বাস্তবায়নকারী। এ কারণে তাঁর সুন্নাহ উম্মাতের জন্য প্রমাণ ও আইনের উৎস।

চতুর্থত : সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

সুন্নাহর প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশকরা কারো কারো দৃষ্টিতে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। তবুও আমরা সম্পূরক হিসেবে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করতে পারি।

ক. বিদায় হাজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও সুন্নাহকে মুসলিম উম্মাহর পথনির্দেশক নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন :

قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه

"আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।"[১৮]

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه —

মনে রেখো, "আমাকে কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয়ও দেয়া হয়েছে।"[১৯] আল্লামা আল-কুরতুবী [মৃ. ৬৭১ হি.] বলেন, এ অনুরূপ বিষয় হলো সুন্নাহ।[২০]

সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন

সুন্নাহ ইসলামী আইনের উৎস ও প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত হলেও ইসলামের শত্রুদের ধোঁকায় পড়ে অনেকে এর প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয় পোষণ করে। ইসলামের শত্রুরা প্রথমে মুসলমানদের অন্তরে কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়ে সুন্নাহকে তাদের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী)

---

১৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, বিশ্লেষণ : শুয়াইব আরনূত ও অন্যান্য, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং, বাকী মুসনাদিল আনসার, হাদীস সায়্যিদাহ আয়িশা (রা), হাদীস নং ২৪৬০১

১৮. আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আল-হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস্ সুনান আল-কুবরা*, হায়দারাবাদ : মাজলিসুদ দায়িরাতিল মাআরিফিন নিজামিয়্যাহ আল-কায়িনাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি, কিতাবু আদাবিল কাযী, বাবু মা ইয়াকদী বিহিল কাযী ওয়া ইয়াফতি বিহি, খ. ১০, পৃ. ১১৪, হাদীস নং ২০৮৩৩

১৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং ৪৬০৪

২০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, বিশ্লেষণ : হিশাম সামীর আল-বুখারী, রিয়াদ : আলামুল কুতুব, ২০০৩ ইং, খ. ১, পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

সম্প্রদায় ও খারিজীদের কিছু লোক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকার করে। তাদের যুক্তির মধ্যে রয়েছে :

ক. তারা ঐসব আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন যেখানে মহান আল্লাহ কুরআনকে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুর বর্ণনা ছাড়িনি।" (সূরা আল-আন'আম : ৩৮)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۔

"আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।"

(সূরা আন-নহল : ৮৯)

তাদের দাবি অনুযায়ী, যেহেতু কুরআনেই সবকিছু বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু হাদীসের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া হাদীসের বর্ণনা পরম্পরায় অনেক সময় এমন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়, যারা মিথ্যা, ভুল-ত্রুটির অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়, যা সুন্নাহর অকাট্যতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।[২১]

খ. হাদীস এ কারণে প্রমাণ নয় যে, তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি, কিন্তু কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ۔

"আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি অবশ্যই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা আল-হিজর : ৯)

গ. তারা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণ পেশ করেন। সাওবান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ما أتا كم عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف كتاب الله فلم أ قله أنا

"আমার সূত্রে তোমাদের কাছে কিছু পৌঁছলে তা আল্লাহর কিতাবের মুখোমুখি কর। যদি তা আল্লাহর কিতাবের অনুকূল হয় তবে তা আমার বক্তব্য। আর যদি কিতাব বিরোধী হয় তবে তা আমি বলিনি।"[২২]

---

২১. আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আবূ সাহল আস্-সারাখসী, *উসূল আস্-সারাখসী,* বিশ্লেষণ : আবুল ওয়াফা আফগানী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩ ইং, খ. ১, পৃ. ২৮৩

২২. ইবনু 'আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩৬৬; আশ-শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, খ. ১, পৃ. ১৮৮

www.pathagar.com

অতএব বুঝা গেল, সুন্নাহর নিজস্ব কোনো আইনী ক্ষমতা নেই।

আমরা নিম্নোক্তভাবে তাদের যুক্তি খণ্ডন করব :

ক. কুরআন সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী সংক্রান্ত আয়াতগুলো থেকে তারা যে মর্মার্থ অনুধাবন করেছেন তা সঠিক নয়; বরং এর অর্থ, কুরআন সামগ্রিকভাবে সব বিধিবিধান বর্ণনা করেছে এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লাভের উৎসেরও সন্ধান দিয়েছে। আর সুন্নাহ সে উৎসগুলোর একটি।

খ. কুরআন সংরক্ষণের ঘোষণা সম্বলিত আয়াতে বর্ণিত যিকর শব্দ দ্বারা যেমন কুরআন উদ্দেশ্য হতে পারে, তেমনি শারী'আতও উদ্দেশ্য হতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ۔

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ৩২)

আর যিকর দ্বারা যদি শুধু কুরআন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সেখানে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, সুন্নাহকে আল্লাহ হিফাজত করবেন না। কুরআন ছাড়াও অনেক কিছু সংরক্ষণ করার ঘোষণা কুরআনে এসেছে। যেমন-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۔

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে?"

(সূরা ফাতির : ৪১)

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۔

"আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে নিরাপদ রাখবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৬৭)

গ. ছাওবান সূত্রে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসটি মাওযু (জাল)। এ হাদীস সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন [মৃ. ২৩৩ হি.] বলেন, হাদীসটি জাল; যা যিন্দীক সম্প্রদায়ের তৈরী। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) বলেন, যাদের হাদীস গ্রহণ করা যায় তাদের ছোট-বড় কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেনি।[২৩]

---

২৩. ইবন বাদরান, ***আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ***, পৃ. ৯০; আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহুল***, খ. ১, পৃ. ১৮৮

www.pathagar.com

এ ছাড়া আমরা সুন্নাহর প্রামাণিকতা বর্ণনার সময় পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছি তা থেকেও প্রমাণিত হয়, তাদের দাবি অযৌক্তিক।

সুন্নাহর প্রকারভেদ ও তার আইনী মর্যাদা

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

ক. মূলগত দিক থেকে

মূলগত দিক থেকে সুন্নাহ তিন প্রকার :

১. বাণীসূচক সুন্নাহ (قولى) : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যা কিছু বলেছেন ও সাহাবীগণ শুনেছেন, তাকে 'বাণীসূচক সুন্নাহ' বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর বাণীর মাধ্যমে শারী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন তবে তা আইনের উৎস হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তাঁর বাণী পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত হয় এবং তার সাথে ইসলামী আইনের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তবে তা শারী'আতের দলীল অর্থাৎ বিধান উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে গণ্য হবে না।[২৪]

২. কর্মসূচক সুন্নাহ (فعلى) : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব কাজ বা আচরণ প্রকাশ পেয়েছে এবং সাহাবীগণ তা অনুসরণ করেছেন অথবা বর্ণনা করেছেন, তাকে 'কর্মসূচক সুন্নাহ' বলা হয়। কর্মসূচক সুন্নাহ বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতেন' বা 'তিনি এ কাজ করেছিলেন'-এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করেছেন।[২৫] কর্মসূচক সুন্নাহর বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন আইনী মর্যাদা রয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ (تقريري) : মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহর কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবীগণ কোনো কথা বলেছেন বা কোনো কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি কথা বা কাজটি অপছন্দ বা নিষেধ না করে নীরব থেকেছেন।
- তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো কাজ হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জ্ঞাত হয়েছেন এবং সে ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।

---

২৪. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ১৬৪

২৫. আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা ফী ইলমিল উসূল*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আবদুস সালাম আবদুশ শাফী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১৩ হি, খ. ১, পৃ. ১৩১

www.pathagar.com

- কোনো কিছু শোনা বা প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর সন্তুষ্টি বা প্রফুল্লতা প্রকাশ পেয়েছে।[২৬]

মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ দ্বারা উক্ত কাজটি বৈধ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো আইনী বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয় না। তবে অন্য দলীলের ভিত্তিতে মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ দ্বারা অন্য কোনো বিধান (যেমন ওয়াজিব, মানদূব ইত্যাদি) সাব্যস্ত হলে সেক্ষেত্রে উক্ত কাজের বিধান পরিবর্তন হতে পারে।[২৭]

খ. সনদ বা বর্ণনা সূত্রের দিক থেকে

সনদ বা বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে হাদীসের প্রকারভেদ নিয়ে ২টি মত রয়েছে :

প্রথমত : হাদীস ও উসূলশাস্ত্রের জমহুর আলিমের মতে সনদের দিক থেকে হাদীস দুই প্রকার : মুতাওয়াতির ও আহাদ।[২৮]

দ্বিতীয়ত : হানাফীগণের মতে, সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার : মুতাওয়াতির, মাশহুর ও আহাদ।[২৯]

১. মুতাওয়াতির (متواتر) : মুতাওয়াতির (متواتر) শব্দটি তাওয়াতুর (تواتر) ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। যার অর্থ ধারাবাহিকতা। আর মুতাওয়াতির শব্দের অর্থ ধারাবাহিক।[৩০]

এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী : ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

"অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি।"

(সূরা আল-মুমিনূন : ৪৪)

মুতাওয়াতির সুন্নাহর সংজ্ঞায় আলিমগণ বলেন, যে সুন্নাহ এমন একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, সাধারণ বিবেক তাদের মিথ্যার উপর যোগসাজশমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেয়।[৩১] অর্থাৎ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একদল সাহাবী, তাঁদের থেকে একদল তাবি'ঈ, তাঁদের থেকে একদল তাবে তাবি'ঈ বর্ণনা করেছেন এবং এভাবেই একদল বর্ণনাকারী সূত্রে সুন্নাহ সংকলনের যুগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুতাওয়াতির সুন্নাহর বর্ণনাকারীর- সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। পাঁচ, সাত, দশ, বিশ, চল্লিশ, সত্তর এভাবে বিভিন্ন সংখ্যার বর্ণনা রয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত এটাই যে, এর জন্য নির্ধারিত

---

২৬. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২৭. আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন হাযম আল-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি, খ. ২, পৃ. ৬

২৮. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ২, পৃ. ২০

২৯. আত-তাফতাযানী, *আত্ তালবীহ আলাত তাওদীহ*, খ. ২, পৃ. ২

৩০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৮৫

৩১. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২০৬

www.pathagar.com

কোনো সংখ্যা নেই; বরং এমন সংখ্যক হওয়া আবশ্যক যার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।[৩২]

মুতাওয়াতির সুন্নাহর শর্ত তিনটি :

এক : বর্ণনা ইন্দ্রিয়ভিত্তিক হতে হবে, বুদ্ধিভিত্তিক নয়। অর্থাৎ বর্ণনা দেখা, শোনা, স্পর্শ ইত্যাদি ভিত্তিক হতে হবে।

দুই : হানাফীগণের নিকট প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারী সমান সংখ্যক, বর্ণনাকারীর সংখ্যা মধ্যম শ্রেণির এবং বর্ণনার ভিত্তি ইন্দ্রিয়নির্ভর হতে হবে।

তিন : বর্ণনাকারীর সংখ্যা এমন হতে হবে যে, তাদের বাসস্থান, গোত্র, আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তারা যোগসাজশ করে মিথ্যা বলছে এমন দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে।[৩৩]

মুতাওয়াতির সুন্নাহ বাণী ও কর্মসূচক এ দুই ধরনের হতে পারে। এ প্রকার সুন্নাহ একত্রিত করে পৃথক সংকলনও রয়েছে। যেমন- আল্লামা আস্-সুয়ূতীর [৮৪৯-৯১১ হি.] 'আল-আযহারুল মুতানাসিরাহ্ ফীল আহাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ্'।

আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ প্রকার সুন্নাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত। যার মাধ্যমে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। এ প্রকার সুন্নাহ অস্বীকারকারী কাফির গণ্য। এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ কুরআন দ্বারা প্রমাণ পেশের মতো। এ কারণে এ সুন্নাহ কুরআনের ব্যাপক (আম) বিধানকে নির্দিষ্ট (খাস), সাধারণ (মুতলাক) বিধানকে শর্তযুক্ত (মুকাইয়্যাদ) করতে পারে এবং জমহুরের মতে কুরআনের আয়াতকে নসখ ও (রহিত) করতে পারে।[৩৪]

২. মাশহুর (مشهور) : যে সুন্নাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক অথবা দুই জন অথবা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার চেয়ে কমসংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁদের থেকে মুতাওয়াতির সুন্নাহর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার মতো একদল তাবি'ঈ এবং তাঁদের থেকে অনুরূপসংখ্যক তাবে তাবি'ঈ

---

৩২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

৩৩. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ৮৬; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ২৪০

৩৪. আলাউদ্দীন আবদুল আযীয ইব্‌ন আহমদ আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার আন উসূলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদাভী*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৪ ইং, খ. ২, পৃ. ৩৬০; জামালুদ্দীন আবদুর রহীম আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সুল শারহে মিনহাজুল উসূল*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং, খ. ২, পৃ. ২৬২; আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আলী আশ্-শীরাযী, *শারহে আল-লুমাউ*, খ. ১, পৃ. ৪২; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৩৪

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহুর বলা হয়।[৩৫] অর্থাৎ মাশহুর সুন্নাহ বর্ণনাধারার প্রথম স্তরে আহাদ সুন্নাহ ছিল, অতঃপর দ্বিতীয় ও পরবর্তী স্তরসমূহে মুতাওয়াতির সুন্নাহর শর্ত পূরণ করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

إنما الأعمال بالنيات

"নিশ্চয় নিয়্যাত অনুযায়ী কর্মফল নির্ধারিত হয়।"[৩৬]

হাদীসটি তাঁর থেকে উমর [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু একাই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁর থেকে একদল সাহাবী, তাঁদের থেকে একদল তাবি'ঈ বর্ণনা করেছেন। অতএব মুতাওয়াতির ও মাশহুর সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রথম স্তরের বর্ণনাকারীর সংখ্যা নিয়ে। এ পার্থক্যের কারণে এ সুন্নাহর আইনী মর্যাদা বিষয়ে জমহুর ও হানাফীগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। জমহুরের মতে এটি আহাদ সুন্নাহের মতো একই আইনী মর্যাদার, কিন্তু হানাফীগণ মর্যাদাগত দিক থেকে একে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছেন। ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস [মৃ. ৩৭০ হি.]-এর মতে মাশহুরও আইনগত দিক থেকে মুতাওয়াতিরের মতো, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীর মতে, এটি সাহাবী থেকে অকাট্যভাবে বর্ণিত হওয়া সাব্যস্ত করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নয়। তাই এর দ্বারা সন্তোষজনক জ্ঞান (علم الطمأنينة) অর্জিত হয়, নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) নয়। এই সুন্নাহ অস্বীকারকারী ফাসিক হয়, কাফির নয়।[৩৭]

৩. আহাদ (احاد) : যে সুন্নাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক বা দুই জন অথবা এমন সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যাঁদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয়। অতঃপর তাঁদের থেকেও উক্ত সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন এবং অনুরূপসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণিত বর্ণনাধারার মাধ্যমে সুন্নাহ সংকলনের যুগে পৌঁছেছে।[৩৮]

এ সুন্নাহর মাধ্যমে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান (علم الظن) অর্জিত হয়, সন্তোষজনক বা নিশ্চিত কোনোটিই নয়। আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.]-এর মতে, খবরে

---

৩৫. আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহুল***, খ. ১, পৃ. ২৫৪

৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***আল-জামি' আল-মুসনাদ আস্ সাহীহ***, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ যহীর ইব্‌ন নাসির, রিয়াদ : দারু তাউক আন-নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি, ভূমিকা অংশ, খ. ১, পৃ., হাদীস নং ১

৩৭. আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার***, খ. ২, পৃ. ২৬৮

৩৮. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী***, পৃ. ২০৮

www.pathagar.com

আহাদের সাথে কোনো কারীনাহ (আইনী যোগসূত্র) পাওয়া গেলে তা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।[৩৯]

কর্মসূচক সুন্নাহর আইনী মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত কর্মসূচক সুন্নাহকে আলিমগণ তিন ভাগে ভাগ করেছেন।[৪০]

১. স্বভাবজাত কর্মকাণ্ড (الأمور الجبلية)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ হিসেবে স্বভাবজাত যেসব কাজ করতেন সেগুলো এ শ্রেণিভুক্ত। যেমন খাওয়া, পান করা, হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো, বসা ইত্যাদি। তাঁর এ কর্মকাণ্ড উম্মতের জন্য এগুলো বৈধ হওয়ার বিধান প্রদান করে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। জমহুরের মতে, এ শ্রেণির কর্মে তাঁকে অনুসরণ আবশ্যক নয় এবং তা আইনের প্রমাণও নয়।[৪১] আবার কেউ কেউ এসব কাজে তাঁকে অনুসরণ পছন্দনীয় (মানদূব) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর [মৃ. ৭৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু এসব কাজেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতেন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতেন।[৪২]

২. বিশেষায়িত কর্মকাণ্ড (الأعمال المخصوصة)

যেসব কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো এ শ্রেণিভুক্ত। যেমন সাওমে বিসাল (বিরতীহীন রোযা রাখা), চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ ইত্যাদি। এগুলো তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় এক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা উম্মতের উপর আবশ্যক নয়। এমনকি এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের কিছু বিষয়ে তাঁকে অনুসরণের উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৩. অন্যান্য কর্মকাণ্ড

উপরিউক্ত দুই প্রকার কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো উম্মতের জন্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনী মর্যাদার দিক থেকে এ শ্রেণিটি আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত :

---

৩৯. আল-আমিদী, ***আল-ইহকাম,*** খ. ২. পৃ. ৪৪

৪০. আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-বাসরী, ***আল-মু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** বিশ্লেষণ : খলীল আলমাইস, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি, খ.১, পৃ. ৩৭৭; 'আদুদুদ্দীন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবদুল গফ্‌ফার আল-ঈজী, ***শারহু আলা মুখতাসারিল মুনতাহা লি-ইব্‌নিল হাজিব,*** কায়রো : আল-মাতবাআতুল আমীরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, তারিখবিহীন, খ. ২, পৃ. ২২; আশ্‌-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহুল,*** খ. ১, পৃ. ১৯৮

৪১. ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** পৃ. ১৬৫

৪২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,*** খ. ১, পৃ. ৪৫৮

www.pathagar.com

ক. কোনো কাজ যদি কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অথবা সাধারণ নির্দেশকে সীমাবদ্ধকরণ অথবা ব্যাপক নির্দেশকে নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদির ইঙ্গিত প্রদান করে, তবে এর বিধান সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিধানের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কাজটি যদি আবশ্যক হয় তবে সুন্নাহর বিধানও আবশ্যক হিসেবে গণ্য হবে।[৪৩]

খ. যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম কুরআনের বিধানের ব্যাখ্যাস্বরূপ না হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য নির্দেশনামূলক হয়, তবে এর কয়েকটি দিক রয়েছে :

- যদি তাঁর সে নির্দেশনার শার'ঈ মর্যাদা অবগত হওয়া যায় তবে সে অনুযায়ী কাজটি আবশ্যক বা পছন্দনীয় বা অনুমোদিত যে কোন একটি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।[৪৪]
- যদি তার শার'ঈ গুণাগুণ বা মর্যাদা অবগত হওয়া না যায় এবং এর দ্বারা যদি আল্লাহর নৈকট্যলাভের ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে তা পছন্দনীয় কাজ (মানদূব) গণ্য হবে।[৪৫] যেমন কোনো কোনো সময় তিনি অনিয়মিত দুই রাকআত নামায আদায় করতেন।
- যদি কাজটি থেকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয় যেমন ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি, তবে ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.)-এর মতে তা শুধু বৈধতার বিধান প্রদান করে, কিন্তু অধিকাংশ হানাফী ও ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে, এ দ্বারা নুদুব-এর মর্যাদা সাব্যস্ত হবে। কেননা, উক্ত কাজের মাধ্যমে নৈকট্যলাভের ইচ্ছা স্পষ্ট না হলেও সেগুলো নৈকট্যলাভের উপায়। আর নৈকট্যলাভের সর্বনিম্ন মাধ্যম হলো, পছন্দনীয় কাজ (মানদূব) সম্পাদন করা।[৪৬]

খবরে আহাদের আইনী মর্যাদা

আলিমগণ খবরে আহাদের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা খবরে আহাদের শুদ্ধতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁরা এর শুদ্ধতা নির্ধারণ ও আইনের প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগের জন্য বেশ কিছু শর্তারোপ করেছেন। এখানে খবরে আহাদের প্রামাণিকতা ও তা গ্রহণের শর্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

---

৪৩. তাকীউদ্দীন আলী ইব্ন আবদুল কাফী ও তৎপুত্র তাজউদ্দীন আবু নসর ইব্ন আলী আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ ফী শারহে আল-মিনহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ ইং, খ. ২, পৃ. ১৭৭

৪৪. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-আদ্দ*, খ. ২, পৃ. ২৩

৪৫. ড. ওয়াহাবাহ্ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৫৮

৪৬. সা'দ আত-তাফতাযানী, *আত-তাওদীহ আলাত তানকীহ*, খ. ২, পৃ. ১৫

www.pathagar.com

খবরে আহাদের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন

কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা, কিয়াসসহ বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে খবরে আহাদ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন, জ্ঞান অর্জন, আমল, বিধান উদ্ভাবন ও একে বিধানের প্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ বৈধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করা যায়।

প্রথমত : কুরআন থেকে

ক. মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

"মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না? যাতে তারা দীনের জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১২২)

আয়াতে উল্লিখিত দল বলতে ৩ জন এবং উপদল দ্বারা ১ বা ২ জনকে বুঝায়। মহান আল্লাহ দীনের জ্ঞানকে এ সংখ্যক মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয়, ১ বা ২ জনের বর্ণনাকৃত বিষয় গ্রহণযোগ্য। অতএব আইনের বিধান হিসেবে খবরে আহাদ গ্রহণ আবশ্যক।[৪৭]

খ. মহান আল্লাহ বলেন :

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا ـ

"মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে।" (সূরা আল-হুজুরাত : ৬)

এ আয়াত দ্বারা একক ব্যক্তির সংবাদ যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদি সংবাদদাতা ফাসিক হয়। অতএব বর্ণনাকারী যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তবে তার বর্ণনা গ্রহণ ও সে অনুযায়ী 'আমল আবশ্যক।[৪৮]

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ থেকে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

نضر الله عبدا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه

---

৪৭. আস্-সারাখসী, *উসূল আস-সারাখসী,* খ. ১, পৃ. ৩২২; আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ২, পৃ. ৩৭১; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল,* খ. ১, পৃ. ২৫২

৪৮. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ২, পৃ. ৭৩; ইব্‌ন হাযম, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ১০০

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুক যে আমার থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং অন্যের কাছে পৌঁছাল। ফিক্হের (জ্ঞানের) এমন অনেক বাহক রয়েছে যে তা যার কাছে পৌঁছায় সে তার চেয়ে অধিকতর ফকীহ্ (জ্ঞানী), আবার এমন অনেক বাহক রয়েছে যে নিজে ফকীহ্ (জ্ঞানী) নয়।"[৪৯]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিমকে তাঁর হাদীস শ্রবণ ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নাসসে ব্যবহৃত আবদুন (عبد) শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থই প্রদানের সম্ভাব্যতা রাখে। অতএব যদি হাদীস এক বা দুই ব্যক্তি বর্ণনা করে তবে সে অনুযায়ী আমল আবশ্যক।[৫০]

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে মুস'আব ইব্ন উমাইর [শা. ৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে দীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রধানদের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেন সেগুলোর বাহকও ছিলেন একজন করে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, একক ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল বৈধ।

তৃতীয়ত : সাহাবীগণের ইজ্মা

সাহাবীগণ খবরে আহাদ অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর খলীফা নির্ধারণের প্রশ্নে আবূ বকর রাদিআল্লাহুর একক বর্ণনা الأئمة من قريش (নেতৃত্ব কুরাইশদের থেকেই)[৫১] সাহাবীগণ ঐকমত্যের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থত : কিয়াস থেকে

আলিমগণ খবরে আহাদকে বিচার প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেন। কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। একইভাবে আলিমগণ এক বা দুই জন বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করেন।[৫২]

---

৪৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* কিতাবুল ইলম, বাবু ফদলু নাশরিল ইলম, খ. ৩, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং ৩৬৬২

৫০. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১৫২

৫১. ইমাম আন্-নাসা'ঈ, *সুনান আন্ নাসা'ঈ,* কিতাবুল কাদা, বাবু আল-আইম্মা মিন কুরাইশ, খ. ৩, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ৫৯৪২

৫২. আস্-সারাখসী, *উসূল সারাখসী,* খ. ১, পৃ. ৩৩১

www.pathagar.com

খবরে আহাদ অনুযায়ী আমলের শর্ত

জমহুর ফকীহ্ খবরে আহাদ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা শুধু বর্ণনার শুদ্ধতা ও বর্ণনা পরম্পরার দৃঢ়তার জন্য। তাঁদের প্রদত্ত এ সংক্রান্ত শর্তগুলো দুই ভাগে বিভক্ত :

প্রথম ভাগ : বর্ণনাকারী সংক্রান্ত শর্ত। তাঁরা বর্ণনাকারীকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান, যথাযথভাবে সংরক্ষণকারী ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।[৫৩]

দ্বিতীয় ভাগ : যেসব শর্তের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রত্যেক মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে বর্ণিত হলো :

হানাফী মাযহাব

খবরে আহাদ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল আবশ্যক হওয়ার জন্য হানাফীগণ তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন।[৫৪]

এক : বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশিত হবে না।

দুই : হাদীসের বিষয়বস্তু এমন হবে না, যা কার্যকর এবং পালন করা মানুষের জন্য কষ্টকর হয়। তবে মুতাওয়াতির ও মাশহুর সুন্নাহর মাধ্যমে এ জাতীয় বিষয় সাব্যস্ত হলে তা অবশ্য পালনীয় হিসেবে গণ্য হবে।

তিন : যদি বর্ণনাকারী ফকীহ্ না হন, তবে হাদীসটি কিয়াস ও শারী'আতের মূলনীতি বিরোধী হবে না। তাঁদের মতে, যেসব সাহাবী ফকীহ্ নন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ হুরাইরা [মৃ. ৫৮ হি.], সালমান ফারসী [মৃ. ৩৬ হি.], আনাস ইব্‌ন মালিক [মৃ. ৯৩ হি.] ও বিলাল ইব্‌ন রাবাহ্ [মৃ. ২০ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ।

মালিকী মাযহাব

মালিকীগণের নিকট খবরে আহাদ গ্রহণের শর্তগুলো নিম্নরূপ :

এক : খবরে আহাদ মদীনাবাসীর আমলের বিরোধী বর্ণনা সম্বলিত হবে না। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে মদীনাবাসীর আমল মুতাওয়াতির বর্ণনার মতো। আর মুতাওয়াতির সন্দেহাতীতভাবে খবরে আহাদের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত।[৫৫]

---

৫৩. আশ্-শীরাযী, *শারহে আল-লুমাউ*, পৃ. ৪৩; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ২৫৬; আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ২, পৃ. ৮৮

৫৪. আত্-তাফতাযানী, *শারহে আত-তালবীহ*, খ. ২, পৃ. ৪; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১; পৃ. ৪৫০-৪৫১

www.pathagar.com

দুই : খবরে আহাদ শারী'আতের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও কার্যকর (প্রথাগত) মূলনীতি বিরোধী হবে না।[৫৬]

শাফি'ঈ মাযহাব

ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) সামগ্রিকভাবে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে রাবীর ব্যাপারে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত দিয়েছেন :

এক : বর্ণনাকারী দীনী ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত, কথা বলার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হবেন।

দুই : তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

তিন : যা বর্ণনা করবেন তা যথাযথভাবে সংরক্ষণে সক্ষম হবেন।

চার : তাঁর বর্ণনা হাদীসশাস্ত্রের অন্যান্য আলিমের বর্ণনা বিরোধী হবে না।

এ চারটি শর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরার প্রতিটি স্তরের বর্ণনাকারীর মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। অতএব শাফি'ঈগণের নিকট খবরে আহাদ গ্রহণের শর্ত হলো, সনদ ও হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানোর ধারাবাহিকতার শুদ্ধতা। আর এ কারণেই ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) মুরসাল হাদীস শর্তহীনভাবে গ্রহণ করেন না।

হাম্বালী মাযহাব

খবরে আহাদ অনুযায়ী আমল আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.) ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) -এর মত সনদের শুদ্ধতার শর্ত আরোপ করেন। তবে তিনি মুরসাল হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আশ্-শাফি'ঈর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করেন না, বরং তিনি সাধারণভাবে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁদের দৃষ্টিতে দুর্বল হাদীস সাহাবীর ফাতওয়ার উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত।[৫৭]

মুরসাল হাদীসের আইনী মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, যদি তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার মাধ্যম (বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম) উল্লেখ ছাড়াই 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' এভাবে হাদীস বর্ণনা শুরু করেন, তবে উক্ত হাদীসকে মুরসাল বলে।[৫৮] মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে যদি সাহাবীর পূর্বে আরও একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা না হয়

৫৫. মুহাম্মদ আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিকহ*, বৈরূত : দারুল ফিকরিল আরাবী, তারিখ বিহীন, পৃ. ১০৪

৫৬. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ*, পৃ. ১৭৪

৫৭. ইব্ন বাদরান, *মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ*, পৃ. ৪৩

৫৮. আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ*, খ. ২, পৃ. ২২৩

www.pathagar.com

তবে তাকে মুনকাতি' এবং একাধিক বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করলে তাকে মু'দাল বলা হয়। আর তাবি'ঈ ব্যতীত অন্য কেউ সনদ ছাড়া হাদীস বর্ণনা করলে তাকে মু'আল্লাক বলে।[৫৯]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় মুরসাল বলা হয় এমন ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসকে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পাননি। উক্ত হাদীস মুনকাতি, মু'দাল বা মু'আল্লাক যাই হোক।[৬০]

মুরসাল হাদীসের বিধান

ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাহাবীর মুরসাল গ্রহণযোগ্য।[৬১] কেননা সাহাবী যা বর্ণনা করেছেন তা তাঁর পক্ষে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য সাহাবী থেকে শ্রবণ করা সম্ভব। আর সাহাবীগণের সকলেই ন্যায়পরায়ণ। সাহাবী ছাড়া অন্যদের মুরসাল হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে আলিমগণের পাঁচটি মত পাওয়া যায়।[৬২]

প্রথমত : ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.], ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) তথা জুমহুরের মতে, সাধারণভাবে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : ইব্নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.] ও ইব্নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.] প্রমুখের মতে, হাদীস বর্ণনার ইমামগণের মুরসাল গ্রহণযোগ্য, অন্যদের নয়। তাকীউদ্দীন আস-সুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.] বলেন, বর্ণনার ইমাম বলতে সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈ উদ্দেশ্য।[৬৩]

তৃতীয়ত : ঈসা ইব্ন আবান [মৃ. ২২১ হি.] এর মতে, প্রথম তিন যুগে বসবাসকারী যে কারও মুরসাল গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত : ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) মুরসাল হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী ও ব্যাপকভাবে গ্রহণকারী উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটি পেলে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা হবে :

এক : বড় বড় তাবি'ঈ, যাঁরা অনেক সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। যেমন সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব [মৃ. ৯৪ হি.] ও যুহরী [মৃ. ১২৪ হি.] প্রমুখ।

---

৫৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৫৪

৬০. ইব্ন হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ২, পৃ. ১৩৫; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ২৯৬

৬১. আত্-তাফতাযানী, *শারহ আত-তালবীহ*, খ. ২, পৃ. ৭

৬২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭; আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন কুদামাহ আল-মাকদিসী, *রাওদাতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মানাযির*, বিশ্লেষণ : ড. আবদুল আযীয আবদুর রহমান আস-সাঈদ, রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৯ হি, পৃ. ৩২৪

৬৩. আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ*, খ. ২, পৃ. ২২৩

www.pathagar.com

দুই : যখন মুরসাল হাদীসকে অর্থগত দিক থেকে অন্য মুসনাদ হাদীস সাহায্য করবে।

তিন : আলিমগণের নিকট গৃহীত অন্য মুরসাল হাদীস এর অনুকূল হবে।

চার : সাহাবীর উক্তি উক্ত হাদীসকে শক্তিশালী করবে।

পাঁচ : অধিকাংশ আলিমের ফাতওয়ার মাধ্যমে উক্ত হাদীস শক্তি সঞ্চয় করবে।

পঞ্চমত : যাহিরী মতাবলম্বী ফকীহগণ এবং হিজরী ২০০ সালের পরের কিছু আলিমের মতে, সাধারণত মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। কেননা-

ক. যার থেকে হাদীসটি বর্ণিত তার পরিচয় অজ্ঞাত। আর কারও বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ অপরিচিত থাকলে তার বর্ণনা ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. মুরসাল হাদীস গ্রহণ করলে মুসনাদ হাদীসের আলাদা কোনো গুরুত্ব থাকে না।[৬৪]

আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্ক

ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, "আমার জানা মতে, কোনো আলিম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত, মহান আল্লাহ কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পুনর্বার তা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ কিতাবে সামগ্রিক বিধান সম্বলিত কিছু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিধান প্রণয়ন করেছেন, যে ব্যাপারে কুরআনে কিছু বর্ণিত হয়নি।[৬৫]

আইন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:[৬৬]

১. সুন্নাহ কুরআনী আইনের দৃঢ়তা প্রদানকারী : একই বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আবার সুন্নাহেও এসেছে। সেক্ষেত্রে উক্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান,

---

৬৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৪৫৮

৬৫. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, *আর রিসালাহ*, পৃ. ৯১-৯২

৬৬. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ২২১-২২৪; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৪২-৪৪৫

www.pathagar.com

রমাযানে রোযা পালন, হজ আদায় অপরিহার্য হওয়া এবং শিরক, মিথ্যা সাক্ষ্য, পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

২. সুন্নাহ কুরআনী আইনের ব্যাখ্যাদানকারী : সুন্নাহ কুরআনে বর্ণিত বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করেছে। এ তিনটি দিক রয়েছে :

ক. কুরআনে বর্ণিত সামগ্রিক বিধানের ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ উপস্থাপন। যেমন- কুরআন নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে আর সুন্নাহ তার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছে।

খ. কুরআনের সাধারণ বিধান সীমিতকরণ, যেমন- চোরের শাস্তি হাত কর্তন। এ দ্বারা সব ধরনের চোর ও সম্পূর্ণ হাত বুঝা যায়, কিন্তু সুন্নাহ এ বিধান সীমিত করে কোন ধরনের চুরির জন্য হাত কর্তন করা হবে এবং হাতের কতটুকু কাটতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়।

গ. সুন্নাহ কুরআনের ব্যাপক বিধানকে নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন কুরআনে বিবাহ নিষিদ্ধ রমণী ব্যতীত অন্য সব নারীকে বিবাহ বৈধ হওয়ার সাধারণ নির্দেশ এসেছে, কিন্তু সুন্নাহ এ পরিসরকে নির্দিষ্ট করে 'ফুফু ও ভাতিজী' এবং 'খালা ও ভাগিনী' একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা নিষিদ্ধ করেছে।

৩. সুন্নাহ স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নকারী : সুন্নাহ এমন অনেক বিধান প্রণয়ন করেছে যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। যেমন পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের পোশাক হারাম হওয়া সংক্রান্ত ঘোষণা।

৪. কিছু ক্ষেত্রে সুন্নাহ কুরআনের আইন রহিতকারী : ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে, সুন্নাহ কুরআনের বিধান রহিত করতে পারে না, কিন্তু জমহুর ফকীহ ও শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম আল-বায়যাভী [মৃ. ৬৮৫], আল-ইসনাভী [৭০৪-৭৭২ হি.], আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.], ইমামুল হারামাইন [৪১৯-৪৭৮ হি.] সহ অনেকের মতে সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের বিধান রহিত হতে পারে। যেমন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত বৈধ না হওয়ার বিধান।

সুন্নাহর আইনী বৈপরীত্য নিরসন

অনেক সময় সুন্নাহ থেকে পরস্পর বৈপরীত্যপূর্ণ বিধান নির্গত হয়। এর সাধারণত তিনটি অবস্থা হতে পারে :

এক : দুই কর্মসূচক সুন্নাহর বৈপরীত্য

জমহুর ফকীহের মতে, দুটি কর্মসূচক সুন্নাহর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে বুঝতে হবে, হয় এ দু'টির একটি রহিত হয়ে গেছে, অথবা একটি অন্যটির বিধান নির্দিষ্ট করেছে। এভাবে সমন্বয় করলে উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। কেননা বৈপরীত্যের জন্য পরস্পর বিরোধী বিধান থাকা আবশ্যক। আবার অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বিধান থাকলেও বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না। যেমন যুহর

www.pathagar.com

নামায তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে যেকোনো সময় আদায় করলে আদায় হয়ে যায়। যদি সুন্নাহর এক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন, আবার অন্য সুন্নাহ থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি যুহর নামায শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছেন, তবে এর দ্বারা বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না।[৬৭]

দুই : দুই বাণীসূচক সুন্নাহর বৈপরীত্য

যদি আইনগবেষকের দৃষ্টিতে সার্বিক দিক দিয়ে সমান শক্তিশালী দুটি বাণীসূচক সুন্নাহর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে জমহুর ফকীহের (হানাফী ব্যতীত অন্যান্য) মতে বৈপরীত্য নিরসনের চারটি পথ রয়েছে :[৬৮]

ক. উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। দু'টি ব্যাপক অর্থবোধক বর্ণনার একটিকে ব্যাপক ও অন্যটিকে বিশেষ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধকরণ, দু'টি সাধারণ বিষয়ের একটিকে শর্তারোপকারী হিসেবে নির্ধারণ অথবা একটিকে প্রকৃত ও অন্যটিকে রূপক হিসেবে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

খ. সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদান। মতন বা মূল বর্ণনার দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদানকারী সুন্নাহকে এবং সনদের দিক থেকে মুতাওয়াতিরকে অন্য যে কোনো হাদীসের উপর, মাশহূরকে আহাদের উপর প্রাধান্য প্রদান।

গ. সার্বিক দিক থেকে উভয় সুন্নাহ একই ধরনের হলে একটির মাধ্যমে অন্যটি রহিত করা। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সুন্নাহকে রহিত করতে হবে।

ঘ. যদি উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে বর্ণিত, তা নির্ধারণ করা না যায় এবং সমন্বয় বা অগ্রাধিকার প্রদান সম্ভব না হয়, তবে বৈপরীত্যের কারণে উভয় পরিত্যাগ করা।

৩. বাণীসূচক ও কর্মসূচক সুন্নাহর বৈপরীত্য

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও তাঁর কর্মের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তিনটি অবস্থা হতে পারে :[৬৯]

ক. যদি কর্মসূচক সুন্নাহ বাণীসূচক সুন্নাহের পরের হয়, তবে উক্ত কর্মসূচক সুন্নাহ পূর্বের বাণীসূচক সুন্নাহকে রহিত করে দেয়।

---

৬৭. আল-বসরী, *আল-মু'তামাদ ফী ইলমিল উসূল*, খ. ১, পৃ. ৩৮৮; আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৫৩; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৬

৬৮. আল-বসরী, *আল-মু'তামাদ*, খ. ১, পৃ. ৩৮৯

৬৯. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৫৪; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৬; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ২১৫

www.pathagar.com

খ. যদি কর্মসূচক সুন্নাহ বাণীসূচক সুন্নাহর পূর্বের হয়, তবে এর ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দিক রয়েছে :

* যদি শেষোক্ত বাণীসূচক সুন্নাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাত উভয়ের জন্য ব্যাপক হয়, তবে পূর্বের কর্মসূচক সুন্নাহ রহিত হয়ে যাবে।

* যদি শেষোক্ত বাণীসূচক সুন্নাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাঁর জন্য পূর্বের কর্মসূচক সুন্নাহ রহিত হয়ে যাবে এবং উম্মতের জন্য পূর্বের বিধানই কার্যকর থাকবে।

* যদি শেষোক্ত বাণীসূচক সুন্নাহ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তবে তাদের জন্য পূর্বের কর্মসূচক সুন্নাহ রহিত হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পূর্বের বিধান কার্যকর থাকবে।

গ. কর্মসূচক ও বাণীসূচক সুন্নাহর কোন্‌টি পূর্বের ও কোন্‌টি পরের, তা যদি অজ্ঞাত থাকে এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে তার বিধানের ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।[৭০]

* অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী, বাণীসূচক সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

* কেউ কেউ বলেন, কর্মসূচক সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

* নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্ম দু'টিই সমান মর্যাদাপূর্ণ।

---

৭০. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৬৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইজ্‌মা

(The Consensus of Islamic Scholars)

পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ইসলামী আইনের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম উম্মাহ নতুন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ উক্ত পরিস্থিতির সমাধান দিতেন, নতুবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিধান নির্ধারণ করতেন। এ কারণে তাঁর যুগে ইজ্‌মার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজ্‌মার সূচনা হয়।

শাব্দিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজ্‌মা শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[1]

প্রথমত : কোনো কিছুর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা বা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী : فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

"তোমরা যাদের শরীক করেছ তাদেরসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও।"

(সূরা ইউনুস : ৭১)

একইভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী :

لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر

"যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত নিশ্চিত করল না, তার রোযা হল না।"[2]

দ্বিতীয়ত : একমত হওয়া বা ঐকমত্য পোষণ করা। কোনো বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যও দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হয়। অতএব একক ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় সামষ্টিক রূপ নিয়ে ঐকমত্য সম্পন্ন হয়।

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদগণ ইজ্‌মার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদের মতে—

إنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي

---

১. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৬১; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৯; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ১, পৃ. ৩৪৭; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ১১০

২. ইমাম আন্-নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, কিতাবুস সাওম, বাবু জিকরু ইখতিলাফিন নাকিলি লিখাবরি হাফসাহ, খ. ২, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৬৪৬

www.pathagar.com

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পরবর্তী বিভিন্ন যুগে শারী'আতের কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য।"[৩]

সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত দিকসমূহ

উপরিউক্ত সংজ্ঞায় ইজ্‌মা'র যেসব বৈশিষ্ট্য ও দিক ফুটে উঠেছে তা হল :

১. ঐকমত্য : অর্থাৎ একটি মতের উপর সকলেই সম্মত হওয়া। এ ঐকমত্যের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, নীরব থেকে, সম্মতি জানিয়ে।

২. মুজতাহিদ : মুজতাহিদ বলা হয় ঐ আইন গবেষককে, যার মধ্যে ইজতিহাদের যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে শার'ঈ বিধান উদ্ভাবনে ক্ষমতাবান। অতএব এ সংজ্ঞা থেকে যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই এবং যিনি অন্য মুজতাহিদের অনুকরণ করেন, তিনি বাদ পড়ে যান।

৩. যুগ : যুগ বলতে যিনি শার'ঈ বিধান উদ্ভাবন করবেন ঐ মুজতাহিদের সমসাময়িক যুগ বুঝতে হবে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সব মুজতাহিদের উক্ত বিষয়ে একমত হওয়া শর্ত নয়। এ জাতীয় শর্ত আরোপ করা হলে কিয়ামতের পূর্বে কোনো ইজ্‌মা সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এ দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন নতুন কোনো বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হয় এবং যেসব মুজতাহিদ উক্ত বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের সাথে জড়িত থাকেন তাদের যুগ।

৪. উম্মাতে মুহাম্মাদী : কুরআনে এ উম্মাতকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' ও 'উত্তম উম্মাত' নামকরণ করা হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাত বলতে যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের বুঝায়। অতএব পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাতের ইজ্‌মা ইসলামী আইনের উৎস নয়। একইভাবে ইসলামী উম্মাহ ব্যতীত অন্য জাতির ইজ্‌মা ও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শারী'আতের দৃষ্টিতে তারা কাফির আর দীনী মাসআলায় কাফিরের মন্তব্য পরিত্যাজ্য।

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় ইজ্‌মার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সে সময় শারী'আতের উৎস ছিল দু'টি, কুরআন ও সুন্নাহ। তখন কোনো ব্যাপারে ঐকমত্য সম্পন্ন হলেও তা সুন্নাহ হিসেবে গণ্য। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, কাজ ও সমর্থন সবকিছুই সুন্নাহ।

---

৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিকহিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৬৯

www.pathagar.com

৬. শার'ঈ বিধান : শার'ঈ বিধান, ভাষাগত বিষয়, বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐকমত্য সঙ্ঘটিত হতে পারে, কিন্তু সব ঐকমত্যই ইজ্‌মা নামে অভিহিত হবে না; বরং শারী'আতের বিধান সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা ইজমা বলে পরিগণিত হবে। ইমাম আর-রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.], ইমাম আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.], আল-ইসনাভী [৭০৪-৭৭২ হি.], কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.], আশ্‌-শাওকানী [১১৭৩-১২৫০ হি.] সহ অনেকে মনে করেন, উপরোক্ত সব বিষয়ে এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদের ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তার অনুসরণ আবশ্যক।[৪]

অতএব উপরিউক্ত দিকসমূহ বিবেচনান্তে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর মুসলমানগণ নতুন বিষয়ের শার'ঈ বিধান জানতে চাইলে সমসাময়িক মুজতাহিদগণ যদি উক্ত নতুন বিষয়ের কোনো একটি বিধান উদ্ভাবন করে তার উপর একমত হন, তবে তাদের এ ঐকমত্যকে ইজ্‌মা বলা হবে। ইজ্‌মা সঙ্ঘটিত হওয়ার পর তা শারী'আতের প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হয়। খুলাফায়ে রাশিদুনের সকলেই তাঁদের সামনে নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে এ পদ্ধতিতে কাজ করতেন। এ কারণেই উমর (রা.) সাহাবী ও মুজতাহিদগণকে ইসলামী রাষ্ট্রের তৎকালীন রাজধানী মদীনা কেন্দ্রিক বসবাসে উদ্বুদ্ধ করতেন।[৫]

ইজ্‌মার প্রামাণিকতা

ইজ্‌মার আইনী প্রামাণিকতা ও আইনী উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে মুতাযিলাদের একটি ক্ষুদ্র দল, শী'আ ও খারিজীদের কারও কারও মতে ইজ্‌মা শার'ঈ প্রমাণ হিসেবে গণ্য নয়।[৬]

মুতাযিলা মতাদর্শী নায্‌যাম [মৃ. ২৩১ হি.] এর মতে, ইজ্‌মা বলতে মুজতাহিদগণের ঐকমত্য উদ্দেশ্য নয়; বরং যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এমন যে কোনো উক্তিকে ইজ্‌মা বলা হয়। অতএব তার দৃষ্টিতে জমহুর ফকীহ ইজ্‌মার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।[৭]

---

৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৪৬৯

৫. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী,* পৃ. ২২৯

৬. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ২৬২; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১২৪; আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৩, পৃ. ২২৭

৭. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫১৪

www.pathagar.com

শী'আগণের নিকট ইজ্‌মা তখনই প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হবে যখন এর মধ্যে নিষ্পাপ ইমামগণের বাণী অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যদের ঐকমত্য হওয়ার প্রেক্ষিতে নয়। অতএব ইমামদের অবর্তমানে ইজ্‌মা সংঘটিত হতে পারে না।[৮]

খারিজীগণ মনে করেন, সাহাবীগণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পূর্বকার ইজ্‌মা' গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তাঁদের বিভক্তির পরে আর কোনো ইজ্‌মা সঙ্ঘটিত হতে পারে না।[৯]

অতএব বলা যায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজ্‌মা শারী'আতের প্রমাণ এবং ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর পরই এর অবস্থান। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ উম্মতের সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এ উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ। অতএব, উম্মতের মুজতাহিদগণের সামষ্টিক সাক্ষ্য তথা ইজ্‌মা' শারী'আতের প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন : وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যমপন্থী উম্মাতে পরিণত করেছি।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৩)

মধ্যপন্থী বলা হয় এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে, যার কথা প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।[১০]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

এ আয়াতে মুসলিম জাতিকে উত্তম উম্মাত ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা তারা সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। এরই ভিত্তিতে উম্মতের দিকনির্দেশক হিসেবে আলিম মুজতাহিদগণ কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে তা সৎকাজ হিসেবে এবং কোনো কাজ থেকে নিষেধ করলে তা অসৎকাজ হিসেবে গণ্য হয়। অতএব তাঁদের আদেশ নিষেধ মুসলিম জাতির জন্য দলীল এবং তাঁদের ইজ্‌মা শারী'আতের উৎস গণ্য হবে।[১১]

---

৮. মুহাম্মদ তাকী হাকীম, *আল-উসূলুল আম্মাহ লিল ফিক্‌হিল মুকারিন,* বৈরূত : দারুল আন্দালুস, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯ ইং, পৃ. ২৬৯

৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫১৪

১০. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ২৮১; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল,* খ. ২, পৃ. ৩৪৭

১১. আস্-সারাখসী, *উসূল আস্ সারাখসী,* খ. ১, পৃ. ২৯৬; আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৩, ২২৯

www.pathagar.com

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔

"আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৮১)

খ. মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔

"কারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে ফিরে এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, আর তা নিকৃষ্টতর আবাসস্থল।" (সূরা আন্-নিসা : ১১৫)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ গ্রহণ করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয়, উভয়টি সমমাত্রার অপরাধ। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য অনুসরণ যেমন আবশ্যক, তেমনি মুমিনদের পথ তথা কোনো ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য বা ইজ্‌মাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করাও আবশ্যক।[১২]

গ. মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔

"তোমরা যে ব্যাপারে মতভেদ কর তার বিধান আল্লাহর নিকট।" (সূরা আশ-শূরা : ১০) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, তোমরা যে ব্যাপারে একমত হয়েছ তা তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ; সুতরাং তার অনুসরণ কর।[১৩]

ঘ. বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি মুসলিম নেতৃবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

"হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে নেতৃত্বের অধিকারীদের।" (সূরা আন্-নিসা : ৫৯)

---

১২. আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭; আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৬৭
১৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫১৫

www.pathagar.com

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

"যদি তারা তা রাসূল ও তাদের নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।"

(সূরা আন্ নিসা : ৮৩)

কেউ কেউ এসব আয়াতে বর্ণিত 'নেতৃবর্গ' দ্বারা মুজতাহিদের বুঝিয়েছেন। অতএব তাঁদের ঐকমত্য গ্রহণ করা আবশ্যক।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত আয়াতগুলোর কোনোটিই স্পষ্টভাবে ইজ্মার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করে না। তবে অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় দলীলটি এ ব্যাপারে অধিকতর নির্দেশনা প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ

ইজ্মার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর।

ক. বিভিন্ন হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সামষ্টিকভাবে ভুল-ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। এসব হাদীস উমার [শা. ২৩ হি.], ইব্ন মাস'ঊদ [মৃ. ৩২ হি.], আনাস ইব্ন মালিক [মৃ. ৯৩ হি.], আবূ সাঈদ আল-খুদরী [মৃ. ৭৪ হি.], ইব্ন উমার [মৃ. ৭৪ হি.], আবূ হুরাইরা [মৃ. ৫৮ হি.], হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান [মৃ. ৩৬ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমসহ বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত। হাদীসগুলোর শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সেগুলো শাব্দিকভাবে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি, কিন্তু মর্মার্থ তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত সামষ্টিকভাবে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত হাদীসের কয়েকটি হলো :

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم

"আমার উম্মাত ভ্রষ্টতার উপরে একমত হবে না। অতএব যখন মতবিরোধ দেখবে তখন তোমাদের উচিৎ হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে থাকা।"[১৫]

سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها

---

১৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৭

১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্, *আস-সুনান*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, বৈরূত : দারুল ফিক্র, তারিখ বিহীন, কিতাবুল ফিতান, বাবু আস-সাওয়াদ আল-আযাম, খ. ২, পৃ. ১৩০৩, হাদীস নং ৩৯৫০

www.pathagar.com

"আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি, তুমি আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার (ভুল সিদ্ধান্তের) উপর একত্র করবে না। তিনি আমার সে দুআ কবুল করেছেন।"[১৬]

অতএব উম্মতের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে আলিম মুজতাহিদগণের ঐকমত্য শারীআতের দলীল।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। জামাআতের উপর আল্লাহর রহমত ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন :

يد الله مع الجماعة

"জামাআতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।"[১৭]

فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

"যে ব্যক্তি মুসলিম জামাআত থেকে এক বিঘত সরে গেল, সে ইসলামের রজ্জু তার ঘাড় থেকে খুলে ফেলল।"[১৮]

গ. ইব্ন মাস'ঊদ রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

"মুসলমানগণ যা ভালো মনে করেন আল্লাহর কাছে তা ভালো, আর মুসলমানগণ যা খারাপ মনে করেন আল্লাহর কাছে তা খারাপ।"[১৯]

আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন ফকীহ সাহাবীগণের একজন এবং তিনি অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর এ বাণী সরাসরি ইজ্মার প্রমাণ বহন করে।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কোনো সময় ভুলের উপর একত্রিত করবেন না। তারা যেসব বিষয়ের উপর একমত হবেন, তা অবশ্যই শারী'আতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সেসব বিষয় গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক।

---

১৬. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল কাবায়েল, হাদীস আবূ বাসরাহ আল-গিফারী, খ. ৪৫, পৃ., হাদীস নং ২৭২২৪

১৭. ইমাম আত্-তিরমিযী, *আল-জামি'*, বিশ্লেষণ : আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, কিতাবুল ফিতান, বাবু লুযূমুজ জামাআত, খ. ৪, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং ২১৬৬

১৮. প্রাগুক্ত, কিতাবুল আমছাল, বাবু মাছালুস সালাতি ওয়াস সিয়ামি ওয়াস সাদাকাহ, খ. ৫, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ২৮৬৩

১৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদ আল-মুকাসসিরীন মিনাস সাহাবাহ, মুসনাদ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, খ. ৬, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৩৬০০

www.pathagar.com

ইজ্‌মার আইনী মর্যাদা

ইজ্‌মার প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীগণ এর আইনী মর্যাদার ধরন নিয়ে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশের মতে, এটি অকাট্য প্রমাণ বিধায় কেউ ইজ্‌মার প্রামাণিকতা অস্বীকার করলে সে কাফির, পথভ্রষ্ট ও বিদআতী গণ্য হবে।[২০] এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন উক্ত ইজ্‌মা মুতাওয়াতির বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাবে। আর যদি আহাদ বর্ণনাধারার মাধ্যমে পৌঁছায় অথবা সম্মতিসূচক ইজ্‌মা' হয়, তবে তার মাধ্যমে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হবে।

ইমাম আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.], আল-ইসনাভী [৭০৪-৭৭২ হি.] ও ইব্‌নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.] প্রমুখের মতে, ইজ্‌মা যদি অকাট্য ও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি, তবে এ জাতীয় ইজ্‌মা অস্বীকার করলেই কেবল কাফের হবে; অন্যথায় নয়।[২১] ইমাম আর-রাযীসহ একদলের মতে, সর্বাবস্থাতেই ইজ্‌মার বিধান ধারণাপ্রসূত।[২২]

ইমাম আল-বাযদাভী [৪৪-৪৮২ হি.] সহ হানাফী মাযহাবের একদল উসূলবিদের মতে, ইজ্‌মার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সাহাবীগণের ইজ্‌মা মর্যাদার দিক থেকে কুরআন ও মুতাওয়াতির সুন্নাহর, তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈগণের ইজ্‌মা মাশহুর সুন্নাহর এবং যে ইজ্‌মার ব্যাপারে পূর্বযুগে মতভেদ রয়েছে তার মর্যাদা খবরে আহাদের মত।[২৩]

অতএব ইজ্‌মা অস্বীকারকারীকে ব্যাপক ভিত্তিতে কাফের বলা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। যারা ইজ্‌মার বিধানকে নস্ ও মুতাওয়াতির সুন্নাহর মত অকাট্য মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে যদি কেউ সাহাবীগণ থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনার ভিত্তিতে বর্ণিত ইজ্‌মা অস্বীকার করে, তবে সে কাফের গণ্য হবে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকারকারী নির্দ্বিধায় কাফির। পক্ষান্তরে যারা ইজ্‌মার আইনী মর্যাদাকে ধারণাপ্রসূত মনে করেন, তাদের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সে খবরে আহাদ বা কিয়াস অস্বীকারকারীর মতো।[২৪]

ইজ্‌মার প্রকারভেদ

গঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে ইজ্‌মা দুই প্রকার, প্রকাশ্য ইজ্‌মা ও মৌন ইজ্‌মা।

---

২০. ইব্‌ন বাদরান, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ*, পৃ. ১২৯

২১. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ৩৬৮; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল*, খ. ২, পৃ. ৩৮৭

২২. আর-রাযী, *আল-মাহসূল ফী ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, খ. ৪, পৃ. ২১০

২৩. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৩, পৃ. ২৫১

২৪. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ৪৪

www.pathagar.com

স্পষ্ট ইজ্‌মা (إجماع صريح)

'প্রকাশ্য ইজ্‌মা'র অর্থ, শারী'আতের কোনো বিধানের উপর মুজতাহিদগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের মতামত ঘোষণার মাধ্যমে একমত হওয়া। এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে :

ক. কোনো এক স্থানে একত্রিত হয়ে মুজতাহিদগণ তাঁদের নিজ নিজ মত উপস্থাপন করার পর যে কোনো একটি মতের উপর ঐকমত্য হওয়া।

খ. তাঁরা বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা থাকা অবস্থায় প্রত্যেকের নিকট পৃথকভাবে মাসআলাটি উপস্থাপিত হওয়ার পর তাঁরা নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন পরবর্তীতে দেখা গেল, তাঁদের সকলের মতামত একই।

গ. কিছু মুজতাহিদ কোনো একটি মাসআলার সমাধানে একটি ফাতওয়া প্রদান করেছেন এবং বাকিরা উক্ত ফাতওয়া অবগত হওয়ার পর সে বিষয়ে নিজেদের সম্মতির ঘোষণা দিয়েছেন।

ঘ. একজন মুজতাহিদ কোনো একটি মাসআলার বিধান উদ্ভাবন করে সে আলোকে বিচার করেছেন, অতঃপর অন্যান্য মুজতাহিদ বিষয়টি অবগত হয়ে সরাসরি মৌখিকভাবে অথবা ফাতওয়া প্রদানের মাধ্যমে অথবা বিচারের মাধ্যমে উক্ত মুজতাহিদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। জমহূরের নিকট এ ইজ্‌মা অকাট্য প্রমাণ।[২৫]

মৌন ইজ্‌মা (إجماع سكوتي)

'মৌন ইজ্‌মা বলা হয়, কোনো যুগের এক বা একাধিক মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করেছেন অন্যান্য মুজতাহিদ বিরোধিতার শক্তি, সুযোগ এবং পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে উক্ত মতের বিরোধিতা করেননি, আবার এতে সম্মতিও জানাননি বরং তারা নীরব থেকেছেন। এ পরিস্থিতিতে উক্ত ফাতওয়ার উপর তাঁদের সম্মতি রয়েছে ধরে নিয়ে একে 'মৌন ইজ্‌মা' গণ্য করা হয়।

এ ধরনের ইজ্‌মার বিধানের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে পাঁচটি মত রয়েছে।[২৬]

প্রথমত : ইমাম আশ্‌-শাফি'ঈ (রাহ.) [১৫০-২০৪ হি.], ঈসা ইব্‌ন আবান [মৃ. ২২১ হি.] ও মালিকীগণের মতে এটি ইজ্‌মা বা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না।

---

২৫. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫২৬

২৬. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১২১; আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ৩৩১; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ৩৭; আত্‌-তাফতাযানী, *তালবীহ আলা শারহিত তাওদীহ,* খ. ২, পৃ. ৪১; আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ,* খ. ২, পৃ. ২৫৪; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫২৬-৫২৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : অধিকাংশ হানাফী ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]-এর মতে, এটি ইজ্মা ও অকাট্য দলীল হিসেবে গণ্য হবে।

তৃতীয়ত : বিশিষ্ট মুতাযিলী আবূ আলী আল-জুবাঈ [২৩৫-৩০৩ হি.]-এর মতে, যেসব মুজতাহিদ নীরব ছিলেন তাঁদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর এটি ইজ্মা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় নীরবতা ভেঙ্গে উক্ত বিধানের বিপক্ষে অবস্থান নিতে পারেন।

চতুর্থত : আবূ হাশিম ইব্ন আবূ আলী [২৪৭-৩২১ হি.]-এর মতে, এটি ইজ্মা হিসেবে গণ্য হবে না। তবে দলীল বা প্রমাণ গণ্য হবে। ইমাম আল-কারখী [মৃ. ৩৪০ হি.], আল-আমিদী ও ইব্নুল হাজিব প্রমুখও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, এটি ধারণাপ্রসূত ইজ্মা', যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়।

পঞ্চমত : ইব্ন আবূ হুরায়রা [মৃ. ৩৪৫ হি.]-এর মতে, যদি উক্ত মতের প্রবক্তা শাসক হয়, তবে তা ইজ্মা বা প্রমাণ কোনোটাই গণ্য হবে না। অন্যথায় তা ইজ্মা' ও প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মৌন ইজ্মার পক্ষাবলম্বনকারী তথা হানাফী ও হাম্বলীগণের দৃষ্টিতে, এ জাতীয় ইজ্মার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা আবশ্যক।[২৭]

ক. কারও প্রতি অনুরাগ বা অসন্তুষ্টিবশত মৌনতা অবলম্বন না করা।

খ. উক্ত মতামত মুজতাহিদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে মর্মে সমসাময়িক লোকজন অবগত হওয়া।

গ. মাসআলাটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত হওয়া।

ঘ. মাসআলাটি ইজতিহাদী তথা গবেষণামূলক বিষয় হওয়া।

ঙ. যেসব প্রতিবন্ধকতার কারণে মুজতাহিদগণ নীরব থাকতে বাধ্য হতে পারেন, সেসব প্রতিবন্ধকতামুক্ত হওয়া। যেমন শাসকের নির্যাতনের ভয়, মাসআলা নিয়ে যথাযথ চিন্তা-গবেষণার যথেষ্ট সময় না পাওয়া, মাসআলা তাঁদের কাছে না পৌঁছানো ইত্যাদি।

ইজ্মার রুকন

অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, ইজ্মার রুকন বা স্তম্ভ মাত্র একটি। তা হল, ঐকমত্য।[২৮] কোনো কোনো আলিমের মতে, ইজ্মার রুকন চারটি।[২৯]

---

২৭. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫২৭

২৮. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৩৩; ড. ওয়াহাবাহ, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫১২

www.pathagar.com

এক : বিধানের ব্যাপারে যাদের ঐকমত্য সংঘটিত হবে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হওয়া। অতএব এক বা দু'জন মুজতাহিদের ঐকমত্যের মাধ্যমে ইজ্‌মা সংঘটিত হবে না।

দুই : বিধানের উপর সমস্ত মুজতাহিদের ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হওয়া। অধিকাংশ মুজতাহিদ ঐকমত্য পোষণ করলেও ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হবে না।

তিন : ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সমস্ত এলাকার মুজতাহিদের সম্পৃক্ততা। আঞ্চলিক মুজতাহিদদের ইজ্‌মা গ্রহণযোগ্য নয়।

চার : প্রত্যেক মুজতাহিদের স্পষ্ট মত উল্লেখের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। উক্ত ঐকমত্য বাণীসূচক বা কর্মসূচক উভয়ই হতে পারে।

কেউ কেউ আরও একটি রুকন উল্লেখ করেছেন। তা হলো, ঐকমত্য শার'ঈ বিধানের উপর হওয়া। অন্য বিষয়ে হলে তা ইজ্‌মা হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন ভাষাগত বিষয়, ইতিহাস ইত্যাদি। কেননা এগুলো শারী'আতের উৎস নয়।

ইজ্‌মার শর্ত

ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। কিছু শর্তের ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং কিছু শর্তের ব্যাপারে তাঁদের মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইজ্‌মার গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো নিম্নরূপ :[৩০]

১. ইজ্‌মা কুরআন-সুন্নাহর নাস অথবা পূর্বের কোনো ইজ্‌মা বিরোধী হবে না। কেননা কোনো বিষয়ে স্পষ্ট নাস থাকলে তার বিপরীতে ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া শারী'আতের দলীল হিসেবে নাস প্রথম স্তরের এবং ইজ্‌মা দ্বিতীয় স্তরের। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের প্রমাণ প্রথম স্তরের প্রমাণ খণ্ডন করতে পারে না।[৩১]

২. ইজ্‌মা বা ঐকমত্য হওয়া বিধানের মূলভিত্তি অবশ্যই শার'ঈ দলীলের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। কেননা মুজতাহিদ শারী'আতের সীমানার ভিতরে থেকেই আইন গবেষণায় বাধ্য। ইমাম ইব্‌ন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.] এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে নাসসের ভিত্তিতে ছাড়া ইজ্‌মা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩২]

---

২৯. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, ***ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ্‌,*** কায়রো : মাতবাআতুন নাসর, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৫৬ ইং, পৃ. ৪৯

৩০. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী,*** পৃ. ২৩৪; আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহুল,*** খ. ১, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯; আস্-সারাখসী, ***উসূল আস্ সারাখসী,*** খ. ১, পৃ. ৩০১; আশ্-শীরাযী, ***শারহে আল-লুমাউ,*** পৃ. ৫১; আল-গাযালী, ***আল-মুসতাসফা,*** খ. ২, পৃ. ২৪৪

৩১. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ***আর রিসালাহ,*** পৃ. ৫৯৯

৩২. ইব্‌ন হাযম, ***আল-ইহকাম,*** খ. ৪, পৃ. ৪৯৫

www.pathagar.com

৩. যে যুগে ইজ্‌মা সংঘটিত হবে সে যুগের মুজতাহিদদের সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়া যে, যোগসাজশ করে তারা মিথ্যা বলবেন এমন বিশ্বাস করা যায় না।

৪. ঐকমত্য সকল মুজতাহিদের পক্ষ থেকে হতে হবে।

৫. ইজ্‌মা শারী'আতের কোনো বিধানের উপর হতে হবে। জমহুর ফকীহ্ এ শর্ত প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যে কোনো বিষয়ে ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৬. মাসআলার উপর একমত হওয়া মুজতাহিদগণের যুগ অতিবাহিত এবং তাঁদের সকলেই মৃত্যুবরণ করা। যাতে তাঁদের কারও পক্ষ থেকে উক্ত মত প্রত্যাহার করার অবকাশ না থাকে।

৭. ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) -এর মতে, যে মাসআলায় ইজ্‌মা সম্পন্ন হবে তাতে আলিমগণের মধ্যে পূর্বে কোনো মতবিরোধ না থাকাও ইজ্‌মার শর্ত।

৮. মুজতাহিদগণের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হওয়া।

ইজ্‌মা সংঘটনের আইনী ভিত্তি

কোনো বিধানের আইনী ভিত্তি (مستند) দ্বারা উক্ত বিধানের দলীল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে দলীলকে ভিত্তি করে মুজতাহিদগণ কোনো বিধানের উপর একমত পোষণ করবেন, তাই হবে উক্ত ইজমার আইনী ভিত্তি।

ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য আইনী ভিত্তির প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে আলিমগণ দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন।[৩৩] জমহুরের মতে, ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য আইনী ভিত্তি হিসেবে কুরআন বা সুন্নাহর নাস অথবা কিয়াস অবশ্যই থাকতে হবে। কেননা আইনী ভিত্তি ছাড়া ফাতওয়া প্রদান বৈধ নয়। এটি জ্ঞান ছাড়াই দীনী বিষয়ে মত প্রকাশ এর পর্যায়ভুক্ত। এরূপ আচরণ মহান আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)
তাছাড়া কোনো প্রকার প্রমাণ ব্যতীত শার'ঈ বিধান সাব্যস্ত করার অধিকার মুজতাহিদগণ রাখেন না। কেননা দলীল ছাড়া কোনো বিধান উদ্ভাবন করার অর্থ

---

৩৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ৩৪২; আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৩, পৃ. ২৪৩; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. , পৃ. ৩৯; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল,* খ. ১, পৃ. ৩৭৭

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর নতুন শারী'আত প্রণয়ন করা, যা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য এবং গোমরাহী।

কেউ কেউ যুক্তি দেখান, কোনো বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য দলীলের প্রয়োজন নেই; বরং 'তাওফীক' তথা শক্তি ও সৌভাগ্যের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা বৈধ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইজ্‌মা সংঘটনকারীদের দলীল ছাড়াই সঠিক বিষয় নির্বাচনের শক্তি প্রদান করেন এবং তাঁদের অন্তরে সৎপথের ইলহাম করেন।

এ মতপার্থক্যটি অন্য এক মতপার্থক্যের সাথে জড়িত। তা হলো, ইলহাম (অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা বা অনুভূতি) ইসলামী আইনে প্রমাণ কিনা? এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। জমহুরের দৃষ্টিতে, ইলহাম আইনের উৎস নয়, কিন্তু ইমাম আর-রাযী, ইব্‌নুস সালাহ [৫৭৭-৬৪৩ হি.] ও শী'আদের দৃষ্টিতে, ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য দলীল আবশ্যক, আর ইলহাম শারী'আতের একটি দলীল।[৩৪]

ইজ্‌মা' সংঘটনের উপযুক্ত আইনী ভিত্তি

জমহুর তথা যাঁরা ইজ্‌মা সংঘটনের জন্য আইনী ভিত্তির অপরিহার্যতার পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁরা এর ধরন নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের মতে, এ ভিত্তি অকাট্য দলীল তথা কুরআন ও মুতাওয়াতির সুন্নাহ এবং ধারণাপ্রসূত দলীল তথা খবরে আহাদ ও কিয়াস উভয়ই হতে পারে, কিন্তু যাহিরী ও শী'আগণ এবং ইমাম আত্-তাবারীর মতে, অকাট্য দলীল ছাড়া অন্য কিছু ইজ্‌মার আইনী ভিত্তি হতে পারে না। অতএব খবরে আহাদ বা কিয়াসের ভিত্তিতে ইজ্‌মা' সংঘটিত হবে না।[৩৫]

জমহুর ফকীহ তাঁদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন।

প্রথমত : কোনো প্রকার আইনী ভিত্তি ছাড়াই অনেক বাতিল বিধানের উপর ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হয়। সে তুলনায় প্রকাশ্য ধারণাপ্রসূত দলীলের ভিত্তিতে ইজ্‌মা সংঘটন অনেক ভাল। তাছাড়া ইজ্‌মার প্রামাণিকতা বিষয়ে যেসব দলীল উল্লেখ করা হয়েছে তা যেমন অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ইজ্‌মা সাব্যস্ত করে, একইভাবে ধারণাপ্রসূত দলীলের ভিত্তিতেও করে।

---

৩৪. ইব্‌ন বাদরান, ***আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ***, পৃ. ১৩৯; হাশিম মা'রূফ আল-হুসাইনী, ***আল-মাবাদিউল আম্মাহ লিল ফিক্‌হিল জা'ফারী***, বৈরূত : দারুল কালাম, ১৯৭৮ইং, পৃ. ৩৩৪

৩৫. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ***, খ. ২, পৃ. ৩৯; আল-আমিদী, ***আল-ইহকাম***, খ. ১, পৃ, ৩৪২; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ***, খ. ২, পৃ. ২৬১; আল-গাযালী, ***আল-মুসতাসফা***, খ. ১, পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : সাহাবীগণের যুগে ধারণাপ্রসূত দলীলের ভিত্তিতে ইজ্মা সংঘটনের বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। যেমন সাহাবীগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতের উপর একমত হয়েছিলেন, শূকরের গোশ্ত হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে এর চর্বি হারাম হওয়ার উপর একমত হয়েছিলেন। "কোনো নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে স্ত্রী হিসেবে রেখো না"-এ হাদীসের উপর কিয়াস করে অন্য দুই মাহরামকে তারা একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইজ্মা সম্পন্ন করেন।[৩৬]

ইজ্মার আইনী ভিত্তি হিসেবে কিয়াস

কিয়াস ইজ্মার আইনী ভিত্তি হওয়ার উপযুক্ত কি-না সে সম্পর্কে আলিমগণ তিনটি মত উল্লেখ করেছেন।[৩৭]

প্রথম মত : শী'আ, দাউদ যাহিরী [২০০-২৭০ হি.] ও ইব্ন জারীর আত-তাবারী [২২৪-৩১০ হি.] প্রমুখের মতে, কিয়াস ইজ্মা'র উপযুক্ত আইনী ভিত্তি নয়। কেননা কিয়াসের ব্যাপারে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। কিয়াসের বিধান নিয়েই তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অতএব কীভাবে তা ইজ্মার ভিত্তি হতে পারে? সাহাবীগণের আমলে সংঘটিত ইজ্মা সম্পর্কে তাঁরা বলেন, সেগুলোর মূলভিত্তি কিয়াস বা ইজতিহাদ ছিল না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ছিল নাস। তাছাড়া খিলাফাত পরিচালনা ও এর কার্যক্রম বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য সে সময়ের ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে গণ্য, যা অস্থায়ী একটি বিধান ছিল। সেগুলো শারী'আতের স্থায়ী বিধান নয়।

দ্বিতীয় মত : অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, ইজ্মার আইনী ভিত্তি হিসেবে কিয়াসের উপযুক্ততা বিদ্যমান। কেননা কিয়াস শারী'আতের প্রমাণ, যা নাসসের ভিত্তিতে নির্ণীত।

তৃতীয় মত : যদি কিয়াসের ইল্লাত (আইনী কার্যকারণ) নস্‌ভিত্তিক হয় অথবা গোপন না হয়ে প্রকাশ্য হয়, তবে এ জাতীয় কিয়াস ইজ্মার আইনী ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু যদি কিয়াসের ইল্লাত অস্পষ্ট হয় এবং নাস্‌ভিত্তিক না হয়, তবে তা ইজ্মা'র দলীল হতে পারে না।

অতএব বলা যায়, অধিকাংশ উসূলবিদের অভিমত হচ্ছে, কিয়াস ইজ্মার আইনী ভিত্তি হতে পারে, এ মতই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা শার'ঈ বিধানের উপর

---

৩৬. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭

৩৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯

www.pathagar.com

সাহাবীগণ কিয়াসের ভিত্তিতে ইজ্মা করেছেন, এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন শূকরের গোশ্ত হারাম হওয়ার প্রেক্ষিতে এর চর্বি হারাম হওয়া।

অধিকাংশ মুজতাহিদের ঐকমত্য

কোনো বিষয়ের বিধানে অধিকাংশ মুজতাহিদ ঐকমত্য পোষণ করলে তা ইজ্মা হবে কি-না সে বিষয়ে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। জমহুর ফকীহর মতে, এ অবস্থায় ইজ্মা সংঘটিত হবে না, কিন্তু আবুল হাসান খাইয়্যাত [মৃ. ২৮৯ হি.], ইমাম আত্-তাবারী [২২৪-৩১০ হি.], ইমাম আর-রাযী প্রমুখের মতে, দু একজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইজ্মা অনুষ্ঠিত হবে। কেউ কেউ বলেন, যদি বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে, তবে ইজ্মা সংঘটিত হবে না, অন্যথায় হবে।[৩৮]

ইব্নুল হাজিব বলেন, "যদি বিরোধিতাকারী স্বল্প সংখ্যকও হয় তবে অকাট্য ইজ্মা সাব্যস্ত হবে না। তবে প্রকাশ্য রূপ অনুযায়ী তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে।"[৩৯]

আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫হি.] বলেন, "এটাই নির্ভরযোগ্য মত যে, উম্মতের ক্রটিমুক্ত হওয়ার যে ঘোষণা এসেছে তা তার সামষ্টিক বিশেষণ। পক্ষান্তরে, অধিকাংশের ইজ্মা সকলের ইজ্মা নয়; বরং তা বিরোধপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর বিরোধপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ۔

"তোমরা যে ব্যাপারে মতভেদ করো তার বিধান আল্লাহর নিকট।"[৪০]

(সূরা আশ্শূরা : ১০)

জমহুরের দলীল

প্রথমত : পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, এ উম্মত সামষ্টিকভাবে ক্রটিমুক্ত, উম্মত শব্দটি দ্বারা সমগ্র উম্মত উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠও উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু একে প্রথম অর্থ তথা সমগ্র উম্মত অর্থে গ্রহণ করা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এটিই সতর্কমূলক ব্যবস্থা। কেননা বেশী সংখ্যক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমগ্রের একটি অংশ। অতএব উম্মত দ্বারা সমগ্র

---

৩৮. সাদ আত-তাফতাযানী, ***আত-তাওদীহ আলাত তানকীহ,*** খ. ২, পৃ. ৪৬, আল-আমিদী, ***আল-ইহকাম,*** খ. ১, পৃ. ৩১০; আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার,*** খ. ৩, পৃ. ২৫১; ইব্ন হাযম, ***আল-ইহকাম,*** খ. ৪, পৃ. ৫৪৪; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ,*** খ. ২, পৃ. ২৫৯

৩৯. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ,*** খ. ২, পৃ. ৩৪

৪০. আল-গাযালী, ***আল-মুসতাসফা,*** খ. ১, পৃ. ১১৭

www.pathagar.com

উম্মত অর্থ নিলে এর মধ্যে উভয়টি অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সমগ্র অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু এর দ্বারা অধিকাংশ অর্থ নিলে সমগ্র অংশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

দ্বিতীয়ত : অধিকাংশের ঐকমত্যে ইজ্‌মা হলে সাহাবীগণ তাঁদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে যে ২/১ জন দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তাঁদের মত অগ্রাহ্য করে ইজ্‌মা সম্পন্ন করতেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। যেমন অধিকাংশ সাহাবী যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু যুদ্ধের পক্ষে মত দেন এবং পরবর্তীতে এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে ফারাযেজের কিছু মাসআলায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদি আল্লাহু আনহু ব্যতীত সব সাহাবী একমত হয়েছিলেন।

বিরোধীদের দলীল

জমহুরের মতের বিরোধী তথা যাঁরা অধিকাংশের ঐকমত্যকে ইজ্‌মা মনে করেন, তাঁরা নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেন :[৪১]

প্রথমতঃ হাদীসে বর্ণিত উম্মাহ শব্দ দ্বারা অধিকাংশ উদ্দেশ্য। তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী না থেকে জামাআতবদ্ধ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠী' ও 'জামাআত' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়, অধিকাংশের ইজ্‌মা ঐকমত্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

তাঁদের যুক্তির প্রতিউত্তরে বলা যায়, উম্মাহ শব্দ দ্বারা উম্মতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থ গ্রহণ প্রকৃত (হাকীকী) অর্থ নয়; বরং তা রূপক (মাজাযী)। একে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করা শ্রেয়। হাদীসে বর্ণিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দ্বারা উক্ত যুগের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। মুজতাহিদগণের বৃহত্তর অংশ বুঝানো হয়নি। জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দ্বারা ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তা পালন করা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য। ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়।

দ্বিতীয়ত : সাহাবীগণ আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফাতের উপর যে ইজ্‌মা' গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল অধিকাংশের ইজ্‌মা। কেননা আলী [শা. ৪০ হি.] ও সাদ ইবন উবাদাহ [মৃ. ১৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমা তাঁদের সাথে ছিলেন না।

এর উত্তরে বলা যায়, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা তথা খলীফা মনোনয়নের জন্য ইজ্‌মার প্রয়োজন নেই। আলী রাদিআল্লাহু আনহু উক্ত ইজ্‌মার বিপক্ষে ছিলেন না; বরং

৪১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কারণে তাঁর মধ্যে যে শোক ও কষ্টের সৃষ্টি হয়েছিল, সে কারণেই তিনি বাইয়াত গ্রহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন। একইভাবে সাদ ইব্ন উবাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বাইয়াত গ্রহণে বিলম্ব করার কারণ ইজতিহাদী মতপার্থক্য নয়; বরং তাঁর গোত্রের কিছু লোক তাঁকে নেতৃত্বের আসনে বসানোর যে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল, তিনি তাদের তা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন।

তৃতীয়ত : সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। অতএব ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে অগ্রাধিকার অর্জিত হয়।

তাঁদের প্রতিউত্তরে জমহুর আলিম বলেন, এটি ভুল কিয়াস। কেননা বর্ণনার ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের পরিবর্তে প্রবল ধারণাপ্রসূত জ্ঞান প্রয়োজন হয়। অথচ ইজ্মা'র ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞান ও অকাট্যতার প্রয়োজন হয়।

দু'টি মতের উপর মুজতাহিদগণের মতৈক্য

যদি কোনো যুগের মুজতাহিদগণ শারী'আতের কোনো বিধানের ব্যাপারে দু'টি মত ব্যক্ত করেন তবে পরবর্তীতে তৃতীয় কোনো মত সৃষ্টি করা যাবে কি-না, এ ব্যাপারে আলিমগণের তিনটি মত রয়েছে:[৪২]

প্রথম মত : তৃতীয় মত সৃষ্টি বৈধ নয়। কেননা দু'টি মতের মধ্যে মতপার্থক্য সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়াকে যৌগিক ইজ্মা বা ইজ্মা মুরাক্কাব (مركب) বলা হয়। এর অর্থ এ বিধানের ব্যাপারে তৃতীয় আর কোনো মত থাকতে পারে না। অতএব তৃতীয় কোনো মত সৃষ্টির অর্থ দুই মতের উপর মুজতাহিদগণের যে ইজ্মা তৈরি হয়েছে তা ভঙ্গ করা।

বাস্তবতার নিরিখে তাদের এ যুক্তি খুবই দুর্বল। কেননা মুজতাহিদগণের উক্ত মত থেকে মাসআলার ব্যাপারে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। এমনকি তৃতীয় কোনো মত সৃষ্টি করা যাবে না তারও কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। অতএব তাদের মধ্যে যে তৃতীয় মতের ব্যাপারে কোনো মন্তব্যই নেই, সে তৃতীয় মত সৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই।

দ্বিতীয় মত : সাধারণভাবেই তৃতীয় মত সৃষ্টি করা বৈধ। তাদের যুক্তি, উক্ত মাসআলায় যেহেতু কোনো ইজ্মা সংঘটিত হয়নি, সেহেতু এখন পর্যন্ত তা মতবিরোধপূর্ণ। কারণ ইজ্মা বলা হয়, কোনো বিষয়ের উপর সকল মুজতাহিদের

---

৪২. আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল***, খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০; ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৮৬-১৮৭

www.pathagar.com

ঐকমত্যকে, কিছু মুজতাহিদের মতৈক্য হওয়া নয়। অতএব এই মতৈক্য সম্পন্ন না হওয়ার কারণে তৃতীয়, চতুর্থ বা আরও মত সৃষ্টি বৈধ।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ যুক্তি শক্তিশালী মনে হলেও বাস্তবে দুর্বল। কেননা মতবিরোধপূর্ণ বিধানের এমন কিছু দিক থাকতে পারে, যে ব্যাপারে মুজতাহিদদের মতভেদ নেই। অতএব স্বাভাবিকভাবে মতৈক্যের বিষয়গুলোতে ইজ্‌মা সম্পন্ন হয়েছে বিধায় সেগুলোর বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

তৃতীয় মত : বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। যদি বিরোধপূর্ণ মত দু'টির কোনো দিকের ব্যাপারে তাঁরা একমত হন, তবে সেদিকের ব্যাপারে নতুন মত সৃষ্টি করা বৈধ নয়। কেননা তা পূর্বের ঐকমত্য হওয়া বিষয়ে নতুন মত সৃষ্টির নামান্তর, কিন্তু তৃতীয় মত যদি পূর্বের ঐকমত্য হওয়া দিকগুলোর বিরোধী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি পেশ না করে; বরং যেসব দিকে মতপার্থক্য রয়ে গেছে সে ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ সহোদর ভাইয়ের সাথে দাদার মীরাছের ব্যাপারে সাহাবীগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী দাদা মীরাছ পাবেন এবং ভাইদের বঞ্চিত করবেন। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী দাদা ভাইদের সাথে মীরাছ পাবেন এবং তাদের বঞ্চিত করবেন না। এ দুই মতের মধ্যে ঐক্যের দিক হলো, ভাইয়ের সাথে দাদা অবশ্যই মীরাছ পাবেন, কিন্তু তাদের মতানৈক্যপূর্ণ দিক হল, দাদা ভাইদের বঞ্চিত করবেন কিনা? অতএব দাদা ভাইদের সাথে মীরাছ পাওয়ার ব্যাপারে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা বৈধ নয়। কেননা তাঁদের দু'টি মতেই এর স্বীকৃতি এসেছে, কিন্তু দাদা ভাইদের বঞ্চিত করবেন কি-না এ বিষয়ে নতুন মত সৃষ্টি করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগে ইজ্‌মার সম্ভাবনা

ইজ্‌মার রুকন ও শর্ত বর্তমান থাকলেই কি ইজ্‌মা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? ইজ্‌মা সম্পন্ন হলেই কি তা অবগত হওয়া যায়? অবগত হলেও তা বাস্তবে রূপায়ন সম্ভব কি? বাস্তবায়ন সম্ভব হলে যারা ইজ্‌মা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করবে তাদের কাছে এটি পৌছানো সম্ভব কি? এসব প্রশ্নে পূর্ববর্তী আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। সময়ের বিবর্তনে এখনও এসব প্রশ্নের গুরুত্ব রয়েছে। কোনো বিষয়ের শার'ঈ বিধানের উপর ইজ্‌মার সম্ভাবনা প্রশ্নে আলিমগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। কতিপয় মুতাযিলা ও শী'আদের একাংশের মতে, আদৌ ইজ্‌মা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু জমহুরের মতে সম্ভব।[৪৩]

---

৪৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ২৬৫; ইব্‌ন হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৪, পৃ. ৫০২; আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ*, খ. ২, পৃ. ২৩১; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ১, পৃ. ৩৪৯

www.pathagar.com

যারা ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন তাদের যুক্তি :

১. ইজ্‌মার আইনী ভিত্তি যদি অকাট্য প্রমাণ তথা কুরআন ও সুন্নাহর নাস্ হয় তবে ইজ্‌মার আলাদা কোনো প্রয়োজন হয় না। কেননা নস তো বর্তমান রয়েছেই। পক্ষান্তরে এর আইনী ভিত্তি যদি ধারণাপ্রসূত দলীল হয়, তবে সে ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা স্বয়ং মুজতাহিদগণই ধারণাপ্রসূত প্রমাণের বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

তাদের এ উক্তির জবাবে বলা যায়, অকাট্য দলীল দ্বারা ইজ্‌মা সংঘটনের মাধ্যমে এক দিক দিয়ে উক্ত দলীলের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্য দিক দিয়ে উক্ত দলীল থেকে বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে আধুনিক সমস্যার সমাধান হয়। তাছাড়া ইজ্‌মা সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত দলীল বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ ইজ্‌মাই তখন দলীল হিসেবে গণ্য হয়। দ্বিতীয়ত ধারণাপ্রসূত প্রমাণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ মতভেদের কারণে ধারণাপ্রসূত প্রমাণের মাধ্যমে নির্গত বিধানের উপর মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। যদি দলীল প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হয়, তখন তাতে বর্ণিত বিধান অনুধাবন করতে কোনো প্রকার সমস্যা থাকে না; বরং ধারণাপ্রসূত দলীলের মাধ্যমে ইজ্‌মা' সংঘটিত হওয়ার পর তা অকাট্যতার স্তরে উন্নীত হয়।

২. মুজতাহিদগণ পৃথিবীর জুড়ে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের সকলের একই সময়ে একই খাবার খাওয়া ও একই ভাষায় কথা বলা যেমন অসম্ভব, তেমন কোনো বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য হওয়াও অসম্ভব। একইভাবে তাঁদের একত্রিত করা বা তাঁদের কাছে ইজ্‌মা'র বিধান পৌঁছানোও কষ্টসাধ্য।

তাঁদের এ যুক্তির উত্তরে বলা যায়, একই ধরনের খাওয়া বা একই ভাষায় কথা বলা অসম্ভব হতে পারে। কেননা, এ এমন এক প্রকৃতি যা আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে গণ্য। তাছাড়া এ ধরনের পার্থক্য শারী'আতে গৃহীত বিধায় এ ব্যাপারে মতৈক্য হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু শার'ঈ বিধানে মতৈক্য হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণ সমস্যা অনুধাবন করে নাস অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমাধান প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তাঁদের একত্রিত করা বা যে বিধানের উপর ইজ্‌মা' অনুষ্ঠিত হবে তা তাঁদের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব মর্মে দাবি বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অসার প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, যারা ইজ্‌মার সম্ভাবনা অস্বীকার করে বিভিন্ন যুক্তি দেখান বাস্তবতার সামনে তাঁদের সে যুক্তি অসহায় প্রতীয়মান হয়। কেননা বাস্তবে সাহাবীগণ থেকে শুরু করে আমাদের এ সময় পর্যন্ত শারী'আতের বিভিন্ন বিধানের উপর আলিমগণের ঐকমত্য তথা ইজ্‌মা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইজ্‌মার কিছু দৃষ্টান্ত

সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় মুজতাহিদগণ বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিধানের ব্যাপারে ইজ্‌মা' সংঘটিত হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.] তাঁর 'মারাতিবুল ইজ্‌মা' গ্রন্থে ফিক্‌হের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য থেকে প্রায় ৫৮টি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে বিভিন্ন সংখ্যক আলিমগণের ইজ্‌মা' একত্রিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. পবিত্রতা অধ্যায় : স্থির পানি যদি পরিমাণে এত বেশী হয় যে, তার মধ্যস্থলে নাড়া দিলে কিনারার পানি না নড়ে, তবে উক্ত পানিতে কোনো কিছু পতিত হলেও পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তা নাপাক গণ্য হবে না।[৪৪]

২. সালাত অধ্যায় : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান নারী-পুরুষের জন্য মৌলিক ওযর ছাড়া কোনো অবস্থাতেই নামাযের এ আবশ্যকতা রহিত হয় না এবং ইচ্ছাপূর্বক নামায নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা বৈধ নয়। মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ইশারায় বা যেভাবে সম্ভব আদায় করা যায়।[৪৫]

৩. যাকাত অধ্যায় : রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশের পর কেউ নিজেই যাকাত আদায়ের নিয়্যাতে যথার্থ খাতে যাকাত ব্যয় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।[৪৬]

৪. ইতিকাফ অধ্যায় : বিনা প্রয়োজনে অথবা শরীয়াত অনুমোদিত কোনো জরুরী মহৎ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য ছাড়া যে ব্যক্তি তার ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করল, তার ইতিকাফ বাতিল হয়ে গেল।[৪৭]

৫. হজ অধ্যায় : হজ আদায়কারী ব্যক্তি পাগড়ী, টুপি, পাঞ্জাবী, কোর্তা, জামা পাজামা ইত্যাদি সেলাইযুক্ত পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবেন, যদি সেলাইবিহীন কাপড় পাওয়া যায়।[৪৮]

৬. সাক্ষ্য অধ্যায় : কবীরা গুনাহ, প্রকাশ্যভাবে সগীরা গুনাহ করা ও কবীরা গুনাহর দৃঢ় সংকল্প করা এমন অপরাধ, যার কারণে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা নষ্ট হয়।[৪৯]

---

৪৪. আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাযম, ***মারাতিবুল ইজমা,*** বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন, পৃ. ১৭

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

www.pathagar.com

৭. বিবাহ অধ্যায় : ইদ্দাত অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম। রজঃস্রাব চলা অবস্থায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বা পিছন দিক দিয়ে সহবাস করা হারাম। যদি বিবাহের সময় স্বামীর উপর শর্ত করা হয়, স্ত্রীর জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না, তবে সে শর্ত সহীহ্। এর কারণে বিবাহে কোনো ত্রুটি হবে না।[৫০]

৮. ভূমি অধ্যায় : যদি কোনো ব্যক্তি পতিত ভূমি আবাদ করে যেখানে কোনো খনি নেই, তবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের উক্ত ভূমি তার থেকে নিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার নেই।[৫১]

৯. জিহাদ অধ্যায় : মুশরিক ও ইসলামের বাইয়াত অস্বীকারকারী কাফির, তাদের ধর্মাবলম্বীরা যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তবে তাদের প্রতিরোধ করা প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, শক্তিবান প্রত্যেকের উপর ফরয।[৫২]

১০. দণ্ডবিধি অধ্যায় : যার উপর যিনা, মদ্যপান, অপবাদ ও হত্যার হদ্দ একত্রিত হয়, তাকে হত্যা করা আবশ্যক।[৫৩]

---

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিয়াস

(Analogy)

পরিচয়

কিয়াস ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস। কিয়াসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মায় বর্ণিত বিধান সীমিত, অপর দিকে মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ চলমান। দৈনন্দিন জীবনে মুখোমুখি হওয়া এসব ঘটনার শার'ঈ বিধান জানতে তাই কিয়াসের প্রয়োজন হয়।

শাব্দিক অর্থ

আরবী কিয়াস (قياس) শব্দটি ক্রিয়ামূল। যা দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়:

প্রথমত : পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ। একটি দিয়ে অন্যটির পরিমাপ করা। যেমন বলা হয়, قست الأرض بالمتر (আমি মিটারের মাধ্যমে ভূমির পরিমাপ করেছি)।[১]

দ্বিতীয়ত : তুলনা করা, একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়, قايست بين العمودين (স্তম্ভ দু'টির পরিমাপ নির্ধারণের জন্য আমি পরস্পরের মধ্যে তুলনা করেছি)।[২]

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় কিয়াসের সংজ্ঞা সম্পর্কে ড. আবদুল করীম যায়দান [জন্ম ১৯১৭ খ্রি.]-এর উক্তি গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেন :

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

"যে বিষয়ের বিধানে কোনো নস্ বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে নাস্ বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লাতের (কার্যকারণ) ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।"[৩]

---

১. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৯৪
২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫৭২
৩. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ* পৃ. ১৯৪

www.pathagar.com

আল্লামা ইব্নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.] সংক্ষেপে বলেছেন, "বিধানের ইল্লাতের দিক থেকে শাখা-প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া।"[৪]

ইব্নুল হাজিবের উক্ত সংজ্ঞার কয়েকটি দিক রয়েছে।[৫]

১. সামঞ্জস্য : অর্থাৎ মূল ও শাখা একই ধরনের হওয়া। এ দ্বারা শাখা মূলের অনুরূপ হওয়া অথবা এক শাখা অন্য শাখার মতো হওয়া, উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে।

২. শাখা : শাখা তথা গৌণ বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য যার বিধানের ব্যাপারে কোনো নাস বর্ণিত অথবা ইজ্মা সংঘটিত হয়নি।

৩. মূল : যে বিষয়ের বিধানে কুরআন সুন্নাহর নাস বর্ণিত অথবা মুজতাহিদগণের ইজ্মা' সম্পন্ন হয়েছে।

৪. ইল্লাত : মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যকার অংশীদারিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য। যার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বমূলক বিধান নির্গত হয়।

৫. বিধান : বিধান বলতে মূল বিষয়ের শার'ঈ বিধান, যা বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতএব বলা যায়, শাখা যদি ইল্লাত তথা আইনের কার্যকারণের দিক থেকে মূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবে মূলের বিধানকে শাখার জন্যও সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলা হয়।

কিয়াসের উদাহরণ

মহান আল্লাহ মদপান হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৯০)

মুজতাহিদগণ এ নিষেধাজ্ঞার পেছনের কার্যকারণ হিসেবে নেশা সৃষ্টি বা মাতাল হওয়াকে চিহ্নিত করেছেন। যা পানকারীর সাধারণ বুদ্ধি-বিবেক ধ্বংস করে। এ

৪. শামসুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আহমদ আল-ইস্পাহানী, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখতাসারি ইব্নুল হাজিব*, বিশ্লেষণ : ড. মুহাম্মদ মুজহার বাকা, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৩, পৃ. ৫

৫. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৩৮

www.pathagar.com

কারণে মুজতাহিদগণ যখন কোনো কিছুর মধ্যে মাদকতা সৃষ্টি তথা নেশার কার্যকারণ খুঁজে পাবেন, তখন কুরআনের উক্ত মূল বিধানের উপর কিয়াস করে উক্ত বস্তুও হারাম সাব্যস্ত করতে পারেন। যেমন মুজতাহিদগণ নাবীযকে (মদের এক প্রকার উপকরণ) মদ গণ্য করে হারাম বলেছেন। এক্ষেত্রে মদ হচ্ছে মূল ও নাবীয শাখা। উভয়টির বিধান হারাম এবং এদের মধ্যে যৌথ কার্যকারণ মাদকতা সৃষ্টি।

কিয়াসের রুকন

কিয়াসের রুকন চারটি।[৬]

ক. মূল (أصل) : মূল বলা হয় যার উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু গড়ে উঠে। ফকীহগণের দৃষ্টিতে মূল বলতে ঐ বিষয়কে বুঝানো হয়, কুরআন-সুন্নাহর নাস অথবা ইজ্মার ভিত্তিতে যার বিধান সাব্যস্ত হয়েছে; কিন্তু মুতাকাল্লিমদের দৃষ্টিতে, বিধান প্রদানকারী নাস্কে মূল বলা হয়।[৭] অতএব ফকীহগণের মতানুযায়ী পূর্বোক্ত উদাহরণে মদকে, আর মুতাকাল্লিমদের মতানুযায়ী মদ হারামকারী নাস তথা কুরআনের উক্ত আয়াতকে মূল বলা হবে। এক্ষেত্রে ফকীহগণের যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য।

খ. শাখা (فرع) : ফকীহগণের দৃষ্টিতে শাখা বলা হয় ঐসব বিষয় বা নতুন সমস্যা, শারী'আতে যার বিধানের ব্যাপারে কোনো নাস্ বা ইজ্মা' বর্ণিত হয়নি। পূর্বোক্ত উদাহরণে 'নাবীয' শাখা হিসেবে সাব্যস্ত।

গ. মূলের বিধান (حكم الأصل) : মূল বিষয়ের যে বিধান শারী'আত নির্ধারণ করেছে এবং যা শাখার ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হবে। উদাহরণে মূলের বিধান হল মদের নিষেধাজ্ঞা।

ঘ. কার্যকারণ (علة) : মূলের যে বৈশিষ্ট্যের কারণে বা যার ভিত্তিতে উক্ত বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে 'ইল্লাত বা কার্যকারণ বলা হয়। উদাহরণে ইল্লাত হলো, মাদকতা সৃষ্টি বা মাতাল বানানো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিয়াসের মাধ্যমে শাখার যে বিধান নির্ণয় করা হয় তাকে কিয়াসের ফল (ثمرة القياس) বলা হয়। অনেকে একে শাখার বিধান (حكم الفرع)ও বলে থাকেন। আল-ইসনাভী [৭০৪-৭৭২ হি.] একে কিয়াসের একটি স্বতন্ত্র রুকন বিবেচনা করেছেন।[৮]

---

৬. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ৩, পৃ. ২৩৭; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২০৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ২, পৃ. ৫৪

৭. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৫৭৬

৮. আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল*, খ. ৩, পৃ. ২৭

www.pathagar.com

কিয়াসের শর্ত

কিয়াসের প্রত্যেকটি রুকনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে। এসব শর্ত যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হলে কিয়াস শুদ্ধ হবে না। নিম্নে কিয়াসের রুকনভিত্তিক শর্তগুলো বর্ণনা করা হলো :[৯]

ক. মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

কিয়াসের মূলের সাথে একটি মাত্র শর্ত বিদ্যমান। যার উপর ভিত্তি করে বিধান নির্গত হবে সেই মূল যেন অন্য মূলের শাখা না হয়। যেমন মদের উপর কিয়াস করে নাবীয হারাম করা হয়েছে। এখানে মদ মূল আর নাবীয শাখা। পরবর্তীতে কেউ যদি এ জাতীয় কোনো নেশামুক্ত বস্তুকে নাবীযের সাথে তুলনা করে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে তবে এ শর্তের আলোকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা নাবীযের নিষিদ্ধতার বিধান মূল নয়; বরং শাখা।

খ. মূলের বিধান-সংশ্লিষ্ট শর্ত

উসূলবিদগণ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করেছেন।

১. শারী'আতের ব্যবহারিক বিধান হওয়া এবং তা কুরআন-সুন্নাহ অথবা ইজ্‌মার মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া।

২. উক্ত বিধান রহিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।

৩. বিধানটি কোনো ব্যক্তি বা কাজের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমাহ [শা. ৩৭ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান নির্ধারণ করেছিলেন।[১০] একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও অনেক বিধান নির্দিষ্ট ছিল।

৪. মূলের বিধানের অর্থ বোধগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য অর্থাৎ ইল্লাত বা কার্যকারণভিত্তিক হওয়া। যেমন মদ হারাম হওয়ার কার্যকারণ মাদকতা সৃষ্টি, এ দাবি সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্য।

---

৯. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ৩, পৃ. ২৪১, 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২০৯; ইব্‌ন বাদরান, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ,* পৃ. ১৪৪; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৬০৫-৬১১; আস্-সারাখসী, *উসূল আস সারাখসী,* খ. ২, পৃ. ১৪৯, আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল,* খ. ২, পৃ. ৮৬৪; ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ,* পৃ. ১৯৭-১৯৯

১০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* কিতাবুল আকদিয়্যাহ, বাবু ইযা আলিমাল হাকিমু সিদকাশ শাহিদিল ওয়াহিদি ইয়াজুযু লাহু আন ইয়াহকুমা বিহি, খ. ২, পৃ. ৩৩১, হাদীস নং ৩৬০৭

www.pathagar.com

৫. শাখার অর্থাৎ যে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য কিয়াস করা হবে, তার বিধানের ব্যাপারে সরাসরি নাস বা ইজ্‌মা না থাকা।

৬. মূলের বিধান শাখার বিধানের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া। অর্থাৎ মূলের বিধান পূর্বে এবং শাখার বিধান পরে নির্ণীত হওয়া।

৭. মূলের বিধানে কোনো প্রকার বৃদ্ধি বা পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরাসরি শাখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

৮. মূলের বিধান যথার্থভাবে কার্যকর রাখা।

গ. শাখার শর্ত

শাখা তথা যে বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করা হবে তার শর্ত চারটি।

১. কার্যকারণের সাদৃশ্য। অর্থাৎ মূলের মধ্যকার ইল্লত বা কার্যকারণ ও শাখার 'ইল্লাত মূলগত বা শ্রেণিগতভাবে একই হওয়া।

২. শাখার বিধানে কোনো পরিবর্তন না করা। অর্থাৎ মূলের বিধানের অনুরূপ বিধান কার্যকর করা।

৩. শাখার বিধান মূলের বিধানের পরে নির্ণীত হওয়া।

৪. শাখার বিধান সম্পর্কে কোনো নাস্ বা ইজ্‌মা না থাকা।

শাখার শর্তগুলো মূলত মূলের বিধান ও 'ইল্লত-এ দুয়ের শর্তের সাথে জড়িত।

ঘ. কার্যকারণের শর্ত

ইল্লাত বা কার্যকারণ কিয়াসের মূলভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু। এর উপর নির্ভর করেই কিয়াস সংঘটিত হয়। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এর শর্তগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে :[১১]

১. মূল ও শাখার মধ্যে কার্যকারণ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে হবে।

২. কার্যকারণ বিধানের সাথে সঙ্গত হতে হবে।

৩. কার্যকারণ নির্দিষ্ট ও মূলগতভাবে নির্ধারিত অর্থ প্রদানকারী হতে হবে। ব্যক্তি বা অবস্থার পরিবর্তনে তার গুণ অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

৪. কার্যকারণ শুধু মূলের মধ্যেই সীমিত হবে না; বরং শাখাসহ অন্য বিষয়ের মধ্যে এর বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকতে হবে।

৫. কার্যকারণ এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে, যা শারী'আত প্রণেতা রহিত বা বাতিল করেননি।

---

১১. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২০৭-২০৮

www.pathagar.com

কিয়াসের প্রামাণিকতা

জমহুর আলিম কিয়াসের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করে একে শারী'আতের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু যাহিরী সম্প্রদায়ের ইব্‌ন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.], শী'আগণ ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নায্‌যাম [মৃ. ২৩১ হি.] কিয়াসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন। আমরা উভয় দলের প্রমাণ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করব।

জমহুরের প্রমাণ

জমহুরের দৃষ্টিতে কিয়াস শারী'আতের উৎস এবং মূলনীতিসমূহের একটি। এর পক্ষে তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও যুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

ক. কুরআন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ্ বানূ নাযীরের ইসলাম বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র এবং এর পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

"তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের তাদের প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যা ছিল কল্পনাতীত, যা তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করো, তারা তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করল নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।" (সূরা আল-হাশর : ২-৩)

এ আয়াতে বর্ণিত اعتبار শব্দ থেকে উসূলবিদগণ এভাবে কিয়াসের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন যে, اعتبار শব্দটি عبور থেকে নির্গত, যা স্থান পরিবর্তন, পারাপার বা স্থানান্তরের অর্থ প্রদান করে। যেমন বলা হয়, عبرت النهار অর্থাৎ আমি দিন পার করে দিয়েছি। অর্থাৎ দিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছেছি। আর কিয়াসের দাবিও তাই। কিয়াসে মূলের বিধানকে শাখার বিধানে

www.pathagar.com

স্থানান্তরিত করা হয়। এ আয়াতের ভিত্তিতে اعتبار এক আদিষ্ট বিষয় এবং এর অংশ হিসেবে কিয়াসও আদিষ্ট। আদিষ্ট বিষয় সম্পন্ন করা আবশ্যক এবং তা পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। অতএব কিয়াস শারী'আতের একটি দলীল।[১২]

খ. সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

১. মুআয ইব্ন জাবাল [মৃ. ১৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে প্রেরণ সম্পর্কিত হাদীস যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াসের স্বীকৃতি প্রদান করে একে বিধান উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

২. খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করে বললেন, আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় বাহনে চড়তে পারেন না, অথচ তাঁর উপর হজ ফরয। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি তাঁর বড় সন্তান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতার উপর যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ থাকত আর তুমি যদি তা পরিশোধ করতে, তবে কি তাঁর পক্ষ থেকে আদায় হত না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অতএব তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ কর।[১৩]

এ হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ঋণকে বান্দার ঋণের সাথে তুলনা করে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. বর্ণিত আছে, উমর [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به ثم قال فمه

হে আল্লাহর রাসূল, আমি আজ বড় ধরনের কাজ করে ফেলেছি। আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি রোযা অবস্থায় যদি কুলি করতে তবে কি হত? তিনি বললেন, তাতে কোনো অসুবিধা ছিল না। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে অসুবিধা

---

১২. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২২০; আস্-সারাখসী, *উসূল আস সারাখসী*, খ. ২, পৃ. ১২৫; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ২, পৃ. ৮৪৮

১৩. ইমাম আন্-নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, কিতাবুল হাজ্জ, বাব তাশবীহু কাদাউল হাজ্জ বিকাদাই দাইন, খ. ২, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং ৩৬১৮

www.pathagar.com

কোথায়?[১৪] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন তথা যৌন-সম্ভোগের সূচনা স্তরকে কুলি তথা পানি পানের সূচনা স্তরের সাথে তুলনা করে উভয়ের একই বিধান নির্ধারণ করেছেন।

তৃতীয়ত : সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড ও ইজ্‌মা

কিয়াসের ভিত্তিতে নির্গত বিধানের উপর সাহাবীগণের ইজ্‌মা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা কিয়াসকে বিধান উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইব্‌ন আকীল হাম্বালী [মৃ. ৫১৩ হি.]-এর মতে, কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের বিষয়টি সাহাবীগণের মধ্যে এতই ব্যাপক ছিল যে, তা অর্থগতভাবে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। আর মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত বিষয় অকাট্য।[১৫]

- সাহাবীগণের ঐকমত্য হওয়া কিয়াসের মধ্যে রয়েছে আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রাদি আল্লাহু আনহুর খিলাফাত সাব্যস্তকরণ। তাঁরা তাঁর খিলাফাতের দায়িত্বকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের উপর কিয়াস করেছেন।
- আবূ মূসা আশ'আরী [মৃ. ৪৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বসরার গর্ভনর থাকা অবস্থায় উমর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরিত সরকারী নির্দেশনামায় লেখেন :

اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك

"পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ সমাধান গ্রহণ করো।"[১৬]

চতুর্থত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ক. ইসলামী আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য বান্দার কল্যাণ নিশ্চিত করা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিধান বর্ণনার সাথে সাথে উক্ত বিধানের পিছনের উদ্দেশ্য ও তার আইনী কার্যকারণও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কিসাসের অপরিহার্যতা (সূরা আল-বাকারাহ : ১৭৯), রজঃস্রাব চলাকালীন সহবাসের নিষিদ্ধতা (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২), তায়াম্মুমের বৈধতা (সূরা আল-মায়িদাহ : ৬), মদ-জুয়ার নিষিদ্ধতা (সূরা আল-মায়িদাহ : ৯১)। অতএব মুজতাহিদ যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, বিধানের পিছনের উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ সমজাতীয় ঘটনা বা

---

১৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুস সাওম, বাব আল-কুবলাতু লিসসায়েম, খ. ১, পৃ. ৭২৫, হাদীস নং ২৩৮৫

১৫. আশ্‌-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল***, খ. ২, পৃ. ৮৫৮

১৬. দারাকুতনী, *আস-সুনান*, কিতাবুল আকদিয়াহ, খ. ৪, খ. ২০৫-২০৬; খোরশেদ আহমদ ফারিক, ***হযরত উমর (রা.)-এর সরকারী পত্রাবলি***, অনুবাদ, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃ. ২১৯

www.pathagar.com

বিষয়ের মধ্যেও বিদ্যমান, তখন পূর্বের মূল বিধানকে পরবর্তী মাসআলারও বিধান হিসেবে নির্ধারণ করেন, যা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।

খ. সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও কিয়াস সমর্থন করে। কেননা মানুষ প্রতিদিন নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেসব বিষয়ের সরাসরি কোনো সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজ্‌মায় বর্ণিত হয়নি। মানুষের জীবনযাত্রার অগ্রগতি ও নিত্য-নতুন বিষয়ের শার'ঈ বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ ও গতিশীল জীবনবিধান হিসেবে প্রমাণ করতে হলে কিয়াসের কোনো বিকল্প নেই। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মা'র বিধানের কার্যকারণ এবং নতুন বিষয়ের কার্যকারণ নির্ধারণের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে তুলনা ও সমজাতীয় বিধান নির্ণয় সম্ভব।

কিয়াস অস্বীকারকারীদের যুক্তি ও তার উত্তর

যাঁরা কিয়াসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন তাঁরা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন।[১৭]

প্রথমত : কুরআন থেকে

ক. মহান আল্লাহ বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ۔

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না।"

(সূরা আল-হুজুরাত : ১)

এ আয়াতে কুরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিয়াস গ্রহণ করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে অগ্রগামী হওয়া।

উত্তর : এ আয়াত কিয়াস অনুযায়ী আমল নিষিদ্ধ করে না। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিয়াস গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া কিয়াস ঐ বিষয়ে করা যায়, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সরাসরি কোনো নির্দেশ দেননি। সুতরাং যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-প্রদত্ত বিধান জানা যায় না, সেখানে কীভাবে তাঁদের থেকে অগ্রগামিতা সাব্যস্ত হবে?

খ. সূরা আল-বাকারা : ১৬৯, সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬, সূরা আন্-নাজম : ২৮-এসব আয়াতে মহান আল্লাহ নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ কিয়াস দ্বারা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। মুজতাহিদকে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে

১৭. ইব্‌ন হাযম, ***আল-ইহকাম,*** খ. ২, পৃ. ২২৯; আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার,*** খ. ৩, পৃ. ২৭০; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ,*** খ. ৩, পৃ. ১১; আস্-সারাখসী, ***উসূল আস সারাখসী,*** খ. ২, পৃ. ১১৯; আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল,*** খ. ২, পৃ. ৮৫০; ড. ওয়াহাবাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*** , খ. ১, পৃ. ৫৮১; ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** পৃ. ২২৩

www.pathagar.com

নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া ধারণাপ্রসূত বিষয় কোনো কিছুর বিধান সাব্যস্ত করতে পারে না।

উত্তর : কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ণীত বিধান মুজতাহিদগণের নিকট ধারণাপ্রসূত নয়; বরং অকাট্য। কেননা, একজন মুজতাহিদ নিশ্চিতভাবে অবগত হন যে, এটিই এ বিষয়ের বিধান, অথবা তিনি নিশ্চিত থাকেন যে, ন্যূনতম এ অনুযায়ী আমল আবশ্যক। তাছাড়া মুজতাহিদের ধারণায় প্রবল হওয়া বিষয় অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে ইজ্‌মা সাব্যস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, এসব আয়াতে ধারণাপ্রসূত বিষয় থেকে দূরে থাকার যে নির্দেশ এসেছে তা আকীদাগত বিষয়ের সাথে জড়িত। কেননা আকীদাগত বিষয়গুলো অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান দাবি করে। শারী'আতের ব্যবহারিক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ধারণাপ্রসূত জ্ঞান যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের ইজ্‌মা রয়েছে।

গ. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

"আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা আন্-নাহ্ল : ৮৯)

এ আয়াতে আল্লাহ কুরআনকে সব বিধান অন্তর্ভুক্তকারী ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব কিয়াসের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

উত্তর : এ আয়াত ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কেননা কুরআনে সব বিষয়ের বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হয়নি; বরং সামগ্রিক বিধান বর্ণিত হয়েছে। ফলে বিস্তারিত বিধান জানার জন্য অনেক সময় মাধ্যমের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন সুন্নাহ, ইজ্‌মা। তাছাড়া কুরআন বাহ্যিক শব্দ ও অন্তর্হিত মর্ম দু'দিক থেকেই বিধান সাব্যস্ত করে। কিয়াস কুরআনের অন্তর্হিত মর্মগত বিধান নিয়ে আলোচনা করে।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إن الله عز و جل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها.

"আল্লাহ কিছু ফরয নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো ছেড়ে দিও না। তিনি কিছু জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো লঙ্ঘন করো না। তিনি কিছু সীমানা নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না। তিনি ভুলে নয়, তোমাদের উপর দয়াবশত

www.pathagar.com

কিছু বিষয় সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, অতএব তোমরা সেগুলোর বিধান অন্বেষণ করতে যেও না।"[১৮]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আবশ্যক, নিষিদ্ধ এবং কিছু ব্যাপারে শারী'আত নীরব, এ তিন ধরনের বিধান রয়েছে। ব্যাপারে শারী'আত নীরব তা মুবাহ্ বা অনুমোদিত হিসেবে গণ্য। যে বিষয়ে কিয়াস করা হয় তা এ পর্যায়ভুক্ত। অতএব যার বিধানের ব্যাপারে শারী'আত নীরব, উক্ত বিষয়কে যদি কিয়াস করে অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়ায়, এমন বিষয়কে ওয়াজিব করা যা মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য ওয়াজিব করেননি। একইভাবে যদি কিয়াসের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়কে হারাম করা হয়, তবে এমন বিষয়কে হারাম করা হবে যা আল্লাহ্ হারাম করেননি।

উত্তর : কিয়াসের মাধ্যমে নির্গত বিধান মুজতাহিদের পক্ষ থেকে জারিকৃত বিধান নয় যে, তিনিই হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করবেন; বরং এটি আল্লাহর বিধানেরই বহিঃপ্রকাশ। কেননা কিয়াস মূলের কার্যকারণ ও পরবর্তীতে আগত সমজাতীয় কার্যকারণ সম্বলিত বিষয়ের মধ্যে একই বিধান জারি করে। শারী'আতের বিধি বিধান কার্যকারণের ভিত্তিতে নির্ণীত। অতএব কার্যকারণ যেখানেই পাওয়া যাবে উক্ত যেখানেই কিয়াসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সেখানেই বিধান প্রযোজ্য হবে।

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله ثم تعمل بالرأي فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا.

"এ উম্মত কিছু সময় কুরআন অনুযায়ী 'আমল করবে, আবার কিছু সময় সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে, আর কিছু সময় আমল করবে রায় (কিয়াস) অনুযায়ী। অতঃপর যখন তারা রায় অনুযায়ী 'আমল করবে তখন নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।"[১৯]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়াসকে পথভ্রষ্টতার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

---

১৮. আলী ইব্‌ন উমর আবুল হাসান আদ-দারা কুতনী, *সুনান আদ-দারা কুতনী,* বিশ্লেষণ : সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ হাশিম ইয়ামানী, বৈরূত : দারুল মারিফা, ১৯৬৬ ইং, খ. ৪, পৃ. ১৮৩, কিতাবুর রিদা, হাদীস নং ৪২

১৯. আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুশান্না আবূ ইয়ালা, *মুসনাদু আবি ইয়ালা আল-মোসিলী,* বিশ্লেষণ : হুসাইন সালীম আসাদ, দামিশক : দারুল মামুন লিত তুরাস, তারিখ বিহীন, মুসনাদ আবূ হুরাইরা, খ. ১০, পৃ. ২৪০, হাদীস নং ৫৮৫৬

www.pathagar.com

উত্তর : বর্ণিত হাদীসটির শুদ্ধতা নিয়ে আলিমগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হাদীসের সনদে উসমান ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান রয়েছেন, যাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী বলেছেন। ইমাম ইব্‌ন হাযম (রাহ.)-যিনি কিয়াসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন, তিনিও উক্ত উসমানকে পরিত্যাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২০]

হাফিয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী [মৃ. ৮০৭ হি.] বলেন, উসমান দুর্বল বর্ণনাকারী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।[২১]

আলোচ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলেও এর সাথে কিয়াসের প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারী অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। অতএব এ হাদীসে কিয়াস দ্বারা বাতিল বা ভ্রান্ত কিয়াস (القياس الفاسد) উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত : সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড

অনেক সাহাবী কিয়াসকে অপছন্দ করতেন এবং অন্যরা এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। ফলে কিয়াসের বিপক্ষে তাঁদের ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে। আবূ বকর, উমর, আলী [শা. ৪০ হি.], ইব্‌ন আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.], ইব্‌ন 'উমার [মৃ. ৭৪ হি.], ইব্‌ন মাস'ঊদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমসহ অনেক সাহাবী থেকে কিয়াস গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল করার অস্বীকৃতি বিষয়ক বর্ণনা এসেছে।[২২]

উত্তর : এসব বর্ণনা কিয়াসের পক্ষে উক্ত সাহাবীগণের বর্ণিত অন্য বর্ণনার বিরোধী। কিয়াসের প্রামাণিকতা বিষয়ে জমহুরের দলীল আলোচনার সময় সেসব বর্ণনার কিছু আলোচনা করা হয়েছে। অতএব তাঁদের থেকে বর্ণিত পরস্পরবিরোধী এসব বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন আবশ্যক। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করে আমরা বলতে পারি, তাঁদের থেকে বর্ণিত কিয়াসের পক্ষের বর্ণনাগুলো শুদ্ধ কিয়াস (القياس الصحيح)-এর জন্য এবং কিয়াসের বিপক্ষের বর্ণনাগুলো ভ্রান্ত কিয়াস তথা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও ইমামগণের প্রদত্ত শর্ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে কৃত কিয়াসের জন্য প্রযোজ্য।

চতুর্থত : বুদ্ধিভিত্তিক দলীল

ক. কিয়াস মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদের জন্ম দেয়। কেননা কিয়াস ধারণাপ্রসূত বিষয়ের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। আর বিভিন্নজনের কাছে ধারণাপ্রসূত

---

২০. ইব্‌ন হাযম, ***আল-ইহকাম,*** খ. ২, পৃ. ৭৮৬

২১. নূরুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবূ বকর আল-হায়ছামী, ***মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়ায়েদ,*** বিশ্লেষণ : ইব্‌ন হাজার ও ইরাকী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮ ইং, কিতাবুল ইলম, বাবুন ফিল কিয়াস ওয়াত তাকলীদ, খ. ১, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং ৮৪২

২২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. ওয়াহাবাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,*** খ. ১, পৃ. ৫৮৫; ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** পৃ. ২২৪

www.pathagar.com

বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অতএব দেখা যায়, একই বিষয়ের বিভিন্ন বিধান নির্ণীত হয়, যা মুসলিম উম্মাহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে উপদলে বিভক্ত করবে।

উত্তর : মতভেদ সৃষ্টির কারণ দেখিয়ে কিয়াসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কুরআনের অর্থ অনুধাবন, এ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ থাকায় একই বিষয়ে বিভিন্ন বিধান নির্ণীত হয়েছে। তার অর্থ এ নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে হবে। তাছাড়া বাস্তবতা তাদের দাবির বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কেননা কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের কারণে গৌণ বিষয়ের বিধান নির্ণীত হয়ে তা স্থায়িত্বের রূপ ধারণ করে, ফলে সে বিষয়ে মতভেদ থাকে না।

খ. কিয়াসের দাবি হলো, সমজাতীয় বিষয়ের একই বিধান নির্ধারণ করা, কিন্তু শারী'আত অনেক সমজাতীয় বিষয়ের পৃথক বিধান নির্ধারণ করেছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, সমজাতীয় বিষয় হলেও বিধান ভিন্ন হতে পারে। অতএব কিয়াস বিধান উদ্ভাবনের সঠিক পদ্ধতি নয়। যেমন রজঃস্রাব ও প্রসবোত্তর অবস্থায় নামায ও রোযা আদায় নিষিদ্ধ, কিন্তু রোযার কাযা আদায় করতে হয়, নামাযের কাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই। যিনার অপবাদ প্রদানকারীর জন্য শারী'আত হাদ্দ জারি করেছে, কিন্তু কুফুরীর অপবাদ প্রদানকারীর জন্য হদ্দ নেই।

উত্তর : সমজাতীয় বিষয়ের একই বিধান নির্ধারণ যাকে 'সাদৃশ্য' নামে নামকরণ করা হয়, শারী'আতের অনেক বিধিবিধান এর ভিত্তিতে নির্ণীত হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়গুলোও উক্ত নীতিমালা বহির্ভূত নয়। বিধানের কার্যকারণ অনুধাবনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে এগুলোকে ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। রজঃস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় অনাদায়ী নামায মাফ হয়ে যাওয়ার কারণ, নামাযের ওয়াক্ত ও রাকআত অধিক হওয়ায় বান্দার জন্য কাযা আদায় কষ্টসাধ্য হতে পারে। আর শারী'আতে কষ্টসাধ্য বিষয় বান্দার উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যিনার অপবাদের শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার কারণ, এর মাধ্যমে অপবাদ সত্য না-কি মিথ্যা তা সমাজের লোককে জানানো। যার উপর অপবাদ দেয়া হয়েছে তার দোষমুক্তির জন্য এ ব্যবস্থা, কিন্তু কুফুরীর অপবাদ প্রদানকারীর কোনো হদ্দ না থাকার কারণ, যার উপর অপবাদ প্রদান করা হয় সে নিজেই ইসলামী জীবন-যাপন, ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে তার উপর আরোপিত অপবাদ মিথ্যা।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ইমামগণের নির্ধারিত শর্তের আলোকে কৃত কিয়াস অবশ্যই শারী'আতের দলীল ও ইসলামী আইনের উৎস। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মার পরে এর অবস্থান।

www.pathagar.com

কিয়াসের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াস বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

এক : কার্যকারণের ধরন

শাখার কার্যকারণের ধরনের ভিত্তিতে কিয়াস তিন প্রকার।[২৩]

১. অধিক শক্তিশালী কিয়াস (القياس الأولى)

যদি শাখার মধ্যকার কার্যকারণ মূলের কার্যকারণের চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে উক্ত বিধান প্রয়োগের জন্য শাখা অধিকতর অনুকূল বিবেচ্য হয়। যেমন পিতামাতার সাথে অসৎ ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ۔

"তাঁদের সাথে উহ্ শব্দটিও বলো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

আয়াতটি পিতামাতার সাথে অসন্তোষ প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে। এর কার্যকারণ তাঁদের কষ্ট প্রদান। এ আয়াতের উপর কিয়াস করে তাঁদের প্রহার করাও নিষিদ্ধ। এখানে প্রহার নিষিদ্ধতার কার্যকারণ মূলের চেয়ে আরও শক্তিশালী।

২. সমজাতীয় কিয়াস (القياس المساوي)

মূল ও শাখার কার্যকারণ সমজাতীয় হওয়া। যেমন অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে আল্লাহ্ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ খায়, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং অচিরেই তারা অগ্নিতে দগ্ধ হবে।" (সূরা আন্-নিসা : ১০)

এ বিধানের কার্যকারণ ইয়াতীমের সম্পদ নষ্ট করা। এ জন্য ইয়াতীমের সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে ফেলারও একই বিধান। কারণ এর মাধ্যমে ইয়াতীমের সম্পদ নষ্ট করার একই কার্যকারণ পাওয়া যায়।

৩. নিম্নবর্তী কিয়াস (القياس الأدنى)

মূলের কার্যকারণের তুলনায় যদি শাখার কার্যকারণ দুর্বল বা কম স্পষ্ট হয়, তবে তাকে নিম্নবর্তী কিয়াস বলে। যেমন গমের সাথে আপেলের তুলনা। উভয়ের কার্যকারণ খাদ্য। অতএব আপেল ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের সময় কমবেশি করলে তা সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে, যেভাবে গমের মধ্যে হয়ে থাকে।

---

২৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ৪, পৃ. ৫; আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ,* খ. ৩, পৃ, ১৮; ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ,* পৃ. ২১৯

www.pathagar.com

শেষোক্ত প্রকারটি কিয়াস হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত, কিন্তু প্রথম দুই প্রকারের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফীগণসহ কেউ কেউ উক্ত দু'প্রকারকে কিয়াস গণ্য না করে সরাসরি নাস্‌সের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) একে 'মূলগত অর্থ বিচারে কিয়াস (القياس في معني الأصل) হিসেবে বিবেচনা করেন।[২৪]

দুই : শক্তির দিক থেকে

শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে কিয়াস দুই প্রকার।

১. প্রকাশ্য কিয়াস (القياس الجلي)

হানাফীগণের মতে, প্রকাশ্য কিয়াস বলতে যে কিয়াসের কার্যকারণ স্পষ্ট হওয়ায় অতি দ্রুত মানুষের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে এবং অনুধাবনে সাহায্য করে তা বুঝায়।[২৫] এ কিয়াসের মধ্যে 'অধিক শক্তিশালী কিয়াস' ও 'সমজাতীয় কিয়াস' অন্তর্ভুক্ত হয়।

যার কার্যকারণ নাস্‌ভিত্তিক অথবা নাস্‌ভিত্তিক নয়, কিন্তু মূল ও শাখার কার্যকারণের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য সম্ভব নয়, তা এ প্রকার কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন দাসের বিধান দাসীর জন্য কিয়াস করা।

২. অপ্রকাশ্য কিয়াস (القياس الخفي)

যে কিয়াসে মূল ও শাখার কার্যকারণের পার্থক্য অসম্ভব হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। হানাফীগণ কিয়াসে খাফী বা অপ্রকাশ্য কিয়াস দ্বারা ইস্তিহসানকে বুঝায়। ইস্তিহসান সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়াস-সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরী জ্ঞাতব্য

ক. ইল্লাত (কার্যকারণ)

অভিধানে ইল্লাত বলা হয় এমন উপসর্গকে, যা বিদ্যমান থাকার কারণে কোন কিছুর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। এ কারণে রোগকে ইল্লাত বলা হয়। যেহেতু এর কারণে মানুষের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়।[২৬]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় ইল্লাত বলা হয় :

هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الحكم وربط به وجودا وعدما

"এমন নির্ধারিত প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য, যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যার উপর বিধানের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব নির্ভর করে।"[২৭]

---

২৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহায়লী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৬৬৮

২৫. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৩, পৃ. ২৬৭

২৬. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ২, পৃ. ৯৬

www.pathagar.com

ইল্লাতের সমার্থবোধক আরও কয়েকটি পরিভাষা রয়েছে। যেমন :

১. বিধানের হিকমাত (حكمة الحكم) : কোনো বিধান প্রণয়নের পেছনে বিধানপ্রণেতা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ দূরীকরণের মাধ্যমে জনস্বার্থ বাস্তবায়ন করার যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন তাকে উক্ত বিধানের হিকমাত (দর্শন) বলা হয়।[২৮]

উদাহরণ : মুসাফির তথা ভ্রমণকারীর কষ্ট লাঘবের জন্য রামযানের ফরয রোযা পরবর্তীতে আদায় ও নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করার বিধান রয়েছে। সফর বা ভ্রমণে বিধানের ইল্লাত বা কার্যকারণ এবং কষ্ট লাঘব এর হিকমাত বা দর্শন।

২. বিধানের কারণ (سبب الحكم) : জমহুর উসূলবিদের মতে, সবাব বা কারণ নির্দেশনা প্রদানের দিক থেকে 'ইল্লাতের চেয়ে ব্যাপক। প্রত্যেক ইল্লাতই সবাব, কিন্তু প্রত্যেক সবাব ইল্লাত নয়। যখন কর্মের বৈশিষ্ট্য ও তার সাথে বিধানের সম্পৃক্তির মধ্যকার উপযুক্ততা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত হিসেবে গ্রহণ করে, তখন উক্ত বৈশিষ্ট্যকে ইল্লাত ও সবাব হিসেবে নামকরণ করা হয়। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যকার উপযুক্ততা যদি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুধাবন করতে না পারে, তবে উক্ত বৈশিষ্ট্যকে সবব হিসেবে নামকরণ করা হয়। যেমন সন্তুষ্টচিত্তে বেচাকেনার মূল উদ্দেশ্য মালিকানা স্থানান্তর। এটি ইল্লাত ও সবব। পক্ষান্তরে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া যুহর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার কারণ। এ ক্ষেত্রে 'ইল্লাত শব্দ ব্যবহৃত হয় না।[২৯]

বিধান ও ইল্লাতের মধ্যকার উপযুক্ততা

ইল্লাতের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যকার উপযুক্ততাকে 'মুনাসাবাহ' বলা হয়। একে এখালাহ (إخالة), মাসলাহা (مصلحة), ইসতিদলাল (استدلال), রিআয়াতুল মাকাসিদ (رعاية المقاصد), তাখরীজুল মানাত (تخريج المناط) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।[৩০]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় উপযুক্ততা (مناسبة) বলতে, কর্মের বৈশিষ্ট্যের সাথে বিধানের যথার্থতা বুঝায়।[৩১] যেমন মদ হারাম হওয়ার জন্য মাদকতা সৃষ্টি বা নেশা উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য।

বিধান ও ইল্লাতের মধ্যকার এ উপযোগিতাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়।[৩২]

---

২৭. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২০৩

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৬২০

৩০. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৩৯

৩১. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ২, পৃ. ৭৭; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল*, খ. ২, ৮৯৬

www.pathagar.com

১. আছারভিত্তিক মুনাসিব (উপযোগ) : শারী'আত প্রণেতা নিজেই যে বৈশিষ্ট্যকে কোনো বিধান বা সমজাতীয় বিধানের ইল্লাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তাকে আছারভিত্তিক মুনাসিব (المناسب المأثور) বলা হয়। এর উদাহরণ মহান আল্লাহর বাণী :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ.

"আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে রজঃস্রাব সম্পর্কে। বলে দাও, তা অশুচি। কাজেই তোমরা রজঃস্রাব অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২২)

এ আয়াতে রজঃস্রাব চলা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন পরিত্যাগ করার নির্দেশ এসেছে এবং স্পষ্টভাবে রজঃস্রাব চলাকালীন কষ্টকে এর ইল্লাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যথাযথ মুনাসিব (المناسب الملائم) : এমন বৈশিষ্ট্য যা নাস্ বা ইজ্‌মার দলীলের ভিত্তিতে সমজাতীয় বিধানের ইল্লাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উক্ত বিধানের ইল্লাত নির্ধারণ করা হলে তাকেও যথাযথ মুনাসিব বলা হয়। যেমন পিতার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়ের বিবাহের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার পিছনে ইল্লাত হলো, ছোট বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সম্পদের অভিভাবকত্ব পিতার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ দু'ধরনের অভিভাবকত্ব সমজাতীয় হওয়ায় এ বিধানের ক্ষেত্রে উক্ত ইল্লাত বিবেচনা করা হয়েছে।

৩. গরীব মুনাসিব (المناسب الغريب): সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সমজাতীয় বিধানের জন্য ইল্লাত বিবেচনা করা। যেমন নেশাগ্রস্ত হয় না বা মাদকতা সৃষ্টি করে না এমন পরিমাণ মদ পান করাও হারাম। এর ইল্লাত মাদকতা সৃষ্টি করে এমন পরিমাণ মদ পান করার পথও রুদ্ধ করা। বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এমন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান হারাম, এর ইল্লাত যিনার পথ রুদ্ধ করা। অল্প মদপান ও বিবাহ বৈধ এমন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান এ বৈশিষ্ট্য দু'টি সমজাতীয়, অর্থাৎ হারামে পতিত হওয়ার উপলক্ষ এবং উভয়ের নিষিদ্ধতাও সমজাতীয় অর্থাৎ সাধারণ নিষেধাজ্ঞা।

৪. মুরসাল মুনাসিব (المناسب المرسل) : এমন বৈশিষ্ট্য যাকে শারী'আত প্রণেতা ইল্লাত হিসেবে নির্ধারণ করেননি আবার বাতিলও করেননি, কিন্তু এর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করলে জনস্বার্থ রক্ষিত হয়। হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাব

---

৩২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৬৪৬-৬৫৬; ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২০৮-২১১

www.pathagar.com

অনুযায়ী একে ইল্লাত হিসেবে নির্ধারণ করা বৈধ নয়, কিন্তু মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, হত্যাকারী ওয়ারিস মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে মুজতাহিদ অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন এর ইল্লাত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ মীরাছ পাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করা। এ কারণেই তার অসৎ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বিধান নির্ধারণ করে তাকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অতঃপর মুজতাহিদ নিজের গবেষণাপ্রসূত উক্ত ইল্লাতকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে মৃত্যুশয্যায় তালাক প্রদানের উপর কিয়াস করেছেন। অতএব মুজতাহিদ এমন এক ইল্লাতের উপর কিয়াস করছেন, শারী'আত প্রণেতা যাকে গ্রহণও করেননি আবার বাতিলও করেননি।

৫. বাতিল মুনাসিব (المناسب الملغى) : মুজতাহিদের নিকট যে বৈশিষ্ট্য জনস্বার্থ বাস্তবায়নে সহায়ক বা উপযুক্ত মনে হয়, কিন্তু শারী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে তা গ্রহণের সম্ভাবনা বাতিল হয়েছে। যেমন ইচ্ছাপূর্বক কেউ রোযা নষ্ট করলে তার জন্য কাফ্ফারা প্রদান বাধ্যতামূলক। শারী'আত এর জন্য দাসমুক্তি, বিরতিহীনভাবে ২ মাস রোযা রাখা ও ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান–এ তিনটি কাফ্ফারা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু কোনো ধনী যদি সহবাসের মাধ্যমে রোযা নষ্ট করে তার জন্য দাসমুক্তি বা মিসকীনকে অন্নদানের বিধান কার্যকর হবে না; বরং তিনি ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখতে বাধ্য থাকবেন।

ইল্লত অবগত হওয়ার পদ্ধতি (مسالك العلة)

ইল্লত অবগত হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

এক : নাস্

নাস্ বিভিন্নভাবে বিধানের ইল্লাত বর্ণনা করে।[৩৩] যেমন-

ক. স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে। এক্ষেত্রে নাস্ ঐসব শব্দ ব্যবহার করে, আরবী ব্যাকরণের ভাষায় যাকে কারণ বিশ্লেষণকারী শব্দ (ألفاظ التعليل) বলা হয়। যেমন–

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" (সূরা আন্-নিসা : ১৬৫)

৩৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিকহিল ইসলামী,*** খ. ১, পৃ. ৬৩০-৬৩৬; ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ,*** পৃ. ২১২-২১৩

www.pathagar.com

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়।"

(সূরা আল-হাশর : ৭)

খ. স্পষ্ট ইল্লাত বর্ণনা করে; তবে তা অকাট্যভাবে নয়। যেমন :

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

"আলিফ-লাম-রা; এ এমন কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পর, পরাক্রান্ত, প্রশংসার্হ পালনকর্তার পথের দিকে।"

(সূরা ইবরাহীম : ১)

এখানে স্পষ্টভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এ কারণ যেভাবে 'ইল্লাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি কুরআন অবতীর্ণের ফলাফল বা প্রভাব হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

গ. অস্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : من أحيا أرضا ميتة فهي له

"যে ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করল তা তার জন্য।"[৩৪]

এখানে মালিকানার বিধান উক্ত আবাদকারীর জন্য নির্ধারণ করার কারণ আবাদ করা।

দুই : ইজ্‌মা

ইল্লত নির্ধারণের দ্বিতীয় পদ্ধতি ইজ্‌মা। অর্থাৎ শারী'আতের কোনো বিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর একমত হওয়া যে, এটিই এ বিধানের ইল্লাত।[৩৫] যেমন মীরাছের ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর সহোদর ভাইকে অগ্রাধিকার প্রদানের ইল্লাত উভয় দিক থেকে নিকটবর্তিতা অর্থাৎ সহোদর ভাই পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে নিকটতম হওয়া, আর এর উপর আলিমগণ একমত হয়েছেন। মীরাছের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইয়ের অগ্রাধিকারের উপর কিয়াস করে বোনের বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর প্রাধান্য দান করা হয়।

---

৩৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* কিতাব আল-খারাজ, বাব ফী ইহইয়াইল মাওয়াত, খ. ২, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং ৩০৭৩

৩৫. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ২, পৃ. ৭৬; আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ৩, পৃ. ৩১৭; ইব্‌ন কুদামাহ, *রওদাতুন নাযির,* খ. ২, পৃ. ২৬৫; আশ্‌-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল,* খ. ২, পৃ. ৮৮০

www.pathagar.com

তিন : নিরীক্ষণ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ

যেসব বিধানের ইল্লাত নাস বা ইজ্‌মায় বর্ণিত হয়নি, মুজতাহিদ সেসব বিষয়ের ইল্লাত নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একত্রিত করবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন, এর মধ্যে কোন্‌গুলো ইল্লাত হওয়ার উপযুক্ত। অতঃপর বৈশিষ্ট্যগুলো সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য এ দু'ভাগে বিভক্ত করবেন।[৩৬] এভাবে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যকে ইল্লাত হিসেবে নির্ধারণ করবেন।

৩৬. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২৩৬

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসতিহসান

(Juristic Preference)

পরিচয়

ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে, তন্মধ্যে ইসতিসহান অন্যতম। কোন বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণই ইসতিহসানের মূল প্রতিপাদ্য। হানাফী মাযহাবে এ উৎসের অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসতিহসানের কয়েকটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও কম-বেশি সকলেই এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

শাব্দিক অর্থ

ইসতিহসান (استحسان) আরবী হুসনুন (حسن) শব্দ থেকে উৎপন্ন। হুসনুন শব্দের অর্থ উত্তম, ভালো, সুন্দর, যা খারাপের বিপরীত। সে হিসেবে ইসতিহসান অর্থ ভালো মনে করা, উত্তম বিবেচনা করা।[১] কোনো কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়াকেও ইসতিহসান বলা হয়।[২] আবার বিশেষ কোনো অর্থ বা আকৃতি, যার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয় বা পছন্দ করে, তাকেও ইসতিহসান বলে, যদিও তা অন্যের কাছে অপছন্দনীয় হয়।[৩] আল্লামা আস্-সারাখসী [মৃ. ৪৮৩ হি.] বলেন, আদিষ্ট বিষয় অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনই ইসতিহসান।[৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

"যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তার অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"

(সূরা আয-যুমার : ১৮)

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ـ

"নিজ জাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ গ্রহণের নির্দেশ দাও।"

(সূরা আল-আ'রাফ : ১৪৫)

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮০

২. আলাউদ্দীন আবু বকর আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে' ফী তারতীবিশ শারাঈ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং/ ১৪০৬ হি, খ. ৫, পৃ. ১১৮

৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ৪, পৃ. ১৯১

৪. আস্-সারাখসী, *উসূল আস্-সারাখসী*, খ. ২, পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ ইসতিহসানের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। উসূলে ফিকহের গ্রন্থে উল্লিখিত ইসতিহসানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : دليل ينقدح في نفس المجتهد وتعسر عبارته عنه

"ইসতিহসান শারী'আতের এমন এক দলীল, যা মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা ভাষায় বিশ্লেষণ জটিল হয়।"[৫] কেউ কেউ এ সংজ্ঞাটি মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম কাযী ইব্‌ন রুশদ [৪৫০-৫২০ হি.]-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেন।[৬] এ সংজ্ঞা উসূলবিদগণের প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এবং তাঁদের অধিকাংশই এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না তাকে হতবুদ্ধিতা বলেছেন। কেননা যা যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না, তা ভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আর এ জাতীয় ভ্রম ইসলামী আইনের উৎস হতে পারে না।[৭] একইভাবে আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.]ও যৌক্তিক ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মুজতাহিদের অন্তরের ধারণাপ্রসূত বিষয় ইসলামী আইনে প্রমাণ হতে পারে না।[৮] বিশিষ্ট উসূলবিদ আদুদুদ্দীন আল-ঈজী [৭০৮-৭৫৬ হি.] উক্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত 'প্রকাশ পায়' শব্দের দু'টি সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছেন। প্রথমত 'প্রকাশ পাওয়া' বিষয়টি শারী'আতসম্মত হওয়া সাব্যস্ত হলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার উপর আমল করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত প্রকাশিত বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা পরিত্যাজ্য।[৯] অতএব বলা যায়, এ সংজ্ঞা ইসতিহসানের যথাযথ সংজ্ঞা নয়।

কাযী আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী [৩৬৪-৪৫০ হি.] ইসতিহসান এর সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন :

العدول عن قياس إلى قياس أقوى

---

৫. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ৪, পৃ. ১৯২; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল,* খ. ৩, পৃ. ১৬৬; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২৮৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১৭৩; আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-ই'তিসাম,* মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, ১৩৩২ হি, খ. ২, পৃ. ১৩৬; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল,* খ. ২, পৃ. ৯৮৫

৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আবু যাহরাহ্‌, *ইব্‌ন হাযম,* মিসর : মাতবাআতু আহমদ আলী মুখাইমির, ২য় প্রকাশ, ১৯৪৫ ইং, পৃ. ৪২৬

৭. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১৭৩

৮. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ. ৪, পৃ. ১৯২

৯. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২৮৮

www.pathagar.com

"দু'টি কিয়াসের মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।"[১০] এ সংজ্ঞায় বর্ণিত অর্থে ইসতিহ্সানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা উসূলে ফিকহের নীতিমালা অনুযায়ী দু'টি কিয়াসের মধ্য থেকে শক্তিশালী কিয়াসটিই গ্রহণযোগ্য।[১১] তবে এ সংজ্ঞা পরিপূর্ণ নয়। কেননা নাস-এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান, ইজ্মার মাধ্যমে ইসতিহ্সান, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহ্সানসহ ইসতিহ্সানের অন্যান্য প্রকার এ সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যায়।

ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] বলেন :

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

"ইসতিহ্সান হলো, সামগ্রিক দলীলের বিপরীতে আংশিক স্বার্থ বা কল্যাণ গ্রহণ।"[১২] পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলোর তুলনায় এ সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবোধক বটে, কিন্তু এটি মালিকীগণের দৃষ্টিতে ইসতিহ্সানের যথার্থ সংজ্ঞা নয়। কেননা তাদের দৃষ্টিতে 'ইসতিহ্সান' মূলত 'মাসালিহ্ মুরসালার' একটি প্রকার মাত্র।[১৩] ইসতিহ্সানের আরও কিছু সংজ্ঞা নিম্নে আলোচনা করা হবে।

বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ইসতিহ্সান

বিভিন্ন মাযহাব ইসতিহ্সানের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে দৃষ্টিপাত করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে ইসতিহ্সানের ব্যাপারে মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

ক. হানাফী মাযহাব : অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এ মাযহাব ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনের কাজে খ্যাতি লাভ করেছে। এমনকি এ খ্যাতি উক্ত মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) এবং তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী [১৩২-১৮৯ হি.] ও আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] সহ এ মাযহাবের অন্যান্য মুজতাহিদ ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্যরা কিয়াসের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক (কোনো একটি বিষয়ে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কিয়াস) করতেন তাঁদের কেউ তা যথার্থভাবে উপস্থাপন করতেন আবার কেউ

---

১০. আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ারদী, *আদাবুল কাযী,* বিশ্লেষণ : মাহী হিলাল আস-সারহান, বাগদাদ: মাতবাআতুল ইরশাদ, ১৯৭১ ইং, খ. ১, পৃ. ৬৫০

১১. জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-মাহাল্লী, *শারহে মিনহাজুত তালিবীন লিন নাবাভী বিহাশিয়াতে কালইউবী ওয়া আমীরাহ,* মিসর : মাতবাআতু ঈসা আল-বাবী আল-হালবী, তারিখ বিহীন, খ. ২, পৃ. ৩৫৩

১২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত,* খ. ৪, পৃ. ২০৬; *আল-ইতিসাম,* খ. ২, পৃ. ১৩৮

১৩. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত,* খ. ৪, পৃ. ২০৬

www.pathagar.com

যথাযথভাবে করতেন না। অবশেষে যখন তিনি বললেন, ইসতিহ্সান করো, তখন কেউ আর বিতর্কে লিপ্ত হতেন না।[১৪]

হানাফী মাযহাবে ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী [২৬০-৩৪০ হি.] প্রদত্ত ইসতিহ্সানের সংজ্ঞা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গণ্য করা হয়। কেননা তার সংজ্ঞায় হানাফী মাযহাবের নিকট বিবেচ্য ইসতিহ্সানের সবদিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন :

العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى يقتضي هذا العدول

"কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ (সাদৃশ্যপূর্ণ) মাসআলায় প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে এ কারণে তার বিপরীত বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর শক্তিশালী।"[১৫]

ইমাম আয্-যাইলায়ীর [মৃ. ৭৪৩ হি.] মতে, হানাফী মাযহাবে ইসতিহ্সান নিম্নোক্ত দুই অর্থের কোনো এক অর্থ বহির্ভূত হবে না। **প্রথমত,** যেসব বিষয়ের পরিমাপ বা পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্বয়ং মুজতাহিদের উপর ন্যস্ত, ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতামতের আলোকে সেটি নির্ধারণ করা। যেমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালীন প্রদেয় বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ। এ সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় হলো, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

"যে স্তন্যপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে। জনকের কর্তব্য ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে তাদের ভরণপোষণ দেওয়া।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৩)

কিন্তু ইজতিহাদ ছাড়া ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ নির্ধারণ করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের নিকট ইজতিহাদের এ ধরনই ইসতিহ্সান নামে খ্যাত। **দ্বিতীয়ত,** কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য দলীলপ্রাপ্তির প্রেক্ষিতে কিয়াস পরিত্যাগ করা। যেন মাসআলাটি এমন এক শাখা, দু'টি মূলনীতি যাদের থেকে সাদৃশ্য গ্রহণের

---

১৪. ড. শাবান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *আল-ইসতিহ্সান বাইনান নাযরিয়্যাহ ওয়াত তাতবীক*, দোহা : দারুস সাকাফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি, পৃ. ৩৫

১৫. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৪, পৃ. ৩

www.pathagar.com

জন্য আকর্ষণ করে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকতর যুক্তিপূর্ণটি গ্রহণ ও অন্যটি বর্জন করা হয়।[১৬]

হানাফীগণ নাস-এর ভিত্তিতে সাধারণ কিয়াসের বিপরীতে ইসতিহসান প্রয়োগ করেন। যেমন রোযা অবস্থায় ভুলক্রমে কিছু খেলে কিয়াসের দাবি অনুযায়ী রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা সে "অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত"[১৭] এ আয়াতে বর্ণিত রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার শর্ত পূরণ করেনি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

"যদি কেউ ভুল করে খায় ও পান করে, সে যেন রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তাকে আহার ও পান করিয়েছেন।"[১৮]

এ নাস-এর ভিত্তিতে কিয়াসের দাবি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ইসতিহসান করা হয়েছে। এ প্রকৃতির ইসতিহসানকে 'ইসতিহসানুশ শারে' (استحسان الشارع) বলা হয়। যা শারী'আতসম্মত কল্যাণকে নাস-এরর উপর এবং কিয়াস ও নাস-এর বৈপরীত্যের সময় নস্‌কে অগ্রাধিকার প্রদান করা বুঝায়। এ জাতীয় ইসতিহসানের উপর কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কিয়াসের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ও সাদৃশ্যপূর্ণ হলে কোন কোন সময় তা 'ইসতিহসানে শারে'-এর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়। যেমন ইহরাম অবস্থায় শিকার বা প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন :

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিধৃত হবে হয়েছে তা ব্যতীত। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার হালাল মনে করবে না।"

(সূরা আল-মায়িদাহ : ১)

কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর-এ পাঁচ শ্রেণির ক্ষতিকারক প্রাণীকে আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত সাধারণ

---

১৬. দ্রষ্টব্য : ড. আজীল জাসিম আন-নাশমী, আল-ইসতিহসান হাকীকাতুহু ওয়াল মাযাহিবুল উসূলিয়্যাহ, *জার্নাল অব শরীআহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, কুয়েত : কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১৪০৪ হি, পৃ. ১১৩

১৭. আল-কুরআন, ২ : ১৮৭ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

১৮. ইমাম আল-বুখারী, *আস্ সাহীহ*, কিতাব আস-সাওম, বাব আস-সাইম ইজা আকালা আও শারাবা নাসিআন, খ. ২, পৃ. ৬৮২, হাদীস নং- ১৮৩১

www.pathagar.com

নির্দেশের বহির্ভূত ঘোষণা করেছেন।[১৯] আর এ 'ইসতিহসানে শারে'-এর উপর কিয়াস করে সাপ, বাঘ ও চিতাকে উক্ত পাঁচ প্রকারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।[২০]

খ. মালিকী মাযহাব : জনস্বার্থ বাস্তবায়ন, শারী'আতের নীতিমালা সংরক্ষণ, বিধান সহজীকরণ ইত্যাদি কারণে ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.) ও তাঁর মাযহাবের অন্যান্য মুজতাহিদ ইসতিহসানকে বিধান প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম [মৃ. ১৯১ হি.], আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.], আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি.], খুওয়াইয [মৃ. ৩৯০ হি.] সহ মালিকী মাযহাবের অনেক ফকীহ ইসতিহসান বিষয়ে ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তি "ইসতিহসান ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ" বর্ণনা করেছেন।[২১] আসবাগ ইব্ন ফারাজ [মৃ. ২২৫ হি.] ইসতিহসানকে ইলমের স্তম্ভ গণ্য করে একে কিয়াসের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত ঘোষণা দিয়েছেন।[২২]

মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ইব্নুল আরাবী [৪৬৮-৫৪৩ হি.] দলীলের চাহিদা বাদ দিয়ে বিকল্প ও বিশেষ অনুমতি হিসেবে ইসতিহসানকে গ্রহণ করেন এবং এ-প্রসঙ্গে তিনি চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন : ১. উরফের (সামাজিক প্রথা) সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে, ২. মাসলেহার (জনকল্যাণ) সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে, ৩. ইজ্‌মার সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে এবং ৪. কষ্ট লাঘব ও সহজীকরণ উদ্দেশ্য হলে।[২৩]

ইসতিহসানের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে ইমাম মালিক (রাহ.) শুধু মাসলেহার সাথে একে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে পরবর্তীতে মালিকী মাযহাবে 'উরফের মাধ্যমে ইসতিহসান (الاستحسان بالعرف), প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসান (الاستحسان بالضرورة) ও জনস্বার্থে ইসতিহসান (الاستحسان بالمصلحة) বিশেষ প্রাধান্য পায়।[২৪] ইমাম আশ-শাতিবী ইসতিহসানকে বান্দার কর্মের

---

১৯. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবুল হাজ্জ, বাবু মা ইয়াকতুলুল মুহরিম মিনাদ্ দাওয়াব, খ. ২, পৃ. ৬৫০, হাদীস নং ১৭৩২

২০. আলী হাসবুল্লাহ, *উসূলুত তাশরীইল ইসলামী,* বৈরূত : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৭ ইং, পৃ ২০৬

২১. দ্রষ্টব্য : ড. ইয়াকুব ইব্ন আবদুল ওয়াহাব আল-বাহিসীন, *আল-ইসতিহসান হাকিকাতুহু, আনওয়াউহু, হুজ্জিয়্যাতুহু, তাতবিকাতুহুল মুআসারাহ,* রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৮ ইং, পৃ. ৫০

২২. আশ-শাতিবী, *আল-মুআফাকাত,* খ. ৪, পৃ. ২০৯

২৩. আশ-শাতিবী, *আল-ইতিসাম,* খ. ২, পৃ. ১৪২

২৪. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহচর্চা,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ ইং, পৃ. ২৪৯

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য সংরক্ষণের উত্তম পদ্ধতি গণ্য করে মুফতীকে ফাতওয়া প্রদানের সময় এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেছেন।[২৫]

গ. শাফি'ঈ মাযহাব : ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) সামগ্রিকভাবে ইসতিহ্সানকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং এ অনুযায়ী বিধান প্রণয়নের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ 'আল-উম্ম' গ্রন্থে ইসতিহ্সানকে বাতিল সাব্যস্ত করে إبطال الاستحسان (ইসতিহ্সান বাতিল সাব্যস্তকরণ) শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থেও বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে ইসতিহ্সান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দিয়েছেন। তাঁর সেসব বক্তব্যের সারনির্যাস নিম্নরূপ :[২৬]

* যে ব্যক্তি ইসতিহ্সান করল সে নতুন শারী'আত প্রবর্তন করল।[২৭]
* ইসতিহ্সান মূলত (প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আইন প্রবর্তন করে) আনন্দ উপভোগ করা।
* মুজতাহিদের জন্য যদি ইসতিহ্সান বৈধ থাকত, তবে জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইসতিহ্সান থেকে বিধান উদ্ভাবন করতে পারত।

  কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)ও বিভিন্ন মাসআলায় ইসতিহ্সানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন-

* কুরআন স্পর্শ করে শপথ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো কোনো অঞ্চলের শাসক কুরআন স্পর্শ করে শপথ করাতেন, আমার মতে এটি ইসতিহ্সান।[২৮]
* হজের মৌসুমে উমরাহ্র বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন, উত্তম। আমি ইসতিহ্সান করেছি, আল্লাহ্র বাণী "যে ব্যক্তি হাজ ও উমরাহ্ একত্রে পালন করতে চায়,"[২৯] এর প্রেক্ষিতে এ মৌসুমে এটি হাজের পরেই সর্বাধিক প্রিয় কাজ।[৩০]

---

২৫. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৪, পৃ. ২০৫

২৬. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, *আর রিসালাহ*, পৃ. ৫০৩ ও পরবর্তী; মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, বিশ্লেষণ : আহমদ শাকির, মিসর : মাতবাআতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৪০, খ. ৭, পৃ. ৩০৭ ও পরবর্তী।

২৭. من استحسن فقد شرع অনেক উসূলবিদ আর-রিসালাহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর এ প্রসিদ্ধ বাণীটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থের কোথাও এর সন্ধান পাইনি।

২৮. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৬, পৃ. ২৭৮

২৯. আল-কুরআন, ২ : ১৯৬ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

৩০. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৭, পৃ. ২৬৮

www.pathagar.com

* ঈদের দুই দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান বিষয়ে তিনি বলেন, এটি উত্তম। যে এমন করল সে ইসতিহসান করল।[৩১]

এছাড়া তিনি استحباب (পছন্দ মনে করা) শব্দ ব্যবহার করে ইসতিহসানের প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

* যখন কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে, তার জন্য আমি পছন্দ করি, তিনি গোসল করবেন ও মাথার চুল মুণ্ডন করবেন।[৩২]

* অজুকারী ব্যক্তির জন্য আমি পছন্দ করি, তিনি ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবেন। যদি ভুলে যান তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই উচ্চারণ করবেন, যদি তা ওযু শেষ করার পূর্ব মুহূর্তেও হয়। কেউ যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ত্যাগ করে তবে তার ওযু ত্রুটিপূর্ণ হবে না।[৩৩]

* আমি পছন্দ করি, যিনি আযান দিবেন তিনিই ইকামত দিবেন।[৩৪]

শাফি'ঈ মাযহাবের পরবর্তী মুজতাহিদগণও তাঁদের ইমামের অনুকরণে ইসতিহসানকে শারী'আতের উৎস বিবেচনা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে ইমাম আল-গাযালী ইমাম আল-কারখীর পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে ইসতিহসানকে গ্রহণ করেছেন।[৩৫]

ঘ. হাম্বলী মাযহাব : হাম্বলী মাযহাবের অধিকতর শক্তিশালী মত অনুযায়ী ইসতিহসান ইসলামী আইনের উৎস। ইব্‌ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০ হি.], আবূ ইয়ালা [৩৮০-৪৫৮ হি.], আবূ খাত্তাব [৪৩২-৫১০ হি.], ইব্‌ন তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] প্রমুখ এ মত ব্যক্ত করেছেন।৩৬ 'রওদাতুন নাযির' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কাযী ইয়াকুব [মৃ. ৪৮৬ হি.] বলেন, ইমাম আহমাদের মাযহাব অনুযায়ী ইসতিহসান হলো, কোনো বিধানকে অন্য একটি অধিকতর অগ্রগণ্য বিধানের জন্য ছেড়ে দেয়া। আর কেউ এটি অস্বীকার করেনি। যদিও এর নামকরণে মতভেদ রয়েছে। অর্থগতভাবে একমত হয়ে পরিভাষা নিয়ে মতভেদ করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই।[৩৭]

---

৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭৩

৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪

৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭

৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৬

৩৫. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ২৮৩

৩৬. তাকীউদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল-ফুতুহী (ইব্‌ন নাজ্জার হিসেবে খ্যাত), *শারহে আল-কাওকাবুল মুনির*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আয-যুহাইলী ও নাযিয়্যাহ হাম্মাদ, জিদ্দাহ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৮ হি, পৃ. ৪

৩৭. ইব্‌ন কুদামাহ, *রওদাতুন নাযির*, খ. ২, পৃ. ৪৭৩

www.pathagar.com

হাম্বলী মাযহাবে ইসতিহ্সানের দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে, প্রতি নামাযের জন্য নতুন নতুন তায়াম্মুম করা। অথচ কিয়াসের দাবি অনুযায়ী তায়াম্মুম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের স্থলাভিষিক্ত, যা অপবিত্র হওয়া অথবা পানি পাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।[৩৮]

ঙ. যাহিরী, মুতাযিলা ও শী'আ মাযহাব : যাহিরী মাযহাব কিয়াস প্রত্যাখ্যান এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য (যাহিরী) দলীল গ্রহণের কারণে যাহিরী হিসেবে প্রসিদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ইসতিহ্সানও প্রত্যাখ্যান করেন। দাউদ যাহিরী [২০০-২৭০ হি.] বলেন, "কিয়াসের মাধ্যমে বিধান প্রদান আবশ্যক নয়, আর ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে মতামত প্রদান বৈধ নয়।"[৩৯] এ মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইব্ন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.]-এর মতে, দীনের ক্ষেত্রে ইসতিহ্সানের প্রয়োজনীয়তা শুধু তখনই হতে পারে যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, এ দীন অপূর্ণ, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং ইসতিহ্সান প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়।[৪০]

মুতাযিলা এবং শী'আ সম্প্রদায়ও যাহিরীদের মত ইসতিহ্সানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৪১] তারা মূলত সামগ্রিকভাবে রাঈয় ও কিয়াস-বিরোধী হওয়ায় ইসতিহ্সানও অস্বীকার করেন।

ইসতিহ্সানের প্রামাণিকতা

ইসতিহ্সানের প্রামাণিকতা বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে দু'টি মত প্রকাশিত হয় :

১. ইসতিহ্সান ইসলামী আইনের উৎস। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ্ তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীগণের মত।
২. ইসতিহ্সান ইসলামী আইনের উৎস নয়। শাফি'ঈ, যাহিরী ও শী'আ মাযহাব এ মতের প্রবক্তা।

মতপার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

ইসতিহ্সানের বিধান ও প্রামাণিকতার বিষয়ে উপরোক্ত মতপার্থক্যের মূল কারণ ইসতিহ্সানের পারিভাষিক অর্থ নিরূপণে মতপার্থক্য। উসূলবিদগণের প্রদত্ত

---

৩৮. হাসান আহমাদ মারয়ী, আল-ইসতিহ্সান ইনদাল আইম্মাতিল আরবা' ওয়া তাতবীকাতুহুল মু'আসিরাহ, দুবাই : *মাজাল্লাতু কুল্লিয়্যাতিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ,* সংখ্যা ১৯, পৃ. ১৭-১৮

৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান আস্ সালাবী, *আল-ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি, খ. ৩, পৃ. ৩১

৪০. ইব্ন হাযম, *আল-ইহকাম,* খ. ৬, পৃ. ৯৯২

৪১. আল-হুসাইনী, *আল-মাবাদিউল আম্মাহ লিল ফিকহিল জা'ফারী,* পৃ. ২৯৮

www.pathagar.com

ইসতিহ্সানের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, তাঁরা এর ৫টি ব্যবহারিক অর্থ নির্ণয় করেছেন। যথা :

১. ইসতিহসান শব্দটি ইজতিহাদ এবং যেসব বিষয়ের পরিমাপ বা পরিমাণ নির্ধারণ মুজতাহিদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যায়নের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেসব বিষয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ـ

"তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সচ্ছল তার সাধ্যমতে এবং অসচ্ছল তার সামর্থানুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। এটি সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৬)

এ অর্থে ইসতিহসানের প্রামাণিকতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা সব মাযহাবই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে।[৪২]

ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস [৩০৫-৩৭০ হি] ইজতিহাদের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে অধিকতর সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তা সম্পর্কে বলেন, "আমাদের সাথীরা এ জাতীয় ইজতিহাদকে ইসতিহসান নামকরণ করেন। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই বা কেউ এর বিপরীত মত উল্লেখ করেননি।"[৪৩]

৩. ইসতিহসান অর্থ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন। যেমন আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ـ

"যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তার অনুসরণ করে, তাদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"

(সূরা আল-যুমার : ১৮)

এ অর্থের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ নেই; বরং এর প্রামাণিকতা বিষয়ে তাঁরা একমত। বিশিষ্ট ফকীহ ইব্নুত তিলিমসানী [৫৬৭-৬৪৪ হি.] বলেন

৪২. আবু বকর আহমদ ইব্ন আলী আল-জাস্সাস, *আল-ফুসূল ফিল উসূল*, বিশ্লেষণ : ড. আজীল জাসিম আন-নাশমী, কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০৫ হি, খ. ২, পৃ. ২৩৩; আস্-সারাখসী, *উসূল আস্ সারাখসী*, খ. ২, পৃ. ২০০

৪৩. আল-জাস্সাস, *আল-ফুসূল ফিল উসূল*, খ. ২, পৃ. ২৩৪

www.pathagar.com

: "মতবিরোধপূর্ণ ইসতিহসানের মধ্যে 'অপরিহার্য দায়িত্ব পালন ও উত্তম পন্থা গ্রহণ' অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ বিষয়ে ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে।"[৪৪]

৩. যদি ইসতিহসানের অর্থ কোনো শার'ঈ দলীলের সাথে যোগসূত্র স্থাপন ছাড়াই মুজতাহিদ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কোনো বিধানকে উত্তম মনে করা হয়, তবে এ ব্যাপারেও ফকীহগণের মতভেদ নেই। কেননা তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শারী'আতে এ জাতীয় ইসতিহসানের কোনো স্বীকৃতি নেই; বরং এটি পরিত্যাজ্য। কারণ এটি প্রবৃত্তির অনুসরণের নামান্তর। ইব্নুত তিলিমসানী (রাহ.) বলেন, "মতবিরোধপূর্ণ ইসতিহসানের মধ্যে শার'ঈ দলীল ব্যতীত নিজের মনের কাছে ভাল লাগা বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইজ্‌মার ভিত্তিতে এটি পরিত্যাজ্য।"[৪৫]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কেউ কেউ হানাফী মাযহাবের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, তারা কোনো প্রকার দলীল ছাড়াই শুধু নিজস্ব চিন্তার আলোকে ইসতিহসানের প্রয়োগ করেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের কোনো গ্রন্থে এ পদ্ধতির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি; বরং এর বিপরীতে তাঁরা একে নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।[৪৬]

৪. ইসতিহসান অর্থ কোনো বিষয়ে মুজতাহিদ যা ভালো মনে করেন সে অনুযায়ী শার'ঈ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করা। যেমন জগৎ পরিবর্তনশীল, রাসূল প্রেরণ, তাঁদের নবুওয়াত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসতিহসান করা। এ ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। বিশিষ্ট ফকীহ আবূ আলী আস-সানজী [মৃ. ৪২৭ হি.] বলেন, আলিমগণ যে ইসতিহসান শব্দটি ব্যবহার করেন তা দুই ধরনের। প্রথমত, ইজ্‌মার ভিত্তিতে যার আবশ্যকতা প্রমাণিত। তা হল, কোন বিষয় উত্তমভাবে উপস্থাপনের জন্য শার'ঈ অথবা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করা। যেমন জগৎ পরিবর্তনশীল, রাসূল প্রেরণ... একইভাবে ফিকহের মাসাইল। এ ক্ষেত্রে ইসতিহসান ওয়াজিব। কেননা সেটিই উত্তম যাকে শারী'আত উত্তম বিবেচনা করেছে। আর সেটিই খারাপ, শারী'আত যাকে খারাপ বিবেচনা করেছে। দ্বিতীয়ত, ইসতিহসান যদি শারী'আতের দলীলের বিপরীত হয়, যেমন কোন বিষয় শার'ঈ দলীলের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত, কিন্তু উরফের

---

৪৪. শরফুদ্দীন আল-ফিহরী আত-তিলিমসানী, ***শারহে আল-মাআলিম ফী উসূলিল ফিকহ্***, বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১৯৯৯ ইং, খ. ২, পৃ. ৪৭০

৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭০

৪৬. দ্রষ্টব্য : আল-জাস্‌সাস, ***আল-ফুসূল ফিল উসূল***, খ. ২, পৃ. ২৩০; আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার***, খ. ৪, পৃ. ৬

www.pathagar.com

ভিত্তিতে বৈধ, আবার শারী'আতের দলীল কোনো ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছে, কিন্তু উরফ সে ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বন করে; আমাদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় বিষয়ের বৈধতার পক্ষে মতামত প্রদান হারাম এবং এ ক্ষেত্রে 'উরফ ও রায় পরিত্যাগ ও মূল দলীলের অনুসরণ ওয়াজিব।[৪৭]

৫. ইসতিহ্সান অর্থ দুটি দলীলের শক্তিশালী দলীলটি গ্রহণ। এটি তিনভাগে বিভক্ত :

প্রথমত, কিয়াসের চেয়ে শক্তিশালী দলীলপ্রাপ্তির ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ইসতিহ্সান করা। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ্, ইজ্মা, আছার ইত্যাদির ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করা। এ অর্থেও ইসতিহ্সানের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা প্রত্যেক ইমাম এ ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। ইব্ন কুদামাহ কাযী ইয়াকুবের উদ্ধৃতিক্রমে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, "ইসতিহ্সান কেউ অস্বীকার করেনি। যদিও এর নামকরণে মতভেদ রয়েছে। অর্থগতভাবে একমত হয়ে পরিভাষা নিয়ে মতভেদ করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই।"[৪৮] ইব্নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.] বলেন, "ইসতিহ্সান মূলত দু'টি কিয়াসের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন, এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।"[৪৯]

দ্বিতীয়ত, উরফ, মাসলেহা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে দলীল পরিত্যাগের মাধ্যমে ইসতিহ্সান করা। এ প্রকার ইসতিহ্সানের উদাহরণ, কোনো ব্যক্তি শপথ করল, সে অমুক ব্যক্তির সাথে কোনো ঘরে প্রবেশ করবে না, পরক্ষণে সে তার সাথে মসজিদে প্রবেশ করল। কিয়াসের দাবি অনুযায়ী সে তার শপথ ভঙ্গ করল। কেননা মসজিদও এক প্রকার ঘর। যেমন আল্লাহর বাণী :

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ـ

"আল্লাহ্ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা আন-নূর : ৩৬)

কিন্তু সামাজিক প্রথা হিসেবে তাই ঘর যেখানে মানুষ বসবাস করে। আর মসজিদ বসবাসের স্থান নয়। অতএব যদি উক্ত শপথকারী মসজিদে প্রবেশ করে তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।[৫০]

---

৪৭. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আয্-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ্,*** বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ মুহাম্মদ তামির, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি, খ. ৪, পৃ. ৩৮৯

৪৮. ইব্ন কুদামাহ, ***রওদাতুন নাযির,*** খ. ২, পৃ. ৪৭৩

৪৯. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ,*** খ. ৩, পৃ. ২৮১

৫০. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ,*** খ. ৩, পৃ. ২৮২

www.pathagar.com

এ অর্থে ইসতিহসান গ্রহণ করার ব্যাপারে ফকীহগণ সামান্য মতভেদ করেছেন। ইমাম আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.] বলেন, "মতভেদের স্থান হলো, ইসতিহসানকে যদি কোনো দলীলের বিধান থেকে প্রথার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয়।"[৫১] অধিকাংশ উসূলবিদ মত প্রকাশ করেছেন, যদি উরফ বা প্রথা দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালের প্রচলন বুঝায়, তবে তা সুন্নাহ এবং যদি সাহাবীগণের সমকালীন ইজ্‌মা হিসেবে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে ইসতিহসান করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।[৫২]

তৃতীয়ত, কিয়াসে জালী বা প্রকাশ্য কিয়াসের উপর শক্তিশালী ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ অপ্রকাশ্য কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ইসতিহসান। এ অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ হলো, উভয় প্রকার কিয়াসের মধ্যে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুজতাহিদ কিয়াসে খাফীর 'ইল্লাত বা কার্যকারণকে অধিকতর উপযোগী মনে করেন। এ প্রকার ইসতিহসানের ব্যাপারেই মূলত হানাফী ও শাফি'ঈগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) যে যুক্তির আলোকে ইসতিহসান পরিত্যাগ করেন তা হলো, কোনো বিধানের ইল্লাত তাখসীস (নির্দিষ্টকরণ) করার মাধ্যমে ইসতিহসান করলে অনেক সময় মূল বিধানে পরিবর্তন ঘটে। কেননা এ ক্ষেত্রে ইল্লাতের যৌক্তিকতা ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় না, কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসতিহসান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে নির্ণীত বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়, কিন্তু ইসতিহসানের বিষয় তেমন নয়। আবুল ওয়াফা ইব্‌ন আকীল [মৃ. ৫১৩ হি.] বলেন, "ইসতিহসান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণ থেকে ব্যাপক। কেননা ইল্লাত তাখসীস করা মূলত ব্যাপক বিষয়কে নির্দিষ্টকরণের মতই।"[৫৩] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা তার লালা পানিতে পতিত হয় না। ইমাম আস্-সারাখসী (রাহ.) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, কিয়াসের দাবি মোতাবেক এটি নাপাক। কেননা হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ হারাম হওয়ার কারণে এর উচ্ছিষ্টও অপবিত্র। কিন্তু ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তা অপবিত্র না হওয়ার কারণ হলো, হিংস্র প্রাণী দ্বারা উপকার গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। আমরা জানি, মূলত হিংস্র প্রাণী নাপাক নয়; বরং খাওয়া হারাম হওয়ার কারণে তা অপবিত্র বিবেচনা করা

---

৫১. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ৪, পৃ. ১৯৪

৫২. আল-আমিদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ১৭৩; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল*, খ. ৩, পৃ. ১১৩৮; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৮৮

৫৩. আবুল ওয়াফা ইব্‌ন আকীল আল-হাম্বালী, *আল-ওয়াদিহ ফী উসূলিল ফিকহ*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি, খ. ২, পৃ. ১০৭

www.pathagar.com

হয়। কেননা এরূপ প্রাণী জিহ্বা দ্বারা পান করে, আর জিহ্বা লালায় সিক্ত থাকে এবং লালা গোশ্‌ত থেকে নিঃসৃত হয়, কিন্তু পাখির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কেননা পাখি ঠোঁট দ্বারা পান করে।[৫৪] অতএব বলা যায়, ইসতিহ্‌সান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা হানাফীগণের দৃষ্টিতে কিয়াসের মাধ্যমে কৃত ইসতিহ্‌সানের উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসতিহ্‌সানের বিধানের ক্ষেত্রে ইল্লাতের কার্যমকারিতা থাকে না। আর এ কারণেই কিয়াসের ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সানের প্রামাণিকতা বিদ্যমান।

উপরোক্ত তুলনামূলক ফিকহী বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসতিহ্‌সানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে সামান্য যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা কোনো মৌলিক মতপার্থক্য নয়; বরং কারো কারো প্রদত্ত ইসতিহ্‌সানের সংজ্ঞা ও কিয়াসের ক্ষেত্রে এর ব্যক্তি নিয়ে সামান্য মতভেদ বিদ্যমান। তবে হানাফী মাযহাবের ইমাম আল-কারখী প্রদত্ত ইসতিহ্‌সানের সংজ্ঞাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করলে এ ধরনের মতভেদ থেকে মুক্ত হয়ে ইসতিহ্‌সানকে ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতৈক্য প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শী'আ সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে ইসতিহ্‌সানকে পরিত্যাগ করলেও বর্তমান সময়ের শী'আ আইন বিশেষজ্ঞগণ ইসতিহ্‌সানকে আইন প্রণয়নের বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৫]

ইসতিহ্‌সানের প্রকারভেদ

সামগ্রিকভাবে যারা ইসতিহ্‌সানকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করেন তারা একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

* হানাফীগণের দৃষ্টিতে ইসতিহ্‌সান চার প্রকার[৫৬]:

১. নাস্‌সের (কুরআন ও সুন্নাহ) ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান,
২. ইজ্‌মার ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান
৩. জরুরাতের (প্রয়োজন) প্রেক্ষিতে ইসতিহ্‌সান,
৪. কিয়াসে খাফীর (অপ্রকাশ্য কিয়াস) ভিত্তিতে ইসতিহ্‌সান।

---

৫৪. আস্‌-সারাখসী, *উসূল আস্‌ সারাখসী*, খ. ২, পৃ. ২০৪

৫৫. হাকীম, *আল-উসূলুল আম্মাহ লিল ফিকহিল মুকারিন*, পৃ. ৩৪৩

৫৬. যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন নুজাইম, *মিশকাতুল আনওয়ার ফী উসূলিল মানার (ফাতহুল গাফ্‌ফার)*, কায়রো : মাতবাআতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৬ হি, খ. ৩, পৃ. ২০

www.pathagar.com

* মালিকীগণের নিকট ইসতিহ্সান চার প্রকার[৫৭]:

১. উরফের (সামাজিক প্রথা) আলোকে ইসতিহ্সান
২. মাসলেহার (জনকল্যাণ) ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৩. রাফউল হারজ (কষ্ট লাঘব)-এর জন্য ইসতিহ্সান। হানাফীগণ একে জরুরাত নাম দিয়েছেন
৪. ইজ্‌মার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান।

* হাম্বলী মাযহাবে ইসতিহ্সানের বিশেষ কোনো প্রকার উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এ মাযহাবে উপরোক্ত সকল প্রকার ইসতিহ্সানই অন্তর্ভুক্ত করে।

অতএব আমরা ইসতিহ্সানকে ছয় প্রকারে সীমিত করতে পারি :

১. নাসসে্র ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
২. ইজ্‌মা'র ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৩. উরফের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৪. জরুরাত বা রাফউল হারজ-এর প্রেক্ষিতে ইসতিহ্সান
৫. মাসলেহার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৬. কিয়াসে খাফীর মাধ্যমে ইসতিহ্সান

১. নাসসের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান

নাসসের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান বলতে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য বিধান পরিবর্তন করে অতি উত্তম বিধান গ্রহণ বুঝায়।[৫৮] প্রকৃতি ও পরিভাষাগত দিক থেকে এটি ইসতিহ্সান হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি নাস্‌সেরই অংশ, যাকে বিশেষ অবস্থায় সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন–

ক. কুরআনের দলীলের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান : যেমন অসিয়তের বৈধতা। সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার সম্পদের মালিকানা রহিত হয়ে ওয়ারিসদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত সম্পদে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তার থাকে না, কিন্তু অসিয়ত এর ব্যতিক্রম। কারণ এর বৈধতা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৫৯]

খ. সুন্নাহর প্রমাণের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান : যেমন বাইয়ে সালাম চুক্তির বৈধতা। শারী'আতের নীতিমালা হলো, যে পণ্য বিদ্যমান নেই বা কল্পিত পণ্যের ক্রয়-

---

৫৭. আশ-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ২, পৃ. ১৩৯
৫৮. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৪, পৃ. ১০
৫৯. আল-কুরআন, ৪ : ১২

www.pathagar.com

বিক্রয় নিষিদ্ধ। আর বাইয়ে সালামের চুক্তির সময় পণ্য বিদ্যমান থাকে না বিধায় সাধারণ বিবেচনায় এ চুক্তি অবৈধ মনে হলেও এর বৈধতা একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিধান। ইব্‌ন আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসী ১ বা ২ বছর মেয়াদী অগ্রিম খেজুর বেচাকেনা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم

"যে ব্যক্তি অগ্রিম বেচাকেনা করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে করে।"[৬০]

২. ইজ্‌মার ভিত্তিতে ইসতিহসান

ইজ্‌মা'র ভিত্তিতে ইসতিহসান বলতে বুঝায়, কোনো বিষয়ে ইজ্‌মা সম্পন্ন হওয়ায় এর বিপরীত বা সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কিয়াস পরিত্যাগ করা।[৬১] যেমন 'ইসতিসনা' চুক্তির বৈধতা। ইসতিসনা বলা হয়, কেউ কোনো কারিগরকে (ব্যক্তি/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান) বলল, আমাকে এই এই বৈশিষ্ট্যে অমুক জিনিস তৈরি করে দাও এবং উভয়ে এর বিনিময় নির্ধারণ করে।[৬২] চুক্তির সময় যেহেতু পণ্য বা চুক্তিকৃত বস্তু অস্তিত্বহীন থাকে, সেহেতু সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী এ ধরনের চুক্তি অবৈধ হলেও ইসতিহসানের মানদণ্ডে ইজ্‌মার ভিত্তিতে এটি বৈধ। কেননা এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি।[৬৩]

৩. উরফের ভিত্তিতে ইসতিহসান

যদি সহীহ উরফের পরিবর্তে কিয়াসের বিধান বাস্তবায়ন করলে বাড়াবাড়ি বা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে কিয়াসের বিপরীতে উরফের বিধান অনুযায়ী কাজ করাকে ইসতিহসান বলে।[৬৪] যেমন গোসলখানা ভাড়া করা। পানি ব্যবহারের পরিমাণ, অবস্থানের সময়কাল নির্ধারণ ছাড়াই শুধু নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে গোসলখানা ভাড়া করা কিয়াসের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা ভাড়া চুক্তিতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য, যাতে উভয় পক্ষ তাদের

---

৬০. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাম, বাবুস সালাম ফী ওযনিন মা'লুম, খ. ২, পৃ. ৭৮১, হাদীস নং- ২১২৬

৬১. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৪, পৃ. ১১

৬২. যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক শারহে কানযুদ দাকায়েক,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি, খ. ৬, পৃ. ২৫১

৬৩. আস্-সারাখসী, *উসূল আস্ সারাখসী,* খ. ২, পৃ. ২৩

৬৪. ড. হাসনাইন মাহমুদ হাসনাইন, *মাসাদিরুত তাশরীইল ইসলামী,* বৈরূত: দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি, পৃ. ১৯৬

www.pathagar.com

অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এড়াতে পারে। এ জাতীয় অস্পষ্ট চুক্তি সহীহ্ নয়; বরং তা বাতিল, কিন্তু সামাজিক প্রথার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ ছাড়াই ইসতিহসানের ভিত্তিতে গোসলখানা ভাড়া বৈধ।[৬৫]

৪. জরুরাত/রাফউল হারজ-এর ভিত্তিতে ইসতিহসান

মুসলিম উম্মাহর জন্য অতি জরুরী কোনো প্রয়োজন এসে উপস্থিত হলে মুজতাহিদ উক্ত প্রয়োজন পূরণ তথা মুসলিম উম্মাহর সম্ভাব্য কষ্ট লাঘবের জন্য কিয়াস পরিত্যাগ করে প্রয়োজনের আলোকে করণীয় বিষয় গ্রহণ করলে তাকে জরুরাতের ভিত্তিতে ইসতিহসান বলে।[৬৬] যেমন নারীর দুই হাতের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। সুতরাং এসব অঙ্গ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যাদের সাথে বিবাহ বৈধ, তাদের সামনে শরীরের সেসব অঙ্গ প্রকাশ করা যায়। যেমন ডাক্তারকে রোগের স্থান দেখানো। ইমাম আস্-সারাখসী (রাহ.) বলেন, নারীর সাধারণ বিধান পর্দায় আবৃত থাকা, তবে প্রয়োজন ও বিশেষ কারণে গায়রে মাহরামকে শরীরের অংশবিশেষ দেখানো অনুমোদিত, যা ইসতিহসানের ভিত্তিতে নির্ণীত।[৬৭]

৫. মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসান

জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে কিয়াসের বিধান বা সাধারণ নীতি থেকে বের হয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সহজীকরণের জন্য ইসতিহসান প্রয়োগ করাকে জনস্বার্থে ইসতিহসান বলা হয়। যেমন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কারণে নৌকা/ জাহাজ/ পরিবহনের মালিককে, খাদ্য নষ্ট হওয়ার দায়ে খাদ্য বহনকারীকে জরিমানা করা। এ জাতীয় জরিমানা জনস্বার্থে করা হয়, যদিও এটি কিয়াস-বিরোধী। কেননা চুক্তি অনুযায়ী পরিবহন মালিক, খাদ্য বহনকারী আমানতদার হিসেবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছাকৃত কোনো সম্পদ নষ্ট না করলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু ইসতিহসানের প্রেক্ষিতে এ জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[৬৮]

---

৬৫. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ২৬

৬৬. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৪, পৃ. ১১

৬৭. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস্ সারাখসী, *আল-মাবসূত*, মিসর : দারুস্ সাআদাহ, ১৩২৬ হি, খ. ১০, পৃ. ১৪৫

৬৮. আশ-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ২, পৃ. ১২১

www.pathagar.com

৬. কিয়াসের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান

ইসতিহ্সানের এ প্রকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রকাশ্য কিয়াস যার 'ইল্লাত স্পষ্ট থাকে এবং অপ্রকাশ্য কিয়াস যার ইল্লাত গোপন থাকে, এ দুই ধরনের কিয়াসের মধ্যে অপ্রকাশ্য কিয়াস গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসতিহ্সান করা গ্রহণযোগ্য। হানাফী মাযহাবে এ জাতীয় ইসতিহ্সানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এর উদাহরণ পাখির উচ্ছিষ্টের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কৃষিজাত ভূমি ওয়াকফ করার বিষয়ে দু'টি কিয়াস বিদ্যমান। প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ বিক্রয় সদৃশ। সুতরাং সনদে ওয়াক্ফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া ওয়াক্ফকৃত ভূমিতে চলাচলের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেভাবে বিক্রীত জমিতে হয়, কিন্তু অপ্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ ভাড়া সদৃশ। সুতরাং সনদে ওয়াকফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও উক্ত ভূমিতে চলাচলের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। কেননা ওয়াক্ফের মূল উদ্দেশ্যই হয় কল্যাণ সাধন ও ভূমি থেকে উপকার গ্রহণ। এ জন্যই মুজতাহিদগণ ইসতিহ্সান বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকার কিয়াসকে প্রথম প্রকার কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৬৯]

---

৬৯. ড. ওয়াহাবাহ্ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ২৭

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাসালিহ মুরসালাহ

(Consideration of Public Interest)

পরিচয়

উসূলবিদগণ কিয়াসের ক্ষেত্রে কর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিধানের মধ্যকার উপযোগিতাকে শারী'আত প্রণেতা কর্তৃক বিবেচনার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। শারী'আত প্রণেতা কর্মের যেসব বৈশিষ্ট্যকে আইন প্রণয়নের উপযুক্ত কার্যকারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেগুলো 'মুনাসিব মু'তাবার' (বিবেচ্য উপযোগ) এবং যেগুলো তিনি পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো 'মুনাসিব মুলগা' (পরিত্যাজ্য উপযোগ) হিসেবে স্বীকৃত। এ দুই প্রকার ছাড়া আরও এক প্রকার 'মুনাসিব' রয়েছে, যা গ্রহণ বা পরিত্যাগের ব্যাপারে নাস্ বা ইজ্মা'য় কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এ প্রকার মুনাসিবকে ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.) 'মাসালিহ মুরসালাহ', ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] 'ইসতিসলাহ', মুতাকাল্লিম উসূলবিদগণ 'মুনাসিব মুরসাল মুলায়েম', কেউ কেউ 'ইসতিদলাল মুরসাল', ইমামুল হারামাইন [৪১৯-৪৭৮ হি.] ও ইবনুস সামআনী [৪২৬-৪৮৯ হি.] 'ইসতিদলাল' নামকরণ করেছেন।[১]

শাব্দিক অর্থ

মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسلة) পরিভাষাটি মাসালিহ (مصالح) ও মুরসালাহ (مرسلة) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মাসালিহ শব্দটি মাসলাহা (مصلحة) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ : কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ।[২] আর মুরসালাহ অর্থ مطلقة মুক্ত, বন্ধনহীন।[৩] অতএব মাসালিহ মুরসালাহ অর্থ সাধারণ কল্যাণ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পরিভাষাটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, জনকল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয় :

هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.

---

১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৩৫

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৯৫৬

৩. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৫৩

www.pathagar.com

"কোনো বিধানের ঐ কল্যাণচিন্তা যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শারী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং যা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও কোনো শার'ঈ দলীল বিধৃত হয়নি।"[৪]

ব্যাপকার্থে মাসলাহা শব্দটি কল্যাণ নিশ্চিত ও অকল্যাণ দূরীকরণ এ দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[৫] এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিক রয়েছে, কিন্তু মাসলাহা শুধু ইতিবাচক দিক তথা কল্যাণ নিশ্চিতকরণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেননা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে অকল্যাণ দূরীকরণ পূর্ব শর্ত। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন, دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة "কল্যাণ সাধনের চেয়ে অকল্যাণ প্রতিরোধ প্রাধান্যপ্রাপ্ত"।[৬]

ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] মাসালিহ মুরসালার বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয় ঐসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে, যা শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোনো দলীল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়।[৭]
মাসালিহ মুরসালাহর উদাহরণ, যেমন- উমার রাদিআল্লাহু আনহুর জেলখানা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা।

প্রকারভেদ

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয়, জনকল্যাণ বা মাসালিহ তিন প্রকার।[৮]

১. মাসালিহ মু'তাবারাহ (বিবেচ্য কল্যাণ)

কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূরীভূত করার মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে ইসলামী বিধিবিধান জারি করা হয়েছে তাকে মাসালিহ মু'তাবারাহ (المصالح المعتبرة) বা বিবেচ্য কল্যাণ বলা হয়।[৯] যেমন জীবন রক্ষার্থে কিসাসের বিধান প্রণয়ন, ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য চুরির শাস্তির বিধান প্রবর্তন ইত্যাদি।

---

৪. খাল্লাফ, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ৯৪
৫. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ১৩৯
৬. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৩৬
৭. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ১, পৃ. ২৪৩
৮. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৩৬; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৩৫; ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৫৩
৯. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ১৪০

www.pathagar.com

২. মাসালিহ মুলগাহ (পরিত্যাজ্য কল্যাণ)

এমন কল্যাণচিন্তা, যাকে শারী'আত কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ না করে বরং পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে। কেননা এর অন্তরালে মানুষের জন্য অকল্যাণ, ক্ষতি ও মারাত্মক পরিণতি লুকায়িত আছে। যেমন সুদ। সুদের মধ্যে সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে মনে হলেও ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে এর সুদূরপ্রসারী কুফলের কারণে একে হারাম করা হয়েছে।

উপরিউক্ত দুই প্রকার মাসলাহার বিধানের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত।

৩. মাসালিহ মুরসালাহ (সাধারণ কল্যাণ)

এমন এক কল্যাণচিন্তা, যাকে শারী'আত প্রণেতা কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করেননি আবার অকল্যাণ হিসেবে বাতিলও ঘোষণা করেননি। এ প্রকার কল্যাণ নিয়েই মূলত আলিমগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা এ প্রকার মাসলাহা বাস্তবায়ন ও তার মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন, কিন্তু একে ইসলামী আইনের স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে মতভেদ করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে মাসালিহ মুরসালাহ

মাসালিহ মুরসালাহর ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাব, এমনকি মাযহাবের অনুসারী ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন :

ক. হানাফী মাযহাব

ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) থেকে তাঁর মাযহাবের মূলনীতি বিষয়ে খুব কম উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর আইন গবেষণার মূলনীতি সম্পর্কে বলেন, "কোনো মাসআলার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বর্ণনা পেলে আমি তা গ্রহণ করেছি। তাতে না পেলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ ও বিশ্বস্ত রাবীর মাধ্যমে তাঁর থেকে বর্ণিত আছার গ্রহণ করেছি। কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহে না পেলে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের উক্তি গ্রহণ করেছি। যদি কোনো বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন উক্তি পাই, তখন আমি আমার বিবেচনামতে কারও উক্তি গ্রহণ করেছি এবং কারও উক্তি ছেড়ে দিয়েছি। তবে তাঁদের উক্তি পরিত্যাগ করে অন্যের উক্তি গ্রহণ করেনি। বিষয়টি যদি শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম নাখায়ী [মৃ. ৯৬ হি.], শা'বী [মৃ. ১০৪ হি.], হাসান আল-বাসরী [মৃ. ১১০ হি.], ইব্‌ন সিরীন [মৃ. ১১০ হি.], সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব [মৃ. ৯৪ হি.] প্রমুখ তাবি'ঈ, যাঁরা ইজতিহাদ করেছেন, তাঁদের বাণী গ্রহণের দিকে ধাবিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে আমার ইজতিহাদের অধিকার রয়েছে, যেভাবে তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন।"[১০] তাঁর এ উক্তি থেকে জানা যায়,

---

১০. ড. মুহাম্মদ উকলাহ, *দিরাসাতুন ফিল ফিক্‌হিল মুকারিন,* আম্মান : মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ১১

www.pathagar.com

তিনি মাসালিহ মুরসালাহকে আইন উদ্ভাবনের পৃথক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী [জ. ১৯৩২ খ্রি.] দেখিয়েছেন, হানাফী মাযহাবে বিধান উদ্ভাবনের এমন কিছু দিক রয়েছে যা মাসালিহ মুরসালাহর হুবহু প্রতিচ্ছবি।[১১]

১. মুলায়েম আল-মুরসাল : হানাফীগণের মতে, কর্মের বৈশিষ্ট্যের সাথে বিধানের উপযুক্ততার ভিত্তিতে যে কার্যকারণ বা ইল্লাত নির্ধারিত হয়, তা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বা প্রভাব বিস্তারকারী (مؤثر) হতে হবে। আর এ প্রতিক্রিয়াসম্পন্নতাই মূলত মাসালিহ মুরসালাহ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নাস্ অথবা ইজ্‌মা'র আলোকে কোনো বৈশিষ্ট্যকে সরাসরি কোনো বিধানের কার্যকারণ হিসেবে নির্ধারণ অথবা সমজাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যকে সমজাতীয় কোনো বিধানের কার্যকারণ হিসেবে নির্ধারণকে 'মুনাসিব মুআছর' বলা হয়। এ বিষয়ে কিয়াস পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সমজাতীয় বিধানের কারণ নির্ধারণই মাসালিহ মুরসালাহ। এ কারণে কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.] একে মাসালিহ মুরসালাহ নামে অভিহিত করেছেন।

২. ইসতিহসান : পূর্বের পরিচ্ছেদে ইসতিহসানসংক্রান্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এটি হানাফী মাযহাবে বিধান উদ্ভাবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইসতিহসানের প্রকারভেদের মধ্য থেকে নাস-এর ভিত্তিতে ইসতিহসান ব্যতীত অন্য সব ইসতিহসানই মূলত মাসালিহ মুরসালাহর অপর নাম। কেননা ইজ্‌মা প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণকে সামনে রেখেই সম্পন্ন হয় বিধায় তা মাসলাহার অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে উরফ বা জরুরাতের ভিত্তিতে ইসতিহসানও জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশে প্রণীত হয়।

খ. মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক (রাহ.) অন্য সকলের তুলনায় মাসালিহ মুরসালাহ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করেন। তিনি একে শারী'আতের স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করে কোনো মাসআলায় নাস্ না পেলে এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতেন।[১২] তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসতিহসান মাসালিহ মুরসালাহর একটি অংশ।

---

১১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৫৫-৬১

১২. আবূ যাহরাহ, *মালিক ইব্‌ন আনাস হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ওয়ারায়উহু ওয়া ফিক্‌হুহু*, কায়রো : দারুল-ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৭ ইং, পৃ. ৩১৮

www.pathagar.com

মালিকী ফিক্হ অন্যান্য মাযহাবের ফিক্হ থেকে মাসালিহ-এর কারণে স্বতন্ত্র অবস্থান পেয়েছে। এ কারণেই এ ফিক্হকে 'ফিকহুল মাসালিহ'ও বলা হয়।[১৩] ইমাম মালিক (রাহ.) মূলত সাহাবীগণের অনুকরণে শারী'আতের এ উৎসকে গ্রহণ করেন। তিনি মাসলাহা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেসব শর্ত থেকে স্পষ্ট হয়, তিনি বাধাহীন মাসালিহ্ প্রয়োগ করেননি; বরং এ ব্যাপারে কঠোরতা ও শিথিলতার মাঝামাঝি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী নাস-এর বিপক্ষে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি।

গ. শাফি'ঈ মাযহাব

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) মাসালিহ মুরসালাহকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মাযহাবের মূলনীতি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্মা। এ তিনের মধ্যে সমাধান না পেলে কিয়াসভিত্তিক ইজতিহাদ। তিনি তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে বলেন, "জ্ঞানের উৎসের উদ্ধৃতি ছাড়া কোনো বিষয়ে এটি বৈধ বা এটি হারাম–এ জাতীয় মন্তব্য করা কারও জন্য কোনো সময়ই সঙ্গত নয়। আর জ্ঞানের উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্মা' ও কিয়াস।"[১৪]

তাছাড়া তিনি ইসতিহসান পরিত্যাগ করেছেন এবং এর অংশ হিসেবে মাসালিহ মুরসালাহও পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)ও মাসালিহ্ গ্রহণ করেছেন এবং একে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে কিয়াস বলা হয়, "অগ্রগণ্য বিধান তথা কুরআন সুন্নাহর আলোকে দলীল অন্বেষণ করা।"[১৫] এটিই মূলত মাসালিহ মুরসালাহর দাবি। এছাড়া শাফি'ঈ মাযহাবের অনেকেই দেখিয়েছেন, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাসালিহ্ মুরসালাহ্ প্রয়োগ করেছেন।

শাফি'ঈ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ইমাম আল-গাযালী 'ইসতিসলাহ' পরিভাষার অধীনে প্রকাশ্যভাবে মাসালিহ্ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর 'আল-মানখূল', 'আল-মুসতাসফা' ও 'শিফাউল গালীল' প্রভৃতি গ্রন্থে পৃথকভাবে এ সংক্রান্ত আলোচনা এনেছেন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাসলাহাকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে 'সামগ্রিকভাবে অকাট্য ও অত্যাবশ্যকীয়' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পক্ষে মত

---

১৩. শিহাবউদ্দীন আবুল আব্বাস আল-কারাফী, ***শারহে তানকীহিল ফুসূল ফী ইখতিসারি আল-মাহসূল ফিল উসূল,*** বিশ্লেষণ : ত্বহা সাদ, কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৩ইং, পৃ. ৩৯২

১৪. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ***আর রিসালাহ,*** পৃ. ৩৯, প্যারা ১২০

১৫. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ***আর রিসালাহ,*** পৃ. ৪০, প্যারা ১২২

www.pathagar.com

দিয়েছেন এবং এর জন্য তিনটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মাসালিহ মুরসালাহ শারী'আতের কোনো স্বতন্ত্র দলীল নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজ্‌মার মাধ্যমে স্বীকৃত শারী'আতের উদ্দেশ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি।[১৬]

ঘ. হাম্বলী মাযহাব

মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগের দিক থেকে মালিকী মাযহাবের পরেই হাম্বালী মাযহাবের অবস্থান। এ মাযহাবের আলিমগণের স্পষ্ট মতামত এবং ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.) প্রদত্ত ফাতওয়ার মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.]-এর বিভিন্ন উক্তি থেকে জানা যায়, তাঁরা মাসালিহকে গ্রহণ করলেও একে শারী'আতের স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে বিবেচনা করেননি; বরং কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৭] আবার এ মাযহাবের অনেকেই যেমন ইব্‌ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০ হি.] সামগ্রিকভাবে মাসালিহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে এ মাযহাবে মাসালিহ মুরসালাহ আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে মাসলাহার ভিত্তিতে প্রদত্ত অসংখ্য ফাতওয়া বিদ্যমান। হাম্বালীগণ মাসালিহকে নাস্ এমনকি আহাদ, মুরসাল হাদীস বা সাহাবীগণের ফাতওয়ার উপর প্রাধান্য দেন না।[১৮]

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ইমাম নাজমুদ্দীন তুফী [৬৫৭-৭১৬ হি.] তাঁর 'রিসালাতুন ফী রি'আয়াতিল মাসলাহা' গ্রন্থে মাসালিহ সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে :

১. ইসলামী আইনের উৎস ১৯টি। এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হলো নাস ও ইজ্‌মা', যদি তা মাসলাহার অনুকূল হয়। আর মাসলাহার বিরোধী হলে সেক্ষেত্রে মাসলিহাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।[১৯]
২. মাসলাহা ইজ্‌মার চেয়ে শক্তিশালী দলীল।[২০]
৩. মাসলাহা শুধু লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, ইবাদাতের ক্ষেত্রে নয়।[২১]
৪. মাসলাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম মালিক (রাহ.)-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং নাস, ইজ্‌মা, উরফ সবকিছুর উপর একে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২২]

---

১৬. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৫৫-৬১
১৭. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন*, খ. ৩, পৃ. ১১
১৮. আবূ যাহরা, *আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল*, পৃ. ২৭১-২৭২
১৯. তুফী, *রিসালাতুন ফী রি'আয়াতিল মাসলিহা*, পৃ. ২৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

www.pathagar.com

মাসালিহকে নাস্-এর উপর প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হাম্বলীসহ সব মাযহাবের আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিত্যাজ্য।

ঙ. শী'আ ও যাহিরী মাযহাব

শী'আ ও যাহিরী মাযহাব অনুযায়ী মাসালিহ্ মুরসালাহর ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এ ব্যাপারে তাদের মাযহাবের আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে।[২৩] শেখ তাকী হাকীম [১৩৩৯-১৪২৩ হি.] বলেন, নিশ্চিতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া ব্যতীত শী'আগণ মাসালিহ্ মুরসালাহ্ গ্রহণ করেন না। কেননা যুক্তিগ্রাহ্য না হলে তা প্রমাণ নয়।[২৪]

মাসালিহ্ মুরসালাহর প্রামাণিকতা

মাসালিহ মুরসালাহ বিষয়ে উপরিউক্ত মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয়, এর প্রামাণিকতা বিষয়ে আলিমগণ চারটি দলে বিভক্ত হয়েছেন।

এক : কোনো মাসালিহ প্রমাণ নয়। যারা এ মত পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাযী ইয়াদ [৪৭৬-৫৪৪ হি.], ইব্নুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.], আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.] প্রমুখ এবং শী'আ ও যাহিরী মাযহাবের অনুসারীগণ।

দুই : মাসালিহ্ সাধারণভাবে প্রমাণ। ইমাম মালিক (রাহ.) এ মতের প্রবর্তক। ইমাম আশ-শাতিবী তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন।

তিন : সামগ্রিকভাবে বাস্তবসম্মত ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এর প্রয়োগ বৈধ। ইমাম আল-গাযালী (রাহ.) এ মত পোষণ করেন এবং আল-বায়যাভী [মৃ. ৬৮৫] তাঁকে সমর্থন করেন।

চার : অধিকাংশ হানাফী ও ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে, মাসালিহ যদি মাকাসিদে শারী'আহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তার প্রয়োগ বৈধ।

মতপার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান

ফকীহগণ একমত যে, ইসলামী আইনে জনকল্যাণচিন্তা ও জনস্বার্থ সংরক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনকল্যাণচিন্তা বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ যদি প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী না হয়ে শারী'আতের নীতিমালা অনুযায়ী হয়, তবে তা গ্রহণ করা আবশ্যক।[২৫] ইতোপূর্বে আমরা মাসলাহার প্রকারভেদ বর্ণনা করেছি। প্রথম প্রকার তথা শারী'আত প্রণেতা নির্ধারিত মাসলাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। দ্বিতীয় প্রকার মাসলাহা যা শারী'আতপ্রণেতা বর্জন করেছেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৩. আল-হুসাইনী, *আল-মাবাফিউল আম্মাহ লিল-ফিক্হিল জা'ফারী*, পৃ. ৩০৪

২৪. তাকী হাকীম, *আল-উসূলুল আম্মাহ লিল-ফিক্হিল মুকারিন*, পৃ. ৪০৪

২৫. আবূ যাহরা, *উসূলুল ফিক্হ*, পৃ. ২৭১

www.pathagar.com

বর্জনীয়। তৃতীয় প্রকার মাসলাহা তথা মাসালিহ মুরসালাহই মূলত মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু। এ সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

১. দু'টি মূলনীতির বৈপরীত্য : মাসালিহ মুরসালাহর ক্ষেত্রে শারী'আতের দুটি মূলনীতির বৈপরীত্য প্রতীয়মান হয়। প্রথম মূলনীতি, "শারী'আত প্রণেতা যে বিষয় বিবেচনা করেননি তা বিবেচনা করা যাবে না" (لا يعتبر إلا ما كان يعتبره الشارع)। এমূলনীতি অনুযায়ী মাসালিহ মুরসালাহ বিবেচ্য নয়। কেননা শারী'আত প্রণেতা এটা গ্রহণ বা বর্জন কিছুই করেননি। দ্বিতীয় মূলনীতি "সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণ বিবেচনা করতে হবে" (اعتبار المصلحة في الجملة)। এ মূলনীতি অনুযায়ী মাসালিহ মুরসালাহ গ্রহণ করা হবে। কেননা শারী'আত প্রণেতা এটা বর্জন করেননি।[২৬]

২. মুরসাল শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য : কেউ কেউ মুরসাল শব্দের অর্থ করেছেন مطلق বা মুক্ত। অর্থাৎ যার বিষয়ে কোনো শর্ত প্রয়োগ করা হয়নি। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন مهمل বা পরিত্যক্ত। প্রথম অর্থ অনুযায়ী যে মাসলাহা শারী'আত প্রণেতা গ্রহণ বা বর্জন কোনো শর্তে আবদ্ধ করেননি বরং মুক্ত রেখেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী শারী'আতপ্রণেতা একে মাসলাহা হিসেবে গ্রহণ পরিত্যাগ করেছেন।[২৭]

৩. বাস্তবতার সাথে তুলনা না করা : ইমাম আল-গাযালী তাঁর 'শিফাউল গালীল' গ্রন্থে মাসালিহ মুরসালাহ বিষয়ে মতভেদের কারণ প্রসঙ্গে বলেন, এ বিষয়ে আলিমগণের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা কাজ করেছে। এর কারণ, তাঁরা বাস্তবতার সাথে একে সম্পৃক্ত না করে শুধু পূর্ববর্তীদের তাত্ত্বিক দর্শনের উপর নির্ভর করেছেন।[২৮] ইমাম আল-গাযালী বর্ণিত এ কারণটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কেননা বর্তমান সময়েও দেখা যায়, অনেকে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে শুধু পূর্ববর্তীদের উক্তির সংকলন করে এ সংক্রান্ত গবেষণা সম্পাদন করেন। অথচ বর্তমান প্রেক্ষাপটকে মাসালিহ-এর আলোকে যাচাই করেন না।

৪. মাসালিহ মুরসালাহর শর্তের ব্যাপারে মতভেদ : দেখা যায়, মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রদত্ত শর্তগুলো ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম আল-গাযালী এ ব্যাপারে যে শর্ত দিয়েছেন সেগুলো ইমাম আশ-শাতিবী, ইব্ন আবদুস সালাম [মৃ. ৬৬০ হি.] বা ইব্ন তাইমিয়া (রাহ.) প্রদত্ত শর্ত থেকে ভিন্ন।

---

২৬. আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আশ্-শাওশাভী, *রাফউন নিকাব আন তানকীহিশ শিহাব*, বিশ্লেষণ : আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ আল-জাবরীন, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ নাশিরুন, ১ম প্রকাশ, ২০০৪, খ. ৫, পৃ. ৩৫২

২৭. হাসবুল্লাহ, *উসূলুত তাশরীইল ইসলামী*, পৃ. ১৪২

২৮. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *শিফাউল গালীল ফী বায়ানিশ শিবহি ওয়াল মুখাইয়্যিল ওয়া মাসালিকিত তা'লীল*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং, পৃ. ১০১

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জি

মাসালিহ মুরসালাহ সম্পর্কে আলিমগণের মতপার্থক্য ও এর কারণ অনুসন্ধানের পর আইনের উৎস হিসেবে একে প্রয়োগের পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বনকারীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো।

মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীদের যুক্তি

যারা মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না, তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন।[২৯]

১. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর শারী'আত প্রণেতা তার সবকিছুই শারী'আতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুই তিনি পরিত্যাগ করেননি। অতএব মাসালিহ মুরসালাহর বৈধতা প্রদানের অর্থ এ দাবি করা যে, বান্দার জন্য প্রয়োজন ও কল্যাণকর অনেক কিছু শারী'আত প্রণেতা ছেড়ে দিয়েছেন। এ ধরনের দাবি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আলোকে বৈধ নয় :

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔

"মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?" (সূরা আল-কিয়ামা : ৩৬)

তাঁদের উত্তরে বলা যায়, এ যুক্তি বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী হলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে তা অত্যন্ত দুর্বল প্রতীয়মান হয়। শারী'আত বান্দার কল্যাণে বিধিবিধান প্রণয়ন এবং এ কল্যাণকেই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, কিন্তু শারী'আত মানব কল্যাণের প্রতিটি গৌণ বিষয়ে নাস্ বর্ণনা করেনি, বরং কিছু বিষয়ে নাস্ রয়েছে এবং বাকিগুলোর ব্যাপারে সামগ্রিক নীতিমালা তথা কল্যাণ রক্ষার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শাখা-প্রশাখা ও গৌণ বিষয়ে নাস্ না থাকা ইসলামী আইনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কেননা গৌণ বিষয়সমূহ পরিবর্তনশীল, যা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। যদি নাস্সে এগুলোর বিধান নির্ধারিত করা হত, তবে অবস্থার যতই পরিবর্তন আসুক, কোনো বিধান পরিবর্তন করা যেত না, যেভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে রয়েছে। ফলে অবস্থার পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন করা যেত না।

২. ইতোপূর্বে প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে মাসালিহ মুরসালাহ গ্রহণীয় ও বর্জনীয় মাসলাহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ এর ব্যাপারে শারী'আত প্রণেতা নীরব। অতএব এটি যেমন গ্রহণীয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, একইভাবে বর্জনীয় হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে। এ কারণে একে বিধান সাব্যস্তকারী প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

---

২৯. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৩৮-২৪০; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৪১-৪২

www.pathagar.com

আমরা বলব, মাসালিহ মুরসালাহর মধ্যে বিবেচ্য ও বর্জনযোগ্য মাসালিহ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু বর্জনযোগ্য মাসলাহা একটি ব্যতিক্রম। কেননা সাধারণভাবে সব মাসলিহাই গ্রহণযোগ্য, শুধু শারী'আত ব্যতিক্রম হিসেবে যে মাসলিহা অগ্রাহ্য করেছে সেগুলো ব্যতীত। অতএব শারী'আতের নীতিমালার ভিত্তিতে যে মাসলিহা গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বাকি মাসলিহাগুলো গ্রহণযোগ্য হবে, এটাই সাধারণ নীতি।

৩. এ পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ ইসলামী শারী'আতে নিজের খেয়াল-খুশি মত বিধান প্রণয়ন করা। কেননা এ ক্ষেত্রে শাসক ও বিচারকরা তাদের ইচ্ছামত জনকল্যাণের দোহাই দিয়ে এমন সব বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন, যা শারী'আতে অগ্রাহ্য।

এর উত্তরে বলা যায়, এ যুক্তি মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগের নীতিমালা অবগত না হয়ে মন্তব্য করার শামিল। কেননা আলিমগণ মাসালিহ প্রয়োগের শর্ত ও নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এর প্রয়োগ করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে না।

৪. মাসালিহ মুরসালাহ ইসলামী শারী'আতের অভিন্নতা (Uniformity) নষ্ট করে। কেননা স্থান, কাল, পাত্রভেদে জনস্বার্থ বা জনকল্যাণচিন্তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এ ভিন্নতার আলোকে বিধান প্রণয়ন করলে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিধান হবে, যা ইসলামী শারী'আতে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের মতে, মাসালিহ মুরসালাহর নীতি শুধু ঐ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, যেসব মাসলিহা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে শারী'আতের কোনো নির্দেশনা নেই। সুতরাং শারী'আতের সাধারণ নীতিমালার সাথে এর বৈপরীত্যের কোনো সুযোগ নেই বিধায় তা শারী'আতের অভিন্নতা নষ্ট করতে পারে না।

মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীদের বক্তব্য

মাসালিহ মুরসালাহ শারী'আতের উৎস হওয়ার পক্ষ অবলম্বনকারীগণ তাঁদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

১. কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করেন, ইসলামী শারী'আতে বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক বিধানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংরক্ষণের এ দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়, নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনে জনকল্যাণ বিবেচনা করা আবশ্যক।[৩০] ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের অগ্রগণ্যতার প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে পাওয়া যায় :

---

৩০. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১৪

www.pathagar.com

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫)

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

"হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনূস : ৫৭)

২. যুগ, কাল, স্থান, পরিবেশভেদে মানুষের কল্যাণসাধনের মাধ্যম ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানবজীবনের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও স্বার্থ রক্ষার্থে তাকে নিত্য-নতুন কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। আমরা তাদের সেসব স্বার্থ যদি নাসের মধ্যে সীমিত করি, তবে তাদের জীবনের অনেক বিষয়ের সমাধান সম্ভব হবে না। যা মানবতার জন্য ক্ষতিকর এবং ইসলামের গতিশীলতা ও সার্বজনীনতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। এসব কারণে 'মাসালিহ মুরসালাহ' এক অনিবার্য প্রয়োজন।

৩. সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে জনকল্যাণকে সব সময় প্রাধান্য দিতেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো প্রকার ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়নি। যা থেকে প্রমাণিত হয়, এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ, উমর [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো থেকে 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'-এর অংশ কর্তন, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলেও উক্ত স্ত্রীকে মীরাছ প্রদানের বিধান, উসমান [শা. ৩৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল এলাকায় একই পঠনরীতিতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

উভয় পক্ষের দলীল উপস্থাপন ও পর্যালোচনার পর বলা যায়, মাসালিহ মুরসালাহর প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারী মতোই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বিভিন্ন মাযহাবের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে মাসালিহ-এর আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে, আলিমগণ সকলেই ইসলামী আইনের এ উৎসকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতভেদ শুধু এ পদ্ধতি গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে। ইমাম মালিক (রাহ.) এ মূলনীতি সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন। তাঁর পর পরই রয়েছেন ইমাম আহমাদ (রাহ.)। সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছেন ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) এবং হানাফীগণ রয়েছেন ইমাম আহমাদ ও শাফি'ঈর মধ্যবর্তী স্থানে।

মাসালিহ্ মুরসালাহ্ প্রয়োগের শর্ত

যাঁরা মাসালিহ মুরসালাহ্কে ইসলামী আইনের স্বতন্ত্র উৎস বিবেচনা করেন, তাঁরা এ মূলনীতি প্রয়োগের কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

আল্লামা আশ-শাতিবী তাঁর 'আল-ইতিসাম' গ্রন্থে এর তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১]

১. সামঞ্জস্য (ملائمة) : জনকল্যাণচিন্তা শারী'আতের উদ্দেশ্য ও সাধারণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে এবং তা শারী'আতের কোনো মূলনীতি ও দলীলের বিপরীত হতে পারবে না।

২. যুক্তিগ্রাহ্যতা (معقولة) : জনকল্যাণচিন্তা মূলগতভাবে বুদ্ধি-বিবেকসম্মত হওয়া। কোনো বিবেকবানের সামনে বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তার সাধারণ বিবেক-বিবেচনা যেন একে সমর্থন করে।

৩. জরুরী বিষয় সংরক্ষণ (حفظ ضروري) : জনকল্যাণচিন্তা দীনের জরুরী বিষয় সম্বলিত হতে হবে এবং এর দ্বারা অবশ্যম্ভাবী কোনো সঙ্কটের অবসান ঘটতে হবে। যদি এ পদ্ধতি গ্রহণ করা না হয়, তবে মানুষের চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। উসূলবিদগণ মাসালিহ মুরসালাহ সংক্রান্ত আরও কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

৪. জনকল্যাণচিন্তা ও তার বাস্তবায়ন সমস্ত মানুষের জন্য হতে হবে। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা স্বল্পসংখ্যক মানুষের জন্য নয়। কেননা ইসলামী আইন সমস্ত মানুষের জন্য, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়।[৩২]

৫. জনকল্যাণচিন্তা বাস্তবসম্মত হওয়া। অর্থাৎ মাসালিহ্ মুরসালাহ্ প্রয়োগ করলে বাস্তবেই কল্যাণ সাধিত বা কষ্ট লাঘবের মাধ্যমে মানুষের তাৎক্ষণিক কোনো সমস্যার সমাধান হওয়া। এ চিন্তা কাল্পনিক বা তাত্ত্বিক না হয়ে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়া।[৩৩]

---

৩১. আশ-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ২, পৃ. ২০৭-২১২

৩২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৭৮

৩৩. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, পৃ. ২৫৬

www.pathagar.com

৬. ইবাদতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ না করা; বরং শুধু লেনদেনের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ করা।[৩৪]

৭. মাসালিহ মুরসালাহ প্রয়োগকারীর মধ্যে মুজতাহিদের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা।[৩৫]

মাসালিহ মুরসালাহর ভিত্তিতে কৃত কিছু ইজতিহাদ

বিভিন্ন মাযহাবে মাসালিহ মুরসালাহর ভিত্তিতে কৃত ইজতিহাদের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিম্নে প্রধান চার মাযহাবের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

হানাফী মাযহাব : মুসলমানগণ গনীমাতের সম্পদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহন করে না নিয়ে আসতে পারলে উক্ত সম্পদ পুড়িয়ে ফেলার বৈধতা, যাতে তা থেকে শত্রুপক্ষ কোনো উপকার না নিতে পারে।[৩৬] এছাড়া মাসলেহার ভিত্তিতে ইসতিহসানের উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মালিকী মাযহাব : মালিকী মাযহাবে মাসালিহ মুরসালাহর ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধানের মধ্যে রয়েছে, বায়তুল মালে সম্পদের ঘাটতি থাকলে ধনীদের উপর বিশেষ কর আরোপের বৈধতা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যকার ঝগড়া ও মারামারির সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে অপ্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষ্য গ্রহণ, যদিও সাক্ষী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত।[৩৭]

শাফি'ঈ মাযহাব : যেসব জীবজন্তু নিয়ে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ করে, সেসব পশু হত্যা করা, তাদের মালিকনাধীন গাছপালা ধ্বংস করার বৈধতা। যদি যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এর প্রয়োজন হয়।[৩৮]

হাম্বালী মাযহাব : কোনো সন্তান যদি অসুস্থ বা অভাবী থাকে বা তার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশি হয় অথবা জ্ঞান অন্বেষণে রত থাকে, তবে তার জন্য বিশেষভাবে সম্পদের অসিয়ত বা হিবার বৈধতা।[৩৯] তাঁদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক পণ্য গুদামজাতকারীদের ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করতে পারবেন। একইভাবে তাঁদের মতে, রাষ্ট্রপ্রধান ন্যায্য দামে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করতে পারেন।[৪০]

---

৩৪. মুহাম্মদ সাঈদ রমযান আল-বুতী, *দাওয়াবিতুল মাসলাহা ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, দামিশক : দারুল ফিকর, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৫ ইং, পৃ. ২১৫

৩৫. ইয়াকুব আবদুল ওয়াহহাব আল-বাহিসীন, *রাফউল হারজ ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০১ ইং, পৃ. ২৬৬

৩৬. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৪৩

৩৭. আবূ যাহরা, *মালিক ইবন আনাস*, পৃ. ৪০২

৩৮. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৪৩

৩৯. ইবন কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ১০৭

৪০. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৪৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উরফ

(Customary Law)

পরিচয়

ফকীহগণ অনেক মাসআলার বিধান উদ্ভাবনে উরফ বা প্রথার উপর নির্ভর করেছেন। এ কারণে ইসলামী আইনে উরফ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত। ইসলামী আইনের প্রমাণাদি এ উৎসকে সমর্থন করে। একে কেন্দ্র করে অনেক ফিকহী নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এমনকি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও এর প্রামাণিকতার স্বীকৃতি প্রদান করে। ইসলামী আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আইনেও উরফ তথা প্রথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

শাব্দিক অর্থ

অভিধানে উরফ (العرف) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত। এ অর্থে আল্লাহ্ বলেন :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ۔

"আর ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, উরফের (সৎকাজের) নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৯)

২. ধারাবাহিকতা। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا۔

" কল্যাণস্বরূপ ধারাবাহিকভাবে প্রেরিত বায়ুর শপথ।" (সূরা আল-মুরসালাত : ১)

৩. اعتراف বা স্বীকৃতি, অনুমোদন, সমর্থন। যেমন বলা হয়, له علي مائة عرفا "আমার পক্ষ থেকে তার জন্য শত সমর্থন রয়েছে।"

৪. ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[১]

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় উরফ বলা হয় :

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معني خاص لا تألف اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه.

---

১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ২, পৃ. ১০৪

www.pathagar.com

"যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না।"[২]

ভাষাগত দিক থেকে উরফের সমার্থবোধক শব্দ 'আদাত'। ফকীহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দ দু'টিকে সমার্থক হিসেবে একসাথে ব্যবহার করেছেন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদাত (عادة) শব্দটি عود থেকে নির্গত, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন। এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا۔

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে অতঃপর তারা যা বলেছে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।" (সূরা আল-মুজাদালাহ : ৩)

তবে ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি পুনরাবৃত্তি বা পুনঃপৌনিকতার অর্থ প্রদান করে।[৩] পরিভাষায় 'আদাত' বলা হয় ঐসব কর্মকাণ্ডকে, যার পুনরাবৃত্তি করতে কোনো প্রকার বিবেচনার প্রয়োজন হয় না।[৪] অর্থাৎ যে কাজ করার সময় এর ভালোমন্দ দিক ভাবার প্রয়োজন হয় না। কেননা স্বীকৃত কাজ হিসেবে সমাজে এর প্রচলন রয়েছে। এক কথায় প্রচলিত উত্তম রীতিনীতিকেই 'আদাত' বলা হয়।

উরফ ও আদাতের পার্থক্য

ফকীহগণের দৃষ্টিতে উরফ ও আদাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন তাঁদের উক্তি هذا ثابت بالعرف والعادة অর্থাৎ এটি উরফ ও আদাতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত। এ দ্বারা বুঝা যায়, উরফ ও আদাত একই বিষয়। শুধু গুরুত্ব প্রদানের জন্য শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহার করা হয়।[৫]

কিন্তু উসূলবিদগণ শব্দ দু'টির সম্পর্ক নির্ণয়ে তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন।[৬]

প্রথম দল : আল্লামা নাসাফী [মৃ. ৭১০ হি.], ইব্‌ন আবিদীন [১১৮৯-১২৫২ হি.], রাহাবী [মৃ. ৫৫৭ হি.], ইব্‌ন নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] প্রমুখের মতে শব্দ দুটি সমার্থবোধক।

---

২. প্রাগুক্ত
৩. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ২৬৫
৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১০৪
৫. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৫২
৬. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১০৫-১০৬

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দল : কামালুদ্দীন ইব্নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.], আল-বায়যাভী [মৃ. ৬৮৫ হি.], সাদরুশ শারী'আহ [মৃ. ৭৪৭ হি.] প্রমুখের মতে উরফ আদাতের চেয়ে ব্যাপক। উরফ কথা ও কাজ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু আদাত শুধু কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় দল : ইব্ন আমীর আল-হাজ্জ [মৃ. ৮৭৯ হি.] ও তার সমর্থকদের মতে, আদাত উরফের চেয়ে ব্যাপক।

উরফের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উরফ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত।[৭]

প্রথমত : বিষয়বস্তু বিবেচনায় উরফ দুই প্রকার

১. বাণীসূচক প্রথা : কোনো শব্দের বিশেষ কোনো অর্থ সমাজে প্রচলিত হওয়া, যে অর্থ উক্ত শব্দের মূল অর্থ নয়। যেমন দিনার শব্দটির মূল অর্থ স্বর্ণ থেকে তৈরি ধাতব মুদ্রা। অথচ বর্তমানে এ দ্বারা কোনো কোনো দেশের কাগুজে নোট উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে। গোশত শব্দটি পশু ও মাছ উভয় বুঝালেও শুধু পশুর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

২. কর্মসূচক প্রথা : মানুষ যেসব সাধারণ কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত হয়েছে, যেমন বিনা বাক্য ব্যয়ে হাতে হাতে বেচাকেনা, দেনমোহরের কিছু অংশ তাৎক্ষণিক আদায় করা ও কিছু অংশ বাকি রাখা।

দ্বিতীয়ত : পরিধির দিক থেকে উরফের প্রকার

পরিধির দিক থেকে বাণীসূচক ও কর্মসূচক উভয় প্রথাই আবার দুই প্রকার।

১. সাধারণ উরফ : যে সামাজিক প্রথা স্থান, কাল, পাত্রভেদে সব এলাকায় বা অধিকাংশ এলাকায় প্রচলিত থাকে। যেমন ইসতিসনা (কোনো কারিগরের সাথে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে কোনো পণ্য তৈরির চুক্তি করা। যেমন দর্জির সাথে জামা তৈরির চুক্তি, কাঠমিস্ত্রির সাথে ফার্নিচার তৈরির চুক্তি ইত্যাদি)।

২. বিশেষ উরফ : যে উরফ কোনো দেশ বা অঞ্চল বা নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের মধ্যে সীমিত। যেমন বাকিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি এলাকাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো এলাকায় প্রতি সপ্তাহ শেষে বাকি অর্থ পরিশোধ করতে হয়, কোনো এলাকায় প্রতি মাসে, কোথাও প্রতি তিন মাসে, কোথাও ষান্মাষিক

---

৭. ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী,*** পৃ. ২৬৬; ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলি-ফিকহ,*** পৃ. ২৫২-২৫৩; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী,*** খ. ২, পৃ. ১০৭-১০৯

www.pathagar.com

আবার কোথাও বার্ষিক হিসাব-নিকাশ হয়ে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষাসমূহ এ প্রকার উরফের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত : শারী'আত কর্তৃক উরফকে মূল্যায়নের দিক থেকে উরফের প্রকার

শারী'আতের বিবেচনায় উরফ দুই প্রকার।

১. **শুদ্ধ উরফ :** এমন রীতি বা প্রচলন যা শারী'আতের কোনো হালাল বিষয়কে হারাম বা হারাম বিষয়কে হালাল করে না। যে উরফ গ্রহণ করলে শারী'আত বিবেচ্য কোনো কল্যাণ ছুটে যায় না বা কোনো অকল্যাণ যুক্ত হয় না। যেমন বিবাহের সময় মোহর ছাড়াও স্বামীর স্ত্রীকে উপহারস্বরূপ পোশাক, অলংকার, সুগন্ধি ইত্যাদি প্রদান।

২. **অশুদ্ধ উরফ :** ঐসব প্রচলন, যা শারী'আতের নির্ধারিত সীমারেখা ভঙ্গ করে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে, অথবা অকল্যাণ সৃষ্টি ও কল্যাণ প্রতিরোধ করে। যেমন, সুদভিত্তিক বিভিন্ন চুক্তি, বন্ধকী সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণ, বিভিন্ন দিবস পালনের সময় মদপান, বিবাহ উপলক্ষে বরের স্বর্ণের আংটি পরিধান ইত্যাদি।

ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] প্রথম প্রকারকে শারী'আতপ্রণেতা সমর্থিত 'উরফ (عرف الشارع) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে মানুষের উরফ (عرف الناس) নামে নামকরণ করেছেন।[৮]

উরফের প্রামাণিকতা

আলিমগণ বিশুদ্ধ উরফকে শারী'আতের প্রমাণ ও উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। যদিও তাঁরা এ সংক্রান্ত কিছু শর্তের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হানাফী ও মালিকীগণ 'উরফ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবে অন্যদের তুলনায় ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] এটা বেশি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) শুধু ঐসব প্রথা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন, সরাসরি শারী'আত প্রণেতা যেগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফকীহগণ উরফকে অনেক ব্যবহারিক বিধানের আইনী ভিত্তিরূপে গণ্য করেছেন এবং নাস্ বুঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা উরফ শারী'আতের প্রমাণ ও উৎস হওয়ার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে প্রমাণ পেশ করেন।

---

৮. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ২, পৃ. ২০৯

www.pathagar.com

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহর বাণী :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ۔

"আর ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, উরফের (সৎকাজের) নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ সরাসরি 'উরফ' শব্দ ব্যবহার করে তা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে 'উরফ' শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফকীহ্গণ নির্ধারিত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তবে শাব্দিক অর্থ উরফের পারিভাষিক অর্থ অনুধাবনে সহায়ক। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ পারিভাষিক অর্থের চেয়ে ব্যাপক হয়ে থাকে। অতএব এক কথায় বলা যায়, এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয় না ঠিকই; তবে অন্যান্য প্রমাণের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

খ. মহান আল্লাহ্ দুগ্ধদানকারিণীর বিনিময়, স্ত্রীর খোরপোষ, শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ না করে উরফের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন দুগ্ধদানকারিণীর বিনিময় সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ۔

"আর জনকের কর্তব্য প্রথামাফিক তাদের ভরণপোষণ করা।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৩)

স্ত্রীর খোরপোষ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ۔

"আর নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত (প্রথামাফিক) অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২২৮)

তালাকপ্রাপ্তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ :

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ۔

"তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো, সচ্ছল ব্যক্তি সাধ্যমতো এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমতো খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৬)

শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ۔

www.pathagar.com

"দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্রদান কিংবা একজন দাসমুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা পালন।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৮৯)

এসব আয়াতে উল্লিখিত বিনিময়গুলোর পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্ধারণ না করে উরফের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, শারী'আতে 'উরফ একটি বিবেচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

ক. আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ [মৃ. ৩২ হি.] (রা) বলতেন :

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ.

"মুসলমানগণ যা ভাল মনে করেন আল্লাহর কাছে তা ভালো, আর মুসলমানগণ যা খারাপ মনে করেন আল্লাহর কাছে তা খারাপ।"[৯]

এ হাদীস দ্বারা সরাসরি উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয় না; বরং এটি স্পষ্টভাবে ইজ্‌মার প্রমাণ। তবে ইজ্‌মার আইনী ভিত্তি যদি উরফ হয়, সেক্ষেত্রে এ হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। অতএব এ হাদীস উরফের ব্যাপক পরিসর থেকে একটি নির্দিষ্ট দিকের প্রমাণ বহন করে।[১০]

খ. আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ পেশ করেন, আবূ সুফিয়ান কৃপণতাবশত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে না। তবে আমি তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

"তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য প্রথামাফিক যা প্রয়োজন গ্রহণ করো।"[১১]

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরফ তথা প্রথা বিবেচনায় এনে হিন্দকে তার নিজের ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে বলেছেন।

---

৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* মুসনাদুল মুকাসসিরীন মিনাস সাহাবাহ, মুসনাদু আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, খ. ৬, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৩৬০০

১০. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ,* পৃ. ২৫৪

১১. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস সাহীহ,* কিতাবুন নাফাকাত, বাবু ইযা লাম উনফাকুর রাজুলু ফালিল মারাতি আন তাখুযা বিগাইরি ইলমিহি মা ইয়াকফিহি ওয়া ওয়ালাদিহা মিন মারুফ, খ. ৫, পৃ. ২০৫২, হাদীস নং ৫০৪৯

www.pathagar.com

তৃতীয়ত : ইজ্‌মা থেকে প্রমাণ

ক. ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] আলিমগণের ইজ্‌মার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন, শারী'আত মানবকল্যাণ সংরক্ষণের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। আর মানুষের জীবনাচার, প্রথা, রীতি, প্রচলনকে বিবেচনায় না এনে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে প্রথাকে শার'ঈ বিধানের ক্ষেত্রে প্রমাণরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক।[১২]

খ. আলিমগণ কর্মসূচক ইজ্‌মার মাধ্যমেও উরফের প্রমাণ পেশ করেছেন। ইসলামী শারী'আতে এমন অনেক বিধানের ব্যাপারে ইজ্‌মা সম্পন্ন হয়েছে যা উরফের ভিত্তিতে প্রণীত। যেমন ইসতিসনা চুক্তি (عقد استصناع)।

গ. যুগপরিক্রমায় ফকীহ্‌গণ তাঁদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উরফকে একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা মৌন ইজ্‌মা হিসেবে স্বীকৃত। কেননা তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে এবং কেউ কেউ নীরবে উরফ গ্রহণ করেছেন।[১৩]

চতুর্থত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ক. মানুষের অন্তরে প্রথার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। একে মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতিও বলা যায়। এর মাধ্যমে তারা তাদের কল্যাণ বাস্তবায়ন ও উপকারিতা লাভ করে। আর শারী'আত মানুষের কল্যাণের জন্যই এসেছে। বিশুদ্ধ উরফ আইন প্রণয়নের উৎস ও প্রমাণস্বরূপ।

খ. শারী'আতপ্রণেতা নিজেই উত্তম প্রথাকে বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন বাই সালাম (অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য প্রদানের শর্ত সম্বলিত বেচাকেনা) শারী'আতে বৈধ করা হয়েছে, যা মূলত মদীনাবাসীর প্রথা ছিল। যদিও সামগ্রিকভাবে যে পণ্য বর্তমান নেই তার বেচাকেনা নিষিদ্ধ। একইভাবে শারী'আত প্রণেতা অনেক অকল্যাণকর প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন– দত্তক প্রথা, নারীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা। অতএব শারী'আত প্রণেতা উরফ গ্রহণ ও বর্জন থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইনে শুদ্ধ 'উরফ প্রমাণস্বরূপ।

কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.] বলেন, নাস্‌ না থাকলে উরফের মর্যাদা ইজ্‌মা'র মত।[১৪]

---

১২. আশ-শাতিবী, ***আল-মুওয়াফাকাত,*** খ. ২, পৃ. ২১২

১৩. ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** পৃ. ২৫৫

১৪. কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম, ***ফাতহুল কাদীর শারহে হিদায়াহ লিল-মারগিনানী,*** মিসর : মাতবাআতুল মাকতাবাতিত তিজারিয়্যাতিল কুবরাহ, তারিখ বিহীন, খ. ৬, পৃ. ১৫৭

www.pathagar.com

'উরফের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের শর্ত

উরফকে ইসলামী আইন উদ্ভাবনের উৎস হিসেবে গ্রহণ ও এর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নে উসূলবিদগণ চারটি শর্ত আরোপ করেছেন।[১৫]

১. উরফ নাস্ বিরোধী না হওয়া

উরফ কুরআন সুন্নাহর নাস্ অথবা শারী'আতের অকাট্য মূলনীতি বিরোধী হতে পারবে না। যদি হয় তবে উক্ত 'উরফ অশুদ্ধ গণ্য হবে, যা শারী'আতে অগ্রাহ্য। যেমন, সামাজিক প্রথাবশত কোনো অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন।

২. প্রথা নিয়মিত চালু অথবা অধিক চালু হওয়া

নিয়মিত চালু হওয়ার অর্থ, উক্ত প্রথা পূর্ব থেকে চালু থাকা এবং কোনো এলাকার সকলেই তাতে অভ্যস্ত হওয়া। আর অধিক প্রচলিত হওয়ার অর্থ, ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক উক্ত প্রথার সাথে ঘনিষ্ঠ থাকা, উক্ত প্রথার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ না হওয়া। এ শর্তটি বাণীসূচক, কর্মসূচক, সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের প্রথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. বিধান সাব্যস্ত করার সময় উরফ বর্তমান থাকা

যে আচরণকে উরফ হিসেবে গণ্য করা হবে তা বর্তমান থাকা। অর্থাৎ যে 'উরফ পূর্ব থেকে চলে আসছে তাকেই উরফ গণ্য করা হবে। অতএব নতুন সৃষ্ট বা ভবিষ্যৎ 'উরফ ইসলামী আইনের দলীল হিসেবে বিবেচ্য নয়। একইভাবে কোনো উরফ পরিবর্তিত হয়ে গেলে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। এ শর্ত বাণীসূচক ও কর্মসূচক উভয় উরফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদাহরণস্বরূপ ওয়াকফ, শপথ, মান্নত, অসিয়ত, তালাক বা কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে বক্তার কথার অভিধানগত অর্থ না নিয়ে প্রথাগত অর্থ গ্রহণ করা, অতঃপর প্রথা পরিবর্তন হয়ে নতুন প্রথা চালু হওয়া। এক্ষেত্রে পূর্বের প্রথার অর্থ অনুধাবনে নতুন প্রথার কোনো ভূমিকা থাকবে না; বরং পূর্বের প্রথা অনুযায়ী নতুন প্রথা ব্যাখ্যা করা হবে।

৪. 'উরফের বিপরীত কোনো ঘোষণা না থাকা

চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উরফ অনুযায়ী কর্ম সম্পন্ন হবে, যদি চুক্তির সময় এর বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত তারা না করে থাকেন। যদি তারা উরফের বিপরীত

---

১৫. শেখ আহমাদ ফাহমী আবূ সানাহ, *আল-উরফ ওয়াল-আদাত*, কায়রো : মাতবাআতুল আযহার, ১৯৪৭ ইং, পৃ. ৫৬-৬৮; ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৫৬-২৫৭; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১২০-১২২; ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, পৃ. ১০১

www.pathagar.com

কোনো চুক্তি করেন, তবে তাদের ঐকমত্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে হবে, উরফ অনুযায়ী নয়। যেমন বিবাহের সময় মোহরের কিছু তাৎক্ষণিক ও কিছু বিলম্বে প্রদান করার সামাজিক প্রথা চালু থাকা অবস্থায় কেউ সম্পূর্ণ মোহর তাৎক্ষণিক পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ হলে সেক্ষেত্রে উরফের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

নাস্ ও 'উরফের বৈপরীত্য

নাস্ বর্ণনার সময়কালে অথবা নাস্ বর্ণিত হওয়ার পরে প্রচলিত প্রথার সাথে এর বৈপরীত্যের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে।[১৬]

প্রথমত : সাধারণ নাস্‌সের সাথে প্রতিষ্ঠিত প্রথার বৈপরীত্য

সাধারণ নাসসের সাথে শব্দগত প্রথার যেমন বৈপরীত্য হতে পারে, তেমন কর্মসূচক প্রথারও বৈপরীত্য হতে পারে।

১. সাধারণ নাস্‌সের সাথে শব্দগত প্রথার বৈপরীত্য হলে প্রথাগত অর্থের মধ্যে থেকেই নাস অনুধাবন করতে হবে। কেননা উসূলবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, বাণীসূচক উরফের মাধ্যমেই শব্দের অর্থ গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রচলিত অর্থই শব্দের অর্থ, যা এর প্রকৃত অর্থের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এর ভিত্তিতেই মূলত ইবাদাত, মু'আমালাত, পরিবার ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিভাষাগুলো অনুধাবন করতে হবে।

২. সাধারণ নাস্‌সের সাথে কর্মসূচক প্রথার বৈপরীত্য হলে হানাফীগণের মতে, উক্ত প্রথা নাস্‌কে নির্দিষ্ট (خاص) এবং সাধারণ (مطلق) বিধানকে সীমিত (مقيد) করে দেয়। জমহুর ফকীহ এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করেন। হানাফীগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কর্মসূচক উরফ মূলত ঐসব প্রথা নির্দেশ করে, যার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী এবং যা প্রত্যাখ্যান করলে চরম সঙ্কটের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন ইসতিসনা চুক্তি।

শারী'আতপ্রণেতা কর্তৃক খাদ্যদ্রব্যে সুদের নিষেধাজ্ঞাকে হানাফীগণ বহুল প্রচলিত খাদ্য যেমন গম, যব, খেজুর প্রভৃতির মধ্যে সীমিত করেছেন, কিন্তু জমহুরের মতে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়ত : সাধারণ নাস্‌সের সাথে নতুন সৃষ্ট উরফের বৈপরীত্য

নাস্ বর্ণনার সময় অর্থাৎ কুরআন অবতরণ ও সুন্নাহ প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কোনো প্রথা যদি

---

১৬. আবূ সানাহ, *আল-উরফ ওয়াল আদাত*, পৃ. ৯০-১০১; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১২৩-১২৫

www.pathagar.com

পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, অথবা পরবর্তীতে নতুন কোনো প্রথা সৃষ্টি হয়, তবে উসূলবিদগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে উক্ত প্রথা নাস্‌কে খাস করতে পারবে না। তা সাধারণ, বিশেষ, বাণীসূচক বা কর্মসূচক 'উরফ যাই হোক না কেন। কেননা উক্ত উরফ নাস্‌কে খাস করার অর্থ তা রহিত করা। আর নাস্ বর্ণিত হওয়ার পরে প্রচলিত উরফ তা রহিত করতে পারে না।

তৃতীয়ত : নির্দিষ্ট নাস্‌সের সাথে উরফের বৈপরীত্য

নির্দিষ্ট নাস্‌সের ভিত্তিতে শারী'আত ক্ষতিকারক ও মানবতার জন্য অকল্যাণকর প্রথা থেকে নিষেধ করার পর উক্ত কাজ অথবা সমজাতীয় কাজ যদি প্রথায় পরিণত হয়, তবে উক্ত প্রথা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে। কেননা শারী'আত যা নিষিদ্ধ ও বিলুপ্ত করেছে, পুনরায় তা চালু করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তাকে দাসে পরিণত করার প্রথা রোমান সভ্যতা ও জাহিলী আরবে প্রচলিত ছিল। ইসলাম এ প্রথা নিষিদ্ধ করে ঋণগ্রস্তকে অবকাশ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔

"যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮০)

অতএব, এ কাজ নতুনভাবে প্রথায় পরিণত হলেও তা বর্জনীয় হবে।

'উরফ সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা (Legal Maxim)

উরফ ও আদাত সংক্রান্ত ১১টি কা'য়িদা রয়েছে।[১৭]

১. আইন প্রণয়নে প্রথা বিবেচ্য বিষয় (العادة محكّمة)[১৮]

এটি ইসলামী আইনের প্রধান পাঁচটি কা'য়িদার একটি। যার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। এ কা'য়িদা অনুযায়ী শারী'আত প্রণেতা বিধান প্রবর্তনে প্রথাকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যে বিষয়ে শারী'আতের কোনো নাস্ নেই সে বিষয়ে একে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। উক্ত প্রথা সাধারণ হোক

---

১৭. ইবন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, পৃ. ১০১-১১২; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ফী কাওয়াইদ ওয়া ফুরূউ ফিক্‌হিশ শাফিয়্যাহ্*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ্ আল-বাগদাদী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ ইং, পৃ. ৮০-৯০; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১৩১-১৩৩

১৮. *মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ্* (উসমানী খিলাফতের সংবিধান), কপিকারক : আল-মাকতাবাতুল আদাবিয়্যাহ, বৈরূত, ১৩০২ হিজরী, ধারা- ৩৬

www.pathagar.com

বা বিশেষ হোক, বাণীসূচক হোক বা কর্মসূচক হোক। এ কা'য়িদাই শারী'আতে 'উরফের অবস্থান বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

২. মানুষের ব্যবহাররীতি এক প্রকার কার্যকর প্রমাণ
(استعمال الناس حجة يجب العمل بها)[১৯]

অর্থগত দিক থেকে এ নীতি মূলত পূর্বের নীতির ব্যাখ্যাস্বরূপ, যা বাণী ও কর্মসূচক উভয় প্রথাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, কোনো বস্তু কারও করায়ত্তে থাকা এবং তাতে তার কর্তৃত্ব করা বাহ্যিকভাবে তার মালিকনার প্রমাণ।

৩. প্রথা নিয়মিত চালু অথবা অধিক প্রচলিত হলে বিবেচ্য হবে
(إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)[২০]

এ নীতি প্রথার একটি শর্ত। যা আমরা উরফের শর্ত আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

৪. সচরাচর প্রচলনই গ্রহণীয়, বিরল প্রচলন নয়
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)[২১]

এ কা'য়িদাও উরফের একটি শর্ত হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রথা প্রচলিত সেটিই গ্রহণ করা হবে। বিরল প্রচলনকে প্রথা হিসেবে মূল্যায়ন করা হবে না। যেমন, ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা লালন-পালনের মেয়াদ নির্ধারণ। ছেলে নিজ পোশাক পরিধান, খাবার গ্রহণ, গোসল-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি নিজে সম্পন্ন করা পর্যন্ত এবং মেয়েদের বয়স নয় বৎসরে পৌঁছা পর্যন্ত এর সময়সীমা।

৫. শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিহার করে প্রচলিত অর্থ গৃহীত হবে
(الحقيقة تترك بدلالة العادة)[২২]

এ নীতি বাণীসূচক উরফের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ প্রথা অনুযায়ী যদি কোনো শব্দ তার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বুঝায়, সেক্ষেত্রে প্রথাগত অর্থই গ্রহণ এবং প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করা হবে। এ কা'য়িদা পেশাগত বিভিন্ন পরিভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৬. লিখিত দলীল মৌখিক কথা সদৃশ (الكتاب كالخطاب)[২৩]

এ কা'য়িদা শব্দগত উরফের একটি মূলনীতি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, লিখিত দলীল প্রথাগত দিক থেকে মৌখিক কথার স্থলাভিষিক্ত।

---

১৯. *মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ্*, ধারা- ৩৭
২০. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪১
২১. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪২
২২. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪০
২৩. প্রাগুক্ত, ধারা- ৬৯

www.pathagar.com

৭. বাকপ্রতিবন্ধীর রীতিসিদ্ধ ইঙ্গিত মৌখিক বর্ণনাতুল্য

(إشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)[২৪]

এ কা'য়িদা পূর্ববর্তী কা'য়িদার সমপর্যায়ের। বাকপ্রতিবন্ধীর প্রথাগত ইশারা-ইঙ্গিত বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের কথার মতোই। এ নীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, বাকপ্রতিবন্ধীর ইশারার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলে উক্ত ইশারার ভিত্তিতে বেচাকেনা বা বিবাহচুক্তি সম্পন্ন করা সহীহ হবে। তবে এর ভিত্তিতে হুদুদ (দণ্ডবিধি) সাব্যস্ত হবে না।

৮. প্রথাগত বিষয় চুক্তির শর্তের মতো (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)[২৫]

যা প্রথার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে, তা চুক্তির শর্তের মতো। যদি ভাড়া করা ঘর বা দোকান ব্যবহারের বিষয়ে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে বিরোধ হয়, তবে কর্মসূচক উরফ (প্রচলিত ব্যবহারিক নীতি) অনুযায়ী তা মীমাংসা করা হবে।

৯. প্রথার ভিত্তিতে কোনো কিছুর বিধান নির্ধারণ নাস্‌সের ভিত্তিতে নির্ধারণ সদৃশ

(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)[২৬]

এ কা'য়িদা অর্থগত দিক থেকে পূর্বের কা'য়িদার মতো। যে বিষয়ে শার'ঈ কোনো নাস বর্ণিত হয়নি বা চুক্তিনামায় বিশেষভাবে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়নি, তা উরফের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং উক্ত বিধান তখন নাসসের ভিত্তিতে নির্ণীত বিধানের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ কা'য়িদাটি অন্যভাবেও বলা হয়, "উরফের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া বিধান শার'ঈ দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া বিধানের মতো।" (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)

১০. ব্যবসায়ীদের মধ্যকার প্রথাসিদ্ধ বিষয় তাদের মধ্যকার চুক্তির তুল্য

(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)[২৭]

এ কা'য়িদা উপরিউক্ত কা'য়িদা দু'টির সমার্থবোধক। তবে এটি বিশেষ করে ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, শিল্পজীবীদের মধ্যকার উরফকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ উরফ সাধারণ উরফের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমিত থাকে।

---

২৪. প্রাগুক্ত, ধারা- ৭০
২৫. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪৩
২৬. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪৫
২৭. প্রাগুক্ত, ধারা- ৪৪

www.pathagar.com

১১. সময়ের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিধানের পরিবর্তন প্রত্যাখ্যাত হবে না

(لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان)[২৮]

উরফের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধান উরফের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। কেননা বিধান তার কার্যকারণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন, পূর্বপ্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই তার দেনমোহর সম্পূর্ণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক। অতঃপর প্রথার পরিবর্তন হয়ে কিছু তাৎক্ষণিক ও কিছু বাকি রাখা প্রচলিত হয়। অতএব কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথার সাথে সাথে বিধানও পরিবর্তন হতে পারে।

উরফের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ

এখানে আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো, 'উরফের মাধ্যমে যেগুলোর বিধান নির্ণীত হয়েছে।[২৯]

- বিবাহের পূর্বে স্ত্রীকে প্রদানের জন্য ক্রয়কৃত জিনিসপত্রের মালিক স্ত্রী। অতএব পরবর্তীতে সেসব জিনিসে স্বামীর মালিকানা দাবি গ্রাহ্য হবে না।
- প্রথার ভিত্তিতে ইসতিসনা চুক্তি শারী'আতেও বৈধ। যদিও চুক্তির সময় পণ্য বর্তমান থাকে না।
- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিনামূল্যে মেরামত সেবা গ্রহণের এবং বিকল হলে পরিবর্তনের চুক্তিতে বিভিন্ন ইলেকট্রিক সামগ্রী ক্রয়, যদিও হাদীসে এ ধরনের অর্থাৎ একই চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ও শর্তের (শর্তযুক্ত ক্রয়-বিক্রয়) ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।
- বিবাহে পাত্র-পাত্রীর সমকক্ষতা-বৈবাহিক জীবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যদিও সকল মানুষ সমান, কিন্তু আরবের এ প্রথাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

---

২৮. প্রাগুক্ত, ধারা- ৩৯

২৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১৩৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

সাদ্দুয যারায়ে

(Blocking the means)

পরিচয়

সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence) বর্তমান সময়ে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরাধ দমনে প্রণীত বিভিন্ন আইনে এ পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ভিত্তিতে মূল অপরাধের সাথে সাথে উক্ত অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সম্পূরক অপরাধগুলোও নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস সাদ্দুয যারাঈ'-এর দাবিও একই। কোন হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বা ফরয কাজ থেকে বিরতকারী কার্যাবলি নিষিদ্ধ করাই সাদ্দুয যারাঈ'।

শাব্দিক অর্থ

সাদ্দুয যারায়ে' (سد الذرائع) পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ (سد) শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হিসেবে এর অর্থ বন্ধ করা, বাধা দেয়া, নিবারণ করা ইত্যাদি।[১] এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণী:

أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا.

"আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন।"

(সূরা আল-কাহ্ফ : ৯৪)

রূপকভাবে শব্দটি পাহাড়-পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনে এসেছে :

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ.

"অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন" (সূরা আল-কাহ্ফ : ৯৩)

'সাদ্দ' শব্দটি বিশেষত ছিদ্র বন্ধকরণ ও শূন্যস্থান পূরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২]

যারায়ে' (ذرائع) শব্দটি যারী'আহ (ذريعة) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ মাধ্যম, উসিলা, পথ ইত্যাদি।[৩] এ ছাড়াও শব্দটি কারণ, তীর নিক্ষেপের কলা-কৌশল শিক্ষার আসর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪] শাব্দিক অর্থে ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ের প্রতি পৌঁছার মাধ্যমকে 'যারীআহ' বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণকর কাজে প্রলুব্ধকারী উপকরণ বুঝানোর জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫৫৮

২. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ৬, পৃ. ২০৯

৩. ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, খ. ৩, পৃ. ২৩

৪. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. , পৃ.

www.pathagar.com

অতএব সাদ্দুয যারায়ে' পরিভাষার শাব্দিক অর্থ উপায়-উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যম বন্ধকরণ।

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদগণ 'সাদ্দুয যারায়ে''-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ইব্‌ন তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] বলেন :

الفعل الذي ظاهره أنه مباح، وهو وسيلة إلى فعل محرم.

"যারীআহ বলা হয় ঐ কর্মকে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা অনুমোদিত; অথচ তা নিষিদ্ধ কাজের উপলক্ষ।"[৫]

ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১হি.]-এর মতে 'সাদ্দুয যারায়ে' বলা হয়–

منع كل وسيلة مباحة، قصد بها التوسل إلى مفسدة أو لم يقصد، إذا أفضت إليها غالبا، وكانت مفسدتها أرجح من مصلحتها.

"এমন বৈধ উপকরণ রুদ্ধ করা, যা দ্বারা অকল্যাণ সাধিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই অধিক প্রাধান্য পায়।"[৬]

ড. যায়দানের [জ. ১৯২৭ খ্রি.] মতে, "মূলগতভাবে নিষিদ্ধ হোক বা অনুমোদিত হোক, অকল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কর্মকাণ্ডকে যারী'আহ বলা হয়। যেসব মাধ্যম নিষিদ্ধ তা সরাসরি কর্তাকে অকল্যাণে নিমজ্জিত করে এবং যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ কাজে প্রলুব্ধ করে, সেগুলো প্রথমে নিষিদ্ধ কাজে অতঃপর অকল্যাণে নিমজ্জিত করে।"[৭]

অতএব বলা যায়, যেসব অনুমোদিত কাজ বা উপায়-উপকরণ শারী'আত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত করে, তার পথ রুদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ে'।

উল্লেখ্য, যারায়ে-এর দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, যেসব উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ধাবিত করে তা নিষিদ্ধকরণ। দ্বিতীয়ত, যেসব উপকরণ উত্তম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা অপরিহার্যকরণ। ইমাম আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি.] বলেন, "কিছু উসিলা বা মাধ্যম রয়েছে যা বন্ধ করা অপরিহার্য। আবার কিছু উসিলা রয়েছে যা উন্মুক্ত রাখা অপরিহার্য। যারী'আহ কোনো সময় শারী'আতে

৫. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, *বায়ানুদ দালীল আলা বুতলানিত তাহলীল*, বিশ্লেষণ : ফাইহান ইব্‌ন শালী আল-মুতাইরী, রিয়াদ : মাকতাবাতু লীনা লিননাশরি ওয়াত তাওযী, ২য় প্রকাশ, পৃ. ৩৫১

৬. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১০৮

৭. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৪৫

www.pathagar.com

অপছন্দনীয়, কোনো সময় পছন্দনীয়, আবার কখনও অনুমোদিত। কেননা এগুলো সরাসরি কাজ নয়; বরং কাজের মাধ্যম। নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অপরিহার্য কাজের মাধ্যম অপরিহার্য হিসেবে গণ্য।[৮]

সাদ্দুয যারায়ে-এর রুকন

সাদ্দুয যারায়ে-এর রুকন তিনটি।

১. মাধ্যম (الوسيلة)

মাধ্যমই যারী'আহর মূলভিত্তি। এ রুকন বিদ্যমান থাকলেই কেবল অন্যান্য রুকন অস্তিত্ব লাভ করে। মাধ্যম বলতে বুঝায় সেসব কাজ, আচার-আচরণ, উপায়-উপকরণ যা বিশেষ কোনো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অবস্থাভেদে মাধ্যম হারাম, অনুমোদিত, পছন্দনীয়, অপছন্দনীয়, অপরিহার্য ইত্যাদি বিধান প্রদান করে। যেমন- নারীর গোপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত যিনার দিকে ধাবিত করে। অতএব এ ধরনের দৃষ্টিপাত যিনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বিধায় তা হারাম। জুমুআর আযানের সাথে সাথে ব্যবসা পরিত্যাগ করা নামাযে উপস্থিত হওয়ার উপায়। অতএব সময়মতো ব্যবসা বন্ধ রাখা অপরিহার্য। একে মুতাযার্‌রা' বিহি (متذرع به) বলা হয়।

২. যার প্রতি ধাবিত করে (المتوسل إليه)

মাধ্যম যে কাজের দিকে নিয়ে যায়, এটি হারাম কাজ হতে পারে, আবার অনুমোদিত, পছন্দনীয় বা অপরিহার্যও হতে পারে। পূর্বের উদাহরণে নারীর বিশেষ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত যিনার প্রতি ধাবিত করে বিধায় যিনা 'মুতাওয়াস্‌সিল ইলাইহ'। এ রুকনকে 'মুতাযার্‌রা' ইলাইহি' (متذرع إليه)ও বলা হয়।

৩. পৌছানোর শক্তি (إفضاء الوسيلة إلى المتوسل إليه)

নিষিদ্ধ বা আবশ্যকীয় কাজের প্রতি পৌছনোর সামর্থ্য। অবস্থাভেদে এ সামর্থ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয় বিধায় আঙ্গুর চাষ নিষিদ্ধ করার যুক্তি খুবই দুর্বল, কিন্তু যারা আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে তাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় নিষিদ্ধ করার যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। এ রুকনের কার্যবিধি নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কেননা নিষিদ্ধ/ অপরিহার্য/ অনুমোদিত কাজের প্রতি পৌছনোর ক্ষেত্রে মাধ্যমের সামর্থ্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। উক্ত সামর্থ্য দুর্বল, মধ্যম ও অকাট্য-এ তিনটি স্তরে বিভক্ত। এ কারণে সাদ্দুয

---

৮. আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, বিশ্লেষণ : খলীল আল-মানসূর, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮ ইং, খ. ২, পৃ. ৩৩

www.pathagar.com

যারায়ে' দ্বারা শারী'আতের উদ্দেশ্য হল, অকল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধকারী উপকরণ অপসারণের মাধ্যমে অকল্যাণ দূর করা।[৯]

প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যারায়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত : বিধানের দিক থেকে

বিধানের দিক থেকে যারায়ে তিন প্রকার। আল্লামা আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি.] এ প্রকারগুলো উল্লেখ করেছেন।[১০]

১. যে উপায়-উপকরণ প্রতিহত করার ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন। যেমন, মূর্তিকে গালমন্দ করলে মূর্তিপূজারীরা আল্লাহকে গালি প্রদান করবে জানা সত্ত্বেও মূর্তিকে গালি দেয়া। একইভাবে মুসলমানদের চলাচলের রাস্তায় গর্ত খনন করা।

২. যে উপায়-উপকরণ বন্ধ না করার উপর সকলেই একমত হয়েছেন, যেমন, মদ তৈরির আশঙ্কায় আঙ্গুর চাষ বন্ধ করা।

৩. যেসব বিষয়ের পথ রুদ্ধ করা বা না করার বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। যেমন, যিনার পথ সুগম করার উপলক্ষ বিধায় কোনো নারীর দিকে তাকানো বা তার সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া না হওয়া।

দ্বিতীয়ত : ফলাফল বিবেচনায়

ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রাহ.) ফলাফলের ধরন বিবেচনায় যারায়ে'কে প্রথমত দুই প্রকার এবং দ্বিতীয় প্রকারকে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।[১১]

১. যে যারায়ে' সরাসরি অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। যেমন, নেশাজাতীয় পানীয় পান, যা মাদকতার অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।

২. যে যারায়ে' বৈধ বা পছন্দনীয় কাজের প্রতি নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে অকল্যাণ সাধন। যেমন- এমন ব্যবসায়িক চুক্তি, যা দ্বারা সুদের ইচ্ছা গ্রহণ করা হয়।

৩. অনুমোদিত কাজের এমন উপাদান, যা দ্বারা অকল্যাণকর কোনো উদ্দেশ্য নেয়া হয় না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। এর অকল্যাণ কল্যাণ থেকে অধিকতর অগ্রাধিকার পায়। যেমন- বিনা কারণে নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্তে নফল নামায আদায় করা। কবর সামনে রেখে আল্লাহর

---

৯. আল-কারাফী, *আল-ফুরূক,* খ. ২, পৃ. ৩২

১০. প্রাগুক্ত

১১. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কিঈন,* খ. ৩, পৃ. ১৪৮

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। বিধবার ইদ্দত চলা অবস্থায় অলংকারে সজ্জিত থাকা।

৪. অনুমোদিত কর্মের এমন উপায়-উপকরণ, যা দ্বারা অকল্যাণের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তবে কোনো কোনো সময় তা অকল্যাণের প্রতি ধাবিত করে, কিন্তু এর কল্যাণকর দিক অকল্যণের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য। যেমন- বাগদত্তার প্রতি দৃষ্টিদান করা, তাকে ভালোভাবে দেখা।

এ প্রকারগুলোর বিধান সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহ.) বলেন, প্রথম প্রকারের উপায় নিষিদ্ধ করার জন্যই শারী'আত প্রবর্তিত হয়েছে। চতুর্থ প্রকারের বৈধতা প্রদানই শারী'আতের উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার পর্যালোচনার দাবি রাখে যে, শারী'আত এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে, নাকি অনুমোদন দিয়েছে।

তৃতীয়ত : অকল্যাণ ও ক্ষতির দিক থেকে

ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.] যারায়ে'কে এর মূল উদ্দেশ্য ও প্রভাবের দিক বিবেচনায় চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।[১২]

১. যা নিশ্চিতভাবে অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে পৌঁছে দেয়। যেমন- অন্ধকার গৃহে দরজার সাথেই গর্ত খনন করা। যাতে ঘরে প্রবেশকারী সন্দেহাতীতভাবে গর্তে পতিত হয়। এ জাতীয় উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ।

২. কোনো কোনো সময় যা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। যেমন- এমন স্থানে গর্ত খনন করা যেখানে সাধারণত কেউ যায় না। এর দ্বারা কোনো অকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় না বিধায় তা অনুমোদিত।

৩. যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। যেমন- মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রয়। এ প্রকারে ক্ষতির দিক বেশি হওয়ায় তাও নিষিদ্ধ।

৪. যা অধিকাংশ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নয়; বরং অনেকাংশে অকল্যাণ ও ক্ষতি ডেকে আনে। যেমন– বাকিতে বেচাকেনা, যা অনেক ক্ষেত্রে সুদের দিকে ধাবিত করে। ইমাম আশ-শাতিবী (রাহ.) এ প্রকারকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

সাদ্দুয যারায়ে সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি

ক. হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাবের কোনো ইমাম থেকে 'সাদ্দুয যারায়ে'' নীতি গ্রহণের পক্ষে কোনো উক্তি বর্ণিত হয়নি বা তাঁদের মাযহাবের কোনো গ্রন্থে এর আলোচনাও

---

১২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ২, পৃ. ৩৫৮

www.pathagar.com

স্থান পায়নি, কিন্তু এ মাযহাবের বিভিন্ন ফিকহী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয়, তাঁরা ফিক্‌হের বিভিন্ন গৌণ মাসআলায় এ নীতি প্রয়োগ করেছেন। তবে ইমাম আশ-শাতিবী দাবি করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) সাদ্দুয যারায়ে' নীতি সমর্থন করতেন। তিনি বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সাদ্দুয যারায়ে বিষয়ক ইমাম মালিকের [৯৩-১৭৯ হি.] নীতি সমর্থন করেন, যদিও এর বিস্তারিত বিশ্লেষণে কিছু বিষয়ে তিনি তাঁর বিরোধিতা করেছেন।"[১৩]

এছাড়া হানাফী মাযহাবের বিশেষ নীতি হীলা (الحيل) নিষিদ্ধকরণ ও সাদ্দুয যারায়ে'-এর সাথে এক প্রকার যোগসূত্র রয়েছে। কেননা উভয় নীতির উদ্দেশ্য ক্ষতিকর উপায় অবলম্বন প্রতিহত করা।

খ. মালিকী মাযহাব

মালিকী মাযহাবে এ নীতিকে আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁদের ইমামগণের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। ইমাম আল-কারাফী বলেন, "ইমাম মালিক (রাহ.) এ নীতি গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।"[১৪] আশ-শাতিবী বলেন, "তাঁর (ইমাম মালিক) নিকট সাদ্দুয যারায়ে এমন এক অনুসৃত মূলনীতি, যা তিনি প্রথা ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহার করেছেন।"[১৫]

অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় তাঁরা এ নীতি অধিক পরিমাণে গ্রহণ এবং ফিক্‌হের বিভিন্ন অধ্যায়ে এর প্রয়োগ করেছেন।

গ. শাফি'ঈ মাযহাব

সামগ্রিকভাবে দু'টি কারণে শাফি'ঈ মাযহাবে সাদ্দুয যারায়ে'কে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। প্রথমত, তাঁরা বিধানের বাহ্যিকতা গ্রহণ করেন। গোপন নিয়্যাত, এর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল প্রভৃতি বিবেচনা না করে শুধু পরকালীন প্রতিদানকে গুরুত্ব প্রদান করেন।[১৬] দ্বিতীয়ত, সাদ্দুয যারায়ে' ইজতিহাদের একটি অংশ। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) রায়ভিত্তিক ইজতিহাদকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ না করার অভিমত পোষণ করেন। অবশ্য শাফি'ঈ মাযহাবের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সাদ্দুয যারায়ে' নীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

---

১৩. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৪, পৃ. ৬৮
১৪. আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ২, পৃ. ৩১৫
১৫. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৪, পৃ. ১০৭
১৬. আবূ যাহরা, *আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল*, পৃ. ৩৭৬

www.pathagar.com

ঘ. হাম্বলী মাযহাব

মালিকী মাযহাবের মত হাম্বলী মাযহাব অনুসারীরাও সাদ্দুয যারায়ে'কে সাধারণভাবে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ফিক্‌হের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত বেচা-কেনা অধ্যায়ে একে প্রয়োগ করেন। এ নীতি সম্পর্কে তাঁদের ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি বিদ্যমান। ইব্‌ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০ হি.] বলেন, "যারায়ে' বিবেচনাযোগ্য।"[১৭] আয্‌-যারকাশী [৭৪৫-৭৯৪ হি.] বলেন, "নীতিমালা হিসেবে আমাদের কাছে সাদ্দুয যারায়ে' বিবেচিত বিষয়।"[১৮] আল-মিরদাভী [৮১৭-৮৮৫ হি.] বলেন, "আহমাদ ও মালিক নিষিদ্ধ কাজে প্রলুব্ধকারী উপলক্ষ্য প্রতিহত করেছেন।"[১৯] ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] বলেন, সাদ্দুয যারায়ে দীনের এক চতুর্থাংশ।"[২০]

ঙ. যাহিরী মাযহাব

যাহিরী মাযহাব সাধরণভাবেই সাদ্দুয যারায়ে পরিত্যাগ এবং একে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। ইব্‌ন হাযম যাহিরী [৩৮৪-৪৫৬ হি.] তাঁর "আল-ইহকাম ফী উসূলি আল-আহকাম" গ্রন্থে 'ফিল ইহতিয়াতি ওয়া কাতউয যারায়ে' ওয়াল মুশতাবাহ' শীর্ষক অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এখানে তিনি সাদ্দুয যারায়ে' এর কঠোর সমালোচনা করে একে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।[২১]

চ. শী'আ মাযহাব

শী'আ মাযহাবে সাদ্দুয যারায়ে' গ্রহণ ও ত্যাগ করার উভয় মতই বর্ণিত হয়েছে। তাকী হাকীম [১৩৩৯-১৪২৩ হি.] উক্ত মতগুলো একত্রিত করে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন, শী'আ মাযহাবে সাদ্দুয যারায়ে নীতি বিবেচনা করা হয়।[২২]

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শী'আগণ যেভাবে নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপায়-উপকরণের পথ রুদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন, একইভাবে তারা কল্যাণকর কর্মে অনুপ্রেরণাদানকারী উপায় উপকরণের পথ উন্মুক্ত রাখাও আবশ্যক মনে করেন।

---

১৭. ইব্‌ন কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ২৭৭

১৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয যারকাশী, *শারহে মুখতাসার আল-খারকী*, বিশ্লেষণ : আবদুল মুনইম খলীল ইবরাহীম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি, খ. ২, পৃ. ৪১

১৯. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সুলাইমান আল-মিরদাভী, *আত-তাহবীর শারহে আত-তাহরীর*, বিশ্লেষণ : আবদুর রহমান আল-জিবরীন, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২১ হি, খ. ৮, পৃ. ৮৩১

২০. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১৭১

২১. ইব্‌ন হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ২-১৬

২২. তাকী হাকীম, *আল-উসূলুল আম্মাহ লিল-ফিকহিল মুকারিন*, পৃ. ৪১৪

www.pathagar.com

মতপার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সাদ্দুয যারায়ে প্রসঙ্গে আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। মালিকী ও হাম্বালী ফকীহগণ এটা গ্রহণ করার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাব অনুসারীগণ গ্রহণ বা ত্যাগ করার কোনো ঘোষণা না দিলেও তাঁদের গ্রন্থাদিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়। যাহিরীগণ স্পষ্টভাবে এটা গ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যকার এ মতপার্থক্যের কারণ নির্ণয়ের জন্য যারায়ে-এর প্রকারভেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ইমাম আল-কারাফী যারায়েকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে, যেসব উপায়-উপকরণ ও উপলক্ষ্য হারামের প্রতি ধাবিত করে, তা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হারাম এবং তার পথ রুদ্ধ করা আবশ্যক। যেসব উপায়-উপকরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারামের প্রতি ধাবিত করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবতার জন্য কলাণ বয়ে আনে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে এগুলোর পথ রুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এ দু'প্রকার নিয়ে আলিমগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্যও নেই, কিন্তু যেসব উপায়-উপকরণ বা উপলক্ষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের প্রতি ধাবিত করে, তার বিধান নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। এ কাজ হারামের প্রতি ধাবিত করে, এ যুক্তিতে একে হারামের পর্যায়ভুক্ত করে এর পথ রুদ্ধ করা হবে, না-কি একে এর মূল অবস্থা তথা বৈধতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে? এ প্রশ্ন সামনে রেখেই মূলত মাযহাবগুলোর সাদ্দুয যারায়ে সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কিত মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রামাণিকতা

যারা সাদ্দুয যারায়ে'কে ইসলামী আইনের স্বতন্ত্র উৎস বিবেচনা করেন তারা এর পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণ পেশ করেন। শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রাহ.) এর পক্ষে ত্রিশটি ও ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রাহ.) নিরানব্বইটি প্রমাণ পেশ করেছেন। সেসব প্রমাণের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

"হে মুমিনগণ, তোমরা 'রাইনা' বলো না বরং 'উনজুরনা' বলো এবং শোনো, আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১০৪)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ راعنا শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যদিও সাহাবীগণ সৎ উদ্দেশে এ শব্দটি ব্যবহার করতেন, কিন্তু ইহুদীরা একে ভিন্ন

www.pathagar.com

অর্থে প্রয়োগ করত এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিত। এ কারণে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে গালি দেয়ার উপলক্ষ্য হবার কারণে ঐ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা আল-কুরতুবী [মৃ. ৬৭১ হি.] বলেন, এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে :

১. কেউ হেয় প্রতিপন্ন বা অপমানিত হয় এমন শব্দ ব্যবহার থেকে দূরে থাকা।

২. সাদ্দুয যারায়ে' নীতি গ্রহণ।[২৩]

খ. আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۔

"আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।" (সূরা আল-আন'আম : ১০৮)

এ আয়াতে মুশরিকদের প্রতিমাকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও গালি প্রদানের যৌক্তিকতা বিদ্যমান। এ নিষিদ্ধতার অন্তর্নিহিত কারণ, উক্ত গালির প্রতিউত্তরে মুশরিকরা আল্লাহকে গালি দিতে পারে। অতএব, এ আয়াতে প্রতিমাকে গালি প্রদান আল্লাহকে গালির উপলক্ষ্য নির্ধারণ করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ. আল্লাহর বাণী :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۔

"তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।" (সূরা আন-নূর : ৩১)

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিন নারীদের পায়ে অলংকার পরে জোরে পদাচারণা করতে নিষেধ করেছেন। মূলগতভাবে এটি বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদানের কারণ, পায়ের মলের আওয়াজে তাদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া।[২৪]

ঘ. আল্লাহর বাণী :

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۔ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۔

---

২৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, বিশ্লেষণ : হিশাম সামীর আল-বুখারী, রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ৫৭

২৪. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৫, পৃ. ৫

www.pathagar.com

"তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" (সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ মূসা ও হারুন (আলাইহিমাস্ সালাম)কে ফিরআউনের সাথে বিনম্র ভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও সে তাদের বড় দুশমন এবং অতিমাত্রায় কুফরীর পথ অবলম্বনকারী। তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলার যৌক্তিকতা বিদ্যমান। তথাপি আল্লাহ কোমল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কঠোরতা তার ধৈর্য ভঙ্গের কারণ না হয়।

ঙ. মহান আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের ও তাদের উপর কোনো দোষ নেই।"

(সূরা আন-নূর : ৫৮)

এ আয়াতে মুমিনদের অধিকারভুক্ত চাকর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের তিন সময়ে বিনা অনুমতিতে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের সঙ্গে পর্দার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যেন হঠাৎ করে তারা ঘরে ঢুকে অগোছালো পোশাকে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে না পারে।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.

"কোনো ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোনো ব্যক্তি কি তার মাতা-পিতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে

www.pathagar.com

গালি দেয়, ফলে ঐ ব্যক্তি (প্রতিউত্তরে) তার পিতাকে গালি দেয়। কোনো ব্যক্তি অন্যের মাতাকে গালি দেয়, ফলে ঐ ব্যক্তি (এর উত্তরে) তার মাতাকে গালি দেয়।"[২৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়া নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুফু ও ভাতিজী অথবা খালা ও ভাগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা নিষেধ করেছেন।[২৬] অতঃপর এর কারণ হিসেবে বলেন :

إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.

"যদি তোমরা এ কাজ কর তবে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে।"[২৭]

এ হাদীসে ফুফু ও ভাতিজী এবং খালা ও ভাগিনীকে একত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও একক তাদের সাথে বিবাহ বৈধ।

গ. মুনাফিকদের হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। কারণ, লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে।[২৮] ফলে তাঁর থেকে লোকজন দূরে সরে যাবে। তাঁর থেকে লোকজন দূরে সরে যাওয়ার চেয়ে মুনাফিকদের হত্যা না করাই শ্রেয়।

ঘ. সুন্নাহ অনুযায়ী দাস-দাসীদের বান্দা-বান্দী সম্বোধন করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي.

---

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানিল কাবাইর ওয়া আকবারুহা, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ২৭৩

২৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সাহীহ*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা তানকিহুল মারাতা আলা আম্মাতিহা, খ. ৫, পৃ. ১৫৬৫

২৭. সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আইউব আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, বিশ্লেষণ : হামদী বিন আবদুল মাজীদ, মুসিল : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩ ইং, বাবুল আইন, আহাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, খ. ১১, পৃ. ৩৩৭, হাদীস নং ১১৯৫৮

২৮. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সাহীহ*, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা ইয়ানহা মিন দাওয়া আল-জাহিলিয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ১২৯৬, হাদীস নং ৩৩৩০

www.pathagar.com

"তোমাদের কেউ যেন 'আমার বান্দা, আমার বান্দী' না বলে। কেননা তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই তাঁর বান্দী। অতএব তোমরা বলো, আমার গোলাম বা আমার পরিচারিকা, আমার চাকর, আমার চাকরানী।"[২৯]

ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরকের দ্বার রুদ্ধ করার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছেন।[৩০]

ঙ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

"হালাল কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে বর্ণিত, হারাম কর্মকাণ্ডও স্পষ্টভাবে বর্ণিত। এ দুয়ের মধ্যে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি উক্ত সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দীন ও সম্মান রক্ষা করল। আর যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পতিত হলো, তার উদাহরণ ঐ রাখালের মতো, যে শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের কিনারায় পশু চরায় এবং তাতে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। সাবধান, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষাব্যূহ রয়েছে, আর আল্লাহর ভূখণ্ডে তাঁর প্রতিরক্ষাব্যূহ হলো নিষিদ্ধ কর্মসমূহ। সাবধান, মানুষের দেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যখন তা শুদ্ধ থাকে, তখন সম্পূর্ণ দেহ শুদ্ধ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ দেহই অকেজো হয়ে যায়। আর সে অংশটি হলো কলব বা হৃদপিণ্ড।"[৩১]

আল-কুরতুবী বলেন, আলোচ্য হাদীসে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহপূর্ণ বিষয় গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটিই মূলত সাদ্দুয যারায়ে'।[৩২]

তৃতীয়ত : সাহাবীগণের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণ

সাহাবীগণের মধ্যে হারামের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিভিন্ন উপলক্ষ্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

---

২৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল আলফায মিনাল আদব, বাবু হুকমু ইতলাকু লফজাতুল আবদি ওয়াল আমাতি ওয়াল মাওলা ওয়াস সাইয়্যিদ, খ. ৭, পৃ. ৪৬, হাদীস নং ৬০১১

৩০. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১২০

৩১. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আল-সাহীহ*, কিতাবুল ঈমান, বাবু ফাদলু মান ইসতাবরা লিদ্বীনীহি, খ. ১, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫২

৩২. আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ৫৯

www.pathagar.com

ক. একদল মানুষ মিলে একজন মানুষকে হত্যা করলে কিসাসস্বরূপ উক্ত হত্যাকারী দলকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাতে অন্যায় হত্যার পথ রুদ্ধ হয়।[৩৩]

খ. উসমান রাদিআল্লাহু আনহু মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই পঠনরীতিতে লিপিবদ্ধ কুরআনের কপি প্রেরণের উপর সাহাবীগণের মতৈক্য হয়েছে।[৩৪]

গ. যে গাছের নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয় উমর রাদিআল্লাহু আনহু সে গাছ কেটে ফেলেন। যখন তিনি অবগত হন, লোকজন অতি মাত্রায় উক্ত গাছের নিকট যাতায়াত শুরু করেছে, তখন তিনি বিদআত ও শিরক সৃষ্টির আশঙ্কায় তা কেটে ফেলেন।

ঘ. উসমান রাদিআল্লাহু আনহু সফর অবস্থায় কসর নামায আদায় পরিত্যাগ করেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে কসর নামায আদায় করেননি? তিনি বললেন, অবশ্যই, কিন্তু আমি এখানে বেদুঈন ও গ্রাম্য লোকজনের সামনে দুই রাকআত নামায আদায় করলে তারা মনে করবে, নামায এভাবেই অর্থাৎ দুই রাকআত ফরয করা হয়েছে। সফর অবস্থায় নামায কসর করা ওয়াজিব (কেউ কেউ বলেন সুন্নাত)। উসমান রাদিআল্লাহু আনহু দীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় এ কাজ পরিত্যাগ করেন।[৩৫]

ঙ. মীরাছ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলেও তাকে মীরাছ প্রদানের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মীরাছ পায় না।[৩৬]

এভাবে সাদ্দুয যারায়ে-নীতি গ্রহণের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যা থেকে এর ইসলামী আইনের উৎস হওয়া সাব্যস্ত হয়।

সাদ্দুয যারায়ে' নীতি প্রয়োগের শর্ত

সাদ্দুয যারায়ে' শারী'আতের দলীল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, যে কোনো ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যাবে। কেননা এ নীতি অতিমাত্রায় প্রয়োগ করলে মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর ও দুঃসহ হয়ে উঠবে। আবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করলে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের প্রতি ধাবিত হবে। এ কারণে আলিমগণ এ নীতি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

১. যদি অনুমোদিত উপায়-উপকরণ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, এ অকল্যাণের দিকে ধাবিত করাটা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। এমনকি যদি

৩৩. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১১৪
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. আশ-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ১, পৃ. ৫০৪
৩৬. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ৩, পৃ. ১১৪

www.pathagar.com

সৎ নিয়্যাতেও উক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা হয় এবং তা অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।[৩৭]

২. সাদ্দুয যারায়ে' যদি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে তবে সেক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি থাকলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে।[৩৮]

৩. উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে মাঝে মধ্যে, কোনো কোনো সময় অকল্যাণ সাধন করলে তা নিষিদ্ধ হবে না।

৪. যদি উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে বা প্রবল ধারণায় অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পরিমাণ বিবেচনায় নিষিদ্ধ করা হবে।

৫. সাদ্দুয যারায়ে কোনোক্রমেই শার'ঈ নাস্ বিরোধী হবে না।

প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত

সাদ্দুয যারায়ে সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রমাণিত হয়, সব মাযহাবেই এ নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

ক. হানাফী মাযহাব : যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এমন নারী যদি যুবতী হয়, যাকে স্পর্শ করলে শরীরে কামভাবের উদ্রেক হয়, তবে ফিতনা প্রতিহত করার জন্য তাকে স্পর্শ করা বা তার সাথে করমর্দন করা নিষিদ্ধ, কিন্তু বৃদ্ধা বা ছোট্ট বালিকা, যাদের স্পর্শে যৌনলিপ্সা জাগ্রত হয় না, তাদের স্পর্শ করা বা তাদের সাথে মুসাফাহা করা বৈধ।[৩৯]

খ. মালিকী মাযহাব : ব্যবহার না করলেও নারী-পুরুষ সকলের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পানপাত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। কেননা পানপাত্র গ্রহণ ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আর এ জাতীয় উপলক্ষ বন্ধ করা আবশ্যক। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ বা তা সাজিয়ে রাখার জন্য হলেও বৈধ নয়।[৪০]

গ. শাফি'ঈ মাযহাব : হস্তমৈথুন বা স্বমেহন নিষিদ্ধ। কেননা তা বিবাহ পরিত্যাগ ও বংশধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ।[৪১]

ঘ. হাম্বালী মাযহাব : সুদের উপলক্ষ্য হওয়ায় 'বাই ইনা' নিষেধ। বাই ইনা বলা হয়, বাকিতে কোনো পণ্য বিক্রয় করে বিক্রেতা কর্তৃক উক্ত পণ্য নগদে কম দামে ক্রয় করা।[৪২]

---

৩৭. আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল***, খ. ২, পৃ. ৩৭৪

৩৮. আল-কারাফী, ***আল-ফুরূক***, খ. ২, পৃ. ৬০

৩৯. আস্-সারাখসী, ***আল-মাবসূত***, খ. ১০, পৃ. ২৬৫

৪০. শামসুদ্দীন আদ-দাসূকী, ***হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশ শারহিল কাবীর***, মিসর : মাতবাআতু ঈসা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া শুরাকাউহু, তারিখ বিহীন, খ. ১, পৃ. ১৯২

৪১. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, ***আল-হাভীউল কাবীর***, বৈরূত : দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন, খ. ৯, পৃ. ৮১৭

৪২. ইব্‌ন কুদামাহ, ***আল-মুগনী***, খ. ৪, পৃ. ২৭৭

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

ইসতিসহাব

(Presumption of continuity)

পরিচয়

বর্ণনা বা বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের বিধান নির্ধারিত হওয়ার পর উক্ত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটলেও তার বিধানে পরিবর্তন না এনে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্বের বিধান বর্তমান রাখাই ইসতিসহাব। শাফিঈ' ফিকহে ইসতিসহাবের প্রয়োগ অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী আইনের এ উৎস নিয়ে হানাফী মাযহাবের আলিমগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেন।

শাব্দিক অর্থ

ইসতিসহাব (استصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) থেকে নির্গত। এ শব্দটি استفعال-এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আরবী শব্দতত্ত্বশাস্ত্র অনুযায়ী এ ওযনের বিশেষত্ব হলো কোনো কিছু অন্বেষণ করা।[১] সাহবুন শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. নিকটবর্তিতা, সংযোগ। এ কারণে নিকটতম ব্যক্তিকে সাহিব (صاحب) বা সাথী বলা হয়। আল্লাহ্ বলেন :

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ.

"যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন।" (সূরা আত-তাওবাহ : ৪০)

২. নিরবচ্ছিন্ন বা সার্বক্ষণিক সঙ্গ। এ অর্থেই স্ত্রীকে সাহিবাহ (صاحبة) বলা হয়। কারণ স্ত্রী স্বামীকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ প্রদান করে। আল্লাহর বাণী :

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ.

"তার সঙ্গিনী (স্ত্রী) ও ভাই।" (সূরা আল-মাআরিজ : ১২)

৩. রক্ষা করা। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ.

"আমার বিপক্ষে তাদের কোনো রক্ষাকারীও থাকবে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৪৩)

অতএব 'ইসতিসহাব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু বা অবস্থা স্থায়ী করতে চাওয়া, সঙ্গী মনোনীত করা, সঙ্গে রাখা, সঙ্গে থাকা, সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি।[২]

---

১. ইব্ন 'উসফুর 'আল-ইশবিলী, *আল-মুমাত্তা ফীত তাসরীফ*, বিশ্লেষণ : ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ্, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদ, ৩য় প্রকাশ ১৯৭৮ ইং, খ. ১, পৃ. ১৯৫

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮৫

www.pathagar.com

এ থেকেই মূলত استصحاب الحال বা 'বর্তমান আঁকড়ে রাখা' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।[৩]

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ইব্‌ন হায্‌ম [৩৮৪-৪৫৬ হি.] বলেন :

الاستصحاب هو بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص، حتى يقوم الدليل منها على التغيير.

"নাস্‌সের ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নাস্‌ভিত্তিক কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায়।"[৪]

ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] বলেন :

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

"পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অননুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।"[৫]

ব্যাখ্যা

ইসলামী আইন-গবেষক যখন কোনো বিষয়ের সাধারণ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরও তার বিধান পরিবর্তন হওয়ার মতো নতুন কোনো দলীল না পান, তখন তিনি ইসতিসহাবের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ পূর্বের বিধানের কার্যকারিতা বহাল রাখা। বলাই বাহুল্য, এ কার্যকারিতা ইতোপূর্বে শার'ঈ বা বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার মত নতুন কোনো দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা পরিবর্তিত হবে না। পূর্বের প্রতিষ্ঠিত বিধান কোনো কিছু সাব্যস্তকারীও হতে পারে, আবার অপসারণকারীও হতে পারে। যদি পূর্বের বিধান কারও কোনো অধিকার সাব্যস্ত করে থাকে, তবে উক্ত অধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা সাব্যস্ত থাকবে। যেমন- যদি কেউ ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদি সূত্রে কোনো সম্পদের মালিক হয়, তবে এ মালিকানা অন্যের প্রতি স্থানান্তরের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা তারই সম্পদ বিবেচ্য হবে। আবার এ বিধান নেতিবাচকও হতে পারে। যদি কোনো বিষয় কারও অধিকারভুক্ত না হওয়াটা স্বাভাবিক ও

---

৩. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-মুকরী আল-ফাইয়্যুমী, ***আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর লির-রাফি'ঈ***, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন, খ. ১, পৃ. ৩৩৩

৪. ইব্‌ন হাযম, ***আল-ইহকাম***, খ. ৫, পৃ. ৩

৫. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ***আ'লামুল মুআক্কি'ঈন***, খ. ১, পৃ. ৩৩৯

www.pathagar.com

স্বীকৃত হয়, তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেটি তার অধিকারমুক্ত হিসেবেই গণ্য হবে। যেমন- যদি কেউ দাবি করে, আমি অমুক মেয়েকে বিবাহ করেছি, কিন্তু মেয়েটি তা অস্বীকার করে। তাহলে প্রমাণ উপস্থাপন করে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত পুরুষের দাবি প্রত্যাখাত হবে। কেননা সাধারণভাবে মেয়েটি অবিবাহিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা

চার ইমাম এবং তাঁদের অনুসারী সকলেই ইসতিসহাবকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দাবি করে ইমাম আবূ যাহরাহ [মৃ. ১৩৯৩ হি.] বলেন, "এটি এমন এক ফিকহী মূলনীতি, যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীরা একমত হয়েছেন, কিন্তু দলীল হিসেবে এটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছেন হানাফীগণ, সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন হাম্বলী, অতঃপর শাফি'ঈগণ। আর এ দু'দলের মাঝামাঝি রয়েছেন মালিকীগণ।"[৬]

ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রাহ.) উল্লেখ করেন, যে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পিছনে বুদ্ধিভিত্তিক বা শার'ঈ দলীল বিদ্যমান রয়েছে, সে বিধান ইসতিসহাবের নীতি অনুযায়ী পালন করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। একইভাবে যে গুণাগুণের প্রেক্ষিতে শার'ঈ বিধান জারি করা হয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুরূপ গুণাগুণ পাওয়া গেলে এবং পূর্বের বিধান পরিবর্তনকারী বিপরীত কোনো বিধান সাব্যস্ত না হলে ইসতিসহাব অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ব্যাপারেও কোনো মতভেদ নেই।[৭]

আল-মাহাল্লী [৭৯১-৮৬৪ হি.]-এর মতানুযায়ী, যে দাবি সাধারণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত[৮] এবং শারী'আতও বিষয়টি সাব্যস্ত করেনি, এমন ক্ষেত্রে ইসতিসহাব গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই; বরং মতভেদ ঐসব ইসতিসহাবের ক্ষেত্রে যা বিশেষ কোনো কারণের প্রেক্ষিতে শারী'আত প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন, ক্রয়ের কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[৯]

মতবিরোধপূর্ণ স্থানে ইসতিসহাবের ভিত্তিতে ইজ্‌মার বিধান গ্রহণ করা সম্পর্কে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মাযিনী [১৭৫-২৬৪ হি.], সীরাফী

---

৬. আবু যাহরাহ, *আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল*, পৃ. ২৮৯

৭. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৪৩

৮. যেমন, মানুষ অবিবাহিত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে বিধায় সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সে অবিবাহিত। অতএব কেউ নিজেকে বিবাহিত দাবি করলে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা আদালত তাকে অবিবাহিতই গণ্য করবে। কেননা সাধারণ নিয়ম তার বিবাহিত হওয়া প্রত্যাখ্যান করে।

৯. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭

www.pathagar.com

[মৃ. ৩৩০হি.], ইব্‌ন শাকলা [মৃ. ৩৯৬ হি.], ইব্‌ন হামীদ [মৃ. ৫৬৩ হি.] প্রমুখ ইমাম এক্ষেত্রে ইসতিসহাবকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] ও ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.)-এর প্রকাশ্য মতও এটি। তবে ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.], আবূ তাইয়্যিব আত্-তাবারী [৩৪৮-৪৫০ হি.], কাযী আবূ ইয়ালা [৩৮০-৪৫৮ হি.], ইব্‌ন আকীল [মৃ. ৫১৩ হি.] প্রমুখের মতে এটি প্রমাণ নয়।[১০]

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে উসূলশাস্ত্রে পারদর্শীগণ তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[১১]

১. ইমাম মালিক, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] ও ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর অধিকাংশ অনুসারীর মতে, সামগ্রিকভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা স্বীকৃত। এ জন্য কারও থেকে কোনো কিছু দূরীকরণ ও তার জন্য নতুন কিছু সাব্যস্তকরণ উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ শুদ্ধ। যেমন- নিখোঁজ ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে যেহেতু বেঁচে ছিলেন, সেহেতু বেঁচে থাকাটাই তার মৌলিক অবস্থা। অতএব তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন না করে বরং সংরক্ষণ করা হবে। একইভাবে উক্ত ব্যক্তির নিকটতম কেউ মারা গেলে এবং সে যদি মৃতের মীরাছে অংশীদার হয়, তবে তার অংশ সংরক্ষণ করতে হবে। যাহিরী ও শী'আ আইন বিশেষজ্ঞগণও এ মত গ্রহণ করেছেন।

২. সাধারণভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নেই। এ মত কিছু হানাফী যেমন, আবূ যায়িদ আদ্ দাব্বুসী [মৃ. ৪৩০ হি.], কিছু শাফি'ঈ, আবুল হুসাইন আল-বাসরী [মৃ. ৪৩৬ হি.] ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিমের। অতএব তাঁদের মত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বিবেচনা করে তার সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং সে কারও মীরাছে অংশ পাবে না।

৩. ইসতিসহাব কোনো দাবি দূরীভূত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ; কিন্তু নতুন কিছু সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে প্রমাণ নয়। হানাফী মাযহাবের মুতাআখখির (উত্তরকালীন) আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। অতএব তাঁদের মতে,

---

১০. ড. মুস্তাফা দাবীব আল-বুগা, *আসারুল আদিল্লাতিল মুখতালাফ ফীহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, দামিশক : দারুল কালাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ১৯০

১১. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭; ড. মুস্তাফা বুগা, *আসারুল আদিল্লাতিল মুখতালাফ ফীহা*, পৃ. ১৮৯; ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৪১; আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, *মাসাদিরুত তাশরীইল ইসলামী ফীমা লা নাস্সা ফীহি*, কুয়েত : দারুল কালম, ৭ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ১৫২

www.pathagar.com

ইসতিসহাব পূর্বের সাব্যস্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তনের দাবি দূরীভূত করার জন্য প্রমাণ, কিন্তু সাব্যস্ত নয় এমন কোনো নতুন বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। যেমন, নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদে তার মালিকানা পূর্ব থেকে সাব্যস্ত। তাই তাকে মৃত ঘোষণা করে তার সম্পদ বণ্টনের দাবি পরিত্যাজ্য হবে। আবার নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত কারণে তার মালিকানায় ওয়ারিশী সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসতিসহাব প্রমাণ হবে না বিধায় সে উক্ত সম্পদ পাবে না।

মতামত তিনটির বিস্তারিত বর্ণনা

নিম্নে দলীল-প্রমাণসহ উক্ত তিনটি মতামতের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

প্রথম মত ও তার দলীল

হানাফী মাযহাবের একদল, বিশেষত সমরকন্দীগণ, কতিপয় মালিকী, শাফি'ঈ মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদ, হাম্বলীগণ, যাহিরী, শী'আ ইমামিয়্যাহগণের মত অনুযায়ী সাধারণভাবেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ও সে অনুযায়ী আমলের বৈধতা স্বীকৃত। এর পক্ষে তাঁরা বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন।

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ـ

"আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদের বিভ্রান্ত করবেন, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার।" (সূরা আত-তাওবাহ : ১১৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর চাচা আবূ তালিব ও অন্যান্য সাহাবী তাঁদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করলেন তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ

"আত্মীয়-স্বজন হলেও নবী ও মুমিনগণের জন্য সঙ্গত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, একথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১১৩)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তখন এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হারাম হওয়ার পূর্বে কৃত দু'আ মৌলিকভাবে

www.pathagar.com

দোষমুক্ত ছিল। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। অতএব বিধান পরিবর্তনকারী দলীল না পাওয়া পর্যন্ত ইসতিসহাবের ভিত্তিতে মৌলিক বিধান পালন করা শুদ্ধ।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত হয়েছে :

فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ.

"অতঃপর যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। আর তার বিষয় আল্লাহর উপর।"

(সূরা আল-বাকারাহ : ২৭৫)

এ আয়াতও একই প্রমাণ বহন করে।

দ্বিতীয়ত : হাদীস থেকে প্রমাণ

আবূ সাঈদ খুদরী [মৃ. ৭৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان.

"যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দিহান হয়ে যায়, সে কত রাকআত পড়েছে ৩ নাকি ৪, সে যেন তার সন্দেহ ছুঁড়ে ফেলে এবং দৃঢ় বিশ্বাস তথা ইয়াকীন অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সেজদা আদায় করে। সে যদি ৫ রাকআত আদায় করে থাকে, তবে তা তার জন্য সুপারিশ করবে। আর যদি পূর্ণ ৪ রাকআত আদায় করে তবে সেজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য লজ্জাজনক।[১২]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি কেউ নামায ৩ রাকআত পড়েছে, নাকি ৪ রাকআত পড়েছে এ সন্দেহে পতিত হয়, তখন তার উচিৎ হবে নিশ্চিত বিশ্বাস বা ইয়াকীন প্রয়োগ করা। আর তা হল সর্বনিম্ন সংখ্যা। এ ক্ষেত্রে ৩ রাকআত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, বরং সন্দেহ ৪র্থ রাকআত নিয়ে। অতএব তার ৩ রাকআত পরিপূর্ণ হয়েছে এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে ৪র্থ রাকআত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে সেজদা সাহু আদায় করবে। সুতরাং হাদীসটি ইয়াকীন অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থাৎ নামাযে জাগা সন্দেহ মৌলিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, আর এটাই ইসতিসহাব।

---

১২. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ,* কিতাবুস সালাত, বাবুস সাহু ফিস সালাত ওয়াস সুজূদু লাহু, খ. ২, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ১৩০০

www.pathagar.com

একইভাবে নামাযরত অবস্থায় পায়ু পথে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহ উদ্রেক হলে করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

"কেউ যেন শব্দ কোনো বা গন্ধ পাওয়া ছাড়া নামায পরিত্যাগ না করে।"[১৩]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, উক্ত নামাযী ব্যক্তির মূল অবস্থা হলো সে পবিত্র। তার মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নতুন করে ওযু করার নির্দেশ দেননি। আর এটিই মূলত ইসতিসহাবের দাবি।

তৃতীয়ত : সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কর্মকাণ্ড

১. 'উমার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "যখন কোনো রোযাদার ব্যক্তি সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়, সে যেন নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আহার করে।"[১৪] এক্ষেত্রে উমর রাদিআল্লাহু আনহু অবস্থার মৌলিকত্ব তথা রাত বাকি থাকা ইসতিসহাবের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন।

২. আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "কোনো মহিলার স্বামী নিখোঁজ হলে সে ফিরে আসা বা মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত বিবাহ না করে অপেক্ষা করবে।"[১৫] এ প্রসঙ্গ আলী রাদিআল্লাহু আনহু নিখোঁজ ব্যক্তির মৌলিকত্ব তথা বেঁচে থাকাকে গ্রহণ করেছেন। ফলে জীবিত ব্যক্তির স্ত্রী তালাক না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না বিধায় এ ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

৩. আলী রাদিআল্লাহু আনহু আরও বলেন, "বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে যেয়ে যদি তুমি (চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড় এবং) বুঝতে না পার, তাওয়াফ শেষ হয়েছে কিনা, তবে সন্দেহপূর্ণ চক্করগুলোও পূর্ণ করো। কেননা মহান আল্লাহ অতিরিক্ত চক্করগুলোর জন্য শাস্তি দিবেন না।"[১৬] এ ক্ষেত্রেও 'আলী রাদিআল্লাহু আনহু মৌলিকত্ব অর্থাৎ যে সংখ্যার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তথা কম সংখ্যা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

১৩. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস-সাহীহ,* কিতাবুল ওযূ, বাবু লা ইতাওয়াদ্দা মিনাশ শাক্কি হাত্তা ইয়াসতাইকিনা, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ১৩৭

১৪. আবূ বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার,* বিশ্লেষণ : কামাল ইউসূফ আল-হুত, রিয়াদ : মাকতাবাতু আর-রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি, খ. ২, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ৯০৬৬ (إذا شك الرجلان في الفجر فلياكلا حتى يستيقنا)

১৫. ইব্‌ন আবি শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ,* খ. ৩, পৃ. ৫২১, হাদীস নং ১৬৭০৯ (إذا فقدت زوجها لم يتزوج حتى أن يموت)

১৬. ইব্‌ন আবি শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ,* খ. ৩, পৃ. ১৯২, হাদীস নং ১৩৩৫৭ (إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتم، فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة)

www.pathagar.com

চতুর্থত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

১. কোনো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা পূর্ব অবস্থায় যথাযথ রয়েছে এ ধারণা প্রবল। কেননা কোনো কিছু স্থায়ী থাকা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া এবং বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা; আর অস্তিত্বহীন হলে সে অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে কোনো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ধারণা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া, বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে পরিবর্তিত হয়ে অস্তিত্বহীন হওয়া, আর অস্তিত্বহীন হলে পরিবর্তন হয়ে অস্তিত্বশীল হওয়া এবং উক্ত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সাথে সময়ের তুলনা করা। অতএব যা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার চেয়ে যা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটিই অগ্রগণ্য।

২. প্রথম অবস্থার বিধান স্থায়ী থাকা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ইজ্‌মা অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর 'আমল করা ওয়াজিব।

৩. অধিকাংশ মুজতাহিদ, বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় মত ও তার দলীল

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মুতাকাদ্দিম (পূর্বসূরী ফকীহ), কতিপয় শাফি'ঈ, মুতাকাল্লিম (ধর্মতত্ত্ববিদ) ও মুতাযিলাগণ সাধারণভাবেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন। যাঁরা এ মত পোষণকারী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাযহাবের কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম [৭৯০-৮৬১ হি.][১৭], শাফি'ঈ মাযহাবের ইব্‌নুস সামআনী [৪২৬-৪৮৯ হি.][১৮], মুতাকাল্লিমদের মধ্যে আবুল হুসাইন আল-বাসরী[১৯] প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন-

১. পবিত্র কুরআনে ধারণার অনুসরণ ও এর বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

---

১৭. কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম, *কিতাবুত তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহি বিহাশিয়াতিত তাইসীরি ওয়াত-তাহরীর,* কায়রো : মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৫১ হি, খ. ৩, পৃ. ১৭৮

১৮. আবুল মুজাফ্‌ফার মানসূর ইবন মুহাম্মদ আস্-সামআনী, *কাওয়াতিয়িল আদিল্লাহ ফিল-উসূল,* বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ হাসান ইসমাঈল আশ-শাফি'ঈ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ ইং, খ. ২, পৃ. ৩৮

১৯. আল-বাসরী, *আল-মুতামাদ ফী উসূলিল ফিকহ,* খ. ২, পৃ. ৮৮৪

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কোনো ধারণা গোনাহ।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১২)

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান ফলপ্রসূ নয়।" (সূরা আন্-নাজম : ২৮)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না, নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ সবকিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

এসব আয়াতে মহান আল্লাহ ধারণানির্ভর বিষয়ের অনুসরণ ও তার উপর আমল করতে নিষেধ করেছেন। আর ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য হলো ধারণা অনুযায়ী কাজ করা।

২. ইসতিসহাবের কোনো শার'ঈ দলীল নেই। কেননা একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত হওয়া বিধান পরিবর্তিত অবস্থায়ও প্রয়োগ করতে হবে, এ দাবি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা সমর্থন করে না। একইভাবে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা, কিয়াসের কোনো প্রমাণও নেই। অতএব ইসতিসহাবের দাবি বস্তুতপক্ষে এক প্রমাণবিহীন দাবি।

৩. নতুন বিষয়ে যেহেতু কিয়াস করা বৈধ, সেহেতু ইসতিসহাবের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের বৈধতা সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব কিয়াসের বৈধতা না থাকলেই কেবল ইসতিসহাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত।

৪. ইসতিসহাব অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতভেদ মতপার্থক্য প্রকাশিত হয়। কেননা বাদী বিবাদী সকলেই ইসতিসহাবের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ওযূর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে জমহুর ফকীহগণের মতে ঐ ওযূতেই নামায আদায় করা বৈধ। কারণ তাঁরা মৌলিকত্ব তথা তাহারাতকে ইসতিসহাবের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যেহেতু ঐ ব্যক্তি পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন, সেহেতু সন্দেহের কারণে তাঁর ওযূ নষ্ট হয়নি, কিন্তু মালিকীগণের মতে, ঐ ওযূতে নামায আদায় করা বৈধ নয়। কেননা তা সন্দেহপূর্ণ, আর মৌলিকত্ব হলো নিশ্চিত তাহারাত ছাড়া নামায শুরু না করা।

তৃতীয় মত ও তাঁদের দলীল

কোনো কোনো উসূলবেত্তা হানাফী মাযহাবের উত্তরকালীন (মুতাআখ্‌খির) আলিমগণ, বিশেষত কাযী আবূ যাইদ আদ্‌দাব্বুসী, সাদরুশ শারী'আহ

www.pathagar.com

[মৃ. ৭৪৭ হি.], আস্-সারাখসী [মৃ. ৪৮৩ হি.], ইব্‌ন নুজাইম [মৃ. ৯৭০ হি.] প্রমুখের সাথে এ মতের সম্পৃক্ততা সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ মালিকী মাযহাবের কতিপয় আলিমের সাথেও এ মত সম্পৃক্ত করেন।[২০] এ মত অনুযায়ী ইসতিসহাব নতুন কোনো বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হবে না। তবে সাব্যস্ত বিষয় সংরক্ষণ ও সে ব্যাপারে ভিন্ন দাবি দূরীভূত করার ক্ষেত্রে এর প্রামাণিকতা রয়েছে।

তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলেন, পূর্বের বিধান সাব্যস্তকারী দলীল দ্বারা পরিবর্তিত অবস্থায় উক্ত বিধান চলমান রাখার কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না; বরং উক্ত বিধান বিলুপ্তকারী দলীলের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে উক্ত বিধান চলমান রাখা হয়। এ কথার ব্যাখ্যা করে 'কাশফুল আসরার' গ্রন্থকার বলেন, "পূর্বের বিধান বিলুপ্ত হওয়ার প্রমাণ অবগত না হতে পারলে তা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখতে হবে; বরং উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখার জ্ঞান তখনই অর্জিত হয়, যখন তা বিলুপ্তকারী প্রমাণ অজ্ঞাত থাকে, বিলুপ্তকারী প্রমাণ বিদ্যমান না থাকার কারণে নয়। এ জন্য অন্যের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ইসতিসহাবের প্রয়োগ শুদ্ধ নয়। তবে আইন-গবেষক পূর্বের বিধান, কেউ বিলুপ্তকারী প্রমাণ অনুসন্ধানে নিজ শ্রম-সাধনা ব্যয় করার পরও যদি না পান, তবে ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ হতে পারে।[২১]

একক্ষেত্রে চতুর্থ একটি মতও পাওয়া যায়। কতিপয় হানাফী ও মুতাকাল্লিমের মতে, একই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া গেলে উক্ত মতগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান, কিন্তু সাধারণভাবে এর প্রামাণিকতা নেই। আবূ ইসহাক ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) থেকে এ মত বর্ণনা করে বলেন, এটিই তাঁর থেকে সহীহ বর্ণনা।[২২]

মতামতগুলোর পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সমর্থনকারী ও অস্বীকারকারী উভয় পক্ষ এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, বিধিবিধান পরিবর্তনকারী বা বিলুপ্তকারী কোনো দলীল পাওয়া না গেলে তার সাধারণ নীতি হলো, উক্ত বিধান স্থায়ী হওয়া। এ প্রসঙ্গে মুতি'ঈ [মৃ. ১৩৫৪ হি.] বলেন, "ইতোপূর্বে যে বিষয়ের অস্তিত্ব অথবা

---

২০. ফখরুল ইসলাম আবুল হাসান আলী আল-বাযদাভী, ***কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল বিহাশিয়াতি কাশফুল আসরার লিল বুখারী,*** বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ ইং, পৃ. ২৬৫

২১. আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার,*** খ. ৩, পৃ. ৩৮১

২২. আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহুল,*** খ. ২, পৃ. ১৭৫

www.pathagar.com

অনস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা অপনোদন করার মত কোনো অকাট্য বা ধারণাপ্রসূত দলীল প্রকাশিত হয়নি, তা কার্যকর থাকার ধারণাই প্রবল হয়।"[২৩]

এতদসত্ত্বেও উসূলবিদগণের মধ্যে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, পূর্বের বিধান স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকার কারণ কি স্বয়ং বিধান, না যে দলীলের ভিত্তিতে পূর্বের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে উক্ত দলীল? অর্থাৎ পূর্বে সাব্যস্ত হওয়া বিধানের অস্তিত্ব উক্ত বিধান স্থায়ী হওয়ার কারণ কি-না? এ প্রশ্নের উত্তরে 'বিধানের অস্তিত্বই তা স্থায়ী হওয়ার কারণ' অথবা 'পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ নয়' এ দু'য়ের যে কোনো একটি হবে। তৃতীয় কোনো উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমীর বাদশাহ [মৃ. ৯৮৭ হি.] ও ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকারকারী অন্যরা দাবি করেন, পূর্বের সাব্যস্ত হওয়া বিধানই তা স্থায়ী হওয়ার কারণ হওয়ায় তার উপর ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নির্ভর করে।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে বিধান স্থায়িত্বের কারণ নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। আয্-যারকাশী [৭৪৫-৭৯৪ হি.], ইমাম আবূ যাইদ আদ্ দাব্বুসী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "কোনো বিধান সাব্যস্ত হওয়ার দলীল আমার মতে সেটি স্থায়ী হওয়ার দলীল নয়। উদাহরণস্বরূপ নাস্ হুকুমের মৌলিকত্ব সাব্যস্ত করে এবং তা স্থায়ী করে অন্য দলীলের মাধ্যমে, আর তা হলো, উক্ত বিধানের বিলুপ্তকারী দলীল না থাকা।"[২৫] ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, "পূর্বের বিধান স্থায়ী থাকা বিধানের কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল, বিধানের কার্যকারিতা পরিবর্তনকারী দলীল না থাকার উপর নয়।"[২৬]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো বিধানের পূর্ব অস্তিত্ব তা স্থায়িত্বের উপলক্ষ হতে পারে, যদি পরবর্তী সময়ের ঘটনা পূর্বের ঘটনার অনুরূপ হয়, কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনায় যদি নতুন কোনো দিক সংযুক্ত হয়, তবে এ পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্বের বিধানের স্থায়িত্ব দাবি করা যায় না ।

সিদ্ধান্ত

পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অধিকাংশ আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার প্রশ্নে প্রথম মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণভাবেই কোনো কিছু সাব্যস্ত

---

২৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাখীত আল-মুতি'ঈ, *সুল্লামুল ওয়াসূল লিশারহি নিহায়াতুস সূল,* বৈরূত : আলামুল কুতুব, তারিখ বিহীন, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭

২৪. আমীর বাদশাহ মুহাম্মদ আমীন আল-হুসাইনী, *তাইসীরুত তাহরীর শারহে আত-তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ,* কায়রো : মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৫১ হি, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

২৫. আয্-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত,* খ. ৬, পৃ. ২১

২৬. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কিঈন,* খ. ১, পৃ. ৩৩৯

www.pathagar.com

করণ ও দূরীভূতকরণ উভয় ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। এর পিছনে বিভিন্ন যুক্তি রয়েছে। যেমনথ

১. ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে।

২. ইসতিসহাবের সাথে বিভিন্ন ফিকহী কা'য়িদা (Legal Maxim) সংশ্লিষ্ট। ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার অর্থ উক্ত কা'য়িদা ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা।

৩. পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বিভিন্ন আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে যেসব উক্তি করেছেন সেগুলো এর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এ প্রমাণও পেশ করা হয়েছে, ইসতিসহাব মূলত ইজতিহাদ ও আইন উদ্ভাবনের পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, যদিও উসূলবিদগণ এ দ্বারা প্রমাণ পেশ ও গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

অতএব আমরা বলতে পারি, যাঁরা সাধারণভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন, তাঁদের মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা সার্বিক বিবেচনায় অন্যান্য মতের তুলনায় এ মত শক্তিশালী। প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটও এ দাবি করে। বিশেষত যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো নাস্ নেই, সেসব বিষয়ের আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাব এক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত।

ইসতিসহাবের প্রকারভেদ

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. 'সবকিছুর মৌলিকত্ব হলো বৈধতা'-এ বিধানের আলোকে ইসতিসহাব (استصحاب حكم الإباحة)

সবকিছুর মৌলিকত্ব হলো বৈধতা, যতক্ষণ না তা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শার'ঈ দলীল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ। তবে শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে কোনো কিছু হারাম করা হলে তার বৈধতা দূরীভূত হয়ে যায়। অতএব মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ, এ নীতির বিপরীতে কোনো দলীল না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত সাধারণ বিধানের উপর ইসতিসহাব করাই এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য। এ প্রকার ইসতিসহাবের দাবি অনুযায়ী ইতোপূর্বে সাব্যস্ত বিধান বর্তমানেও চলমান থাকবে, কারণ উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মতো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ মৌলিকভাবে সব ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ, যতক্ষণ না এর মধ্যে হারাম কিছু প্রবেশ করে। অতএব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও চুক্তি হারাম হওয়ার মতো কিছু না ঘটলে উক্ত চুক্তি ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বৈধ।

www.pathagar.com

২. 'মৌলিকভাবে অবর্তমান' এমন বিষয়ের ইসতিসহাব
(استصحاب العدم الأصلي)

মৌলিকভাবে অবর্তমান বলতে এমন বিষয় বুঝায়, সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যার অস্তিত্বহীনতা সমর্থন করে এবং শার'ঈ দলীলের ভিত্তিতে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না।[২৭] যেমন ব্যবসায়িক দুই অংশীদারের একজন যদি দাবি করে, ব্যবসায়ে কোনো লাভ হয়নি এবং অন্যজন তা অস্বীকার করে, অতঃপর বিষয়টি বিচারক বরাবর উত্থাপিত হয়, তবে বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে প্রথম অংশীদারের দাবির সত্যায়ন করবেন। কারণ এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বা মৌলিক অবস্থা হলো লাভ না হওয়া। তবে দ্বিতীয় অংশীদার যখন লাভ হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করবেন তখন সে অনুযায়ী বিচার করা হবে।

একইভাবে কেউ যদি দাবি করে, আমি অমুকের কাছে এত টাকা পাব অর্থাৎ সে আমার কাছে ঋণী। তবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে তার দাবি পরিত্যাজ্য হবে। কেননা মৌলিকত্ব হলো কেউ কারও কাছে ঋণী নয়।

৩. এমন দলীলের মাধ্যমে ইসতিসহাব করা, যা নির্দিষ্ট বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে (استصحاب الدليل مع احتمال المعارض تخصيصا أو نسخا)

জমহুরের মতে, যখন কোনো সাধারণ বিধান বা নাস বর্ণিত হয়, তখন তা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করে। যদি ঐ বিধানের অন্তর্ভুক্ত, কোনো একটি বিশেষ দিক নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, তা ঐ সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত, না-কি নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে ঐ সাধারণ বিধান থেকে বের হয়ে গেছে? অতঃপর মুজতাহিদ উক্ত বিতর্কিত বিষয়টি সাধারণ বিধান বহির্ভূত হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল খুঁজে পায় না বিধায় উক্ত বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের ভিত্তিতে সাধারণ বিধানকে গ্রহণ করা।[২৮]

ইমাম আল-গাযালী (রাহ.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر.

"যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত নিশ্চিত করল না তার রোযা হল না।"[২৯]

এ হাদীস রমযানের বা অন্য সময়ের সব রোযাকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু কেউ যদি এ রোযা দ্বারা শুধু রমযানের রোযা নির্দিষ্ট করে, তবে তাকে এ ব্যাপারে

---

২৭. জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী, *শারহে জামউল জাওয়ামে,* খ. ২, পৃ. ৩৪৮

২৮. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ২২১; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল,* খ. ২. পৃ. ১৭৬

২৯. ইমাম আন্-নাসা'ঈ, *আস সুনান,* কিতাব আস-সাওম, বাব জিকরু ইখতিলাফি আন নাকিল লি-খাবরি হাফসাহ, খ. ২, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৬৪৬

www.pathagar.com

দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা ইসতিসহাবের নিয়ম অনুযায়ী সকল রোযার ক্ষেত্রেই নিয়্যাত আবশ্যক হবে।[৩০]

একইভাবে যদি কোন বিধানের কার্যকারিতা চলমান রাখা বা রহিত করার কোন দলীল পাওয়া না যায়, তবে ইসতিসহাব উক্ত বিধান স্থায়ী রাখার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।[৩১]

৪. এমন শার'ঈ বিধানের ইসতিসহাব স্বয়ং শারী'আতই যা সাব্যস্ত বা স্থায়ী হওয়া প্রমাণ করে

(استصحاب الحكم الشرعي الذي دل الشرع على ثبوته أو دوامه)

শার'ঈ কোনো বিধান যা দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে এবং উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মতো কোন্ দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যে কারণের প্রেক্ষিতে উক্ত বিধান জারি করা হয়েছিল সে কারণ এখনও বিদ্যমান থাকায় বিধানও অবশিষ্ট থেকে যায়।[৩২] এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ, সহীহ আকদের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হলে বৈবাহিক জীবনের বৈধতা ততক্ষণ চলমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার মতো কোন্ প্রমাণ যেমন- তালাক ইত্যাদি পাওয়া না যাবে।

এ ইসতিসহাবে পূর্ব বিধানের কার্যকারণ বর্তমান থাকায় একে 'কারণ বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে অতীতের হুকুম রক্ষা বা ইসতিসহাব' (استصحاب حكم الماضي لوجود سببه) এবং 'শার'ঈ বিধানের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যের ইসতিসহাব' (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي)ও বলা হয়।[৩৩]

৫. পরিবর্তিত অবস্থা ইসতিসহাব (استصحاب المقلوب)

কোনো কোনো উসূলবিদ এ প্রকার ইসতিসহাবকে 'বর্তমানের উপর ভিত্তি করে অতীতের সাথে সাজুয্য (ইসতিসহাব) নিরূপণ করা' নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমানে কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এমন যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করা যে, অতীতেও বিষয়টি একই রূপ ছিল।[৩৪]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ কোনো দাস বা দাসীকে অপহরণ করে এবং উদ্ধারের পর দেখা যায় সে অন্ধ। অতঃপর উক্ত দাস বা দাসীর মালিক দাবি করে, সে সুস্থ চোখবিশিষ্ট ছিল, কিন্তু অপহরণকারী তা অস্বীকার করে বলে,

---

৩০. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ২২১

৩১. ইব্ন হায্ম, *আল-ইহকাম*, খ. ৫, পৃ. ৩

৩২. ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ২. পৃ. ১৭৬

৩৩. ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন তুর্কী, *উসূলু মাযাহিবিল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল : দিরাসাহ উসূলিয়্যাহ মুকারানাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৯৭৭ ইং, পৃ ৩৪৭

৩৪. ইব্নুল হাজিব, *জামউল জাওয়ামে*, খ. ১, পৃ. ৩৫০

www.pathagar.com

আমি তাকে অন্ধ হিসেবেই অপহরণ করেছি। এ অবস্থায় বর্তমানকে অতীতে টেনে নিয়ে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণ করা হবে।[৩৫]

৬. বিরোধপূর্ণ স্থানে ইজ্‌মা'কে ইসতিসহাব করা

(استصحاب الإجماع في محل النزاع)

কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে ইজ্‌মা'র মাধ্যমে কোনো বিধান সাব্যস্ত হয়েছে, অতঃপর উক্ত অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্বের বিধান ইসতিসহাবের নীতি অনুযায়ী বহাল রাখা এ যুক্তিতে যে, যে ব্যক্তি বিধান পরিবর্তনের দাবি করবে তাকে দলীল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৩৬]

ইমাম আশ্‌-শাওকানী [১১৭৩-১২৫০ হি.] বলেন, "কোনো এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ে একমত হওয়ার পর উক্ত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে গেলে অনেক সময় সে বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। যারা পূর্বের বিধান পরিবর্তন করতে চায় না, তারা ইসতিসহাব প্রয়োগ করার পক্ষে একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।"[৩৭]

উদাহরণস্বরূপ পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। সে হিসেবে কেউ তায়াম্মুম করে নামায শুরু করল, অতঃপর নামাযের মধ্যেই পানির সন্ধান পেল, এখন পানি না থাকার পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় উক্ত নামাযরত ব্যক্তি নামায পূর্ণ করবেন, না-কি নামায ছেড়ে ওযূ করে পুনরায় নামায আদায় করবেন এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিরোধপূর্ণ অবস্থায় পূর্বের ইজ্‌মা' তথা তায়াম্মুমের মাধ্যমে তার নামায শুদ্ধ হবে, এর উপর ইসতিসহাবের বিধান প্রয়োগ করে নামায পূর্ণ করাই এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য।

ইসতিসহাবের শর্ত

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বিধান কার্যকর রাখার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

এক : ইসলামী আইন-গবেষক বা মুজতাহিদ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিধান পরিবর্তনকারী দলীল অন্বেষণে ব্রতী হবেন এবং সে জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান সম্বলিত কোনো দলীল পাওয়ার সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে।[৩৮]

---

৩৫. আস্‌-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,* পৃ. ৭৬

৩৬. আল-বাসরী, *আল-মুতামাদ ফী উসূলিল ফিকহ,* খ. ২, পৃ. ৮৮৪

৩৭. আশ্‌-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল,* খ. ২, প. ১৭৬

৩৮. আস্‌-সারাখসী, *উসূল আস সারাখসী,* খ. ২, পৃ. ২২৫

www.pathagar.com

দুই : উক্ত অনুসন্ধানের পর আইন গবেষকের প্রবল ধারণায় স্পষ্ট হতে হবে, পূর্বের বিধান পরিবর্তন করার মতো কোন দলীল এক্ষেত্রে বর্তমান নেই।[৩৯]

তিন : যে বিধান স্থায়ী করা হবে সে বিধান যেন ইতোপূর্বে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত থাকে, যাতে তা পরবর্তী সময়ে প্রয়োগের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪০]

চার : অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের নীতি প্রয়োগ না করার ব্যাপারে আইন-গবেষককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।[৪১]

পাঁচ : ইসতিসহাব শার'ঈ কোনো দলীল বা শারী'আতের অকাট্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা, কিয়াসের দলীল বর্তমান থাকাবস্থায় ইসতিসহাবের মাধ্যমে বিপরীত প্রমাণ পেশ করা যাবে না। কেননা এগুলো ইসতিসহাবের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত।[৪২]

ইসতিসহাব-সংশ্লিষ্ট ফিকহী কা'য়িদা (Legal Maxim)

ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্রে ইসতিসহাব-সংশ্লিষ্ট কিছু কা'য়িদা রয়েছে। যেগুলো ইসলামী আইনগবেষক তথা মুজতাহিদকে ঘটনার মূলতত্ত্ব, কোন্‌টি সন্দেহপূর্ণ, কোন্‌টি সন্দেহপূর্ণ নয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হতে সাহায্য করে। একইভাবে এগুলোর মাধ্যমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান, মৌলিকত্বের ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে এ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কা'য়িদা আলোচনা করা হলো।

১. সন্দেহের কারণে নিশ্চিত জ্ঞান দূরীভূত হয় না

ইসলামী আইনশাস্ত্রের পাঁচটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কা'য়িদার (Five Major Maxim) অন্যতম হলো, اليقين لا يزول بالشك অর্থাৎ সন্দেহের কারণে নিশ্চিত জ্ঞান দূরীভূত হয় না। এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কা'য়িদা, যা ইসলামী আইনের বিভিন্ন শাখা যেমন ইবাদাত, লেনদেন, দণ্ড আইন, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং যার অধীনে অসংখ্য বিধি-উপবিধি অন্তর্ভুক্ত হয়। ইমাম আস্‌-সুয়ূতী [৮৪৯-৯১১ হি.] বলেন, "এ কা'য়িদা ফিকহের সকল অধ্যায়ে প্রয়োগ হয়। এমনকি ফিকহের তিন-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মাসআলা এ কা'য়িদার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে।"[৪৩]

---

৩৯. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ৩৭৯

৪০. ইব্‌ন কুদামাহ, *রাওদাতুন নাযের,* খ. ১, পৃ. ৩৯২

৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন আজ-জিযানী, *মা'আলিমু উসূলিল ফিকহি ইনদা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামআত,* রিয়াদ : দারু ইব্‌নুল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং, পৃ. ২১৮

৪২. ড. ওয়াহাবাহ, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ২, পৃ. ১৬০

৪৩. আস্‌-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,* পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : ফকীহ ও উসূলবিদগণ এ কা'য়িদার যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে, ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো কিছু সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি কোনো কারণে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে পূর্বের নিশ্চিত জ্ঞানই কার্যকর হবে। সন্দেহের কারণে নিশ্চিত জ্ঞান দূরীভূত হবে না। কেননা নিশ্চিত জ্ঞানের উপর তার চেয়ে দুর্বল বিষয় সন্দেহ প্রাধান্য পেতে পারে না; বরং একে পরাভূত করার জন্য এর অনুরূপ বা তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ প্রয়োজন।[৪৪]

উদাহরণ : কাবা তাওয়াফরত ব্যক্তি কত চক্কর দিয়েছেন যদি সে ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হন, তখন নিশ্চিত জ্ঞান তথা কম সংখ্যার উপর আমল করবেন। অর্থাৎ যদি সন্দেহ হয় ৬ চক্কর দিয়েছেন না কি ৭ সেক্ষেত্রে ৬ চক্করের বিষয়টি নিশ্চিত এবং ৭ চক্করের বিষয় সন্দেহযুক্ত। অতএব এক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের উপর 'আমল করতে হবে এবং ৭ম চক্কর পূর্ণ করতে হবে। এ অধ্যায়ে বাকি যেসব কা'য়িদা রয়েছে সবগুলো মূলত এ কা'য়িদা থেকে উদ্ভাবিত ও এর অধিভুক্ত।

২. পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব

ফকীহ ও উসূলবিদগণের নিকট অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ একটি কা'য়িদা হল, الأصل بقاء ما كان على ما كان। অর্থাৎ 'পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব'। তাঁরা ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান নির্ণয়ের মূলনীতি হিসেবে এ কা'য়িদার উপর নির্ভর করেছেন। একে ইসতিসহাবের দলীল হিসেবেও গণ্য করা হয়। এ কারণে অনেক উসূলবিদ এ কা'য়িদাকে তাঁদের গ্রন্থে 'ইসতিসহাব' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।[৪৫] ইমাম ইবনুত তেলমেসানী [৭১০-৭৭১ হি.] বলেন, "কা'য়িদাটি উসূলের পরিভাষায় ইসতিসহাব আল-হাল' নামে পরিচিত। যা ইসলামী শারী'আতের মূলনীতিসমূহের অন্যতম এবং যার উপর অসংখ্য মাসায়েল এবং শাখা-প্রশাখা আবর্তিত হয়।"[৪৬]

ব্যাখ্যা : যদি দলীলের ভিত্তিতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বা কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় অথবা তার বিশেষ কোনো অবস্থা স্বীকৃত হয়, কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত অবস্থায় কিছু পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়, তবে আইন গবেষককে এ পরিবর্তিত অবস্থার বিধান নির্ণয়ে রত হতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান, চিন্তা-গবেষণার পর যদি তাঁর

---

৪৪. শাইখ আহমাদ আয্-যারকা, *শারহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ,* বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৭

৪৫. আয্-যারকা, *শারহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ,* পৃ. ৪৪

৪৬. আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া তেলমেসানী, *আল-মিইয়ারুল মু'রাব,* বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৮১ ইং, খ. ৩, পৃ. ৪২৫

www.pathagar.com

প্রবল ধারণা হয় যে, এ পরিবর্তিত অবস্থা পূর্বের বিধানে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনেনি বা আনার মত কোনো যোগসূত্রও পাওয়া যায়নি। তখন এ কা'য়িদা প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্বের বিধান স্থায়ী করা হয়।[৪৭] অতএব যা হালাল ছিল তা হালালই থেকে যায়, যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার প্রমাণ উপস্থিত হয়। যা পবিত্র ছিল তা অপবিত্র হওয়ার দলীল না আসা পর্যন্ত পবিত্রই থাকে। যে জীবিত ছিল তার মৃত্যুর প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তাকে জীবিতই গণ্য করা হয়।

উদাহরণ : যে ব্যক্তির উপর পবিত্রতা অর্জন, যাকাত, হজ, 'উমরা ইত্যাদি আদায় ফরয, সে যদি সন্দেহে পতিত হয়, সে ওগুলো আদায় করেছে কিনা? তবে এ সন্দেহের কারণে এগুলো আদায় থেকে দায়মুক্ত হতে পারবে না; বরং এগুলো আদায় করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা "পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব"-এ নীতির আলোকে এগুলো আদায় করার আবশ্যকতা তার উপর রয়ে গেছে। একইভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে, সে কোনো কিছু মানত করেছিল কি-না? তবে তার উপর মান্নত আদায় আবশ্যক হবে না। কেননা মৌলিকত্ব হলো দায়মুক্ত হওয়া। এ কারণে তার উপর কোনো কিছু আবশ্যক হয়েছে এমন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত না হলে দায়মুক্ততার বিধানই তার জন্য প্রযোজ্য হবে।[৪৮]

৩. দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব

ইসতিসহাব-সংশ্লিষ্ট আরেকটি কা'য়িদা হল, الأصل براءة الذمة। অর্থাৎ 'দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব'। এ কা'য়িদা ফিকহের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত বিচার, দণ্ড, চুক্তি, জরিমানা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাখ্যা : যার জন্য শারী'আত পালন আবশ্যক তথা মুকাল্লাফ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রকার কর্ম সম্পন্ন করার অপরিহার্যতা থেকে মুক্ত থাকবেন, যতক্ষণ না শারী'আত দলীলের মাধ্যমে তার উপর কোনো দায়িত্ব পালন আবশ্যক করে। কোনো বিষয়ের মৌলিকত্ব দায়মুক্ত হওয়া গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করা। আর মৌলিকত্বের বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ্যের বিপরীত রূপ গ্রহণ করা। অতএব যে ব্যক্তি প্রকাশ্যের বিপরীত রূপ গ্রহণ করবে ও ভিন্ন অবস্থা সাব্যস্ত করতে চাইবে, সে বাদী। বাদীর জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যে প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ ও বিপরীত রূপ প্রত্যাখ্যান করবে, সে হবে বিবাদী। ফলে তার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই।

---

৪৭. আয্-যারকা, ***শারহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ,*** প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৪৮. ইয্যুদ্দীন আবদুস সালাম, ***কাওয়ায়িদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম,*** বৈরূত : দারুল জীল, ২য় প্রকাশ, ১৯৮০ ইং, খ. ২, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

উদাহরণ : যদি কেউ কারও কোনো জিনিস নষ্ট করে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় জিনিসের মালিক ও নষ্টকারী দু'জন এর মূল্য নিয়ে মতবিরোধ করে, তবে জিনিসটি যে নষ্ট করেছে শপথের মাধ্যমে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক যদি আরও অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে, তবে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। একইভাবে ভাড়াটিয়া ও ঘরের মালিক তথা ভাড়াদানকারী যদি ভাড়া পরিশোধের সময় ও পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ করে, তবে ভাড়াটিয়ার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক প্রমাণ উপস্থাপন করে তার দাবি পেশ করতে পারবেন।[৪৯]

৪. কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হলো বৈধতা

মানুষের জন্য উপকারী প্রতিটি বিষয়ের মৌলিকত্ব হলো সেটি বৈধ, যতক্ষণ না দলীলের ভিত্তিতে তা অবৈধ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে ফিকহী কা'য়িদা নির্ধারণ করা হয়েছে, الأصل في الأشياء النافعة الإباحة অর্থাৎ 'কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হলো বৈধতা'। এ কা'য়িদা সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যাখ্যা : এখানে বৈধতা বলতে বুঝানো হয়েছে, শারী'আত আসার পূর্বে সুস্থ মস্তিষ্কের সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী যা মানুষের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে এবং শারী'আত আসার পর এটি গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি শার'ঈ বিবেচনায় নয়; বরং আকলী তথা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় বৈধ বলা হবে।[৫০] আর শারী'আত আসার পর সবকিছুর মৌলিকত্ব কী সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী, শাফি'ঈগণের একদল, হাম্বলীগণের কেউ কেউ ও যাহিরীগণের মতে, সাধারণভাবে প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা। আবার শাফি'ঈগণের কেউ কেউ, কিছু মালিকী ফকীহের মতে, প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল নিষিদ্ধতা, যতক্ষণ না তার বৈধতার দলীল সাব্যস্ত হয়। হাম্বলী মাযহাবভুক্ত আবূ বকর সাইরাফী [মৃ. ৩৩০ হি.], ইব্‌ন আকীল [মৃ. ৫১৩ হি.] ও আবুল হাসান আল-আশ'আরী [২৭০-৩৩০ হি.] প্রমুখের মত অনুযায়ী, সবকিছুর মৌলিকত্ব স্থিতিশীল। অর্থাৎ তা অবস্থার আলোকে নির্ধারণ করা হয়। ইমাম আর-রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.], আল-বায়যাভী [মৃ. ৬৮৫] ও ইব্‌নুস সুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.]

---

৪৯. আয্-যারকা, *শারহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ*, পৃ ৬৭

৫০. আল-বাহিসীন, *আল-ইয়াকীনু লা ইয়াযুলু বিশ শাক*, পৃ. ৮৭

www.pathagar.com

সহ অনেক উসূলবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন, উপকারী বিষয়ের মৌলিকত্ব হলো অনুমোদিত হওয়া, আর ক্ষতিকর বিষয়ের মৌলিকত্ব হলো নিষিদ্ধতা।[৫১]

উদাহরণ : স্থান-কাল-পাত্রভেদে এমন অনেক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, লতাপাতা, ফল-ফসল পাওয়া যায়, যেগুলোর বিধান তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত অজানা থাকে। অতএব এ জাতীয় বস্তু, যা হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি, তার মৌলিকত্ব হলো বৈধতা। যতক্ষণ না এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যদি ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তবে এর বৈধতার বিধান বাতিল হয়ে যাবে। একইভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী, মেশিনারিজ, চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ কা'য়িদা বা মূলনীতি প্রয়োগ করা হয়।

---

৫১. *জামউল জাওয়ামে মাআ শারহে আল-মাহাল্লী আলাইহি*, খ. ২, পৃ. ৩

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমালু আহলিল মাদীনা

(Acts of the Inhabitants of Madinah)

পরিচয়

'আমালু আহলিল মদীনা' ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎস। এর ব্যাপারে ফকীহগণ ব্যাপক মতভেদ করেছেন। ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.) একে তাঁর আইন গবেষণার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। মদীনা হিজরতের পুণ্যভূমি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ ওহী মূলত ইসলামী বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। অপরপক্ষে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক বিধিবিধান সংক্রান্ত ওহী মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনা ইসলামী আইনের বিকাশকেন্দ্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও কিছুকাল মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ইসলামী আইনচর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে মদীনা ও মদীনাবাসীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

'আমালু আহলিল মাদীনা (عمل أهل المدينة) পরিভাষাটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আমলুন (عمل) অর্থ কাজ, কর্ম। শব্দটি ভালো-খারাপ উভয় কাজের অর্থ প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে, আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে যারা মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের হিসাব ব্যতীত রিযক দেয়া হবে।" (সূরা আল-মুমিন : ৪০)

আহল (أهل) শব্দের অর্থ অধিবাসী, অধিকারী। মাদীনা (المدينة) শব্দের অর্থ নগর, শহর ইত্যাদি। তবে মদীনা শব্দ দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত ভূমি তথা 'মদীনাতুর রাসূল' বুঝানো হয়ে থাকে। যার পূর্ব নাম ছিল ইয়াছরিব। আহলুল মদীনা দ্বারা মদীনায় বসবাসকারী বা মদীনাবাসীকে বুঝায়। তবে এ দ্বারা শুধু প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবে তাবি'ঈগণের যুগের মদীনাবাসীই উদ্দেশ্য। অতএব 'আমালু আহলিল মাদীনা'র শাব্দিক অর্থ মদীনাবাসীর কর্ম।

www.pathagar.com

পারিভাষিক অর্থ

পূর্ববর্তী উসূলবিদগণ 'আমালু আহলিল মাদীনা' পরিভাষার কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তবে আধুনিক উসূলবিদদের কেউ কেউ এর সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন।

ড. আহমাদ মুহাম্মদ নূর সাইফ [জ. ১৩৫৮ হি.] বলেন :

ما نقله أهل المدينة من سنن نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رأيا واستدلالا لهم.

"মদীনাবাসীর কর্ম বলতে ঐসব কর্ম বুঝায় যা মদীনাবাসী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে দীর্ঘকাল যাবত ধারণ করে এসেছেন। একইভাবে তাঁদের রায় এবং ইসতিদলাল (প্রমাণ পেশ)ও এর অন্তর্ভুক্ত।[১]

ড. হাস্সান ইব্ন মুহাম্মদ হুসাইন ফালামবান [১৩৮০-১৪৩৩ হি.] বলেন-

إن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاول أهل العلم بالمدينة، بعضه أجمع عليه عندهم، وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر، وكله سمى إجماع أهل المدينة، وأن منه ما كان أصله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ومنه ما كان اجتهادا ممن بعدهم.

'আমালু আহলিল মাদীনা' বলা হয় মদীনার আলিমগণের উক্তি, যেসব উক্তির কিছুর উপর ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে, বাকি কিছু শাসক ও বিচারকবর্গের সিদ্ধান্ত, যা পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, এ দু'টিই মদীনাবাসীর ইজ্মা' নামে খ্যাত। এর মধ্যে কিছুর উৎস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, কিছুর উৎস খুলাফায়ে রাশেদা সুন্নাত এবং বাকি কিছু রয়েছে তাঁদের পরবর্তীদের ইজতিহাদ।[২]

উপরিউক্ত সংজ্ঞা দু'টি ব্যাপকতা অন্তর্ভুক্ত করে। আরও নির্দিষ্ট করে এর সংজ্ঞা প্রদান করা যায় এভাবে :

عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين وعملوا به سواء أ كان سند مشروعية هذا العمل نقلا أم اجتهادا

১. ড. আহমাদ মুহাম্মদ নূর সাইফ, *'আমালু আহলিল মাদীনা বাইনা মুসতালাহাতি মালিক ওয়া আরাইল উসূলিয়্যিন*, দুবাই : দারুল বুহুস লিদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ইহইয়াইত তুরাস, ২য় প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪

২. ড. হাস্সান ইব্ন মুহাম্মদ হুসাইন ফালামবান, *খাবরুল ওয়াহিদ ইযা খালাফা আমালা আহলিল মাদীনা দিরাসাতান ওয়া তাতবিকান*, দুবাই : দারুল বুহুস লিদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ইহইয়াইত তুরাস, ১ম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৯৯-১০০

www.pathagar.com

"মদীনাবাসীর কর্ম বলতে বুঝানো হয়, যে কাজের ব্যাপারে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের যুগে মদীনার অধিবাসী বিজ্ঞ আলিমগণ সকলে অথবা তাঁদের অধিকাংশ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন। উক্ত কাজের বিধিবদ্ধতার সূত্র বর্ণনানির্ভর বা ইজতিহাদপ্রসূত যাই হোক না কেন।"

'আমালু আহলিল মাদীনা' বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ

ইমাম মালিক (রাহ.) তাঁর আল-মুওয়াত্তা, আল-মুদাওয়ানা ও অন্যান্য গ্রন্থে মদীনাবাসীর কর্ম উল্লেখের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলো কয়েকভাগে বিভক্ত করা যায়[৩]:

প্রথম : ইজ্‌মা'র অর্থ প্রদানকারী শব্দ। যেমন- الأمر المجتمع عليه عندنا (আমাদের সর্বসম্মত বিষয়)।

দ্বিতীয় : মতানৈক্য না থাকার অর্থ প্রদানকারী শব্দ। যেমন- الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا (যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই)।

তৃতীয় : সুন্নাত শব্দের ব্যবহার। যেমন السنة عندنا (আমাদের নীতি হলো), السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف (যে নীতির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ মতভেদ নেই)।

চতুর্থ : এমন শব্দ ব্যবহার, যা দ্বারা কাজটিকে মদীনাবাসী সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন عندنا (আমাদের নিকট), وعليه أدركت الناس (আমি মানুষকে এর উপর পেয়েছি)।

পঞ্চম : মদীনার আলিমগণের সাথে সম্পৃক্ত করে শব্দ ব্যবহার। যেমন وعلى ذلك الذي أدركت عليه الناس رأي أهل الفقه عندنا (আমাদের ফকীহগণের মত এটাই), وأهل العلم ببلدنا (আমাদের শহরের লোকজন ও আলিমগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি)।

ষষ্ঠ : এমন শব্দ ব্যবহার, যা দ্বারা কাজটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা প্রমাণিত হয়। যেমন هو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا (আমাদের লোকজনের কাজ এভাবেই চলে আসছে), لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك (আলিমগণ এ বিষয়ে অদ্যাবধি নিষেধ করে আসছেন)।

সপ্তম : এমন শব্দ যা দ্বারা মদীনাবাসীর কর্ম সাব্যস্ত না হওয়া বুঝায়। যেমন- ليس العمل عند نا (আমাদের কাছে এ কাজের গ্রহণযোগ্যতা নেই), ليس ذلك بمعمول به عند نا (আমাদের দেশে এটি প্রচলিত নয়)।

---

৩. মূসা ইসমাঈল, *আমালু আহলিল মাদীনা ওয়া আসরুহু ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী,* বৈরূত : দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ২৫২-২৫৬

www.pathagar.com

অষ্টম : মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য প্রদান অথবা কয়েকটি প্রচলনের মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী শব্দের ব্যবহার। যেমন أحسن ما سمعت (আমি যা শুনেছি তন্মধ্যে এটি উত্তম) ইত্যাদি।

'আমালু আহলিল মাদীনা'র মূল প্রতিপাদ্য

ইমাম মালিক (রাহ.) ব্যবহৃত 'আমালু আহলিল মাদীনা পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য ও এর মূল প্রতিপাদ্য কী সে বিষয়ে উসূলবিদগণ মতভেদ করেছেন এবং তাঁরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছেন।

১ম দল : হানাফী, শাফি'ঈ, হাম্বলী, যাহিরী তথা জমহুরের মতে, মদীনাবাসীর কর্ম দ্বারা ইমাম মালিকের উদ্দেশ্য মদীনাবাসীর ইজ্‌মা, যাকে তিনি ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ইজ্‌মা'য়ে উম্মতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চান। কারণ তাঁর মতে, এ ইজ্‌মা' বিরোধী কোনো বিধান প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত নয়। হানাফী মাযহাবের ইমাম আল-জাস্‌সাস [৩০৫-৩৭০ হি],[৪] শাফি'ঈ মাযহাবের আল-ইসনাভী [৭০৪-৭৭২ হি.],[৫] হাম্বলী মাযহাবের ইব্‌ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০ হি.],[৬] ইব্‌ন হাযম যাহিরী [৩৮৪-৪৫৬ হি.],[৭] আহলুল হাদীসের আশ্‌-শাওকানী [১১৭৩-১২৫০ হি.],[৮] ইবাদিয়্যাহ সম্প্রদায়ের আবদুল্লাহ সালিমী [১২৮৬-১৩৩২ হি.],[৯] মুতাকাল্লিমদের মধ্য থেকে আবুল হুসাইন আল-বাসরী [মৃ. ৪৩৬ হি.][১০] এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ দেখিয়েছেন, ইমাম মালিক (রাহ.) নির্দিষ্টভাবে কোনো যুগের উল্লেখ না করেই মদীনাবাসীর ইজ্‌মা'কে দলীল সাব্যস্ত করেছেন।[১১] একইভাবে ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] দাবি করেছেন, ইমাম মালিক (রাহ.) ইজ্‌মা'কে মদীনার সাত জন ফকীহের[১২] মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।[১৩]

---

৪. আল-জাস্‌সাস, ***আল-ফুসূল ফিল উসূল,*** খ. ৩, পৃ. ৩২১; আস্‌-সারাখসী, ***উসূল আস্‌ সারাখসী,*** খ. ১, পৃ. ৩১৪

৫. আল-ইসনাভী, ***নিহায়াতুস সূল,*** খ. ৩, পৃ. ২৬৩

৬. ইব্‌ন কুদামাহ, ***রাওদাতুন নাযের,*** পৃ. ১২৬

৭. ইব্‌ন হাযম, ***আল-ইহকাম,*** খ. ৪, পৃ. ২০২

৮. আশ্‌-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল,*** খ. ১, পৃ. ৮২

৯. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সালিমী, ***শারহে তাল'আতুশ শামস আলাল উআলফিয়্যাহ,*** ওমান : জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৩ইং, খ. ২, পৃ. ৭৯

১০. আল-বাসরী, ***আল-মুতামাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** খ. ২, পৃ. ৪৯২

১১. আস্‌-সারাখসী, ***উসূল আস্‌ সারাখসী,*** খ. ১, পৃ. ৩১৪; ইমামুল হারামাইন, ***আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিক্‌হ,*** খ. ১, পৃ. ৭২০

১২. এ সাত জন ফকীহ (الفقهاء السبعة بالمدينة) হিসেবে পরিচিত। তাঁরা হলেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, কাসিম ইব্‌নু মুহাম্মদ, খারিজাহ ইবনু যাইদ, আবূ বকর ইবনু

www.pathagar.com

ইমাম মালিক (রাহ.)-এর মদীনাবাসীর সকল যুগের ইজ্মা'কে প্রমাণ সাব্যস্ত করণ এবং তা মদীনার সাত জন ফকীহ্র মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে মালিকী ফকীহগণ এর প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন।[১৪]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জমহুরের দৃষ্টিতে মদীনাবাসীর কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য শারী'আতের কোনো বিধানের ব্যাপারে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের যুগে মদীনার মুজতাহিদগণের ঐকমত্য।

২য় দল : মালিকীগণ মদীনাবাসীর কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ও এর মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের থেকে যেসব মত প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :[১৫]

ক. মদীনাবাসীর কর্মসমূহ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণিত।
খ. মদীনাবাসীর বর্ণনা অন্যদের বর্ণনার চেয়ে অগ্রগণ্য।
গ. তাঁদের ইজ্মা' অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, তবে তার বিরোধিতা নিষিদ্ধ নয়।
ঘ. এর দ্বারা ইমাম মালিক (রাহ.) তাঁদের ইজতিহাদকে অন্যদের ইজতিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
ঙ. এ দ্বারা মদীনাবাসী সাহাবীগণের ইজ্মা উদ্দেশ্য।
চ. মদীনাবাসী সাহাবী ও তাবি'ঈগণের ইজ্মা উদ্দেশ্য।
ছ. মদীনাবাসী সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈগণের ইজ্মা উদ্দেশ্য।

ইমাম মালিকের পরিভাষার আলোকে 'আমালু আহলিল মাদীনা' দ্বারা উদ্দেশ্য

আমালু আহলিল মাদীনার পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৬]

প্রথম বর্ণনা : ইমাম মালিক (রাহ.) وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا (আমার শহরের আলিমদের আমি এ মতের উপর পেয়েছি), অথবা والأمر المجتمع عليه عندنا (আমাদের কাছে সর্বসম্মত বিষয়) পরিভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে

আবদুর রহমান, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ও উবাইদুল্লাহ ইব্নু আবদুল্লাহ। দ্রষ্টব্য : ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আ'লামুল মুআক্কিঈন, খ. ১, পৃ. ২৩

১৩. আল-গাযালী, *আল-মানখূল*, পৃ. ৩১৪

১৪. কাযী ইয়াদ ইব্ন মূসা ইব্ন ইয়াদ আস-সুবতী, *তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবিল মাসালিক লি মারিফাতি আলামি মাযহাবিল ইমাম মালিক*, বিশ্লেষণ : ড. আহমাদ বাকির মাহমুদ, মরক্কো : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তারিখ বিহীন, খ. ১, পৃ. ৬৪-৭৫

১৫. ড. মুহাম্মদ আল-মাদানী বুসাক, *আল-মাসায়েলুল্লাতী বানাহা ইমাম মালিক আলা আমালি আহলিল মাদীনা তাওসীকান ওয়া দিরাসাতান*, দুবাই : দারুল বুহূস লিদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ইহইয়াইত তুরাস, ১ম প্রকাশ ২০০০, খ. ১, পৃ. ৭২

১৬. কাযী ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক*, খ. ১, পৃ. ১৯৪-১৯৫

www.pathagar.com

তাঁর দুই শিক্ষক রবীআহ ইব্‌ন আবদুর রহমান [মৃ. ১৩৬ হি.] ও ইব্‌ন হুরমুয [মৃ. ১৪৮ হি.] (রাহ.)-এর ঐকমত্য বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা : 'আমাদের কাছে সর্বসম্মত বিষয়' দ্বারা সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল [মৃ. ১৭২ হি.]-এর প্রদত্ত ফয়সালা বুঝিয়েছেন।

তৃতীয় বর্ণনা : ইমাম মালিকের নিজের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মাদীনার ফকীহগণ। অর্থাৎ তাবি'ঈগণ সাহাবীগণ থেকে এবং সাহাবীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরম্পরাগত বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য।

তৃতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলা যায়, ইমাম মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'আমালু আহলিল মাদীনা' দ্বারা উদ্দেশ্য :

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকে পরম্পরাগত কার্যাবলি।

খ. খুলাফায়ে রাশেদা ও মদীনায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত কার্যাবলি।

গ. তাবি'ঈগণ থেকে বর্ণিত কার্যাবলি।[১৭]

'আমালু আহলিল মাদীনা'র বিভিন্ন স্তর ও তার আইনী মর্যাদা

মালিকী ও অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ মদীনাবাসীর কর্মের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করেছেন।

ক. মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের দৃষ্টিতে মদীনাবাসীর কর্মের স্তর

মালিকী মাযহাবের ফকীহগণ মাদীনাবাসীর কর্মকে প্রধানত দু'টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[১৮]

১. বর্ণনাভিত্তিক কর্ম (العمل النقلي)
২. ইজতিহাদপ্রসূত কর্ম (العمل الاجتهادي)

প্রথম স্তর : বর্ণনাভিত্তিক কর্ম

যেসব কর্ম প্রজন্ম পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে আসছে। বর্ণনানির্ভর এ কর্ম বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। কাযী ইয়াদ [৪৭৬-৫৪৪ হি.] একে চার ভাগে ভাগ করেছেন।[১৯]

---

১৭. মূসা ইসমাঈল, 'আমালু *আহলিল মাদীনা*, পৃ. ২৩৬

১৮. ড. হাস্‌সান ইব্‌ন মুহাম্মদ হুসাইন ফালামবান, ***খাবরুল ওয়াহিদ ইযা খালাফা আমালা আহলিল মাদীনা,*** পৃ. ৬৮; ড. মুহাম্মদ আল-মাদানী, ***আল-মাসায়েলুল্লাতী বানাহাল ইমাম মালিক আলা আমালি আহলিল মাদীনা,*** খ. ১, পৃ. ৭২

১৯. কাযী ইয়াদ, ***তারতীবুল মাদারিক,*** খ. ১, পৃ. ৬৮

www.pathagar.com

এক : যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসূচক সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, তাঁর কবর ও মসজিদের স্থান নির্ধারণ।

দুই : যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন, নামাযের রাকআত সংখ্যা।

তিন : যা তাঁর মৌন সম্মতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যেমন- গুঁই সাপ খাওয়া।

চার : মদীনার সামাজিক প্রথায় প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কর্ম নিজে পরিত্যাগ করেছেন, তবে অন্যদের জন্য পরিত্যাগ বাধ্যতামূলক করেননি। যেমন– সবজির যাকাত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনাবাসীর বর্ণনানির্ভর কর্ম তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।[২০]

এক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পৃক্ত কার্যাবলি।

দুই. খুলাফায়ে রাশেদা ও অন্যান্য সাহাবীর ফাতওয়া এবং বিচার-ফয়সালা।

তিন. তাবি'ঈগণের ঐসব ফাতওয়া ও বিচার-ফয়সালা, যা কিয়াস বা রায় সমর্থন করে না।

মালিকীগণের দৃষ্টিতে বর্ণনানির্ভর মদীনাবাসীর কর্ম শার'ঈ প্রমাণস্বরূপ। এর উপর আমল আবশ্যক। এর বিরোধী আহাদ হাদীস বা কিয়াস পরিত্যাজ্য। কেননা এটি অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে।[২১]

দ্বিতীয় স্তর : ইজতিহাদপ্রসূত কর্ম

কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহসহ ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতির ভিত্তিতে মদীনাবাসী যেসব কর্ম সম্পাদনের উপর একমত হয়েছেন এবং যেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে পরম্পরাগত নয়। এ প্রকার কর্মের বিধান নিয়ে মালিকীগণ থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়।[২২]

এক : মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহর মতে, এ ধরনের কর্ম শারী'আতে প্রমাণ বা সমজাতীয় মতের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত নয়।

দুই : মরক্কোর অধিবাসী মালিকী মাযহাবের কিছু ফকীহের মতে, এ শ্রেণির কর্মও শারী'আতের প্রমাণ এবং এগুলো খবরে আহাদ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

---

২০. মূসা ইসমাঈল, 'আমালু *আহলিল মাদীনা*, পৃ. ২৯৩-৩০৪

২১. কাযী ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক*, খ. ১, পৃ. ৬৭-৬৮

২২. ড. হাস্সান ইব্ন মুহাম্মদ হুসাইন ফালামবান, ***খাবরুল ওয়াহিদ ইযা খালাফা আমালা আহলিল মাদীনা***, পৃ. ৭০-৭৩; মূসা ইসমাঈল, 'আমালু ***আহলিল মাদীনা***, পৃ. ৩১৪; কাযী ইয়াদ, ***তারতীবুল মাদারিক***, খ. ১, পৃ. ৭০; ড. মুহাম্মদ আল-মাদানী, ***আল-মাসায়েলুল্লাতী বানাহাল ইমাম মালিক আলা আমালি আহলিল মাদীনা***, খ. ১, পৃ. ৭৯-৮৩

www.pathagar.com

তিন : মালিকী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণের মতে, এসব কর্ম শারী'আতের দলীল নয়, তবে এ সংক্রান্ত অন্যদের ইজতিহাদের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

ইব্‌ন রুশদ [৪৫০-৫২০ হি.] মদীনাবাসীর আমলকে তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন।[২৩]

এক. বর্ণনানির্ভর, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকে চলে আসা কর্ম।

দুই. কিয়াস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে পরম্পরাগত কর্ম। এ দ্বারা তিনি সাহাবীগণের আমল থেকে চলে আসা কর্ম বুঝিয়েছেন।

তিন. ইজতিহাদপ্রসূত কর্ম, যা সাহাবী যুগের পরে সৃষ্ট।

খ. অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণের দৃষ্টিতে মদীনাবাসীর কর্মের স্তর

অন্যান্য মাযহাবের অনেক ফকীহ মদীনাবাসীর কর্মের স্তরকে মালিকীগণ কর্তৃক বিভক্ত স্তরের মতেই নির্ধারণ করেছেন। আবার অনেকে ভিন্ন শ্রেণিভেদে একে উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌ন তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] মদীনাবাসীর কর্মকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[২৪]

এক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কর্ম। এধরনের কর্ম সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ, হাম্বলী মাযহাবের সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর প্রামাণিকতা বিদ্যমান।

দুই. মদীনার প্রাচীন আমল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল থেকে শুরু হয়ে উসমান [শা. ৩৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত পর্যন্ত এর সময়কাল। মালিকী মাযহাবের দৃষ্টিতে এ প্রকার প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য।

তিন. মদীনাবাসীর কর্মের মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান। কোনো বিধানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দলীল বিদ্যমান থাকলে সেক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) মদীনাবাসীর আমলকে প্রাধান্য দান করেন। ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.) প্রাধান্য না দেয়ার পক্ষে মত দেন এবং ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.) থেকে প্রাধান্য দেয়া না দেয়া উভয় বর্ণনা বিদ্যমান।

চার. পরবর্তী কর্মসমূহ। উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাত, ফিতনার বহিঃপ্রকাশ ও সাহাবীগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পরবর্তী কর্ম। এ শ্রেণির

---

২৩. ড. মুহাম্মদ আল-মাদানী, *আল-মাসায়েলুল্লাতী বানাহাল ইমাম মালিক আলা আমালি আহলিল মাদীনা*, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪

২৪. ইব্‌ন তাইমিয়্যা, *মাজমূউল ফাতওয়া*, খ. ২০, পৃ. ৩০৩-৩১০

www.pathagar.com

কর্ম নিয়েই ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আশ্-শাফি'ঈ, আহমাদ ও অনান্য ইমাম এ ধরনের কর্মকে শারী'আতের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। মালিকী মাযহাবের একদল তাঁদের এ মত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মরক্কোবাসী একদল মালিকীর মতে এ শ্রেণিটিও অনুকরণীয় প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য।

ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.]-এর মতে[২৫] মদীনাবাসীর কর্ম প্রথমত দুই স্তরে বিভক্ত।

এক. বর্ণনানির্ভর কর্ম। এ শ্রেণির কর্ম আবার তিন স্তরে বিভক্ত।

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রকার কর্ম তাঁর কথা, কাজ, সম্মতি ও প্রচলিত কোনো কিছু পরিত্যাগ এ চারটি দিক অর্ন্তভুক্ত করে।

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে যে কাজ নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত। যেমন, ওয়াক্‌ফ, চাষাবাদ ইত্যাদি।

গ. কোনো কিছুর স্থান, পরিমাপ, সময় নির্ধারণ, যার অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। যেমন, তাঁর কবর, মিম্বর, হুজরা ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ।

এ তিন ধরনের কর্ম তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে শুরু হওয়া কর্ম শারী'আতের প্রমাণ এবং এর অনুসরণ করা আবশ্যক।

দুই. এমন কর্ম যা ইজতিহাদ ও ইসতিদলালের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে।

এ প্রকার কর্মের বিধান সম্পর্কে তিনি বলেন, মদীনাবাসীর কর্মের এ প্রকারই মতপার্থক্যের মূল বিষয়।

মতপার্থক্যের ক্ষেত্র অনুসন্ধান

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মাদীনাবাসীর কর্মের বিভিন্ন স্তর থেকে শুধু তাদের ইজতিহাদপ্রসূত কর্ম ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তাছাড়া বর্ণনানির্ভর কর্মসমূহ যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে সাব্যস্ত, সেহেতু সেগুলো হয় তো সুন্নাহ অথবা সাহাবীগণের কর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

'আমালু আহলিল মাদীনা' বিষয়ে ইমাম মালিক ও ইমাম লাইসের পত্রবিনিময়

'আমালু আহলিল মাদীনা'র প্রামাণিকতা ও সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে ইমাম মালিক ও মিসরে অবস্থানরত ইমাম লাইস ইব্‌ন সাদ আল-ফাহমী [৯৪-১৭৫ হি.]-এর মধ্যে

২৫. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন*, খ. ২, পৃ. ৩৬৬-৩৭৪

www.pathagar.com

পত্রবিনিময় হয়। যাতে 'আমালু আহলিল মাদীনার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬]

ইমাম মালিক মদীনাবাসীর কর্মের বিপরীত ফাতওয়া প্রদানের কারণে মদীনাবাসীর কর্ম শারী'আতের প্রমাণ হওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ এবং ইমাম লাইসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ইমাম লাইসের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, "আপনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকদের এমন সব ফাতওয়া প্রদান করছেন, যা আমাদের এখানের (মদীনার) লোকদের ও আমাদের অঞ্চলের আমলের বিপরীত।... আপনি এমন পথ অনুসরণ করুন যা দ্বারা নাজাতের আশা করতে পারেন। আর তা হলো, মুহাজির ও আনসারদের পথ। জনগণ তো মদীনাবাসীর অনুসারী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হিজরত করেন, এখানে আল-কুরআন এবং হালাল-হারামের বিধান নাযিল হয়। এখানকার অধিবাসীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ দিতেন এবং তাঁরা তা মান্য করতেন। তিনি সুন্নাহর প্রচলন করতেন আর তাঁরা তা অনুসরণ করতেন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। অতঃপর সাহাবী এবং খলীফাগণ এসব বিষয়ে যা জানতেন তা কার্যকর করতেন। কোনো বিষয়ের বিধান তাঁদের জানা না থাকলে সে বিষয়ে তাঁরা অন্যদের জিজ্ঞেস করতেন। এতে কোনো প্রকার মতবিরোধ দেখা দিলে বা অন্যরা কোনো শক্তিশালী ও উত্তম মত পেশ করলে তাঁরা স্ব স্ব মত প্রত্যাহার পূর্বক সে মত গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাবি'ঈগণও একই পন্থা অনুসরণ করেন এবং একই নীতি মেনে চলেন। অতএব আমি যদি মাদীনায় সুস্পষ্টভাবে কোনো আমল দেখতে পাই এবং বাস্তবে তার ব্যাপক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করি, তবে তা অনুসরণে কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে করি না, কিন্তু মদীনা ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চল এ উত্তরাধিকার লাভ করেনি বিধায় সেসব অঞ্চলের উপর কোনো নির্ভরশীলতা নেই।"

---

২৬. তাঁদের মধ্যে বিনিময় হওয়া পত্রগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন, ***তারীখু ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন,*** বিশ্লেষণ : আহমাদ নূর সাইফ, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯ ইং, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮; আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান আল-ফাসূঈ, ***কিতাবুল মা'রিফাহ ওয়াত তারীখ,*** বিশ্লেষণ : ড. আকরাম জিয়া আল-উমরী, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ : মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হি, খ. ১, পৃ. ৬৯৫; আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন খাইর আল-ইশবিলী, ***ফাহরাস ইব্ন খাইর,*** বিশ্লেষণ : ইবরাহীম আল-আবআরী, কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯ ইং, খ. ১, পৃ. ৩৮৫ ; ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ***ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহচর্চা,*** পৃ. ১৬২-১৬৪, ২৩৭

www.pathagar.com

ইমাম লাইস (রাহ.) উক্ত পত্রের উত্তরে মদীনার আলিমগণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর উল্লেখ করে বলেন, "আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.], উমার [শা. ২৩ হি.], উসমান [শা. ৩৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমের শাসনামলে জিহাদ, ইসলাম প্রচার ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন উপলক্ষে আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ [মৃ. ১৮ হি.], খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ [মৃ. ২১ হি.], ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান [মৃ. ১৮ হি.], আমর ইব্‌নুল 'আস [৫৯২-৬৮২ খ্রি.], মু'আয ইব্‌ন জাবাল [মৃ. ১৮ হি.], আবূ যার গিফারী [মৃ. ৩২ হি.], যুবাইর ইব্‌নুল আওয়াম [৫৯৪-৬৫৬ খ্রি./৩৬ হি.], সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস [মৃ. ৫৫ হি.], আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ [মৃ. ৩২ হি.], হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান [মৃ. ৩৬ হি.], ইমরান ইব্‌নুল হুসাইন [মৃ. ৫২ হি.], 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব [শা. ৪০ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী মাদীনা থেকে সিরিয়া, মিসর, হিমস, ইরাক প্রভৃতি স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা আল-কুরআন ও সুন্নাহের পাশাপাশি নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনে রায় প্রয়োগপূর্বক ইজতিহাদ করতেন। সুতরাং শুধু মদীনা নয়, আবূ বকর, উমার ও উসমান রাদিআল্লাহু আনহুমের আমলে সাহাবীগণ তাঁদের অবস্থানকৃত অঞ্চলে যেসব কর্ম সম্পাদন করেছেন, সেগুলোর উপরও আমল করা উচিত। তাছাড়া তাবি'ঈগণের মধ্যেও অনেক মাসআলায় মতপার্থক্য দেখা দেয়। মদীনায়ও এ মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। ইব্‌ন শিহাব যুহরী [মৃ. ১২৪ হি.] ও রাবীআহ আর-রায় (রাহ.) প্রমুখ ফকীহর মধ্যে অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল তুঙ্গে। রাবীআহর সঙ্গে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ [মৃ. ১৪৬ হি.], উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, কাসীর ইব্‌ন ফারকাদ [মৃ. ১৩০ হি.] প্রমুখ রায় প্রয়োগকারী মদীনার ফকীহ তাবি'ঈগণের মধ্যেও মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল।"

আমালু আহলিল মাদীনার প্রামাণিকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মালিকের সময়ে প্রচলিত মাদীনাবাসী তাবি'ঈগণের ইজতিহাদনির্ভর কর্ম ইসলামী শারী'আতের উৎস কিনা সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। এছাড়া 'আমালু আহলিল মাদীনার' অন্যসব স্তর শারী'আতের প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মতভেদপূর্ণ স্তরটি ইমাম মালিক (রাহ.) ও মালিকীগণের মতে শারী'আতের প্রমাণ এবং ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের স্বতন্ত্র উৎস। এর পক্ষে তাঁরা বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

প্রথমত : বর্ণনানির্ভর যুক্তি

তাঁরা মদীনা ও এর অধিবাসীদের মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেন।

ক. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ [মৃ. ৭৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একজন বেদুঈন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ করে। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বলল, আমার বাইয়াত ফিরিয়ে নিন। তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করেন। সে এভাবে তিনবার বলে। এরপর মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.

"মদীনা কামারের হাঁপরের মত, যা তার মরিচা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি ও নির্ভেজালকে পরিচ্ছন্ন করে।"[২৭]

আবূ হুরায়রা [মৃ. ৫৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.

"আমি এমন এক জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের উপর জয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াছরিব বলে। এ হলো মদীনা যা অবাঞ্ছিত ও দুষ্ট লোকদের এমনভাবে বহিষ্কার করে দেয়, যেভাবে কামারের হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।"[২৮]

হাদীস দু'টি থেকে প্রমাণিত হয়, মদীনা থেকে অপবিত্রতা দূর হয়ে শুধু পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে। অতএব তাঁদের কর্মকাণ্ডকেও কোনো প্রকার মলিনতা স্পর্শ করতে পারবে না বিধায় তা শারী'আতের প্রমাণ।[২৯]

খ. সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء.

---

২৭. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলিল মাদীনা, বাবু আল-মাদীনাতু তানফিল খুবুসা, খ. ২, পৃ. ৬৬৫, হাদীস নং ১৭৮৪

২৮. প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাদায়িলিল মাদীনা, বাবু ফাদলিল মাদীনা ওয়া আন্নাহা তানফিন নাস, খ. ২, পৃ. ৬৬২, হাদীস নং ১৭৭২

২৯. 'আদুদুদ্দীন': *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

"যে কেউ মদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায় সেভাবে গলে যাবে।"[৩০]

এ হাদীসে মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার না করার নির্দেশ এসেছে। আর তাঁদের ইজ্‌মা'র বিরোধিতা তাঁদের সাথে একপ্রকার দুর্ব্যবহার।[৩১]

গ. আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.

"ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[৩২]

উক্ত হাদীস অনুযায়ী মদীনা ঈমান ও সুন্নাতের কেন্দ্রভূমি, যা শিরক থেকে মুক্ত।

ঘ. আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.

"মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশতা প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। এ কারণে প্লেগ এবং দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩৩]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ মদীনা ও তার অধিবাসীদের হিফাযত করবেন। এ বিশেষত্ব অন্য কোনো জনপদের জন্য নয়। এ কারণে তাদের অনুকরণ আবশ্যক।[৩৪]

দ্বিতীয়ত : ইমাম মালিক (রাহ) এর যুক্তি

ইমাম মালিক (রাহ.) ইমাম লাইসের কাছে প্রেরিত পত্রে 'আমালু আহলিল মাদীনা' শারী'আতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে যেসব যুক্তি তুলে ধরেন তার মধ্যে রয়েছে :

ক. মদীনা হিজরতের পুণ্যভূমি ও ওহী অবতরণের কেন্দ্র। এখানেই হালাল-হারামসহ শারী'আতের অন্যান্য বিধিবিধান প্রণীত হয়।

---

৩০. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলিল মাদীনা, বাবু ইসমু মান কাদা আহলিল মাদীনা, খ. ২, পৃ. ৬৬৪, হাদীস নং ১৭৭৮

৩১. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার,* খ. ৩, পৃ. ২৪১

৩২. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলিল মাদীনা, বাবু আল-ঈমান ইয়ারিযু ইলাল মাদীনা, খ. ২, পৃ. ৬৬৩, হাদীস নং ১৭৭৭

৩৩. প্রাগুক্ত, কিতাবু ফাদায়েলিল মাদীনা, বাবু লা ইয়াদখুলুদ দাজ্জালু আল-মাদীনাতা, খ. ২, পৃ. ৬৬৪, হাদীস নং ১৭৮১

৩৪. আল-জাস্‌সাস, *আল-ফুসূল ফিল উসূল,* খ. ৩, পৃ. ৩২৫

www.pathagar.com

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ মাদীনার ভূখণ্ডে অবস্থান করেন। ফলে মদীনাবাসী তাঁর সীরাত অবগত হয়েছেন এবং তাঁর সুন্নাত সংরক্ষণ করেছেন।

গ. মদীনাবাসী ওহী অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, এর ব্যাখ্যা অবগত হয়েছেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর প্রয়োগ পদ্ধতি হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়েছেন।

ঘ. তাঁরা কুরআনের নাসিখ ও মানসুখ (রহিত ও রহিতকারী) আয়াত সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কার্যাবলি তাঁরাই জ্ঞাত ছিলেন। কেননা তিনি তাঁদের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন।

ঙ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁরা তাঁরই সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন।

তৃতীয়ত : বুদ্ধিভিত্তিক অন্যান্য প্রমাণ

'আমালু আহলিল মাদীনা' ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার পক্ষে বুদ্ধিভিত্তিক আরও প্রমাণ রয়েছে।

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকায় অবস্থানরত সাহাবী ও তাবি'ঈগণের মধ্যে যেমন মতপার্থক্য ছিল, মদীনাবাসী সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে তেমন মতপার্থক্য ছিল না। যা থেকে বুঝা যায়, মদীনাবাসী সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিক উদার ছিলেন। ফলে তাঁদের অনুকরণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।[৩৫]

খ. হাদীস ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে মদীনাবাসীর বর্ণনা অন্যদের বর্ণনার উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। একইভাবে ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁদের ইজ্‌মা ও কর্ম অন্যদের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রমাণ।[৩৬]

'আমালু আহলিল মাদীনা' গ্রহণের শর্ত ও নীতিমালা

ইমাম মালিক (রাহ.) তাঁর আল-মুওয়াত্তা ও আল-মুদাওয়ানাহর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এ নীতি গ্রহণের শর্ত ও বিধি উল্লেখ করেছেন। তাঁর নির্ধারিত সেসব শর্তের মধ্যে রয়েছে :[৩৭]

---

৩৫. মূসা ইসমাঈল, *'আমালু আহলিল মাদীনা*, পৃ. ৪১৯

৩৬. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ১, পৃ. ৩৫০

৩৭. মূসা ইসমাঈল, *'আমালু আহলিল মাদীনা*, পৃ. ২৬৮-২৭৯

www.pathagar.com

১. কর্মের উপর ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়া

'আমালু আহলিল মাদীনা' গ্রহণের প্রধান শর্ত হলো, যে কর্ম শার'ঈ বিধানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তার উপর মদীনাবাসীর সকলের বা অধিকাংশের ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হওয়া এবং এ বিষয়ে কোনো মতভেদ না থাকা। তবে এ ইজ্‌মা' দ্বারা শারী'আতের তৃতীয় উৎস ইজ্‌মা'য়ে উম্মত উদ্দেশ্য নয়। কেননা উক্ত ইজ্‌মা' সম্পন্ন হওয়ার জন্য কোনো যুগের মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদের ঐকমত্য প্রয়োজন।

২. কর্মের অবস্থান দৃঢ় হওয়া

ইমাম মালিক (রাহ.) কর্মটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় বর্ণিত হওয়া অথবা সাহাবী ও তাবি'ঈ থেকে প্রকাশিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম সুন্নাতের অংশ, যার সাথে ইজতিহাদের সম্পর্ক থাকা শর্ত নয়। একইভাবে কেউ কেউ সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কর্মকেও সুন্নাতের অংশ নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে ইমাম মালিক (রাহ.) এ জাতীয় কর্মের ক্ষেত্রে সুন্নাত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন বলেছেন, السنة عندنا (আমাদের নীতি হলো), السنة التي لا اختلاف فيها عندنا (যে নীতির ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই)।

৩. কর্মের নিরবচ্ছিন্নতা

কর্মটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর খলীফাগণ অথবা তাঁর সাহাবীগণ থেকে শুরু হয়ে ইমাম মালিক (রাহ.) পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা, এ সময়কালের মধ্যে উক্ত কর্ম সম্পাদনে কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা না থাকা। এ সম্পর্কে তাঁর পরিভাষা الأمر المجتمع عليه الذي أجمعت عليه الأئمة عندنا في القديم والحديث (এটি সর্বসম্মত বিষয়, যার উপর আমাদের পূর্ববর্তী ও বর্তমান ইমামগণ একমত হয়েছেন)।

৪. কর্মটি অধিক সম্প্রসারিত হওয়া

কর্মটি অনুমোদিত হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং বিষয়টা মদীনাবাসীর কারোরই অজানা না থাকা। ইমাম লাইসের কাছে লেখা পত্রে ইমাম মালিক এ শর্তটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "অতএব আমি যদি মদীনায় সুস্পষ্টভাবে কোনো আমল দেখতে পাই এবং বাস্তবে তার ব্যাপক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করি, তবে তা অনুসরণে কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে করি না।"[৩৮]

---

৩৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: 'আমালু আহলিল মাদীনা বিষয়ে ইমাম মালিক ও ইমাম লাইসের পত্র বিনিময় অংশ।

www.pathagar.com

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মদীনাবাসীর বর্ণনানির্ভর কর্ম তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের যুগের কর্ম ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন। পক্ষান্তরে তাবি'ঈগণের ইজতিহাদপ্রসূত কর্ম বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। তবে ইমাম মালিক তাঁদের এ শ্রেণির কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যে শর্ত প্রদান করেছেন, তার ভিত্তিতে মদীনাবাসীর কর্ম ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

www.pathagar.com

কাওলুস সাহাবী

(Saying of a Companion of the Prophet)

পরিচিতি

সাহাবীগণ ইসলামী আইনে সর্বাধিক পারদর্শী। তাঁরা সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা কুরআন অবতরণ ও হাদীস বর্ণনার উপলক্ষ ছিলেন। ইসলামী আইনের সূচনালগ্ন ও এর মূলনীতিসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। যদিও আইনগবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইব্‌ন উমার [মৃ. ৭৪ হি.], 'আয়িশা [মৃ. ৫৭ হি.], ইব্‌ন 'আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ নাস্‌সের হুবহু অনুকরণে আগ্রহী ছিলেন। পক্ষান্তরে উমর [শা. ২৩ হি.], আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ নাস্‌সের বাহ্যিকতার চেয়ে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, জনকল্যাণ ও শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে বিধান উদ্ভাবনে গুরুত্ব প্রদান করতেন। আইন গবেষণার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা পরবর্তীতে ইসলামী আইনের শাখা-প্রশাখায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

শাব্দিক অর্থ

কাওলুস সাহাবী (قول الصحابي) পরিভাষাটি কাওল (قول) ও সাহাবী (صحابي) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। কাওল শব্দের অর্থ কথা, উক্তি, বাণী, বক্তব্য, মত ইত্যাদি।[১]

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ۔

"আল্লাহ তাদের উক্তি শ্রবণ করেছেন যারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮১)

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ۔

"তোমরা তো বিরোধপূর্ণ মত ব্যক্ত করছ।" (সূরা আয-যারিআত : ৮)

সাহাবী (صحابي) শব্দটি মূলত সাহিব (صاحب) থেকে সম্বন্ধ স্থাপনকারী ইয়া (ياء نسبتي) যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে সাহিব শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৮০৭

www.pathagar.com

১. নিকটতম বন্ধু। এ অর্থে আল্লাহর বাণী : إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ.
"যখন তিনি তার সাথীকে বলেছিলেন।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ৪০)

২. মালিক বা অধিকারী। আল্লাহ বলেন : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ.
"আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন।" (সূরা আল-ফীল : ১)

৩. কোনো কিছুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রহরী। যেমন কুরআনে এসেছে :

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰئِكَةً.

" আমি জাহান্নামের প্রহরী হিসেবে ফেরেশতাদের রেখেছি।" (সূরা আল-মুদ্দাস্সির : ৩১)

৪. কোনো মত বা পদ্ধতির অনুকরণকারী। যেমন বলা হয়, أصحاب أبي حنيفة অর্থাৎ আবূ হানীফার অনুসারী।

শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ সাহিবাহ (صاحِبَة), যার অর্থ স্ত্রী। যেমন, আল্লাহর বাণী :

وَأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا.

"আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি গ্রহণ করেননি কোনো স্ত্রী এবং না কোনো সন্তান।" (সূরা আল-জিন ৩)

পরিভাষায় সাহাবী শব্দটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।[২]

অতএব কাওলুস সাহাবী অর্থ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীর উক্তি বা অভিমত।

পারিভাষিক অর্থ

সাহাবীর বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা নির্ধারণে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। বিশেষত হাদীস-বিশারদ ও উসূলবিদগণের মধ্যকার মতপার্থক্য উল্লেখযোগ্য। হাদীসবিশারদ তথা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সাহাবীর সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম আল-বুখারী [১৯৪-২৫৬ হি.] বলেন :

من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين.

"মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন।"[৩]

---

২. আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ. ১, পৃ. ৫০৭
৩. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবাহ, বাবু ফাদায়িলু আসহাবিন নাবী, খ. ৩, পৃ. ১৩৩৩

www.pathagar.com

আবুল মুজাফ্ফার আস-সামআনী আল-মারওয়াযী [৪২৬-৪৮৯ হি.] যিনি স্বতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন তাকেও সাহাবী গণ্য করেছেন। তবে আলিমগণ তাঁর এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪]

উসূলবিদগণ সাহাবীর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ সাহাবী হওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের একটি ন্যূনতম মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয়, তিনি সরাসরি তাঁর থেকে দীনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ এক বা দুই বছর তাঁর সংস্পর্শে থাকা অথবা তাঁর সাথী হয়ে দু'একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার শর্ত প্রদান করেছেন। তাঁদের সংজ্ঞা থেকে 'শারহুল কাওকাবিল মুনীর' গ্রন্থকার আল-ফাতুহী [৮৯৮-৯৭২ হি.]-এর সংজ্ঞাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যায়।

من لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى أو خنثى أو رآه يقظة في حال كونه صلى الله عليه وسلم حيا وفي حال كون الرائي مسلما. ولو ارتد بعد ذلك ثم أسلم ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما.

"ছোট-বড়, পুরুষ-নারী, উভয়লিঙ্গের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাঁর অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন অথবা তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সচেতন অবস্থায় তাঁকে দেখেছেন এবং সে সময় তিনি মুসলিম ছিলেন, যদিও তিনি এরপরে ধর্মত্যাগ করে থাকেন এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু (দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর) তাঁকে না দেখে অবশেষে মুসলিম অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।"[৫]

ব্যাখ্যা : গ্রন্থকার নিজেই তাঁর সংজ্ঞার কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৬]

সাক্ষাত শব্দটি দেখা বা দর্শনের চেয়ে ব্যাপকার্থবোধক। কেননা এটি চক্ষুষ্মান ও অন্ধ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

"ছোট বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেয়েছেন" দ্বারা যাকে তিনি জন্মের পর খেজুর চিবিয়ে মুখে দিয়েছেন (তাহনীক করেছেন), যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফাল [মৃ. ৮৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু, অথবা যার মুখে থুতু দিয়েছেন,

---

৪. ড. শাবান মুহাম্মদ ইসমাঈল, *কাওলুস সাহাবী ওয়া আসরুহু ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, মিসর : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ১৭

৫. তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয আল-ফাতুহী, ইব্‌ন নাজ্জার হিসেবে প্রসিদ্ধ-, *শারহুল কাওকাবিল মুনীর*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আয-যুহাইলী ও নাজীহ হাম্মাদ, রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ২য় প্রকাশ ১৯৯৭ ইং, খ. ২, পৃ. ৪৬৫

৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৬-৪৭১

www.pathagar.com

যেমন, মাহমুদ ইব্‌ন রবী' [৬-৯৯ হি.] রাদি আল্লাহু আনহু অথবা যার মুখমণ্ডলে পবিত্র হাতের ছোঁয়া দিয়েছেন, যেমন- আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবাহ [৮-৮৯ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু, এরকম সকলকে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় দেখার" শর্ত প্রদানের মাধ্যমে যারা শুধু স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন তারা সাহাবীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না। কেননা আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বপ্নে দর্শনের মাধ্যমে সাহচর্য সাব্যস্ত হয় না।

'জীবদ্দশায়' শব্দ উল্লেখ করার মাধমে যে ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে দেখেছেন তিনি সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন না। যেমন খালিদ ইব্‌ন খুওয়াইলিদ আল-হুযালী [মৃ. ২৬ হি.]। যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর সাক্ষাতে আগমন করেন, কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁকে কবরস্থ করার পূর্বে দর্শন করেন।

'মুসলিম' শব্দ উল্লেখ করায় নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব একত্ববাদীর সাক্ষাত হয়েছিল, কিন্তু নবুওয়াতের পরে তাঁকে দেখেনি, তারা সাহাবী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যেমন- যাইদ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন নুফাইল [মৃ. ৬০৫ খ্রি.]। যিনি নবুওয়াতের পূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী ও তার প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى.

"তিনি কিয়ামতের দিন আমার ও ঈসার মধ্যবর্তী একটি উম্মত হিসেবে উত্থিত হবেন।"[৭]

একইভাবে মুসলিম হওয়ার শর্ত প্রদানের মাধ্যমে যারা কাফির থাকা অবস্থায় তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারাও সাহাবী হওয়ার যোগ্যতা থেকে বের হয়ে গেছেন।

"যদি ধর্মত্যাগ করে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় তাঁকে না দেখেও মুসলিম অবস্থায় মারা যায়", এ অংশটির কয়েকটি দিক রয়েছে :

---

৭. ইমাম আন্‌-নাসা'ঈ, *আস সুনানুল কুবরা,* কিতাবুল মানাকিব, বাবু যাইদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল, খ. ৫, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ৮১৮৮

www.pathagar.com

ক. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তাঁর সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অতঃপর তাঁর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর ধর্মত্যাগ করেছেন এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, সে ব্যক্তি সাহাবী নয়। যেমন ইব্ন খাতাল [মৃ. ৮ হি.]।

খ. ধর্মত্যাগ করার পর যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ না পান, তবে তিনি মুমিন হিসেবে গণ্য হবেন। তবে তার সাহাবী হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

গ. মুমিন হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর যদি ধর্মত্যাগ করে এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর সাক্ষাৎ পায়, তবে সাহাবী গণ্য হবেন। কেননা সর্বশেষ সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁর সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয়।

অতএব যেসব মানুষ ও জিনের মধ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান তিনি সাহাবী হিসেবে গণ্য।

কাওলুস সাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য

অনেক উসূলবিদ 'কাওলুস সাহাবী' পরিভাষার গ্রন্থবদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে :

هو ما ثبت عن أحد من الصحابة من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين.

"কোনো সাহাবী থেকে দীনের কোনো বিষয় সাব্যস্ত হওয়া অভিমত বা ফাতওয়া বা কাজ অথবা ইজতিহাদী কর্মকে কাওলুস সাহাবী বলা হয়।"[৮]

এ পরিভাষার আরও কিছু নাম রয়েছে। যেমন- ফাতওয়াস সাহাবী (فتوى الصحابي), মাযহাবুস সাহাবী (مذهب الصحابي), তাকলীদুস সাহাবী (تقليد الصحابي) ইত্যাদি।

কাওলুস সাহাবী সম্পর্কে মতৈক্য ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রসমূহ

কাওলুস সাহাবী বা সাহাবীর মতের আইনী মর্যাদা নিয়ে আলিমগণের মতৈক্য ও মতপার্থক্যের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :[৯]

---

৮. ড. ফাহাদ রুমী, *কাওলুস সাহাবী ফী তাফসীরিল আন্দালুসী হাত্তাল কারনিস সাদিস*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ইং, পৃ. ১৪

৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১৫০; ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৬০; 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ৬৮; ইব্ন বাদরান, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল*, পৃ. ১৩৫; ড. শাবান মুহাম্মদ, *কাওলুস সাহাবী ওয়া আসারুহু ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ৫৪

www.pathagar.com

প্রথমত : আলিমগণ সকলেই একমত যে, এক সাহাবীর অভিমত অন্য সাহাবীর জন্য প্রমাণ নয়। কেননা তাঁরা সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের মর্যাদায় ভূষিত। তাছাড়া সাহাবীগণ বিভিন্ন মাসআলায় মতপার্থক্য করেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউ এ দাবি করেননি, তাঁর অভিমত অন্য সাহাবীর জন্য প্রমাণ। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। তাহলে আবূ বকর উমর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমের মতে, এটি শপথস্বরূপ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার বিধান প্রযোজ্য হবে। ইব্‌ন মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহুর দৃষ্টিতে, একে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হবে, কিন্তু আলী [শা. ৪০ হি.] ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত [মৃ. ৪৫ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুমার মতে, তিন তালাক পতিত হবে। এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের একজন অপরজনের মত অস্বীকার করেননি বা নিজের মত অন্যের জন্য প্রমাণ বলেও দাবি করেননি।

দ্বিতীয়ত : সাহাবীর যে উক্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইজতিহাদ বা রায়; এর অবকাশ নেই বা যুক্তির নিরিখে যা বোধগম্য হয় না; সেগুলো আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শারী'আতের প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য। কেননা তাঁদের এ অভিমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এগুলো সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। আর সুন্নাহ ইসলামী আইনের উৎস। হানাফীগণ সাহাবীগণের এ জাতীয় উক্তির উদাহরণ পেশ করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহুর মতে, মাসিক রজঃস্রাবের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন, কোনো কোনো সাহাবীর মতে, দেনমাহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম, আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার মতে, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বছর।

তৃতীয়ত : কোনো সাহাবীর কোনো উক্তি যদি এমন প্রসিদ্ধ হয় যে, অন্যান্য সাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন, তবে তা প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। কেননা সেক্ষেত্রে এটি ইজ্‌মা' হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে কোনো সাহাবীর কোনো উক্তির বিপক্ষে যদি অন্য কোনো সাহাবীর মতামত বর্ণিত না থাকে, তবে তাকে মৌন ইজ্‌মা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রকার উক্তির উদাহরণ দাদীকে মীরাছে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান।

চতুর্থত : যদি কোনো সাহাবী তাঁর কোনো উক্তি প্রত্যাহার করেন, তবে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হবে না।

পঞ্চমত: সাহাবীর ইজতিহাদ ও রায়ভিত্তিক উক্তি বা কোনো ব্যাপারে তাঁদের থেকে একাধিক উক্তি বর্ণিত থাকলে কোনো একটি উক্তি গ্রহণ করা তাবি'ঈ অথবা তাঁদের পরবর্তীদের জন্য আবশ্যক কি-না এবং তা শারী'আতের উৎস

www.pathagar.com

হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁদের থেকে ছয়টি মত প্রকাশিত হয়েছে।

এক. সাহাবীর এ জাতীয় উক্তি প্রমাণস্বরূপ। এ মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী, মালিকী, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.]-এর পুরাতন নীতি এবং ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.]-এর দুটি মতের একটি এবং এটিই তাঁর মাযহাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।[১০]

দুই. সাহাবীর এ শ্রেণির উক্তি পরবর্তীদের জন্য প্রমাণ নয়। এ মত আশাইরা, মুতাযিলা, শী'আ, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.)-এর নতুন নীতিমালা ও ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর একটি মত। তাছাড়া হানাফী মাযহাবের পরবর্তী আলিমগণও এ মত গ্রহণ করেন। যাহিরী সম্প্রদায়ের ইব্‌ন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.] উপর্যুক্ত অবস্থায় কারও অনুকরণ বৈধ মনে করেন না বিধায় এ মত গ্রহণ করেছেন।[১১]

তিন. সাহাবীর উক্তি কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় এক সাহাবীর উক্তিকে অন্য সাহাবীর উক্তির উপর প্রাধান্য প্রদান করা যায়। এটি ইমাম আশ্-শাফি'ঈর নতুন নীতিমালার প্রকাশ্য মত।[১২]

চার. সাহাবীর উক্তি কিয়াসবিরোধী হলে তা প্রমাণস্বরূপ।[১৩]

পাঁচ. সাহাবীর উক্তি যদি খুলাফায়ে রাশেদার সকলের থেকে প্রকাশিত হয় তবে তা প্রমাণস্বরূপ।[১৪]

ছয়. সাহাবীর উক্তি যদি আবূ বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে প্রকাশিত হয় তবে তা প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য।[১৫]

উপরিউক্ত ছয়টি মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা মূলত দু'টি দলে বিভক্ত হয়েছেন।

১. সাহাবীর অভিমত তাবি'ঈ ও পরবর্তীদের জন্য দলীল। হানাফী, মালিকী, হাম্বলী মাযহাব এ দলভুক্ত।

---

১০. আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার,*** খ. ৩, পৃ. ২২৩; ইব্‌ন কুদামাহ, ***রাওদাতুন নাযির,*** পৃ.৪০৩; ইব্‌ন বাদরান, ***আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ,*** পৃ. ১৩৫; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল,* খ. ৩, পৃ. ১৪৩

১১. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আদুদ,*** খ. ২, পৃ. ২৮৭; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী,*** খ. ২, পৃ. ১৫১; ড. শাবান মুহাম্মদ, ***কাওলুস সাহাবী,*** পৃ. ৬৬-৬৭

১২. আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার,*** খ. ৩, পৃ. ২১৭

১৩. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৭

১৪. ড. শাবান মুহাম্মদ, ***কাওলুস সাহাবী,*** পৃ. ৬৮

১৫. আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ,*** খ. ৩, পৃ. ২০৬; আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল,* খ. ৩, পৃ. ১৪৩

www.pathagar.com

২. সাহাবীর অভিমত তাবি'ঈ ও পরবর্তীদের জন্য দলীল নয়। শাফি'ঈ, শী'আ, মুতাযিলা, যাহিরী, আশ'আরীগণ এ দলভুক্ত।

প্রামাণিকতা

কাওলুস সাহাবীকে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্তকারীগণ তাঁদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

প্রথমত : সাহাবীগণের মর্যাদা সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস

কাওলুস সাহাবীর প্রামাণিকতা সাব্যস্তকারীগণ সর্বপ্রথম সাহাবীগণের মর্যাদা, তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষভাবে সম্মানিত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল উল্লেখ করেন।

কুরআনের বর্ণনা

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ, সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১০০)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

"আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে তাঁর অনুসরণ করেছিল, এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১১৭)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

"আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে তোমার কাছে শপথ করল। তিনি অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি

www.pathagar.com

তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার হিসেবে আসন্ন বিজয় দিলেন।" (সূরা আল-ফাত্হ : ১৮)

مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ـ

"মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবে।" (সূরা আল-ফাত্হ : ২৯)

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে নবী, তোমার এবং যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আল-আনফাল : ৬৪)

হাদীসের বর্ণনা

لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.

"তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না, তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমরা প্রাণ, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও সে তাঁদের মর্যাদার এক বা অর্ধ মুদ[১৬] পরিমাণও লাভ করতে পারবে না।"[১৭]

إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

"সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে, অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে, অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে।"[১৮]

إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء، وأنصارا، وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.

"মহান আল্লাহ আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং আমার জন্য কিছু সাথী নির্বাচন করেছেন। তাঁদের থেকে আমার সহযোগী, সাহায্যকারী ও বৈবাহিক আত্মীয়

---

১৬. হাতের এক মুষ্টি বা এক মুঠ পরিমাণ।

১৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়েলুস সাহাবা, বাবু তাহরীমু সাব্বিস সাহাবা, খ. ৪, পৃ. ১৯৬৭, হাদীস নং- ২৫৪০

১৮. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবাহ, বাবু ফাদায়িলু আসহাবিন নাবী, খ. ৩, পৃ. ১৩৩৫, হাদীস নং- ৩৪৫০; ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ,* কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাদলুস সাহাবা সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, খ. ৪, পৃ. ১৯৬২, হাদীস নং- ২৫৩৩

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁদের গালি প্রদান করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ এবং কিয়ামতের দিন তার থেকে কোনো প্রকার ফরজ এবং নফল ইবাদত গ্রহণ করা হবে না।"[১৯]

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাধারণভাবে সাহাবীগণের মর্যাদার ঘোষণা এসেছে। যা দ্বারা বুঝা যায়, তাঁদের অভিমত আমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত : পবিত্র কুরআনের প্রমাণ

যারা কাওলুস সাহাবী দলীল হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাঁরা সাহাবীর উক্তি ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার পক্ষে পবিত্র কুরআন থেকে আলাদাভাবে প্রমাণ পেশ করেন।

ক. মহান আল্লাহ বলেন :

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ـ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন সব জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১০০)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ সাহাবীগণের অনুসারীদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের উক্তি যদি প্রমাণ না হয়, তবে কীভাবে তাঁদের অনুসরণ সম্ভব? অতএব তাঁদের অভিমত আমাদের জন্য প্রমাণ এবং এর অনুকরণ প্রশংসনীয়।[২০]

খ. আল্লাহর বাণী :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

এ আয়াতে আল্লাহ সাহাবীগণকে উত্তম উম্মত বলে অভিহিত করেছেন এবং উত্তম কাজের নির্দেশদান তাঁদের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর উত্তম কাজের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। অতএব সাহাবীগণের নির্দেশ আমাদের জন্য প্রমাণ।[২১]

---

১৯. আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন*, খ. ৩, পৃ. ৬৩২

২০. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম*, খ. ৩, পৃ. ১৩৪

২১. ড. শাবান মুহাম্মদ, *কাওলুস সাহাবী*, পৃ. ৭১

www.pathagar.com

গ. আল্লাহ্ আরও বলেন :

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ـ

"বলো, এটাই আমার পথ; আমি এবং যে আমাকে অনুসরণ করে (আমরা) সজ্ঞানে আল্লাহর পথে আহ্বান করি।" (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীগণ সত্যের প্রতি আহ্বান জানান। সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া আবশ্যক। যেমন, আল্লাহ্ জিনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ ـ

"হে আমাদের গোত্র, তোমরা আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ঈমান আনো।" (সূরা আল-আহকাফ : ৩১)

তৃতীয়ত : হাদীস থেকে প্রমাণ

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

"সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে, অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে, অতঃপর যারা তাঁদের পর আসবে।"[২২]

যেহেতু এ হাদীসে সাহাবীগণের যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়েছে, সেহেতু তাঁদের অনুকরণ আবশ্যক।

খ. আবূ মূসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.

"তারকারাজি আকাশের নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন তারকা থাকবে না তখন আকাশকে তার প্রতিশ্রুত অবস্থায় নিয়ে আসা হবে। আমি আমার সাথীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাস্বরূপ। অতঃপর আমি যখন চলে যাব, তখন আমার সাথীদের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো আপতিত হতে থাকবে। আমার সাথীরা আমার উম্মতের শান্তি ও নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন আমার সাথীরা চলে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর সে বিষয়গুলো আপতিত হবে, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল।"[২৩]

---

২২. আল-বুখারী ও মুসলিম (সূত্র ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাবু আন্না বাকাআন নাবী আমানুন লি-সাহাবা, খ. ৪, পৃ. ১৯৬১, হাদীস নং- ২৫৩১

www.pathagar.com

চতুর্থত : সাহাবীগণের উক্তি

সাহাবীগণ থেকে এমন অনেক বর্ণনা এসেছে যা থেকে প্রমাণিত হয় তাঁরা সাধারণের জন্য অনুকরণীয়।

ক. কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে উমর রাদি আল্লাহু আনহুর প্রেরিত পত্রে তিনি লেখেন,

إني قد بعثت عمارا أميرا و عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم من اهل بدر واحد فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي –

"আমি আপনাদের জন্য আম্মার ইব্ন ইয়াসির [মৃ. ৩৭ হি.]-কে আমীর এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদকে শিক্ষক ও সহযোগী হিসেবে প্রেরণ করলাম। তাঁরা দু'জন বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অন্যতম। অতএব তাঁদের দু'জনের অনুসরণ করুন। আমার নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আব্দুল্লাহকে আপনাদের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।[২৪]

খ. উমর রাদিআল্লাহু আনহু তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ [মৃ. ৩৬ হি.]-কে ইহরাম অবস্থায় রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে দেখে বলেন :

إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس.

"আপনারা (সাহাবীগণ) উম্মতের নেতৃস্থানীয়, যাদের সাধারণ লোকজন অনুকরণ করে।"[২৫]

পঞ্চমত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ক. সাহাবীগণ ইসলামী বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্য অধিকতর অবগত ছিলেন। কেননা তাঁরা কুরআন অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ বিধান অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা অধিক জ্ঞাত। এ কারণে তাঁদের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে অনুকরণ করা আবশ্যক।

খ. তাঁদের উক্তি বা মতামত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করার সম্ভাবনা রাখে, অথবা সমজাতীয় বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সাথে তুলনা করে এ মত প্রকাশ করতে পারেন। যা অনুকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।[২৬]

---

২৪. তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, খ. ৯, পৃ. ৮৬

২৫. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ মুসতাফা আল-আজামী, দুবাই : মুআস্সাসাতু যাইদ ইব্ন সুলতান আন নাহিআন, ১ম প্রকাশ ২০০৪ ইং, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু লাবসুস সিআবিল মুসবাগাহ ফিল ইহরাম, খ. ৩, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ১১৬৪

২৬. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১৫৫

www.pathagar.com

গ. সাহাবীর উক্তি বর্ণনানির্ভর ও ইজতিহাদপ্রসূত-এ দু'ধরনের হতে পারে। বর্ণনানির্ভর হলে কুরআন অথবা সুন্নাহর অংশ হিসেবে তার প্রামাণিকতা স্বীকৃত। আর ইজতিহাদপ্রসূত হলে তাবি'ঈ বা তাঁদের পরবর্তীদের ইজতিহাদের বিপরীতে সাহাবীগণের ইজতিহাদ অবশ্যই অগ্রগণ্য।[২৭]

ঘ. সাহাবীগণ সত্যান্বেষণ এবং মাসআলার প্রকৃত বিধান উদ্ভাবনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রাদিআল্লাহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কোনো কোনো বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একমাস পর্যন্ত সময় নিতেন। যদি উক্ত ব্যাপারে কোনো নাস না পেতেন, তবে ইজতিহাদ করতেন এবং বিধান বর্ণনার সময় বলতেন, যদি এ সমাধান সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[২৮]

ঙ. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] দেখিয়েছেন, সাহাবীগণের কোনো উক্তি যদি তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন মর্মে উল্লেখ না করেন তবে তার মূল অবস্থা ছয়টি বিষয়ের কোনো একটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে :

এক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ।

দুই. যে ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন তাঁর থেকে শ্রবণ।

তিন. আল্লাহর কিতাব থেকে অনুধাবন, যা আমাদের নিকট অপ্রকাশ্য।

চার. সাহাবীগণের সকলে এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন।

পাঁচ. ভাষাগত দক্ষতা, ওহী অবতরণ প্রত্যক্ষকরণ, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবলোকন ইত্যাদির ভিত্তিতে অনুধাবন।

উপরিউক্ত পাঁচ অবস্থায় সাহাবীর বাণী এমন প্রমাণ যা অনুকরণ আবশ্যক।

ছয়. তাঁর নিজস্ব উক্তি, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেননি। অথবা এমনও হতে পারে, এ ক্ষেত্রে তিনি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

শেষোক্ত অবস্থায় সাহাবীর উক্তি প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য নয়।[২৯] তবে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সাহাবীর উক্তি সাধারণত প্রথম পাঁচ শ্রেণিভুক্ত হয়।

---

২৭. ড. শাবান মুহাম্মদ, ***কাওলুস সাহাবী***, পৃ. ৭৯

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

২৯. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ***আ'লামুল মুআক্কিঈন***, খ. ১, পৃ. ২৪৮

www.pathagar.com

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, সাহাবীগণের ইজতিহাদপ্রসূত উক্তি ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসের একটি।

কাওলুস সাহাবী গ্রহণের শর্ত

কোনো বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাওলুস সাহাবীকে উৎস হিসেবে গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্ত নির্ধারণ করা যায় :

১. কাওলুস সাহাবীর মাধ্যমে যে বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করা হবে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা' বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো উৎসে সে বিষয়ক কোনো বিধান না থাকা।

২. সাহাবীর অভিমত অন্য কোনো বিধান বা শারী'আতপ্রণেতার উদ্দেশ্যের বিপরীত না হওয়া।

৩. সাহাবীর অভিমত গ্রহণের কারণে মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি না হওয়া।

৪. সাহাবীর উক্তি বিশুদ্ধ বর্ণনাধারার মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া।

অতএব উপরিউক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকলে সাহাবীর উক্তি ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের উৎস হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শার'উ মান কাবলানা

(Previous Revealed Law)

পরিচয়

ইসলামী আইনের এ সম্পূরক উৎসটি পূর্ববর্তী ইলাহী আইন ও নবীগণের জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামী শারী'আতের সম্পর্ক নির্ধারক। সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আগত শারী'আত সর্বশেষ ইলাহী আইনী ব্যবস্থা। কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা ও জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের বর্ণনা এসেছে। পূর্ববর্তী উম্মতের জীবনবিধানের সেসব দিক আমাদের জন্য আইন বা আইনের উৎস কি না, এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ

'শার'উ মান কাবলানা (شرع من قبلنا) পরিভাষাটি মূলত 'শার'উন' ও 'মান কাবলানা' দু'টি পদের সমন্বয়ে গঠিত। শার'উন শব্দের অর্থ প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্ত ারিত আলোচনা করা হয়েছে। মান কাবলানা (من قبلنا) অর্থ যারা আমাদের পূর্বে ছিলেন। অতএব 'শার'উ মান কাবলানা' (شرع من قبلنا) অর্থ আমাদের পূর্ববর্তীদের শারী'আত।

পারিভাষিক অর্থ

'পূর্ববর্তীদের শারী'আত' বা 'শার'উ মান কাবলানা' এমন এক পরিভাষা, যা কোনোর সাথে সাথে শ্রোতা বুঝতে পারেন, এর দ্বারা আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত জীবনবিধান উদ্দেশ্য। এ কারণেই অধিকাংশ উসূলবিদ এ পরিভাষার কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তবে আধুনিক কিছু উসূলবিদ এ পরিভাষাটির গ্রন্থবদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন ড. আনওয়ার শুআইব বলেন :

هو عبارة عن الأحكام والتشريعات التي شرعها الله تعالى في حق الأمم السابقة وأنزلها عن طريق أنبيائه ورسله كإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، والتي من شأنها أن تنظم علاقة الإنسان بربه والإنسان بأخيه الإنسان في قضية الحلال والحرام.

"শার'উ মান কাবলানা বলা হয় ঐসব বিধি-বিধান ও আইন-কানূনকে, যা মহান আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন, যা তাদের

www.pathagar.com

নবী ও রাসূলগণ যেমন ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এবং যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, হালাল ও হারামের ভিত্তিতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের এবং মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক পরিচালনা করা।"[১]

শ্রেণিভেদ ও তার আইনী মর্যাদা

ইসলামী আইনে পূর্ববর্তীদের শারী'আতের আইনী মর্যাদা নির্ণয়ে উসূলবিদগণ একে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে এর আইনী মর্যাদা

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পরে এর আইনী মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে এর আইনী মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে তাঁর জীবনে পূর্ববর্তী শারী'আতের গুরুত্ব ও এর আইনী মর্যাদা বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একথা মনে রাখা উচিত, তিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে ইবাদাত করতেন, এ ব্যাপারে কোনো আলিমের মতপার্থক্য নেই। হেরা গুহায় নিভৃতে ইবাদাত, হজ পালন, রমযান মাসে কাবা তাওয়াফ ইত্যাদির মাধ্যমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সে সময় নির্দিষ্ট কোনো শারী'আতের অনুসরণ করে ইবাদাত করতেন কি-না, সে বিষয়ে আলিমগণ তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন।[২]

প্রথম মত : অধিকাংশ হানাফী, হাম্বলী, কিছু মালিকী, কিছু শাফি'ঈ (এমনকি অনেকে ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.) [১৫০-২০৪ হি.]-কেও এ দলভুক্ত মনে করেন) ইমামের মতে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের পূর্বে পূর্ববর্তী শারী'আত অনুযায়ী ইবাদাত করতেন।

---

১. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস্ সালাম, ***শার'উ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবীকাতুহু***, কুয়েত : প্রকাশনা কমিটি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ২০০৫ ইং, পৃ. ১৫৭

২. আল-বাসরী, ***আল-মু'তামাদ ফী উসূলিল ফিকহ্***, খ. ২, পৃ. ৯০০; কাযী আবূ ইয়ালা মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন, ***আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ্***, বিশ্লেষণ : ড. আহমদ ইব্ন আলী, রিয়াদ : বিশ্লেষক কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় প্রকাশ, ১৯৯০ ইং, খ. ৩, পৃ. ৭৬৫; 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ***, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ***, খ. ২, পৃ. ১৮০; আল-গাযালী, ***আল-মুসতাসফা***, খ. ১, পৃ. ৩৪৬; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিকহিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ১৪০; ড. আনওয়ার শুআইব, ***শার'উ মান কাবলানা***, পৃ. ১৮৫

www.pathagar.com

তবে তিনি কোনো শারী'আতের অনুসরণ করতেন সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সাতটি মত রয়েছে।[৩]

১. তিনি আদম আলাইহিস সালামের শারী'আত অনুসরণ করতেন।

২. নূহ আলাইহিস সালামের শারী'আত অনুসরণ করতেন। আল্লাহ বলেন :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰىٓ أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۔

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীনের ঐ অংশ, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ মর্মে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ্-শূরা : ১৩)

৩. ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শারী'আতের অনুসরণ করতেন। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.)কে এ মতের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী :

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"মানুষের মধ্য থেকে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তাকে অনুসরণ করছে, এ নবী এবং যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক।"

(সূরা আলে ইমরান : ৬৮)

৪. মূসা আলাইহিস সালামের শারী'আত।

৫. ঈসা আলাইহিস সালামের শারী'আত।

৬. তিনি কোনো একটি শারী'আতের অনুসরণ করতেন। তবে তাঁকে নির্দিষ্টভাবে কোনো নবীর উম্মত বা তাঁর শারী'আতের অনুসারী বলা যায় না।

৭. তিনি সাধারণভাবেই সব শারী'আতের অনুসরণ করতেন। নির্দিষ্ট কোনো শারী'আতের নয়।

এ মত পোষণকারীগণ তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেন।

ক. বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় একাকী ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন, নামায আদায় করতেন, হজ্জ ও উমরাহ পালন করতেন, রমযানে কাবা তাওয়াফ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি পূর্ববর্তী শারী'আতের আলোকে এসব ইবাদাত সম্পন্ন করতেন।

৩. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ*, খ. ২, পৃ. ৩০২; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ২৪৬; আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, খ. ২, পৃ. ২৫৩

www.pathagar.com

খ. আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু হওয়া নবুওয়াতের ধারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়। এ দীর্ঘ সময়কালে নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতা কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হয়নি। এমনকি নবী রাসূলগণ বর্তমান না থাকলেও তাঁদের প্রতি ঈমান ও তাঁদের শারী'আত মান্য করা অপরিহার্য ছিল। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নুবুওয়াতের পূর্বে পূর্ববর্তী শারী'আতের অনুসরণ করতেন।

দ্বিতীয় মত : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বের কোনো শারী'আতের অনুসরণ করে ইবাদাত করতেন না। অধিকাংশ মালিকী, শাফি'ঈ, মুতাকাল্লিম, আশআরী ও মুতাযিলা এ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কয়েকটি যুক্তিও পেশ করেন।

ক. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি অন্য কোনো নবী-রাসূলের শারী'আতের অনুসরণ করতেন, তবে তাঁকে উক্ত শারী'আতে বিশেষজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হয়ে এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অবগত হওয়ার প্রয়োজন হত, কিন্তু বাস্তবে এমনটি ঘটেনি।

খ. তিনি অন্য কোনো শারী'আতের অনুসারী হয়ে ইবাদাত করলে তাঁর নুবুওয়াত পাওয়ার পর উক্ত শারী'আতের অনুসারীরা এ নিয়ে গর্ববোধ করত, অথবা তাঁর বিরোধিতা করার সময় এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করত।

গ. তিনি পূর্বের কোনো শারী'আতের অনুসরণ করলে নুবুওয়াতের পরে সে সম্পর্কে অবশ্যই সাহাবীগণকে অবগত করতেন। কেননা তিনি কোনো সত্য গোপন করেননি। নবুওয়াত-পূর্ব জীবনের অনেক কিছু তিনি উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় মত : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবুওয়াতের পূর্বে পূর্ববর্তী কোনো শারী'আত অনুসরণ করতেন কি-না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.], ইমামুল হারামাইন [৪১৯-৪৭৮ হি.], ইলকিয়া হাররাসী [৪৫০-৫০৪ হি.], আবূ হাশিম মুতাযিলী [২৪৭-৩২১ হি.], ইব্ন কুশাইরী [মৃ. ৫১৪ হি.], আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.], আন্-নবভী [৬৩১-৬৭৬ হি.], তাজুদ্দীন ইব্নুস সুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.] প্রমুখ এ মতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

প্রথম দুই পক্ষের দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা ও যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায়, তৃতীয় মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা কুরআন, সুন্নাহর স্পষ্ট কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর নুবুওয়াত-পূর্ব জীবনে কৃত ইবাদাত বন্দেগীতে নির্দিষ্ট কোনো শারী'আতের অনুসরণের প্রমাণ মেলে না। আবার কোনো শার'ঈ নীতিমালা

www.pathagar.com

অনুসরণ ছাড়া ইবাদাত বন্দেগী সম্পন্নও করা যায় না। অতএব এক্ষেত্রে নীরব থাকাই শ্রেয়।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর শার'উ মান কাবলানার আইনী মর্যাদা

শার'উ মান কাবালানার এ শ্রেণিটিই মূল আলোচ্য বিষয়। আলিমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী শারী'আতের সব বিধিবিধান রহিত করা হয়নি। কেননা এমন অনেক বিধিবিধান রয়েছে, যা প্রত্যেক শারী'আতেই বিদ্যমান ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নুবুওয়াত পাওয়ার পর পূর্ববর্তী শারী'আতের আইনী মর্যাদা নির্ধারণ করার জন্য উসূলবিদগণ পূর্ববর্তীদের শারী'আতের বিধিবিধানকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. পূর্ববর্তী উম্মতগণের শারী'আতের যেসব বিধিবিধান কুরআন বা সহীহ সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়; বরং আহলে কিতাবদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ বা তাদের উৎস থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এসব বিধিবিধান ইসলামী আইনে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য। এ ব্যাপারে উসূলবিদগণের মধ্যে কোনো প্রকার মতভেদ নেই; বরং এব্যাপারে তাঁদের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪]

খ. যেসব বিধিবিধান পূর্ববর্তী শারী'আতে বিদ্যমান ছিল এবং পবিত্র কুরআন বা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রকার বিধিবিধান আবার ৫ ধরনের এবং প্রত্যেক ধরনের মর্যাদাও ভিন্ন ভিন্ন।[৫]

১. পূর্ববর্তীদের পালনীয় যেসব বিধান কুরআন অথবা সহীহ সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে এবং ইসলামী শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে সেসব বিধান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্যও পালনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। এ শ্রেণির বিধান আমাদের জন্য পালনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। যেমন, আকায়েদের বিষয়সমূহ, নামায, যাকাত, রোযা, আশুরার রোযা, জিহাদ ইত্যাদি। যেমন আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

৪. আস্-সারাখসী, ***উসূল আস্ সারাখসী,*** খ. ২, পৃ. ৯৯

৫. ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ,*** পৃ. ২৬২-২৬৪; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী,*** খ. ২, পৃ. ১৪২-১৪৩; ড. আনওয়ার শুআইব, ***শার'উ মান কাবলানা,*** পৃ. ২৩৮-২৫১; ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী,*** পৃ. ২৭৫-২৭৭

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৩)

২. এমন বিধান, কুরআনের বর্ণনার আলোকে যেগুলো পূর্ববর্তী উম্মাতের জন্য শারী'আতসম্মত ছিল, কিন্তু ইসলামী শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ নয়। এর বিধি বিধান সম্পর্কেও আলিমগণের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের মতে, আমরা এসব বিধান পালনে বাধ্য নই এবং তা আমাদের জন্য শার'ঈ মর্যাদাভুক্ত নয়। যেমন, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সিজদারত হয়ে ও 'হিত্তাতুন' উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন :

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ـ

"নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং বলতে থাক হিত্তাতুন (ক্ষমা চাই), তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের অতিরিক্ত দান করব।" (সূরা আল-বাকারাহ : ৫৮)

কিন্তু আমাদের শারী'আতে এ বিধান বিধিবদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সব আলিম একমত পোষণ করেছেন।[৬]

৩. এমন বিধান যা কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে তা আমাদের জন্য বৈধ। এ প্রকার বিধানের ব্যাপারেও আলিমগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। যেমন, মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য নখরবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রাণী এবং গরু ছাগলের চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ـ

"ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পিঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।।" (সূরা আল-আন'আম : ১৪৬)

৬. ইব্‌ন হায্‌ম, *আল-ইহকাম*, খ. ৫, পৃ. ৭৩২

www.pathagar.com

৪. যেসব বিধান পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং একইভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্যও নিষিদ্ধ। যেমন, যিনা, চুরি, হত্যা, কুফুরী ইত্যাদি। তাদের মত আমাদের জন্যও এগুলো নিষিদ্ধ এব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন।[৭]

৫. যেসব বিধানের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহর বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো পূর্ববর্তী শারী'আতে বিধিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইসলামী শারী'আতে সেগুলো বিধিবদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত হয়নি। এ প্রকারটির বিধান নিয়েই মূলত আলিমগণ মতভেদ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন।[৮]

১. অধিকাংশ হানাফী ও মালিকী, কিছু শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ (রাহ.) [১৬৪-২৪১ হি.] এবং মুতাকাল্লিমদের মতে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পূর্ববর্তী উম্মতদের যেসব বিধান বর্ণনা করেছেন এবং ইসলামী শারী'আতে যেগুলো পরিত্যাজ্য হয়নি, সেগুলো আমাদের জন্য বিধানের উৎস।

২. অধিকাংশ শাফি'ঈ, কিছু হানাফী, কিছু মালিকী, কিছু হাম্বলী, অধিকাংশ আশআরী ও মুতাযিলার নিকট পূর্ববর্তী শারী'আত আমাদের জন্য দলীল বা ইসলামী আইনের উৎস নয়।

৩. নীরবতা অবলম্বন করা। যদি এ ব্যাপারে শুদ্ধ দলীল পাওয়া যায়, তবেই একে গ্রহণ করা যাবে। ইব্‌ন কুশাইরী ও ইব্‌ন বুরহান [৪৭৯-৫১৮ হি.] এ মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রামাণিকতা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, পূর্ববর্তীদের শারী'আতের যেসব বিধান কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের শারী'আতে তার অবস্থান প্রমাণিত হয়নি অর্থাৎ তা গ্রহণ বা বর্জন বিষয়ে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি, সেগুলো ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে প্রধানত দু'টি মত বিদ্যমান।

---

৭. 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ***, খ. ২, পৃ. ২৮৭

৮. কাযী আবূ ইয়ালা, ***আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ***, খ. ৩, পৃ. ৭৫৩-৭৫৬; আশ্-শীরাযী, ***আল-লুমাউ ফী উসূলিল ফিক্‌হ***, খ. ২, পৃ. ২৫০; আস্-সারাখসী, ***উসূল আস সারাখসী***, খ. ২, পৃ. ৯৯; 'আদুদুদ্দীন, ***শারহে আল-'আদুদ***, খ. ২, পৃ. ২৮৬; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ***, খ. ২, পৃ. ১৮০; আল-গাযালী, ***আল-মুসতাসফা***, খ. ১, পৃ. ২৫১; ইব্‌ন বাদরান, ***আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমাদ***, পৃ. ১৩৪; আশ্-শাওকানী, ***ইরশাদুল ফুহূল***, খ. ২, পৃ. ২৫৮; ইব্‌ন কুদামাহ, ***রওদাতুন নাযির***, খ. ১, পৃ. ৪০০

www.pathagar.com

১. উক্ত বিধান ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

২. উক্ত বিধান ইসলামী আইনের উৎস নয়।

উভয় মতের সমর্থনে কুরআন সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে।

১. পূর্ববর্তী শারী'আতকে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্তকারীদের প্রমাণ

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহ বলেন : أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"তাদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছিলেন। অতএব, তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর।" (সূরা আল-আন'আম : ৯০)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁদের শারী'আতের যেসব বিধিবিধান রহিত হওয়ার স্পষ্ট কোনো দলীল-প্রমাণ নেই, সেসব বিধান পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

খ. মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۔

"মানুষের মধ্য থেকে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তাকে অনুসরণ করছে, এ নবী এবং যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক।"

(সূরা আলে ইমরান : ৬৮)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۔

"অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহীমের দীন অনুসরণ কর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (সূরা আন্ নাহল : ১২৩)

প্রথমোক্ত আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসরণ দ্বারা তাঁর শারী'আতের অনুসরণ উদ্দেশ্য। শেষোক্ত আয়াতে বর্ণিত মিল্লাত শব্দটি আইনের মূলনীতি ও গৌণ বিষয় সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করে।[৯]

গ. মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۔

---

৯. আবূ ইয়ালা, *আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ*, খ. ৩, পৃ. ৭৫৯

www.pathagar.com

"আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেভাবে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যাবুর গ্রন্থ।"

(সূরা আন্-নিসা : ১৬৩)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীনের ঐ অংশ, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ মর্মে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ্-শূরা : ১৩)

উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী এবং তাঁর দীনের সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের ওহীর সংশ্লিষ্টতা ও যোগসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁদের সকলের ওহী ও শারী'আত একই উৎস থেকে নির্গত এবং পূর্বের শারী'আতের যেসব বিষয় রহিত হয়নি সেগুলো এ শারী'আতে পালনীয়।

ঘ. আল্লাহর বাণী : اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। নবীগণ এর মাধ্যমে ফয়সালা প্রদান করতেন।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, তাওরাতের শিক্ষার আলোকে নবীগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একজন নবী। অতএব আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী তিনিও তাওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করেন। সুতরাং রহিত হয়নি তাওরাতের এমন বিধান তিনি গ্রহণ করতে আদিষ্ট।

ঙ. আল্লাহ বলেন :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ـ

"আমি এ গ্রন্থে (তাওরাতে) তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম।"

(সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৫)

এ আয়াতে তাওরাতে বর্ণিত বনী ইসরাঈলের কিসাস আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের শারী'আতেও এ আইন গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত তাওরাতের এ বিধান ইসলামী শারী'আতে কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (রাহ.), ইব্ন কুদামাহ [৫১৪-৬২০ হি.], ইব্ন কাসীর [৭০১-৭৭৪ হি.] এ বিষয়ে ইজ্মা' সম্পন্ন হওয়ার দাবি করেছেন।[১০] অতএব পূর্ববর্তী শারী'আত ইসলামী আইনের উৎস।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণ

ক. নামাযের কাযা আদায় সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ).

"যদি কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে যায়, তবে যখন তার স্মরণ হবে তখনই সে যেন তা আদায় করে নেয়। এ ব্যতীত উক্ত সালাতের কোনো কাফ্ফারা নেই। (কেননা মহান আল্লাহ বলেন) "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।"[১১]

(সূরা তা-হা : ১৪)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আয়াতের ভিত্তিতে উক্ত বিধান উদ্ভাবন করেছেন, তা মূলত মূসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল। অতএব পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধিবিধান গ্রহণ বৈধ না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করতেন না।

খ. মুজাহিদ [মৃ. ১০৩ হি.] বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস [মৃ. ৬৮ হি.]-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি সূরা সোয়াদ তিলাওয়াত করার সময় সেজদা করব?[১২] উত্তরে তিনি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ থেকে أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ

---

১০. ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৬৫

১১. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ*, কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাত, বাবু মান নাসিআ সালাতান..., খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস নং ৫৭২

১২. সূরা সোয়াদের ২৪ নং আয়াত।

www.pathagar.com

(সূরা আনআমের ৮৪ থেকে ৯০) পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের নবীও তাঁদের অর্ন্তভুক্ত যাঁদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৩]

অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে এ সূরায় তিলাওয়াতে সিজদা প্রদান করেছেন। আর তাঁদের অনুসরণের অর্থ তাঁদের শারী'আতের অনুকরণ।

গ. আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার [মৃ. ৭৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জানাল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কী বিধান পাও? তারা বলল, তাদের অপমানিত ও বেত্রাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম [মৃ. ৪৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে অবশ্যই রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে তা খুলে একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে আগপিছ পাঠ করলে। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালে দেখা গেল, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তাদের দু'জনকে রজম করা হয়।[১৪]

অতএব এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত অনুযায়ীও ফয়সালা করতেন, যদি ইসলামী শারী'আতে উক্ত বিধান রহিত না হয়ে থাকে।

ঘ. ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর দেখলেন, ইহুদী আশুরার রোযা পালন করে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের রোযা? তারা বলল, এদিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মূসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোযা পালন করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদের চেয়ে মূসার অধিক নিকটতম।"

---

১৩. ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্ সাহীহ,* কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু ওয়াজকুর আবদানা দাউদ, খ. ৩, পৃ. ১২৫৮, হাদীস নং ৩২৩৯

১৪. প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুহারিবীন মিন আহলিল-কুফর ওয়ার রিদ্দাহ, বাবু আহকামু আহলিয যিম্মাহ..., খ. ৬, পৃ. ২৫১০, হাদীস নং ৬৪৫০

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি আশুরার রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে ও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।[১৫]

তৃতীয়ত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ক. শার'উ মান কাবলানাকে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্তকারীগণ ইসতিসহাবের মাধ্যমে এর প্রমাণ পেশ করেন। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নুবুওয়াতের পূর্বে পূর্ববর্তী শারী'আত অনুযায়ী ইবাদাত করতেন, সেহেতু যেসব বিষয়ে ইসলামী শারী'আতে কোনো বিধান আসেনি সেসব বিষয়ে পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধান গ্রহণ ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বৈধ।[১৬]

খ. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ ইসলামী শারী'আতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী শারী'আতসমূহের সব বিধিবিধান বিলুপ্ত করা হয়নি। অতএব কুরআন, সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শারী'আতের যেসব বিধান রহিত না হওয়া প্রমাণিত, তা আইনের উৎস হতে কোনো অসুবিধা নেই।[১৭]

গ. মহান আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তীদের শারী'আতের অনেক বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন। উক্ত বিধানে আমাদের জন্য কোনো উপকারিতা না থাকলে আল্লাহ তা বর্ণনা করতেন না। অতএব আমাদের শারী'আতে তাদের যেসব বিধান গ্রহণের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, সেসব বিধান গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৮]

২. বিরোধীদের প্রমাণ ও তার উত্তর

প্রথমত : কুরআন থেকে প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহ বলেন : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধিবিধান ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারিত করেছি।"
(সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের জন্য পৃথক শারী'আত নির্ধারণ করেছেন। যা তাঁর ও তাঁর উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সে

---

১৫. প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম, বাবু সিয়ামু ইয়াওমে আশুরা, খ. ২, পৃ. ৭০৪, হাদীস নং ১৯০০

১৬. 'আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ*, খ. ২, পৃ. ২৮৬

১৭. আবূ ইয়ালা, *আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্বহ*, খ. ৩, পৃ. ৭৬০

১৮. আশ্-শীরাযী, *শারহে আল-লুমাউ*, খ. ২, পৃ. ২৫১

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজস্ব শারী'আতের অনুকরণ করতেন। সুতরাং পূর্ববর্তীদের শারী'আত পালনের প্রয়োজনীয়তা নেই।[১৯]

এর উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক রাসূলের জন্য আলাদা শারী'আত নির্ধারণ করার পরও কিছু বিধান রয়েছে, যা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আকীদা, সালাত, যাকাত, সাওমের অপরিহার্যতা, শিরক, ব্যভিচার, মিথ্যার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। অতএব পূর্ববর্তীদের কিছু বিধান এ শারী'আতে অন্তর্ভুক্ত হলে তার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয় না।

খ. আল্লাহর বাণী :

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ـ

"আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক (তাতে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম), তোমরা আমি ব্যতীত অপর কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২)

এ আয়াত অনুযায়ী তাওরাত বনী ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট। যদি অন্যদের জন্য এ কিতাবের প্রয়োজন থাকত, তবে অবশ্যই তা লিপিবদ্ধ থাকত। অতএব কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এ কিতাবের বিধান গ্রহণ বৈধ হতে পারে না।[২০]

উত্তর : তাওরাত শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াত-এ কথা ঠিক নয়। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে যারা ইয়াহুদী ছিলেন তাদের শারী'আত ছিল তাওরাতভিত্তিক। অথচ তাদের সকলেই বনী ইসরাঈল ছিলেন না। তাছাড়া সূরা বাকারার শুরুতে কুরআনকে আল্লাহ মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত বলেছেন। অথচ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য বিধি বিধান অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত : হাদীস থেকে প্রমাণ

ক. মুআয ইবন জাবাল [মৃ. ১৮ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে প্রেরণ সংক্রান্ত হাদীস থেকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ-ইসলামী আইনের এ তিনিটি উৎস নির্ধারিত হয়।[২১] পূর্ববর্তীদের শারী'আত আমাদের জন্য প্রমাণ হলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

---

১৯. ড. আনওয়ার শুআইব, ***শারউ মান কাবলানা***, পৃ. ২৮৮
২০. আস্-সারাখসী, ***উসূল আস সারাখসী***, খ. ২, পৃ. ১০৪
২১. হাদীসটি ইতিপূর্বে সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উত্তর : এ হাদীস দ্বারা পূর্ববর্তী শারী'আত আইনের উৎস না হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজ্‌মা' শারী'আতের উৎস, অথচ তা এ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া পূর্ববর্তী শারী'আতের বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে বিধায় তিনি আলাদাভাবে এর উল্লেখ করেননি।

খ. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ [মৃ. ৭৪ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.

"আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। সমগ্র জমীন আমার জন্য সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। অন্যান্য নবী নিজের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন আর আমাকে সকল মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে শাফাআতের অধিকার দেয়া হয়েছে।"[২২]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্বের নবীগণ নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বিশেষ শারী'আত নিয়ে এসেছিলেন। অতএব তাঁদের সীমাবদ্ধ শারী'আতের বিধান আমাদের ব্যাপক শারী'আতে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের এ যুক্তির উত্তর পূর্বে কুরআনের আয়াত থেকে প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবতার হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কোনো রাসূলের উপর অবতীর্ণ শিক্ষা বিলীন হলে আল্লাহ নতুন রাসূল প্রেরণ করেছেন। নতুন রাসূল প্রেরণের অর্থই হল, পূর্ববর্তী রাসূলের শারী'আত রহিত হয়ে যাওয়া। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

২২. ইমাম আল-বুখারী, ***আল-জামি' আস্ সাহীহ্‌***, কিতাবু আবওয়াবিল মাসাজিদ, বাবু কাওলিন নাবী জুয়িলাত লীল আরদা মাসজিদান ওয়া তাহুরা, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং ৪২৭

www.pathagar.com

আগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী শারী'আতের আকীদাগত বিষয় ছাড়া সবকিছু রহিত হয়ে যাওয়ায় এর কার্যকারিতা অবশিষ্ট নেই।

উত্তরে বলা যায়, পূর্ববর্তী শারী'আতের সব গৌণ বিধিবিধানকে ফকীহগণ আইনের উৎস হিসেবে দাবি করেননি; বরং তারা কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণিত ঐসব বিধানকে আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে চান যা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা আসেনি। অতএব তাদের শারী'আত রহিত হলেও তাদের বিধান জনকল্যাণকর এবং শারী'আতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।

খ. নতুন পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কিতাব, সুন্নাহ ও ইজতিহাদের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। পূর্ববর্তীদের শারী'আত আইনের উৎস হলে তাঁরাও গ্রহণ করতেন।

উত্তর : সাহাবীগণ পূর্ববর্তীদের শারী'আত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ না করার কারণ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি সাধন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তীদের বিধি বিধান গ্রহণের কথা আমরাও বলি না। কেননা আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত পূর্ববর্তীদের বিধিবিধান ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে প্রাপ্ত তাদের বিধান সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

'শার'উ মান কাবলানা'কে ইসলামী আইনের উৎস সাব্যস্ত করার পক্ষে বিপক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন ও পর্যালোচনান্তে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, পূর্ববর্তী শারী'আতের যেসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত এবং ইসলামী শারী'আতে যা রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, সেসব বিধান ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

'শার'উ মান কাবলানা'নীতি প্রয়োগের শর্ত

যারা শার'উ মান কাবলানা তথা পূর্ববর্তী শারী'আতকে ইসলামী আইনের উৎস গণ্য করেন, তারা এ নীতি প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত প্রদান করেন। শর্তগুলো পূরণ হওয়া ব্যতীত কোনোক্রমেই এ নীতির প্রয়োগ বিধিসম্মত নয়।[২৩]

১. পূর্ববর্তী শারী'আতের বিধি বিধান অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ সুন্নাহে বর্ণিত হতে হবে। শুধু আহলে কিতাবদের কোনো উৎস থেকে বর্ণিত হবে না। অর্থাৎ বর্তমান প্রচলিত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কিতাবুল মুকাদ্দাস (Bible,

---

২৩. ড. আনাওয়ার শুআইব, *শার'উ মান কাবলানা*, পৃ. ৩৮৩

www.pathagar.com

Old Testament, New Testament, Kitab al-Muqaddas) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে না। একইভাবে কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোনো তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. পূর্ববর্তীদের শার'ঈ বিধান যদি সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তবে তা শুদ্ধ বর্ণনাধারায় বর্ণিত হতে হবে। দুর্বল বর্ণনাধারা সম্বলিত হবে না। অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হতে হবে।

৩. পূর্ববর্তীদের শারী'আত ইসলামী উৎস তথা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণিত হলে তা অকাট্য পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া শর্ত নয়। ধারণাপ্রসূত পদ্ধতি যেমন, আহাদ সুন্নাহর মাধ্যমে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য।

৪. পূর্ববর্তীদের শারী'আতের যে বিধান গ্রহণ করা হবে, ইসলামী শারী'আতে তা রহিত না হওয়া শর্ত। যদি রহিত হয়ে যায়, তবে তা ইসলামী আইনের উৎস গণ্য হবে না। এ কারণে তার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করাও বৈধ নয়।

www.pathagar.com

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যেসব বিষয় ইসলামী আইনের উৎস নয়

(Subjects that are not source of Islamic Law)

কিছু বিষয়কে অনেকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইসলামী আইনের উৎস নয়। নিম্নে এ জাতীয় সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. রোমান আইন

ইসলামী আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি, বিশেষত প্রাচ্যবিদগণ (Orientalist) ধারণা করেন, ইসলামী আইন প্রণয়ন ও এর নীতিমালা বিন্যাসে রোমান আইনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে দাবি করেন, রোমান আইন ইসলামী আইনের উৎস। এর পিছনে তারা কিছু যুক্তিও উপস্থাপন করেন।[১]

ক. রোমান আইন ইসলামী আইন আগমনের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল।

খ. উভয় আইনের পরিভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- ফিক্‌হ শব্দের রোমান প্রতিশব্দ Jurisprudentia, যার অর্থ প্রজ্ঞা। ইসলামী আইনের ইসতিহসান ও রোমান আইনের Aequita-ও একই অর্থবোধক।

গ. উভয় আইনের মূলনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, البينة على المدعي واليمين على من أنكر "বাদী প্রমাণ পেশ করবে আর বিবাদী শপথ করবে," ইসলামী আইনের এ নীতি রোমান আইনের Affirmanti incubmit onus probandi নীতি একই অর্থবোধক। একইভাবে ইসলামী আইনের ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালাহ রোমান আইনের জনস্বার্থ পরিপালন (Public Interest) নীতি হিসেবে গণ্য।

ঘ. তাদের দাবি অনুযায়ী ইসলামী আইনের উৎপত্তির যুগ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে রোমান-বাইজেন্টাইন আইনের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর পিছনে তাঁর সিরিয়া সফর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

ঙ. ইসলামী আইনের বিকাশ, বিন্যাস ও গ্রন্থ প্রণয়ন তথা সাহাবী, তাবি'ঈ ও ইমামগণের যুগে এসে এ আইনে অধিক পরিমাণে রোমান আইনের প্রবেশ ঘটে।

---

১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ২২২-২২৩; ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা*, পৃ. ১০৫-১০৬

www.pathagar.com

বিশেষত মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর বৈরূত ও কায়সারিয়াতে প্রচলিত রোমান আইন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করেন, ফলে এ সমন্বয় সাধিত হয়।

ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে উদ্ভূত এবং এর দ্বারা প্রভাবিত, এ দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা ইসলামী আইন আল্লাহ প্রদত্ত। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুরই উল্লেখ করেছেন। এ কারণে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ কুরআন থেকেই নির্গত। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়। সাহাবীগণের যুগে এসে কুরআন-সুন্নাহে কোনো বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান না পেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে তাঁরা বিধান উদ্ভাবন করতেন। পূর্বস্বীকৃত বিধানের সাথে নতুন বিষয়ের কিয়াস করতেন। অপরদিকে ইসলামী আইনশাস্ত্র তথা ইলমুল ফিক্‌হ স্বতন্ত্র কোনো শাস্ত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়নি; বরং তা ধর্মতত্ত্বের একটি অংশ হিসেবেই তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে গণ্য।

তারা উভয় আইনের পরিভাষা ও মূলনীতির মাঝে সামঞ্জস্যের যে প্রমাণ পেশ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা বলব, মুসলমানগণ নতুন কোনো অঞ্চল জয় করার পর সে অঞ্চলের প্রচলিত আইন পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে আদল-ইনসাফ পরিপন্থী এবং মানবতার প্রতি জুলুম ও অবিচারমূলক নীতির মূলোচ্ছেদ করে তাকে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পুর্নবিন্যাস করেন এবং প্রচলিত আইনের যেসব বিষয় ইসলামী আইনের সাধারণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর বিবেচিত সেগুলো বহাল রাখেন। ইসলামী আইনে উরফের অবস্থান ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] বলেন, "যদি কোনো অঞ্চলে কোনো প্রাচীন অনারব রীতি প্রচলিত থাকে, যাতে ইসলাম কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন বা বিলুপ্ত করেনি, অতঃপর যদি সে অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী সে প্রথা অনুযায়ী আমল করতে কষ্ট হচ্ছে বিধায় শাসকের নিকট তা পরিবর্তনের দাবি পেশ করে, তবুও মুসলিম শাসক তা পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন না।"[২] এভাবেই ইসলামী আইনে তৎকালীন প্রচলিত বিধিবিধানের অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে এর অর্থ এ নয়, সেগুলো থেকে ইসলামী আইন নির্গত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ইসলামী আইনে শুধু রোমান আইন নয়; বরং সে সময় প্রচলিত সব আইনেরই প্রভাব

২. আল-বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ. ৪৬৫, সূত্রঃ ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা*, পৃ. ১০৫

www.pathagar.com

থাকতে পারে। এককথায় ইসলামী আইন মানবতার কল্যাণ বিবেচনায় যেসব আচার, আচরণ ও প্রচলনকে প্রয়োজন মনে করেছে; তা গ্রহণ করেছে, কিন্তু এ গ্রহণের স্বীকৃতি অবশ্যই শারী'আতের দলীলভিত্তিক হতে হবে।

এছাড়া ফিক্‌হচর্চার প্রাচীন উৎসসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইনে রোমান বা অন্য কোনো আইন অনুপ্রবেশের সুযোগও ছিল না। মুসলিম ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আওযাঈ সিরিয়ায় অবস্থান করে ফিক্‌হচর্চা করেন, কিন্তু তিনি ফিক্‌হচর্চার মূলনীতিতে কিয়াস বা রায়কে স্থান দেননি; বরং হাদীস অনুসরণকারী ফকীহ হিসেবে ফিক্‌হচর্চা করতেন। ফলে সিরিয়ায় প্রচলিত রোমান আইন ইসলামী আইনে প্রবেশের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাছাড়া কোনো ফকীহই ফিক্‌হচর্চার মূলনীতি হিসেবে রোমান আইনকে গ্রহণ করেননি।

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেও প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইনে রোমান আইনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ছিল না। কেননা রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর (৫৬৫ খ্রি.) রোমান আইন মূলত গির্জার অভ্যন্তরে অন্তরীণ হয়ে যায়। আবার একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তা পুনরুজ্জীবন লাভ করে। অন্যদিকে ইসলামী আইনের সূচনা হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম থেকে এবং দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।[৩]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে নির্গত ও এর দ্বারা প্রভাবিত নয়। এতদ্ব্যতীত এ সংশয় নিরসনকল্পে রোমান আইনের উৎসের সন্ধান করা যেতে পারে। রোমান আইনের উৎস যদি পূর্ববর্তী কোনো শারী'আত বা কোনো নবী-রাসূলের শিক্ষা হয়ে থাকে, তবে বিচিত্র নয়, তাঁদের সেসব শিক্ষা বিকৃত হওয়ার পরও কিছু দিক অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যেগুলো রোমান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ইসলামী শারী'আতও তা গ্রহণ করেছে। কেননা ইসলামী আইনে পূর্ববর্তী শারী'আতের প্রভাব স্বীকৃত এবং বিষয়টি ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। অতএব রোমান আইনের উৎস যদি পূর্ববর্তী শারী'আত হয় এবং এর অবিকৃত কিছু নীতি ইসলামী আইনে প্রবিষ্ট হয়, তবে তা দূষণীয় নয়।

২. অন্য আইনের সূত্র

অন্য আইনের সূত্র বা রেফারেন্স ইসলামী আইনের উৎস নয়। কেননা ইসলামী আইন স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কোনো আইনের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে

৩. ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিক্‌হচর্চা*, পৃ. ১১০

www.pathagar.com

বসবাসকারী অমুসলিম তথা আহলুয যিম্মার (যিম্মীদের) জন্য তাদের ধর্মীয় আইনের রেফারেন্স প্রসঙ্গে ইমামগণের বিস্তারিত নির্দেশনা বিদ্যমান।

ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন পালনে যিম্মীদের বাধ্য করা বৈধ নয়। একইভাবে তাদের ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নে বাধ্যকরণও বৈধ নয়।

জমহুরের মতে, ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা ইসলামী বিধিবিধানের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য এবং সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা সম্পন্ন হবে।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.)-এর মতে, মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় নীতিমালা পালন ও সে অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তাতে কোনো মুসলিমের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। যদি কোনো বিষয় মুসলিম ও অমুসলিম (আহলুয যিম্মাহ) উভয়ের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা হবে। যেমন– যদি মুসলিমের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত চলা অবস্থায় কোনো যিম্মী পুরুষ তাকে বিবাহ করে, তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসারে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।

সাহিবাইন (ইমাম মুহাম্মদ [১৩২-১৮৯ হি.] ও আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.]) মনে করেন, তাদের ইসলামী আইন গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে ইসলামী আইনের যেসব বিষয়ের সাথে তাদের ধর্মীয় আইনের মিল রয়েছে, সেসব বিষয় উভয়ের ক্ষেত্রে একইভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন- মা, মেয়ে, বোন, ভাগিনীর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া। আর যেসব বিষয়ের বিধানে মিল নেই, সেসব বিষয় তাদের ধর্মীয় আইনে বিচার্য হবে।[৫]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মুসলিমের স্বার্থ নেই এমন নিছক যিম্মীদের বিষয়ে তাদের ধর্মীয় নীতির উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিচারিক কাজ পরিচালনার বৈধতার পক্ষ নিয়েছেন। একইভাবে সাহিবাইন যেসব বিষয়ে ইসলামী আইনে ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়নি সেসব বিষয়ে তাদের আইনের উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। তার অর্থ এ নয়, যিম্মীদের ঐ আইন ইসলামী আইনের উৎস; বরং হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উদার স্বীকৃতি প্রদান

৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ২২১

৫. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে'*, খ. ২, পৃ. ৩১০-৩১১

www.pathagar.com

করেছেন। যা ইসলামী আইনের মহানুভবতা, গতিশীলতা ও সার্বজনীনতার প্রমাণ।

ইসলামী আইনে সামাজিক প্রথা (উরফ) ও পূর্ববর্তীদের শারী'আত বিবেচনার অর্থ উক্ত আইনসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান নয়। কেননা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে 'উরফ' বা 'শার'উ মান কাবলানা' আইনের মৌলিক কোনো উৎস নয়; বরং ইসলামী আইন কোনো কোনো সময় মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, কষ্ট লাঘব, জীবনযাত্রা সহজীকরণ ইত্যাদি কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উরফকে বিবেচনায় এনে একে সম্পূরক উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যদিকে পূর্ববর্তীদের শারী'আত শুধু তখনই ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়, যখন কুরআন-সুন্নাহর কষ্টিপাথরে তার যথার্থতা নিরূপিত হয়।

৩. আকল বা বুদ্ধি-বিবেচনা

নির্ভেজাল আকল বা বুদ্ধি-বিবেচনা বিভিন্ন কারণে ইসলামী আইনের উৎস নয়। এর মাধ্যমে আইনের কাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা মানুষের বিবেচনার মধ্যে পার্থক্য থাকে। এমনকি একজন অপরাধী তার অপরাধ লঘু বা গুরু যাই হোক, সে নিজেকে নিরপরাধ বিবেচনা করে। আবার কোনো কিছু অনুধাবন, ভালো-মন্দের বাছ-বিচার, দুর্বোধ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকলের বিবেচনা একরকম নয়। তাছাড়া মানুষ তার প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্ত নয়। সর্বোপরি, দীন ও নৈতিকতার মানদণ্ডেও তা সমর্থনযোগ্য নয়। নির্ঘাত আকলের ভিত্তিতে প্রণীত অর্থাৎ মানবরচিত আইনে ন্যায়বিচার ও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয় না। এজন্যই কয়েক বছর যেতে না যেতেই মানুষের প্রণীত আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

নির্ভেজাল আকল ইসলামী আইনের উৎস না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী ফিক্হবিশারদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেননি। এমনকি মুতাযিলা সম্প্রদায়ও ভিন্নমত পোষণ করেনি, যদিও তারা ইসলামী বিধান অনুধাবনে আকলের প্রভাব স্বীকার করে।[৬]

ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে আকল প্রায়োগের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআনে বর্ণিত বিধি বিধান সরাসরি ওহীর মাধ্যমে নির্ধারিত হত। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَاِنَّهٗ لَتَنۡزِیۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوۡحُ الۡاَمِیۡنُ ۔ عَلٰی قَلۡبِكَ لِتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِیۡنَ ۔

---

৬. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, ***উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ২১৮

www.pathagar.com

"এ কুরআন মহাবিশ্বের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার।" (সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২-১৯৪)

একইভাবে সুন্নাহে বর্ণিত বিধানও এক প্রকার ওহী। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ -

"সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তবে আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত।"

(সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী যুগসমূহে আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহে তাদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে ইজতিহাদের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করেছেন, শুধু নিজেদের বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে নয়। তাঁরা ইজতিহাদ, রায়, কিয়াসের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ দুয়ের বাইরে থেকে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেননি। তাই উক্ত ইজতিহাদ সামষ্টিক বা ব্যক্তি পর্যায়ে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে আকলের যথেচ্ছ কোনো প্রভাব নেই। সমজাতীয় বিষয়ে সমজাতীয় বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ বা কিয়াসের কার্যক্রম সীমিত থাকে বিধায় এক্ষেত্রে আকল যথেচ্ছ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইসলামী আইনে আইন নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি তাঁর প্রেরিত পুরুষ ও মানুষের কাছে তাঁর ওহীর প্রচারক হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শারী'আতপ্রণেতার মর্যাদা দিয়েছেন। ইসলামে অন্য কোনো মানুষ এ ক্ষমতা রাখে না। তাই মানুষ ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টি যাই হোক, আল্লাহপ্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে ও শূরার মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে জনকল্যাণে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য। যদিও তা সরাসরি ইসলামী আইন নয়, কিন্তু ইসলামী আইনের ভিত্তিতে প্রণীত।

৪. ইলহাম

কেউ কেউ ইলহাম বা মুকাশাফাহকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করেন,[৭] কিন্তু উসূলবিদগণ তাদের এ দাবি অস্বীকার করেছেন। কেননা ইলহাম

৭. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : আল-ইসনাভী, *নিহায়াতুস সূল*, খ. ৩, পৃ. ১৭৫

www.pathagar.com

যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তেমনি শয়তানের পক্ষ থেকেও হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ـ

"যাতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না, এগুলো ভক্ষণ করা পাপ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" (সূরা আল-আন'আম : ১২১)

একইভাবে এটি অন্তরের ওয়াসওয়াসাও হতে পারে। যা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ـ

"আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা ক্বাফ : ১৬)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি

(Methods of Derivation of Islamic Law for Contemporary Issues)

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎসের বর্ণনা করা হয়েছে। যুগে যুগে ইসলামী আইন-গবেষক ইমামগণ এসব উৎস থেকে বিধান উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু এগুলোই শেষ নয়। ইসলামী আইন-গবেষণার ক্ষেত্রে আরও নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ উৎকর্ষের যুগে প্রতিনিয়ত মানুষ মুখোমুখি হচ্ছে নতুন নতুন পরিস্থিতির। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন অনেক বিষয়, কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি যে সম্পর্কে কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি, হয়নি কোনো বিধিসম্মত ইজতিহাদ। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয় অপরিহার্য। এ কারণে এ পরিচ্ছেদে ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক উৎস ছাড়াও অন্যান্য যেসব পদ্ধতিতে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিষয়

সাম্প্রতিক বিষয় বলতে সমসাময়িক এমন বিষয়কে বুঝায়, যার ইসলামী বিধান নির্ণয়ের দাবি রাখে। ড. হাসান ফাইলালী বলেন :

الواقعة و الحادثة التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك و الأخلاق حيث يلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرع في نازلته

"ব্যক্তিবিশেষের উপর ইবাদাত, লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়ক আপতিত কোনো ঘটনা, যার শার'ঈ বিধান জানার জন্য যে ব্যক্তি তা অবগত করাতে পারেন তিনি তার শরণাপন্ন হন।"[১]

অতএব সাম্প্রতিক বিষয় বলতে এমন নতুন পরিস্থিতি বা বিষয় বুঝায়, যার বিধানের ব্যাপারে সরাসরি শারী'আতে কোনো নাস্ বর্ণিত এবং বিধিসম্মত কোনো ইজতিহাদ হয়নি।

নবীযুগে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদান মূলত দু'টি বিষয় নির্ভর ছিল।

---

১. ডক্টর হাসান ফাইলালী, *ফিকহুন নাওয়াযিল,* রিয়াদ : মুলতাকা আল-কেরওয়ান, হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মালিকী মাযহাবের সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রতিবেদন, ১৪১৪ হিজরী, পৃ. ৩২০

www.pathagar.com

১. ওহী মাতলূ বা কুরআন : পবিত্র কুরআন সাধারণত সাম্প্রতিক অবস্থার বিশ্লেষণ, মুসলমানদের করণীয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হত। যাকে উক্ত অংশ অবতীর্ণের কারণ বা 'শানে নুযূল' বলা হয়। অতএব কুরআন অবতীর্ণের সময়কালে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিধান সরাসরি কুরআন থেকে পাওয়া যেত।

২. ওহী গায়র মাতলূ : ওহী গায়রে মাতলূ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীমূলক, কর্মসূচক ও মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাহ।[২] সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে ওহী গায়রে মাতলূর মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হত। যেমন–

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

"তোমার প্রতি আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করো, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আন্-নাহল : ৪৪)

এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করতেন, এর বিধান বাস্তবায়ন করতেন, এর আলোকে বিভিন্ন বিধান উদ্ভাবন করতেন। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে বিধান রহিত করতেন।

খ. কোনো কোনো উদ্ভূত বিষয়ের বিধান তিনি নিজেই প্রণয়ন করতেন। বিশেষত যেসব বিষয়ের কোনো বিধান কুরআনে আসেনি। তাঁর প্রবর্তিত স্বতন্ত্র বিধানের মধ্যে রয়েছে দাদীর উত্তরাধিকার, যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা, বিতরের সালাত ইত্যাদি।[৩]

গ. উদ্ভূত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। যেমন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।[৪]

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে সাহাবীগণের পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ সাম্প্রতিক বিষয়ের সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি আরও কিছু নতুন পদ্ধতি যুক্ত করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

---

২. ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ. ৪১৮-৪১৯

৩. ইব্‌ন খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ,* কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, বাবু ইমদাদু বিল-মালাইকাতি ফী গাযওয়াতি বদর, খ. ৫, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং ৪৬৮৭

www.pathagar.com

ক. ইজ্‌মা বা সম্মিলিত ইজতিহাদ : সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে এ পদ্ধতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর পরই প্রয়োগ শুরু হয়। এ পদ্ধতির আলোকে সাহাবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিধান নির্ণয় করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে[৫] :

১. আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচন।

২. কুরআন সংকলনের অপরিহার্যতা।

৩. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৪. মদ্যপের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ।

খ. কিয়াস : সাহাবীগণের যুগে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে তাঁদের পদ্ধতি ছিল, নতুন বিষয়ের কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধানের সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করা। বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীগণ কৃত কিয়াসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে যেয়ে অনেক উসূলবিদ তাদের গ্রন্থে এ সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন।[৬]

গ. সাহাবীগণের অভিমত : সাহাবীগণ, বিশেষত উমর [শা. ২৩ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু অন্য সাহাবীগণের বাণীর ভিত্তিতে অনেক নতুন বিষয়ের সমাধান দিতেন। বর্ণিত আছে, নতুন কোনো বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন, কুরআন ও সুন্নাহে এর কোনো বিধান রয়েছে কি-না। কুরআন-সুন্নাহে না পেলে তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করতেন, আবূ বকর কি এ জাতীয় কোনো বিষয় ফয়সালা করেছিলেন? যদি আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু কৃত এ জাতীয় কোনো ফয়সালা পেতেন তবে তার অনুসরণ করতেন।[৭] এছাড়াও অনেক সাহাবীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তাঁরা বড় বড় সাহাবীর মতামত অনুকরণ করে ফয়সালা করতেন।[৮]

সাহাবীগণের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ে দু'টি নতুন উৎসকে বিবেচনায় আনা হয়েছিল। তা হলো, মাসালিহ মুরসালাহ ও সাদ্দুয যারায়ে'।[৯]

---

৫. আবদুল্লাহ মুস্তফা আল-মারাগী, *আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাবাকাতিল উসূলিয়্যিন,* বৈরূত : প্রকাশক- মুহাম্মদ আমীন দামিজ, ১৩৯৪ হি, খ. ১, পৃ. ১৯, ২১

৬. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন,* খ. ১, পৃ. ২০৩-২০৫; ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ. ৪৫৩; খতীব আবু বকর আহমাদ বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* বিশ্লেষণ : আদেল আল-আযাযী, দাম্মাম : দারু ইব্‌নুল জাওযী, ২য় প্রকাশ- ১৪২১ হি, খ. ১, পৃ. ৪৯০-৫০৩

৭. আল-বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা,* কিতাব আদাবুল কাযী, বাবু মা ইকদী বিহিল কাযী ওয়ামা ইউফতি বিহিল মুফতী, খ. ১০, পৃ. ১১৪, হাদীস নং ২০১২৮

৮. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন,* খ. ১, পৃ. ১৪-২২

৯. আল-কারাফী, *শারহে তানকীহুল ফুসূল ফী ইখতিসারি আল-মাহসূল ফিল উসূল,* পৃ. ৪৪৬

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে তাবি'ঈগণের পদ্ধতি

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে তাবি'ঈগণের যুগে নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়নি; বরং তাঁরা সাহাবীগণের পদ্ধতিই গ্রহণ করতেন। তবে এ যুগে ইজতিহাদ ও কিয়াসের পদ্ধতি ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ফলে এ যুগেই মাদরাসাতুর রায় (مدرسة الرأي)-এর প্রকাশ ঘটে। যুক্তি দর্শনভিত্তিক এ পদ্ধতির গোড়াপত্তন মূলত ইবরাহীম নাখায়ীর [মৃ. ৯৫ হি.] হাতে হয়, যিনি আলকামা নাখায়ীর [মৃ. ৬২ হি.] ছাত্র ছিলেন। আর আলকামা নাখায়ী সরাসরি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ [মৃ. ৩২ হি.] রাদিআল্লাহু আনহু থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। সাহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু অধিক হারে রায় ও কিয়াস প্রয়োগের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১০] এ সময়কালে যুক্তি ও দর্শননির্ভর এ পদ্ধতি উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণের ফলে অধিক হারে নতুন নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে, যার কোনো সমাধান সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা পূর্বের আইনী উৎসে বিদ্যমান ছিল না। এ সময় ইরাক ছিল সভ্যতার উৎস কেন্দ্র। এ কারণেই ইসলামী বিধান নির্ণয়ের এ পদ্ধতিও এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।[১১]

তাবি'ঈগণের পরবর্তী তাবি তাবি'ঈগণের যুগে এ বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালী অধ্যায় রচিত হয়। এ যুগেই প্রধান চার মাযহাবের প্রকাশ ও তাদের ফিক্‌হ সংকলন সম্পন্ন হয়।

সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি

কালপরিক্রমায় সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল, বর্তমান সময়ে এসে তাকে আমরা নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করতে পারি :

১. শার'ঈ দলীল (الأدلة الشرعية)

২. ফিকহী কা'য়িদা (القواعد الفقهية)

৩. তাখরীজ ফিকহী (التخريج الفقهي)

৪. মাকাসিদে শারী'আহ (المقاصد الشرعية)

---

১০. ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন,* খ. ১, পৃ. ৬০-৬১

১১. ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দামা,* পৃ. ৪১৬

www.pathagar.com

১. শার'ঈ দলীলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

শার'ঈ দলীল অর্থা ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করা। অত্র গ্রন্থে এসব উৎস সম্পর্কে আলোচনা কর হয়েছে।

শার'ঈ দলীলের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা

শার'ঈ দলীলের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধানের কিছু সাধারণ নীতিমাল রয়েছে, যা অনুসরণ করা জরুরী।

প্রথমত : নাস্ অনুধাবনে শব্দের দালালাত বা মর্মার্থকে গুরুত্ব দেয়া

নাস্সে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত গবেষক কোনোক্রমেই ত থেকে বিধান নির্ণয় করতে পারবেন না। এ কারণে ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] শব্দার্থ তত্ত্বকে (علم الدلالة/ Semantics) উসূলে ফিক্হের মূল স্তম্ভ গণ্য করেছেন।[১২]

একই কারণে আধুনিক অনেক উসূলবিদ দালালাত তথা শব্দার্থতত্ত্ব অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন "শব্দের মর্ম থেকে বিধান উদ্ভাবনের নীতি পদ্ধতি"।[১৩]

দ্বিতীয়ত : নাস্কে খারাপ উদ্দেশ্যে ও বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের না করা

আল্লামা ইব্ন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১ হি.] বলেন, মুফতী কুরআনের আয়াতের অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে, নিজের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নাস্কে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া তার জন্য উচিত নয়। বাতিনী সম্প্রদায় যেমনটি করে থাকে। যদি কেউ এমন করে, তবে তার ফাতওয়া দেয়ার অধিকার রহিত হবে এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ কর হবে।[১৪]

তৃতীয়ত : বিধানের সাথে শার'ঈ দলীলের বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকা

সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের পরে যাতে এর সাথে শার'ঈ কোনো দলীলের বৈপরীত্য সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

১২. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ৩১৫

www.pathagar.com

চতুর্থত : নাস্ অথবা শব্দতত্ত্বের মধ্যে বৈপরীত্য সমাধানের পদ্ধতি অবগত থাকা

উসূলবিদগণের শর্তানুযায়ী যদি এসবের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে, তবে সেক্ষেত্রে করণীয় হলো[১৫]-

১. উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা,

২. সমন্বয় সম্ভব না হলে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া।

৩. অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব না হলে যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া।

পঞ্চমত : নাস বুঝার ক্ষেত্রে আকলে সালীম (সুস্থ বিবেক) কাজে লাগানো

আলিমগণ একমত, সুস্থ বিবেক ও সহীহ্ দলীল সাংঘর্ষিক নয়। তারপরেও যদি সহীহ্ বর্ণনার সাথে আকলের সংঘাত হয়, সেক্ষেত্রে বর্ণনাই গ্রহণ করতে হবে এবং আকল পরিত্যাগ করতে হবে।[১৬]

২. ফিক্হী কা'য়িদার (Legal Maxim) মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

ফিক্হী কা'য়িদা ফকীহ্, মুফতী, বিচারক ও শাসকের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শার'ঈ ইলম। ফিক্হী কা'য়িদার সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণ দু'টি মতের উপর বিভক্ত হয়েছেন। প্রথম মত অনুযায়ী, এটি এমন এক সামগ্রিক বিষয়, যা তার অধীনস্থ সমস্ত শাখার উপর প্রয়োগ করা হয়।[১৭] দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি সামগ্রিক নয়; বরং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধান বা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়, যা অধিকাংশের উপর প্রয়োগ করা হয়।[১৮]

ফিক্হী কা'য়িদা ও উসূলের কা'য়িদার মধ্যে পার্থক্য

ফিক্হ্ ও উসূল মূলত একটি গাছের দু'টি শাখাস্বরূপ। একজন ফকীহ্কে যেমন উসূলে পারদর্শী হতে হয়, একইভাবে একজন উসূলবিদকে ফিক্হে পারদর্শী হতে হয়। তবুও উভয়টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে উভয়ের কা'য়িদার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি.] সর্বপ্রথম এ দুই শ্রেণির কা'য়িদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর আল-ফুরুক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মুহাম্মদ

---

১৫. আবদুল লতীফ বারযানজী, *আত তা'আরুদ ওয়াত তারজীহ,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ-১৪১৩ হি, খ.২, পৃ. ১২৮-১৩৪; ড. মুহাম্মদ হাফনাভী, *আত তা'আরুদ ওয়াত তারজীহ ইনদাল উসূলিয়্যিন ওয়া আসরুহুমা ফিল ফিকহিল ইসলামী,* মিসর : দারুল ওফা, ২য় প্রকাশ-১৪০৮ হি, পৃ. ৪৯-৫৩

১৬. ইব্ন তাইমিয়াহ, *মাজমুউল ফাতওয়া,* খ. ১৬, পৃ. ৪৪৪

১৭. আলী ইব্ন আহমাদ আল-জুরজানী, *আত তারিফাত,* বিশ্লেষণ : ইবরাহীম আল-আবয়ারী, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় প্রকাশ-১৪১৩ হি, পৃ. ২১৯

১৮. ড. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ লিন-নাওয়াযিলিল মু'আসিরাহ,* মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ ইং, খ. ২, পৃ. ৪৭৭

www.pathagar.com

(সা.)-এর শারী'আত উসূল ও ফুরু' এ দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ উসূল দু'ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত : উসূলে ফিক্‌হ, যার মধ্যে বিশেষত শার'ঈ দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধানসমূহের কা'য়িদা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সামগ্রিক ফিক্‌হী কা'য়িদা, যার মধ্যে শারী'আতের বিধান প্রবর্তনের গূঢ় রহস্য বর্ণিত হয়েছে। যার কোনো কিছুই উসূলে ফিক্‌হে বর্ণিত হয়নি।[১৯]

অতএব বলা যায়, ফিক্‌হী কা'য়িদা এমন এক বিধান যার অধীনে ফিক্‌হের অসংখ্য গৌণ বিষয় একত্রিত হয়। আর উসূলের কা'য়িদা এমন নীতিমালাকে বলা হয়, যা একজন ফকীহকে শার'ঈ দলীল থেকে বিধান নির্ণয়ের পন্থা বাতলে দেয়।

ফিক্‌হী যাবিতা (ضابطة) (বিধি) ও
ফিক্‌হী কা'য়িদার (قاعدة) (মূলনীতি) মধ্যে পার্থক্য

'যাবিতা' বলা হয় এমন এক সামগ্রিক নীতিকে, যা ফিকহের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর প্রয়োগ করা হয়।[২০] উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। কা'য়িদা এমন এক বিষয়, যা বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন গৌণ মাসআলার উপর প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে যাবিতা শুধু নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদাহরণ : الأمور بمقاصدها (উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিধান নির্ধারিত হয়) কা'য়িদাটি ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়, যেমন, তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাওম, নিকাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা যায়। এমনকি ইমাম আশ্-শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কা'য়িদাটি সত্তরটি অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হয়,[২১] কিন্তু যাবিত শুধু একটি অধ্যায়ে অর্ন্তভুক্ত হয়। যেমন- "মৃত ব্যক্তি ব্যতীত যার উপর গোসল ফরয তার উপর ওযুও ফরয" (كل ما أوجب غسلا أوجب وضوئا إلا الموت) : এটি শুধু তাহারাতের অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[২২]

---

১৯. আল-কারাফী, *আল-ফুরূক,* খ. ১, পৃ. ২

২০. ড. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিম্বরাজ,* খ. ২, পৃ. ৪৮৬

২১. আস্-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,* পৃ. ৪৩

২২. ড. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিম্বরাজ,* খ. ২, পৃ. ৪৮৭

www.pathagar.com

কা'য়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের শর্ত

১. যে কা'য়িদা প্রয়োগ করা হবে সে কা'য়িদাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শর্ত বাস্তবে থাকা। যেমন- المشقة تجلب التيسير (কষ্ট সহজীকরণকে টেনে আনে)[২৩] এ কা'য়িদা বাস্তবায়নের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা হলো[২৪] :

ক. কষ্ট-ক্লেশ বাস্তবেই বর্তমান থাকা।

খ. কষ্ট-ক্লেশ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া।

গ. কষ্ট প্রদান শারী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য না হওয়া।

ঘ. কা'য়িদাটি প্রয়োগ করলে যেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু ছুটে না যায়।

২. কা'য়িদা সংশ্লিষ্ট বিধান তার চেয়ে শক্তিশালী দলীল বা অন্য কা'য়িদা বিরোধী না হওয়া। যেমন-الأصل في الميتات التحريم (মৃত জীবের মৌলিকত্ব হলো হারাম হওয়া"[২৫]) কিন্তু এটি মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না। কেননা মৃত মাছ ভক্ষণ বৈধ হবার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৬]

৩. যে বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য কা'য়িদা প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা'র কোনো নাস্ বর্ণিত না থাকা।

সাম্প্রতিক সমস্যা সমাধানে ফিক্‌হী কা'য়িদা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

ক. যে ব্যক্তিকে ICU তে Life Support দিয়ে রাখা হয়েছে তার ব্যাপারে শার'ঈ বিধান কী হবে? এ সম্পর্কে যে ফিক্‌হী কা'য়িদা প্রয়োগ করা যায় তাহল الحياة المستعارة كالعدم (কৃত্রিম জীবন অস্তিত্বহীনের মতো)।[২৭]

খ. একজন রোযাদার এক দেশ থেকে সাহরী করে বিমানযোগে অন্য দেশে গেলেন যেখানে তার ইফতারের সময়ের ব্যবধান কয়েক ঘণ্টা। তিনি কখন ইফতার করবেন? মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানে تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة

---

২৩. আস্-সুয়ূতী, ***আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,*** পৃ. ১৬০; ইব্‌ন নুজাইম, ***আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,*** পৃ. ৮৪

২৪. আল-কারাফী, ***আল-ফুরূক,*** খ. ১, পৃ. ১১৮

২৫. আস্-সুয়ূতী, ***আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের,*** পৃ. ৬৮৪

২৬. আল-বায়হাকী, ***আস সুনানুল কুবরা,*** কিতাব আত্ তাহারাত, বাব আল-হূত ইয়ামুতু ফিল মায়ি ওয়াল জারাদাহ, খ. ১, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ১২৪১

২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুকরী, ***আল-কাওয়ায়িদ,*** বিশ্লেষণ : ড. আহমাদ ইব্‌ন হুমাইদ, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, তারিখ বিহীন, খ. ২, পৃ. ৪৮২

www.pathagar.com

(বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিধান নির্ধারিত হয়, অন্তর্নিহিত বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়।) এ ফিক্হী কা'য়িদা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[২৮]

৩. তাখরীজে ফিক্হীর মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

তাখরীজে ফিকহীর সংজ্ঞা

তাখরীজে ফিকহীর সংজ্ঞা বর্ণনায় ইব্ন ফারহুন আল-মালিকী [৭৩০-৭৯৯ হি.] বলেন :

استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة.

"নাস্ভিত্তিক কোনো মাসআলার বিধান থেকে (সাদৃশ্যপূর্ণ) মাসআলার বিধান উদ্ভাবন।"[২৯]

শায়েখ আলাভী আস্-সাক্কাফ [জ. ১৩৭৬ হি.] বলেন :

أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة.

"মাযহাবের ফকীহ্গণ কর্তৃক কোনো বিষয়ে তাদের ইমামের বর্ণিত বিধানের অনুরূপ বিধান অন্য বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করাকে তাখরীজে ফিকহী বলা হয়।"[৩০]

এককথায়, মাযহাবের ইমামগণের মতামত ও নীতিমালার আলোকে শার'ঈ প্রায়োগিক বিধান বা বিধানের নীতিমালা নির্ণয় করাকে ফিক্হী তাখরীজ বলে।

ফিক্হী তাখরীজের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা

১. কুরআন-সুন্নাহর নাস্ বর্তমান থাকা অবস্থায় ইমামগণের মতামতের আলোকে বিধান বের না করা।
২. বিধান উদ্ভাবনকারীর মাযহাবের নীতিমালা ও তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষতা থাকা।
৩. বিধান উদ্ভাবনকারীর ব্যাপকার্থে উসূলে ফিক্হ ও বিশেষভাবে কিয়াস বিষয়ে জ্ঞানবান হওয়া।
৪. বিধান উদ্ভাবনকারী তার মাযহাবের উসূলের সাথে ফুরূয়ের সংযোগ স্থাপন ও বিধান উদ্ভাবনের উৎস সম্পর্কে অবগত হওয়া।

---

২৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯১

২৯. ইব্ন ফারহুন আল-মালিকী, *কাশফুন নিকাবিল হাজিবি ফী মুসতালিহি ইব্নিল হাজিব*, বিশ্লেষণ : হামযাহ আবু ফারিস ও আবদুস সালাম শরীফ, বৈরূত : দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ-১৯৯০ ইং, পৃ. ১০৪

৩০. আলভী আস্-সাক্কাফ, *আল-ফাওয়ায়িদুল মাক্কীয়াহ,* বৈরূত : মাকতাবাতু আল-বাবী আল-হালবী, বিশেষ সংস্করণ, তারিখ বিহীন, পৃ. ৪২

www.pathagar.com

৫. উদ্ভূত বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য জটিলতা ও ফিক্‌হী শাখা-প্রশাখার পার্থক্য সম্পর্কে দক্ষ হওয়া।

৬. আলিমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য উৎসে বর্ণিত ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন করা।[৩১]

তাখরীজের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের উদাহরণ

ক. বাণিজ্যিক বীমা : ফকীহগণ তাদের তাখরীজের ভিত্তিতে এর বিধান নির্ণয়ের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। একদল জুয়ার সাথে তুলনা করে ও গারারের[৩২] সাদৃশ্যের কারণে একে হারাম বলেছেন। অন্যদিকে একদল একে তাবাররুর[৩৩] সাথে তুলনা করে আকীলা[৩৪] চুক্তির ভিত্তিতে বৈধ বলেছেন।[৩৫]

খ. গ্রন্থস্বত্ব : এ আধুনিক বিষয়টির বিধান বর্ণনায় বর্তমান যুগের আলিমগণ তাদের তাখরীজের ভিন্নতার কারণে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ গ্রন্থকে উৎপন্নদ্রব্য (Product) বিবেচনা করে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত রাখা বৈধ বলেছেন। আবার কেউ কেউ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে যায় বিধায় গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ বৈধ নয় বলেছেন।[৩৬]

---

৩১. ড. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, খ. ২, পৃ. ৫৪৩-৫৫৩

৩২. গারারের সংজ্ঞায় ইমাম আল-কারাফী বলেন, الذي لا يُدرى هل يحصل أم لا অর্থাৎ এমন অনিশ্চিত বিষয় যা অর্জিত হবে কি-না তা জানা যায় না (দ্রষ্টব্য : আল-ফুরুক, খ. ৩, পৃ. ২৬৫), তাঁর সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলা যায়, গারার মূলত এমন লেনদেন যার মধ্যে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। যেমন পানির নিচের মাছ বিক্রি। পানির নিচে কী পরিমাণ মাছ রয়েছে তা অনিশ্চিত।

৩৩. তাবাররু শব্দের অর্থ দান। পরিভাষায় কেউ কোনো প্রকার বিনিময়ের আশা ছাড়া সওয়াব ও সহযোগিতার নিয়্যাতে কাউকে কিছু প্রদান করাকে তাবাররু বলা হয়। শব্দটি বর্তমান সময়ে ইসলামী তাকাফুলের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থ বহন করে। তা হলো, কোনো পলিসি-গ্রহীতা বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পলিসি পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য পলিসি গ্রাহকের পক্ষ থেকে দান করা।

৩৪. নিহতের পরিবারের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক একটি পদ্ধতি, যা প্রাচীনকালে মাদীনা মুনাওয়ারায় অনুশীলিত হত। হাদীসের বর্ণনা ও ইতিহাস থেকে জানা যায়, কেউ ভুলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে নিহতের পরিবার বা গোত্রকে হত্যাকারীর গোত্র সম্মিলিতভাবে উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করত। এ ধারণা থেকে বর্তমানে তাকাফুল কোম্পানিতে এ পদ্ধতি চালু হয়েছে যে, কোন পলিসি গ্রাহক মারা গেলে সব পলিসি গ্রাহক মিলে তার পরিবারকে সহযোগিতা করার উদ্দেশে পলিসি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

৩৫. ড. আনাস আয্‌-যারকা, *আত-তামীনু ওয়া মাওকাফুশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ মিনহু*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ-১৪১৫ হি, পৃ. ৩০-৩২

৩৬. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *বুহুসুন ফিকহিয়্যাতুন মু'আসিরাতুন*, কুয়েত : দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ-১৪১৯ হি, পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

৪. মাকাসিদে শারী'আহর ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন

'মাকাসিদে শারী'আহ' প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের আলিমগণের নিকট অতি পরিচিত একটি পরিভাষা, কিন্তু পূর্ববর্তী আলিমগণ এর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি। এমনকি ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.]ও না, যিনি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।

বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য শারী'আতপ্রণেতা আইন প্রণয়নে সাধারণ ও বিশেষ যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন তাকে 'মাকাসিদে শারী'আহ' বলা হয়।[৩৭] এ পরিভাষাটি বুঝানোর জন্য অন্যান্য কিছু শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন– মাসলিহা, হিকমাহ, ইল্লাত ইত্যাদি।

মাসালিহ মুরসালাহ পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মাকাসিদের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাকাসিদে শারী'আহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত[৩৮]:

১. যেসব কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে সে দৃষ্টিতে মাকাসিদ তিন প্রকার :

ক. অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات), খ. প্রয়োজনীয় (حاجيات), গ. সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات)।

২. মর্যাদাগত দিক থেকে দুই প্রকার :

ক. মৌলিক খ. সম্পূরক

৩. ইসলামী বিধান অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে তিন প্রকার :

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য (সামগ্রিক)

খ. বিশেষ উদ্দেশ্য (অধ্যায়ভিত্তিক)

গ. গৌণ উদ্দেশ্য (নির্দিষ্ট বিষয়)

মাকাসিদে শারী'আহর ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ে করণীয়

প্রথমত : মাকাসিদে শারী'আহর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন

ইমাম আশ-শাতিবী শার'ঈ বিধান উদ্ভাবনকারীর জন্য দু'টি শর্ত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন তিনি

---

৩৭. ড. আহমাদ আর্-রায়সূনী, ***নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী,*** ওয়াশিংটন : আইআইআইটি, ২য় প্রকাশ-১৪১২ হি, পৃ. ৭

৩৮. বিস্তারিত প্রকারভেদগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য : ড. মুফসির আল-কাহতানী, ***মানহাজু ইসতিম্বাজ,*** খ. ২, পৃ. ৫৯১-৬০৮

www.pathagar.com

ইজতিহাদের যোগ্য হবেন। একটি হল, পূর্ণভাবে 'মাকাসিদে শারী'আহ' অনুধাবন। অন্যটি হলো, উক্ত অনুধাবনের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন।[৩৯]

দ্বিতীয়ত : মাকাসিদে শারী'আহ্ অবগত হওয়ার পদ্ধতি

ক. ইস্তিকরা (استقراء) অর্থাৎ শারী'আতের নাস্, বিধিবিধান, ইল্লাত ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান।

খ. আদেশ-নিষেধের কারণ অবগত হওয়া।

গ. কল্যাণ-অকল্যাণের বিশ্লেষণ।[৪০]

তৃতীয়ত : মাকাসিদে শারী'আহর চারটি শর্ত

ক. কল্যাণের বিষয়টি অকাট্য হবে। এ কারণে পালকপুত্র প্রথা ইসলাম রহিত করেছে।

খ. প্রকাশমান হবে। যেমন- বিবাহের উদ্দেশ্য বংশ রক্ষা করা।

গ. দু'টি বিষয়কে সংযুক্ত করা হলেও উদ্দেশ্য একটি হতে হবে। যেমন– মদ হারাম হওয়া এবং এর সাথে সাথে শাস্তি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য একই। তা হলো, বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষণ।

ঘ. ব্যাপক, সামগ্রিক ও শাশ্বত হওয়া।[৪১]

চতুর্থত : কল্যাণ নির্ণয় পদ্ধতি

এ কথা অনস্বীকার্য, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কল্যাণেই শারী'আত প্রবর্তন করেছেন। এ কল্যাণের কাজই হল শারী'আতের উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর্-রাযী [৫৪৪-৬০৬ হি.] বলেন, কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনায় মানুষের কর্মকাণ্ড ছয় ধরনের হয়ে থাকে।

১. যাতে শুধু কল্যাণই রয়েছে, অকল্যাণ বলতে কিছু নেই। এ কাজ শারী'আতসম্মত হওয়া নিশ্চিত।

২. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই রয়েছে, তবে কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এটিও শারী'আতসম্মত হওয়া উচিত। কেননা সামান্য অকল্যাণের জন্য অনেক কল্যাণ পরিত্যাগ করা দূষণীয়।

৩. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ সমান, এটি একটি নিরর্থক কাজ। যা শারী'আতসম্মত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

---

৩৯. আশ-শাতিবী, *আল-মুআফাকাত*, খ. ৫, পৃ. ৪১

৪০. ড. আহমাদ আর্-রায়সূনী, *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

৪১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ.

www.pathagar.com

৪. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ কোনোটিই নেই, এটিও একটি নিরর্থক কাজ। অতএব তাও শারী'আতসম্মত হতে পারে না।

৫. এককভাবে অকল্যাণ নিহিত, নিশ্চিতভাবে এটি শারী'আতসম্মত হবে না।

৬. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই রয়েছে, তবে অকল্যাণই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এটিও শারী'আতসম্মত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অকল্যাণ দূরীভূত করা আবশ্যক।[৪২]

ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] মাকাসিদে শারী'আহর ভিত্তিতে বিধান প্রণয়নে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন[৪৩]:

১ম- কল্যাণ অত্যাবশ্যক হওয়া।

২য়- কল্যাণের পরিধি সার্বজনীন হওয়া, ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ ধর্তব্য নয়।

৩য়- কল্যাণ বাস্তবসম্মত হওয়া, ধারণাপ্রসূত না হওয়া।

ইমাম আশ-শাতিবী মাসালিহে মুরসালাহর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন।

১. কল্যাণ চিন্তা ও শারী'আতপ্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা, শারী'আতের কোনো মূলনীতি বা কোনো দলীলের সাথে এটা সাংঘর্ষিক না হওয়া।

২. মূলগতভাবে বিষয়টি জ্ঞান-বিবেকসম্মত হতে হবে। বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকের সামনে বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তার সাধারণ বিবেক–বিবেচনা যেন একে সমর্থন করে।

৩. এটি গ্রহণের শর্ত হলো, এর দ্বারা যেন নিশ্চিত কোনো সঙ্কটের অবসান হয় এবং যদি এটা গ্রহণ করা না হয় তবে মানুষের চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৪৪]

পঞ্চমত : মাকাসিদ সংক্রান্ত কা'য়িদার প্রয়োগ

'আশবাহ ওয়ান নাযায়ির' এবং উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে মাকাসিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফিক্‌হী কা'য়িদা উল্লেখ করা হয়েছে। মাকাসিদের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে আগ্রহী গবেষককে এগুলোর প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

---

৪২. আর-রাযী, *আল-মাহসূল*, খ. ২, পৃ. ৫৮০

৪৩. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ২৯৬

৪৪. আশ-শাতিবী, *আল-ই'তিসাম*, খ. ২, পৃ. ১২৯

www.pathagar.com

শারী'আহ অভিযোজন (Shariah Adaptation)

শারী'আহ অভিযোজন বর্তমান সময়ে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি ফিকহী পরিভাষা। প্রাচীন ফিক্‌হের কিতাবে এ পরিভাষার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আধুনিক সময়ে আলিমগণ বিভিন্নভাবে এ পরিভাষাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন।

* ড. ইউসুফ আল-কারযাভী [জ. ১৯২৬ খ্রি.] বলেন, "শারী'আহ অভিযোজন অর্থ উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর শার'ঈ নাস্ প্রয়োগ।"[৪৫]

* কোনো মাসআলার শারী'আহ অভিযোজন অর্থ উক্ত মাসআলাকে (শারী'আহ বিরোধী বিধান থেকে) মুক্তকরণ ও তাকে নির্দিষ্ট দলীলের সাথে সম্পৃক্তকরণ।[৪৬]

এক কথায়, সাম্প্রতিক কোনো বিষয়কে শারী'আহসম্মত বা শারী'আহবান্ধব করাকে বলা হয় শারী'আহ অভিযোজন। অর্থাৎ- যেসব বিষয়ে শারী'আহর সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নেই তাকে শারী'আহর বিধানের সাথে খাপ খাওয়ানো বা শারী'আতের বিধানের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপন।

শারী'আহ অভিযোজনের গুরুত্ব

আধুনিক সময়ের ফকীহগণের নিকট দুটি কারণে শারী'আহ অভিযোজন শব্দটি বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রথমত : সাম্প্রতিক বিষয়গুলো মূলত সমাজের সর্বশেষ অবস্থা। পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে এগুলো সম্পর্কে কোনো আলোচনা বিদ্যমান নেই। আবার বিষয়গুলো জটিল, দুর্বোধ্য ও জীবনঘনিষ্ঠ। এ কারণে এর বিধান নির্ণয় কষ্টসাধ্য। কেননা এক্ষেত্রে দীর্ঘ পথপরিক্রমা প্রয়োজন। অতএব শারী'আহ অভিযোজন উক্ত পরিক্রমার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ।[৪৭]

দ্বিতীয়ত : বিগত কয়েক যুগে সভ্যতার উন্নতি ও সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে, ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এসব উন্নতি ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যেসব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কিত বিধান গবেষণা করার মতো 'মুজতাহিদ মুতলাক'[৪৮]-এর অভাব এবং 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব'[৪৯]-এর

---

৪৫. ড. ইউসুফ আবদুল্লাহ কারযাভী, *আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াত তাসাইয়ুব*, কুয়েত : দারুল কলম, ১৪০২ হি, পৃ.৭২

৪৬. ড. মুহাম্মদ রিওয়াস কুলআহ ও ড. হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরূত : দারুন নাফাইস, ২য় প্রকাশ-১৪০৮ হি, পৃ. ১৪৩

৪৭. সালমান ইব্‌ন ফাহাদ আল-আওদাহ, *জাওয়াবিতুল দিরাসাতিল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ৮৯

৪৮. মুজতাহিদ মুতলাক বলা হয়, هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقييد بمذهب أحد অর্থাৎ যিনি কোন ইমামের নীতিমালার আলোকে বা কারও অনুকরণ ছাড়াই শার'ঈ দলীল থেকে সরাসরি বিধান অনুধাবনে সক্ষম। দ্রষ্টব্য : ইবনুস্ সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, পৃ. ৮৭

www.pathagar.com

অপ্রতুলতার কারণে শারী'আহ অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সাম্প্রতিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, এর গুণাগুণ বিবেচনা ও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

শারী'আহ অভিযোজনের সময় লক্ষণীয়

ক. শারী'আহ অভিযোজন শারী'আহর মূলনীতির ভিত্তিতে শুদ্ধ ও বিবেচ্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হতে হবে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূলনীতির মাধ্যমে অভিযোজন করা, যাতে ঐ মূলনীতির বিধানকে উক্ত বিষয়ের বিধান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এতে কোনো জটিলতা নেই; বরং জটিলতা তখনই দেখা দেবে, যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূলনীতির মাধ্যমে অভিযোজন করা হয়।

খ. পরিস্থিতি শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা করা। কেননা কোনো কিছুর বিধান উদ্ভাবনের জন্য উক্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ অতি জরুরী। অতএব, যে ব্যক্তি সাম্প্রতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করবেন, তার উচিত এর পূর্ণ ও শুদ্ধ বিশ্লেষণ করা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা, শাখা-প্রশাখা, মূলনীতি ইত্যাদি অবগত হওয়া।

গ. মাসআলা উপস্থাপন ও মূলনীতির সাথে তাকে একীভূতকরণের ফিকহী যোগ্যতা অর্জন করা।[৫০]

---

৪৯. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়, ان يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير انه لا يتجاوز في ادلته اصول إمامه وقواعده অর্থাৎ যিনি তাঁর ইমামের মাযহাবের মধ্যে থেকে নিজস্ব নীতিমালার আলোকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করে ইজতিহাদ করেন, তবে তিনি দলীল পেশের ক্ষেত্রে তাঁর ইমামের মূলনীতি ও অন্যান্য নীতিমালা অতিক্রম করেন না। দ্রষ্টব্য : ইমাম নাবাভী, *আল-মাজমু'*, খ. ১, পৃ. ৭৬

৫০. ড. মুফসির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিম্বাত*, খ. ১, পৃ. ৩৯৭-৪০৪ (সংক্ষেপণ)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আজ-জিযানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন (الجيزاني، محمد بن حسين). ১৯৯৬খ্রি. **মা'আলিমু উসূলিল ফিক্‌হি 'ইনদা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত** (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة), রিয়াদ: দারু ইব্‌নুল জাওযী, ১ম প্রকাশ।

২. আত-তাফতাযানী, সা'আদ উদ্দীন মাস'উদ (التفتازاني، سعد الدين مسعود). ১৯৯৬খ্রি. **শরহুত তালভীহ আলাত তাওদীহ লি মাতানিত তানকীহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ** (شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৩. আত্-তাবরানী, সুলাইমান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আইয়্যুব (الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب). ১৯৮৩খ্রি. **আল-মু'জামুল কাবীর** (المعجم الكبير), বিশ্লেষণ: হামদী বিন 'আব্দুল মাজীদ, মূসিল: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ।

৪. আত্-তিলিমসানী, শারফুদ্দীন আল-ফাহ্‌রী (التلمساني، شرف الدين الفهري). ১৯৯৯খ্রি. **শারহুল-মা'আলিম ফী উসূলিল ফিক্‌হ** (شرح المعالم في أصول الفقه), বৈরূত: আলামুল কুতুব।

৫. আত্-তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (الترميذي، أبو عيسى محمد بن عيسى). সনবিহীন. **আল-জামি' আল-সাহীহ** (الجامع الصحيح), বিশ্লেষণ: আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী।

৬. আত্-তুফী, নজমুদ্দীন (الطوفي، نجم الدين). ১৪১৩হি. **রিসালাতুন ফী রিআ'য়াতিল মাসলাহা** (رسالة في رعاية المصلحة), বিশ্লেষণ: ড. আব্দুর রহীম আস্-সায়িহ, লেবানন: দারুল মিসরিয়্যাহ লিবনানিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৭. আদ্-দাউদী, গালিব আলী (الداودي، غالب علي). ২০০৪খ্রি. **আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন** (المدخل إلى علم القانون), আম্মান: দারু ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ৭ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

৮. আদ্-দারাকুতনী, আলী ইব্‌ন উমর আবুল হাসান (الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن). ১৯৬৬খ্রি. **সুনান আদ-দারাকুতনী** (سنن الدارقطني), বিশ্লেষণ : সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ হাশিম ইমানী, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা।

৯. আদ্-দালাইমী, আকরাম আবদ খলীফাহ (الديلمي، أكرم عبد خليفة). ২০০৬খ্রি. **জামউ'ল কুরআনঃ দিরাসাহ তাহলীলিয়্যাহ লি মারভিয়্যাতিহি** (جمع القرآن: دراسة تحليلية لمروياته), বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

১০. আদ্-দাসূকী, শামসুদ্দীন (الدسوقي، شمس الدين). সনবিহীন. **হাশীআতুদ দাসূকী আলাশ শরহিল কাবীর** (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير), মিসরঃ মাতবাআতু 'ঈসা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া শুরাকাউহু।

১১. আন-নাশমী, 'আজীল জাসিম (النشمي، عجيل جاسم). ১৪০৪হি. **আল-ইসতিহসান হাকীকাতুহু ওয়াল মাযাহিবুল উসূলিয়্যাহ** (الاستحسان حقيقته والمذاهب الأصولية), জার্নাল অব শরী'আহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, কুয়েতঃ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১।

১২. আন্-নাসা'ঈ, আবূ 'আব্দুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুয়াইব (النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب). ১৯৯১খ্রি. **আস-সুনান** (السنن), বিশ্লেষণ : ড. 'আব্দুল গফ্‌ফার সুলাইমান আল-বান্দারী, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

১৩. আন্-নাইসাপুরী, আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হুজ্জাজ আল-কুশাইরী (النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري). সনবিহীন. **আস-সাহীহ** (الصحيح), বৈরূতঃ দারুল জীল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ।

১৪. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ. ২০০৬খ্রি. **ইসলামী শরীয়াতের উৎস**, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ।

১৫. আবূ ইয়া'লা, আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুসান্না (أبو يعلى، أحمد بن علي ابن مثنى). সনবিহীন. **মুসানাদু আবি ইয়া'লা আল-মাউসিলী** (مسند أبي يعلى الموصلي), বিশ্লেষণঃ হুসাইন সালীম আসাদ, দামিশকঃ দারুল মামুন লিত তুরাস।

১৬. আবূ ইয়া'লা, কাযী মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন (أبو يعلى، قاضي محمد بن حسين), ১৯৯০খ্রি. **আল-'উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ** (العدة في أصول

www.pathagar.com

الفقه), বিশ্লেষণ : ড. আহমদ ইব্ন আলী, রিয়াদ: বিশ্লেষক কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় প্রকাশ।

১৭. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদ (أبو زهرة، محمد). ১৯৯৭খ্রি. **মালিক ইব্ন আনাস হায়াতুহু ওয়া 'আসরুহু আরাউহু ওয়া ফিক্হুহু** (مالك بن أنس حياته وعصره آراءه وفقهه), কায়রো: দারুল-ফিকরিল 'আরাবী।

১৮. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদ (أبو زهرة، محمد). সনবিহীন. **উসূলুল ফিকহ** (أصول الفقه), বৈরূত: দারুল ফিকরিল আরাবী।

১৯. আবূ সানাহ, শায়েখ আহমদ ফাহমী (أبو سنه، الشيخ أحمد فهمي). ১৯৪৭খ্রি. **আল-'উরফ ওয়াল-'আদাত** (العرف والعادة), কায়রো: মাতবা'আতুল আযহার।

২০. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদ (أبو زهرة، محمد). ১৯৪৫খ্রি. **ইব্ন হাযম** (ابن حزم), মিসর: মাতবাআতু আহমদ 'আলী মুখাইমির, ২য় প্রকাশ।

২১. আব্দুর রশীদ, মুহাম্মদ. হক, মুহাম্মদ ছাইদুল ও রহমান, মোঃ আতীকুর, ২০১১খ্রি. **ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ।

২২. 'আব্দুল কাদের, আ.ক.ম. ২০০৪খ্রি. **ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহচর্চা**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ।

২৩. 'আব্দুস সালাম, 'ইয্যুদ্দীন মুহাম্মদ (عبد السلام، عز الدين). ১৯৮০খ্রি. **কাওয়া'ঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম** (قواعد الأحكام في مصالح الأنام), বৈরূত: দারুল জীল, ২য় প্রকাশ।

২৪. 'আব্দুস্ সালাম, আনওয়ার শু'আইব (العبد السلام، أنور شعيب). ২০০৫খ্রি. **শার'উ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া নাশআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবীকাতুহু** (شرع من قبلنا ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته), কুয়েত: প্রকাশনা কমিটি, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ।

২৫. আয্-যারকা, আনাস (الزرقا، أنس). ১৪১৫হি. **আত-তামীনু ওয়া মাওকাফুশ শারী'আতিল ইসলামীয়্যাহ মিনহু** (التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه), বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ।

www.pathagar.com

২৬. আয্-যারকা, শাইখ আহমদ (الزرقاء، الشيخ أحمد). ১৯৮৩খ্রি. **শারহুল-কাওয়া'ঈদ আল-ফিকহিয়্যাহ** (شرح القواعد الفقهية), বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ।

২৭. আয্-যারকানী, মুহাম্মদ 'আব্দুল আযীম (الزرقاني، محمد عبد العظيم). **মানাহিলুল ইরফান ফী উলুমিল কুরআন** (مناهل العرفان في علوم القرآن), বিশ্লেষণ: আহমদ ইব্ন 'আলী, কায়রো: দারুল হাদীস।

২৮. আয্-যারকাশী, বদর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله). ১৪২১হি. **আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ** (البحر المحيط في أصول الفقه), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুহাম্মদ তামির, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

২৯. আয্ যারকাশী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (الزركشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله). ১৪২৩হি. **শারহু মুখতাসার আল-খারকী** (شرح مختصر الخرقي), বিশ্লেষণ: 'আব্দুল মুন'ইম খলীল ইবরাহীম, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

৩০. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (الرازي، فخر الدين محمد بن علي). ১৯৯২খ্রি. **আল-মাহসূলু ফী উসূলিল ফিকহ** (المحصول في أصول الفقه), বিশ্লেষণ: ড.ত্বহা জাবির আল-আলওয়ানী, বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ।

৩১. আর-রাযী, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন 'আব্দুল কাদির (الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر). ১৯৯৪খ্রি. **মুখতারুস সিহাহ** (مختار الصحاح), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৩২. আর-রায়সূনী, আহমদ (الريسوني، أحمد). ১৪১২হি. **নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ 'ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী** (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي), ওয়াশিংটন: আইআইআইটি, ২য় প্রকাশ।

৩৩. আল-আমিদী, সাইফুদ্দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ (الآمدي، سيف الدين علي بن محمد). ২০০৩খ্রি. **আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম** (الإحكام في أصول الأحكام), বিশ্লেষণ: শায়খ 'আব্দুর রায্যাক আল-আফীফী, রিয়াদ: দারুস সামীয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযীঈ, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

৩৪. আল-ইশবিলী, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন খাইর (الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير). ১৯৮৯খ্রি. **ফাহরাস ইব্ন খাইর** (فهرس ابن خير), বিশ্লেষণ: ইবরাহীম আল-আব'আরী, কায়রো: দারুল কিতাবিল মিসরী, ১ম প্রকাশ।

৩৫. আল-ইশবিলী, ইব্ন 'উসফুর (الإشبيلي، بن عصفور). ১৯৭৮খ্রি. **আল-মুমতি' ফীত তাসরীফ** (الممتع في التصريف), বিশ্লেষণ: ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ, বৈরূত: দারুল আফাকিল জাদীদ, ৩য় প্রকাশ।

৩৬. আল-ইসনাভী, জামালুদ্দীন 'আব্দুর রহীম (الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم). ১৯৯৯খ্রি. **নিহায়াতুস সুল শারহু মিনহাজুল উসূল** (نهاية السول شرح منهاج الأصول), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৩৭. আল-ইস্পাহানী, রাগিব আবুল কাসিম ইব্ন হুসাইন (الإصفهاني، راغب أبو القاسم بن حسين). সনবিহীন. **আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন** (المفردات في غريب القرآن), রিয়াদ: মাকতাবাতু নায্যার মুস্তাফা আল-বায।

৩৮. আল-ইস্পাহানী, শামসুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন 'আব্দুর রহমান (الإصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن). সনহিবীন. **বায়ানুল মুখতাসার শারহ মুখতাসারি ইবনিল হাজিব** (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুজহার বাকা, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৯. আল-ঈজী, 'আজদুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবুন আহমদ (الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد). সনবিহীন. **শারহুন 'আলা মুখতাসারিল মুনতাহা লি ইবনিল হাজিব** (شرح على مختصر المنتهى لابن الحاجب), কায়রো: আল-মাতবাআতুল আমীরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৪০. আল-ওয়ানশারীসী, আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (التلمساني، أبو العباس أحمد بن يحيى). ১৯৮১খ্রি. **আল-মি'য়ারুল মু'রাব** (المعيار المعرب), বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী।

৪১. আল-কাত্তান, মান্না খলীল (القطان، مناع خليل). ২০০১খ্রি. **তারীখুত্ তাশরী'ইল ইসলামী** (تاريخ التشريع الإسلامي), কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

৪২. আল-কারযাভী, ইউসুফ 'আব্দুল্লাহ (القرضاوي، يوسف عبد الله). ১৪০২হি. **আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াল তাসাইয়ুব** (الفتوى بين الانضباط والتسيب), কুয়েত: দারুল কালম।

৪৩. আল-কারাফী, আবুল 'আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইদরীস (القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس). ১৯৯৮খ্রি. **আল-ফুরূক** (الفروق), বিশ্লেষণ: খলীল আল-মানসূর, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৪৪. আল-কারাফী, শিহাব উদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমদ ইব্‌ন ইদরীস (القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس). ১৯৭৩খ্রি. **শারহ তানকীহুল ফুসূল ফী ইখতিসারি আল-মাহসূল ফীল উসূল** (شرح تنقيح الفصول في اختصار المصحول في الأصول), বিশ্লেষণ: ত্বহা সা'আদ, কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৪৫. আল-কাসানী, 'আলা উদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন মাস'উদ (الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود). ১৯৮৯খ্রি. **বাদায়ি'উস সানায়ি' ফী তারতীবিশ শারায়ি'** (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع), পাকিস্তান: মাকতাবাহ হাবীবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৪৬. আল-কাহতানী, মুফসির (القحطاني، مفسر). ২০০০খ্রি. **মানহাজু ইসতিখরাজিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ লিন নাওয়াযিলিল মুআসিরাহ** (منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة), মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৭. আল-কুরতুবী, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ (القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد). ২০০৩খ্রি. **আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন** (الجامع لأحكام القرآن), বিশ্লেষণ: হিশাম সামীর আল-বুখারী, রিয়াদ: দারু 'আলামিল কুতুব।

৪৮. আল-খুদারী, শাইখ মুহাম্মদ (الخضري، الشيخ محمد). ১৯৬৫খ্রি. **উসূলুল ফিকহ** (أصول الفقه), মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ৫ম প্রকাশ।

৪৯. আল-গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد). ১৯৯৯খ্রি. **শিফাউল 'আলীল ফী বায়ানিশ শাবাহি ওয়াল মাখীল ওয়া মাসালিকিত তা'লীল** (شفاء العليل في بيان الشبه

www.pathagar.com

(والمخيل ومسالك التعليل), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৫০. আল-গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد). ১৪১৩হি. **আল-মুসতাসফা ফী 'ইলমিল উসূল** (المستصفى في علم الأصول), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ 'আব্দুস সালাম 'আব্দুশ শাফী, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৫১. আল-জাওহারী, ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ (الجوهري، إسماعيل بن حماد). ১৯৮৭খ্রি. **আস্ সিহাহ** (الصحاح), বিশ্লেষণ: আহমাদ 'আব্দুল গাফূর আত্তার, বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ প্রকাশ।

৫২. আল-জাস্‌সাস, আবু বকর আহমদ ইব্‌ন 'আলী (الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي). ১৪০৫হি. **আল-ফুসূল ফীল উসূল** (الفصول في الأصول), বিশ্লেষণ: আজীল জাসিম আন-নাশমী, কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৫৩. আল-জুরজানী, 'আলী ইব্‌ন আহমদ (الجرجاني، علي بن أحمد). ১৪১৩হি. **আত তা'রিফাত** (التعريفات), বিশ্লেষণ: ইবরাহীম আল-আবয়ারী, বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ২য় প্রকাশ।

৫৪. আল-ফাইয়্যুমী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী আল-মাকরী (الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري). সনবিহীন. **আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর লির রাফি'য়ী** (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي), বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ।

৫৫. আল-বাসভী, আবূ ইউসূফ ই'য়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান (البسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان). ১৪১০হি. **কিতাবুল মা'রিফাহ ওয়াত তারীখ** (كتاب المعرفة والتاريخ), বিশ্লেষণ: ড. আকরাম জিয়া আল-'উমরী, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ।

৫৬. আল-বাযদাভী, আবুল হাসান 'আলী (البزدوي، أبو الحسن علي). ১৯৮০খ্রি. **কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল বিহাশীয়াতি কাশফিল আসরার লিল বুখারী** (كنز الأصول إلى معرفة الأصول بحاشية كشف الأسرار للبخاري), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

৫৭. আল-বায়হাকী, আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আল-হুসাইন (البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين). ১৩৪৪হি. **আস্ সুনান আল-কুবরা** (السنن الكبرى), হায়দারাবাদ: মাজলিসুদ দায়িরাতিল মাআরিফিল নিজামিয়্যাহ আল-কায়িনাহ, ১ম প্রকাশ।

৫৮. আল-বারযানজী, 'আব্দুল লতীফ (البرزنجي، عبد اللطيف). ১৪১৩হি. **আত তাআরুদ ওয়াত তারজীহ** (التعارض والترجيح), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৫৯. আল-বাসরী, আবূল হুসাইন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (البصري، أبو الحسين محمد بن علي). ১৪০৩হি. **আল-মু'তামাদ ফী উসূলিল ফিক্‌হ (المعتمد في أصول الفقه)**, বিশ্লেষণ: খলীল আলমাইস, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৬০. আল-বাহিসীন, ই'য়াকুব ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহাব (الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب). ২০০১খ্রি. **রাফ'উল হারজ ফীশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية)**, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ৪র্থ প্রকাশ।

৬১. আল-বাহিসীন, ই'য়াকুব ইব্‌ন 'আব্দুল ওয়াহাব (الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب). ২০০৮খ্রি. **আল-ইসতিহসান হাকিকাতুহু, আনওয়াউহু, হুজ্জিয়্যাতুহু, ওয়া তাতবিকাতুহুল মু'আসারাহ** (الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته وتطبيقاته المعاصرة), রিয়াদ: মাকতাবাতুল রুশদ, ১ম প্রকাশ।

৬২. আল-বুখারী, 'আলাউদ্দীন 'আব্দুল আযীয ইব্‌ন আহমদ (البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد). ১৯৭৪খ্রি. **কাশফুল আসরার আন উসূলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদাভী** (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزداوي), বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী।

৬৩. আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (البخاري، محمد بن إسماعيل). ১৪২২হি. **আল-জামি' আল-মুসনাদ আস্ সাহীহ** (الجامع المسند الصحيح), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ যহীর ইব্‌ন নাসির, রিয়াদ: দারু তাউক আল-নাজাত, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

৬৪. আল-বুগা, মুস্তাফা দাবীব (البغا، مصطفى ديب). ১৯৯৩খ্রি. **আসারুল আদিল্লাতিল মুখতালাফ ফীহা ফীল ফিকহিল ইসলামী** (أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي), দামিশক: দারুল কালাম, ২য় প্রকাশ।

৬৫. আল-বুতী, মুহাম্মদ সা'ঈদ রমযান (البوطي، محمد سعيد رمضان). ২০০৫খ্রি. **দাওয়াবিতুল মাসলাহা ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ** (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية), দামিশক: দারুল ফিকর, ৪র্থ প্রকাশ।

৬৬. আল-বুসতী, কাযী ই'য়াদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ই'য়াদ (البسطي، قاضي يعاد بن موسى بن يعاد). সনবিহীন. **তারতীবুল মাদারিকি ওয়া তাকরীবুল মাসালিকি লিমা'রিফাতি আ'লামি মাযহাবিল ইমাম মালিক** (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك), বিশ্লেষণ: আহমদ বাকীর মাহমুদ, মরক্কো: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৬৭. আল-মারদাভী, আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন সুলাইমান (المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان). ১৪২১হি. **আল-তাহবীর শারহু আত্‌তাহরীর** (شرح التحرير التحوير), বিশ্লেষণ: 'আব্দুর রহমান আল-জীবরীন, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ।

৬৮. আল-মাওয়ারদী, আবুল হাসান 'আলী (الماوردي، أبو الحسن علي). ১৯৭১খ্রি. **আদাবুল কাযী** (أدب القاضي), বিশ্লেষণ: মাহী হিলাল আল-সারহান, বাগদাদ: মাতবা'আতুল ইরশাদ।

৬৯. আল-মাওয়ারদী, আবুল হাসান 'আলী (الماوردي، أبو الحسن علي). সনবিহীন. **আল-হাভীউল কাবীর** (الحاوي الكبير), বৈরূত: দারুল ফিকর।

৭০. আল-মাকদিসী, 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন কুদামাহ (المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة). ১৩৯৯হি. **রাওদাতুন নাযির ওয়া জান্নাতুল মুনাযির** (روضة الناظر وجنة المناظر), বিশ্লেষণ: ড. 'আব্দুল আযীয আব্দুর রহমান আল-সাঈদ, রিয়াদ: ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'উদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ।

www.pathagar.com

৭১. আল-মারাগী, 'আব্দুল্লাহ মুস্তফা (المراغي، عبد الله مصطفى). ১৩৯৪হি. **আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাবাকাতিল উসূলিয়্যিন** (الفتح المبين في طبقات الأصوليين), বৈরূত: প্রকাশক- মুহাম্মদ আমীন দামিজ।

৭২. আল-মাহাল্লী, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ (المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد). সনবিহীন. **শারহ মিনহাজুত তালিবীন লিন নাভভী** (شرح منهاج الطالبين للنووي), মিসর: মাতবাআতু ঈসা আল-বাবী আল-হালবী।

৭৩. আল-মুকরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (المقري، محمد بن محمد). সনবিহীন. **আল-কাওয়া'ঈদ** (القواعد), বিশ্লেষণ: আহমদ ইব্‌ন হুমাইদ, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

৭৪. আল-মুতি'ঈ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাখীত (المطيعي، محمد بن بخيت). সনবিহীন. **সুল্লামুল ওয়াসূল লিশারহি নিহায়াতুস সূল** (سلم الوصول لشرح نهاية السول), বৈরূত: আলামুল কুতুব।

৭৫. আল-যুহাইলী, মুহাম্মদ মুস্তফা (الزحيلي، محمد مصطفى). ২০০৩খ্রি. **আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী** (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي), দামেশক: দারুল খাইর, ১ম প্রকাশ।

৭৬. আল-যুহাইলী, ওহাবাহ (الزحيلي، وهبة). ২০০৬খ্রি. **উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী** (أصول الفقه الإسلامي), দামিশক: দারুল ফিকর, ১৪তম সংস্করণ।

৭৭. আল-হাকীম, মুহাম্মদ তাকী (الحكيم، محمد تقي). ১৯৭৯খ্রি. **আল-উসূলুল 'আম্মাহ লিল ফিক্‌হিল মুকারিন** (الأصول العامة للفقه المقارن), বৈরূত: দারুল আন্দালুস, ২য় প্রকাশ।

৭৮. আল-হাজুভী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আছ্ ছাআলাবী (الحجوي، محمد بن حسن الثعالبي). ১৪১৬হি. **আল-ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিক্‌হিল ইসলামী** (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৭৯. আল-হাম্বালী, ইব্‌ন বাদরান (الحنبلي، ابن بدران). ১৯২৭খ্রি. **আল-মাদখাল ইলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল** (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل), মিসর: আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়্যাহ।

www.pathagar.com

৮০. আল-হাফনাভী, মুহাম্মদ ইবরাহীম (الحفناوي، محمد إبراهيم). ১৪০৮হি. **আত তা'আরুদ ওয়াত তারজীহ 'ইনদাল উসূলিয়্যিন ওয়া আসারুহুমা ফীল ফিকহিল ইসলামী** (التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي), মিসর: দারুল ওফা, ২য় প্রকাশ।

৮১. আল-হায়ছামী, নূরুদ্দীন 'আলী ইব্‌ন আবূ বকর (الهيثمي، نور الدين علي بن أبو بكر). ১৯৮৮খ্রি. **মাজমা'উয যাওয়াঈদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়াঈদ** (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد), বিশ্লেষণ: ইব্‌ন হাজর ও 'ইরাকী, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

৮২. আল-হুসাইনী, আমীর বাদশাহ মুহাম্মদ আমীন (الحسيني، أمير بادشاه محمد أمين). ১৩৫১হি. **তাইসীরুত তাহরীর শারহুত্ তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ** (تيسير التحرير شرح التحرير في أصول الفقه), কায়রো: মাতবা'আতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী।

৮৩. আল-হুসাইনী, হাশিম মা'রুফ (الحسيني، هاشم معروف). ১৯৭৮খ্রি. **আল-মাবাদিউল আম্মাহ লিল ফিক্‌হিল জা'ফারী** (المبادئ العامة للفقه الجعفري), বৈরূত: দারুল কালাম।

৮৪. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (الشوكاني، محمد بن علي). ২০০০খ্রি. **ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকিল হাক্বি মিন 'ইলমিল উসূল** (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول), বিশ্লেষণ: আবু হাফস শামী ইব্‌ন 'আরাবী, রিয়াদ: দারুল ফাদীলাহ, ১ম প্রকাশ।

৮৫. আশ্-শাওশাভী, 'আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন 'আলী (الشوشاوي، علي بن حسين بن علي). ২০০৪খ্রি. **রাফ'উন নিকাব আন তানকীহিশ শিহাব** (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب), বিশ্লেষণ: 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ আল-জাবরীন, রিয়াদ: মাকতাবাতু আল-রুশদ নাশিরুন, ১ম প্রকাশ।

৮৬. আশ-শাতিবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা আল-লাখমী (الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي). ১৩৩২হি. **আল-ই'তিসাম** (الاعتصام), মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা।

৮৭. আশ-শাতিবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা আল-লাখমী (الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي). সনবিহীন. **আল-**

www.pathagar.com

মুআফাকাত ফী উসূলিশ শারী'আহ (الموافقات في أصول الشريعة), বিশ্লেষণ: শায়খ 'আব্দুল্লাহ দিরাজ, মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা।

৮৮. আশ-শাফি'ঈ, মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস (الشافعي، محمد بن إدريس). ১৯৪০খ্রি. **আল-উম্ম** (الأم), বিশ্লেষণ: আহমদ শাকির, মিসর: মাতবা'আতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী।

৮৯. আশ-শাফি'ঈ, মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস (الشافعي، محمد بن إدريس). ১৯৬২খ্রি. **আর রিসালাহ** (الرسالة), মিসর: শরিকাতুত তিবা'আতিল ফান্নিয়্যাতিল মুত্তাহাদাহ।

৯০. আশ্-শীরাযী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন 'আলী (الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي). ১৯৮৮খ্রি. **শারহ্ আল-লুমা' ফী উসূলিল ফিক্হ** (شرح اللمع في أصول الفقه), বিশ্লেষণ: 'আব্দুল মজীদ তুরকী, বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ।

৯১. আস্-সাক্কাফ, আলুভী ইব্ন আহমাদ (السقاف، علوي بن أحمد). সনবিহীন. **আল-ফাওয়ায়িদুল মাক্কীয়াহ** (الفوائد المكية), বৈরূত: মাকতাবাতু আল-বাবী আল-হালবী, বিশেষ সংস্করণ।

৯২. আস্-সাম'আনী, আবূল মুজাফ্ফার মানসূর ইব্ন মুহাম্মদ (السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد). ১৯৯৯খ্রি. **কাওয়াতিউল আদিল্লাহ ফীল উসূল** (قواطع الأدلة في الأصول), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হাসান ইসমাঈল আশ-শাফি'ঈ, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৯৩. আস্ সারাখসী, শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ (السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد). ১৩২৬হি. **আল-মাবসূত** (المبسوط), মিসর: দারুস্ সা'আদাহ।

৯৪. আস্-সারাখসী, শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ (السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد). ১৯৯৩খ্রি. **উসূল আস্-সারাখসী** (أصول السرخسي), বিশ্লেষণ: আবুল ওয়াফা আফগানী, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৯৫. আস-সালিমী, আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ (السالمي، أبو محمد عبد الله). ১৯৯৩খ্রি. **শারহ তালা'আতিশ শামস 'আলাল উলফিয়্যাহ** (شرح طلعة

(الشمس على الألفية), ওমান: জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩য় প্রকাশ।

৯৬. আস্-সিজিস্তানী, আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আস (السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث). সনবিহীন. **আস-সুনান** (السنن), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মহীউদ্দীন 'আব্দুল হামিদ, বৈরূত: দারুল ফিকর।

৯৭. আস-সিবা'ঈ, মুস্তাফা (السباعي، مصطفى). ১৯৬১খ্রি. **আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশরী'ঈ আল-ইসলামী** (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي), কায়রো: মাকতাবাতু দারি উরুবাহ, ১ম প্রকাশ।

৯৮. আস-সুবকী, তাকী উদ্দীন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল কাফী ও তৎপুত্র তাজ উদ্দীন আবু নসর ইব্ন 'আলী (السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي وابنه تاج الدين أبو نصر بن علي). ১৯৯৫খ্রি. **আল-ইবহাজ ফী শারহিল-মিনহাজ** (الإبهاج في شرح المنهاج), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

৯৯. আস্-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (السيوطي، جلال الدين). ১৯৯৮খ্রি. **আল-আশবাহ ওয়ান নাযাঈর ফী কাওয়াইদ ওয়া ফুরু' ফিক্হিশ শাফিয়্যাহ** (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ আল-বাগদাদী, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ।

১০০. আহমদ ইব্ন হাম্বল (أحمد بن حنبل). ১৯৯৯খ্রি. **আল-মুসনাদ** (المسند), বিশ্লেষণ: শুয়া'ইব আরনূত ও অন্যান্য, বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ।

১০১. ইব্ন 'আকীল, আবুল ওয়াফা আল-হাম্বলী (ابن عقيل، أبو الوفاء الحنبلي). ১৪২০হি. **আল-ওয়াদিহ ফী উসূলিল ফিকহ** (الواضح في أصول الفقه), বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ।

১০২. ইব্ন আবি শায়বাহ, আবূ বকর 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (ابن أبي شيبه، أبي بكر عبد الله بن محمد). ১৪০৯হি. **আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার** (المصنف في الأحاديث والآثار), বিশ্লেষণ: কামাল ইউসূফ আল-হুত, রিয়াদ: মাকতাবাতু আল-রুশদ, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

১০৩. ইব্‌ন কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূবকর আল-জাওযিয়্যাহ (الجوزية، محمد بن أبو بكر بن قيم). ১৯৬৮খ্রি. **আ'লামুল মুআক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন** (أعلام الموقعين عن رب العالمين), বিশ্লেষণ: তহা আব্দুর রউফ সা'আদ, কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ।

১০৪. ইব্‌ন খালদুন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد). ১৪১৭হি. **আল-মুকাদ্দিমাহ** (المقدمة), ব্যাখ্যা ও ভূমিকা: মুহাম্মদ আল-ইসকিন্দারানী, বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ।

১০৫. ইব্‌ন তাইমিয়াহ, তকী উদ্দীন মুহাম্মদ (ابن تيمية، تقي الدين محمد). **বায়ানুদ দালীল 'আলা বুতলানিত তাহলীল** (بيان الدليل على بطلان التحليل), বিশ্লেষণ: ফাইহান ইব্‌ন শালী আল-মুতাইরী, রিয়াদ: মাকতাবতু লীনা লিন নাশরি ওয়াত তাওযীঈ।

১০৬. ইব্‌ন নাজ্জার, তাকী উদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল-ফাতুহী (ابن نجار، تقي الدين أبو البقاء محمد الفتوحي). ১৪১৮হি. **শারহ আল-কাওকাবিল মুনির** (شرح الكوكب المنير), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আল-যুহাইলী ও নাযিয়্যাহ হাম্মাদ, জিদ্দাহ: মাকতাবাতুল 'উবাইকান, ২য় প্রকাশ।

১০৭. ইব্‌ন নুজাইম, যইন উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (ابن نجيم، زين الدين محمد ابن إبراهيم). ১৪২২হি. **আল-বাহরুর রাঈক শারহ কানযিদ দাকাঈক** (البحر الرائق شرح كنز الدقائق), বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ১ম প্রকাশ।

১০৮. ইব্‌ন নুজাইম, যইন উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (ابن نجيم، زين الدين محمد بن إبراهيم). ১৯৩৬খ্রি. **মিশকাতুল আনওয়ার ফী উসূলিল মানার** *(ফাতহুল গাফফার)* (مشكاة الأنوار في أصول المنار - فتح الغفار), কায়রো: মাতবাআতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী।

১০৯. ইব্‌নুন নাদীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আবুল ফারাজ (ابن النديم، محمد بن إسحاق أبو الفرج). ১৯৭৮খ্রি. **আল-ফিহরিস্ত** (الفهرست), বৈরূত: দারুল মা'রিফা।

১১০. ইব্‌ন ফারহুন, আল-মালিকী (ابن فرحون، المالكي). ১৯৯০খ্রি. **কাশফুন নিকাবিল হাজিবি ফী মুসতালিহ ইব্‌নিল হাজিব** (كشف النقاب الحاجب

www.pathagar.com

(في مصطلح ابن الحاجب), বিশ্লেষণ: হামযাহ আবু ফারিস ও আব্দুস সালাম শরীফ, বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ।

১১১. ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (ابن ماجه، محمد بن يزيد). সনবিহীন. **আস-সুনান** (السنن), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, বৈরূত: দারুল ফিকর।

১১২. ইব্‌ন মানযূর, জামালউদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আফ্রিকী (ابن منظور، جمال الدين بن محمد الأفريقي). ১৯৯৯খ্রি. **লিসানুল আরব** (لسان العرب), বিশুদ্ধকরণ: আমীন মুহাম্মদ 'আব্দুল ওয়াহাব ও মুহাম্মদ আস্-সাদিক আল-'উবাইদী, বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় প্রকাশ।

১১৩. ইব্‌ন হাযম, 'আলী ইব্‌ন আহমদ (ابن حزم، علي بن أحمد). ১৪০৪হি. **আল-ইহকামু ফী উসূলিল আহকাম** (الإحكام في أصول الأحكام), কায়রো: দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ।

১১৪. ইব্‌ন হাযম, 'আলী ইব্‌ন আহমদ (ابن حزم، علي بن أحمد). সনবিহীন. **মারাতিবুল ইজমা** (مراتب الإجماع), বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

১১৫. ইব্‌নুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ (ابن الهمام، كمال الدين محمد). ১৩৫১হি. **কিতাবুত তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহি বিহাশীয়াতি তাইসীরি আল-তাহরীর** (كتاب التحرير في أصول الفقه بحاشية تيسير التحرير), কায়রো: মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া আওলাদুহু।

১১৬. ইব্‌নুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ (ابن الهمام، كمال الدين محمد). সনবিহীন. **ফাতহুল কাদীর শারহু হিদায়াহ লিল মারগিনানী** (فتح القدير شرح هداية للمرغناني), মিসর: মাতবাআতুল মাকতাবাতিত তিজারিয়্যাতিল কুবরাহ।

১১৭. ইব্‌নুস্ সুবকী, তাজ উদ্দীন আবু নসর (ابن السبكي، تاج الدين أبو نصر). ১৯৯৯খ্রি. **রাফ'উল হাজিব আন মুখতাসারি ইব্‌নুল হাজিব** (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب), বিশ্লেষণ: শায়খ 'আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও শায়খ আদিল আহমদ 'আব্দুল মাওজুদ, বৈরূত: আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

১১৮. ইসমাঈল, মূসা (إسماعيل، موسى). ২০০৪খ্রি. **'আমালু আহলিল মাদীনা ওয়া আসরুহু ফীল ফিক্হিল ইসলামী** (عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي), বৈরূত: দারু ইব্ন হাযম, ১ম প্রকাশ।

১১৯. ইসমাঈল, শা'বান মুহাম্মদ (إسماعيل، شعبان محمد). ১৪০৮হি. **আল-ইসতিহ্সান বাইনান নাজরিয়াহ ওয়াত তাতবীক** (الاستحسان بين النظرية والتطبيق), দোহা: দারুস সাকাফাহ, ১ম প্রকাশ।

১২০. ইসমাঈল, শা'বান মুহাম্মদ (إسماعيل، شعبان محمد). ১৯৮৮খ্রি, **কাওলুস সাহাবী ওয়া আসারুহু ফীল ফিক্হিল ইসলামী** (قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي), মিসর: দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ।

১২১. 'উকলাহ, মুহাম্মদ (عقلة، محمد). ১৯৮৩খ্রি. **দিরাসাতুন ফীল ফিক্হিল মুকারিন** (دراسة في الفقه المقارن), আম্মান: মাকতাবাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ।

১২২. 'উসমানী, মুহাম্মদ তাকী (عثماني، محمد تقي). ১৪১৯হি. **বুহুসুন ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাতুন** (بحوث فقهية معاصرة), কুয়েত: দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ।

১২৩. কুল'আজী, মুহাম্মদ রিওয়াস ও কুনাইবী, হামিদ সাদিক (قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق). ১৪০৮হি. **মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা** (معجم لغة الفقهاء), বৈরূত: দারুন নাফাইস, ২য় প্রকাশ।

১২৪. কুলসন, এন. জে. ১৯৬৪খ্রি. **এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক ল**', ইডেনবার্গ: ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

১২৫. খাতীব বাগদাদী, আবূ বকর আহমদ (خطيب البغدادي، أبو بكر أحمد). ১৪২১হি. **আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ** (الفقيه والمتفقه), বিশ্লেষণ: 'আদেল আল-'আযাযী, দাম্মাম: দারু ইব্নুল জাওযী, ২য় প্রকাশ।

১২৬. খাল্লাফ, 'আব্দুল ওয়াহাব (خلاف، عبد الوهاب). ১৯৯৩খ্রি. **মাসাদিরুত তাশরী'ঈল ইসলামী ফীমা লা নাস্সা ফীহি** (مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه), কুয়েত: দারুল কালম, ৭ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

১২৭. খাল্লাফ, আবদুল ওয়াহাব (خلاف، عبد الوهاب). ১৯৫৬খ্রি. **ইলমু উসূলিল ফিক্হ** (علم أصول الفقه), কায়রো: মাতবা'আতুন নাসর, ৬ষ্ঠ প্রকাশ।

১২৮. চৌধুরী, আলিমুজ্জামান. ২০০৮খ্রি. **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, ঢাকা: কুমিল্লা ল বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ।

১২৯. তুর্কী, 'আব্দুল্লাহ 'আব্দুল মুহসিন (تركي، عبد الله عبد المحسن). ১৯৭৭খ্রি. **উসূলু মাযাহিবিল ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল: দিরাসাহ উসূলিয়্যাহ মুকারানাহ** (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل: دراسة أصولية مقارنة), রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ।

১৩০. প্রণয়ন কমিটি, ১৩০২ হি. **মাজাল্লাতুল আহকাম আল-'আদলিয়্যাহ্** (مجلة الأحكام العدلية) (উসমানী খিলাফাতের সংবিধান), কপিকারক: আল-মাকতাবাতুল আদাবিয়্যাহ, বৈরূত।

১৩১. ফাইলালী, হাসান যাইন (فيلالي، حسن زين). ১৪১৪হি. **ফিকহুন নাওয়াযিল** (فقه النوازل), রিয়াদ: মুলতাকা আল-কীরওয়ান, হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচ্যে ও পাশ্চত্যে মালিকী মাযহাবের সম্প্রসার শীর্ষক প্রতিবেদন।

১৩২. ফারিক, খুরশীদ আহমদ. ২০০৪খ্রি. **হযরত উমর রা.-এর সরকারী পত্রাবলি**, অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩৩. ফিরোযাবাদী (الفيروزآبادي), ১৯৭৩খ্রি. **বাসাঈর যাভীত তামঈয** (بصائر ذاوي التمييز), কায়রো: আল-মাজলিসিল আলা লিশ্ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ।

১৩৪. ফিরোযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব (الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب). ২০০৩খ্রি. **আল-কামূসুল মুহীত** (القاموس المحيط), বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, ২য় প্রকাশ।

১৩৫. ফালামবান, হাস্সান ইব্ন মুহাম্মদ হুসাইন (فلمبان، حسان بن محمد حسين). ২০০০খ্রি. **খাবরুল ওয়াহিদ ইজা খালাফা 'আমালা আহলিল মাদীনা দিরাসাতান ওয়া তাতবিকান** (خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة: دراسة وتطبيقا), দুবাই: দারুল বুহুস লিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ইয়াহইয়াইত তুরাস, ১ম প্রকাশ।

www.pathagar.com

১৩৬. বুসাক, মুহাম্মদ আল-মাদানী (بوساق، محمد المداني). ২০০০খ্রি. **আল-মাসাঈলু ল্লাতী বানাহাল ইমাম মালিকু 'আলা 'আমালি আহলিল মাদীনা তাওসীকান ওয়া দিরাসাতান** (المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة: توثيقا ودراسة), দুবাই: দারুল বুহুস লিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ্ ওয়া ইয়াহইয়াইত তুরাস, ১ম প্রকাশ।

১৩৭. মনিরুজ্জামান, এম. ২০১০খ্রি. **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, ঢাকা: ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ।

১৩৮. মার'য়ী, হাসান আহমদ (مرعي، حسن أحمد), **আল-ইসতিহসান 'ইনদাল আইম্মাতিল আরবা'আহ ওয়া তাতবীকাতুহুল মু'আসিরাহ** (الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته المعاصرة), দুবাই: মাজাল্লাতু কুল্লিয়্যাতিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাতিল 'আরাবিয়্যাহ, সংখ্যা ১৯

১৩৯. মালিক ইব্ন আনাস (مالك بن أنس). ২০০৪খ্রি. **আল-মুওয়াত্তা** (الموطأ), বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুসতাফা আল-'আজামী, দুবাই: মুআস্সাসাতু যাইদ ইব্ন সুলতান আলি নাহিআন, ১ম প্রকাশ।

১৪০. মুঈন, ইয়াহইয়া ইব্ন (معين، يحي بن). ১৯৭৯খ্রি. **তারীখু ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন** (تاريخ يحي بن معين), বিশ্লেষণ: আহমদ নূর সাইফ, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ।

১৪১. যায়দান, 'আব্দুল করীম (زيدان، عبد الكريم). ১৯৬৯খ্রি. **আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ** (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية), আলেকজান্দ্রিয়া: দারু 'উমার ইব্নিল খাত্তাব।

১৪২. যায়দান, 'আব্দুল করীম (زيدان، عبد الكريم). ২০০১খ্রি. **আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ** (الوجيز في أصول الفقه), বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্রকাশ।

১৪৩. রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর. ২০০৮খ্রি. **ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন**, ঢাকা: আমিন ল' বুক সেন্টার, ২য় প্রকাশ।

১৪৪. রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর. ২০০৯খ্রি. **আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান**, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

১৪৫. রহমান, গাজী শামসুর. ১৯৯৩খ্রি. **আইনবিদ্যা**, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

www.pathagar.com

১৪৬. রুমী, ফাহাদ ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান (رومي، فهد بن عبد الرحمن). ১৯৯৯খ্রি. **কাওলুস সাহাবী ফী তাফসীরিল আন্দালুসী হাত্তাল কারনিস সাদিস** (قول الصحابي في تفسير الأندلسي حتى القرن السادس). রিয়াদ: মাকতাবাতুত তাওবা, ১ম প্রকাশ।

১৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, ১৪০৪হি. **আল-মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ** (الموسوعة الفقهية الكويتية), কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ।

১৪৮. সম্পাদনা পরিষদ. ২০০১খ্রি. **বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন**, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় ভাগ।

১৪৯. সাইফ, আহমদ মুহাম্মদ নূর (سيف، أحمد محمد نور). ২০০০খ্রি. **'আমলু আহলিল মাদীনা বাইনা মুসতালাহাতি মালিক ওয়া আরাঈল উসূলিয়্যিন** (عمل أهل المدينة بين مصطلح مالك وآراء الأصوليين). দুবাই: দারুল বুহুস লিদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া ইয়াহইয়াইত তুরাস, ২য় প্রকাশ।

১৫০. হাসনাইন, হাসনাইন মাহমুদ (حسنين، حسنين محمود). ১৪০৭হি. **মাসাদিরুত তাশরী'ইল ইসলামী** (مصادر التشريع الإسلامي), বৈরূত: দারুল কলম, ১ম প্রকাশ।

১৫১. হাসবুল্লাহ, 'আলী (حسب الله، علي). ১৯৯৭খ্রি. **উসূলুত তাশরী'ইল ইসলামী** (أصول التشريع الإسلامي), বৈরূত: দারুল ফিকরিল 'আরাবী।

152. Bederman, David J. 2010. **Custom as a source of law**. Cambridge: Cambridge University Press.

153. Hallaq, Wael B. 2005. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni usul al-Fiqh. Cambridge: Cambridge University Press.

154. Hallaq, Wael B. 2008. Authority, Continuity and Change in Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press.

155. Hallaq, Wael B. 2009. Shariah Theory, Practice

www.pathagar.com

156. Kamali, Mohammad Hashim. 1997. **Istihsan (juristic preference) and its application to contemporary issues.** Jeddah :Islamic Research & Training Institute.

157. Kamali, Mohammad Hashim. 2007. **Principles of Islamic jurisprudence.** Cambridge :Islamic Texts Society.

158. Kamali, Mohammad Hashim. 2008. **Shari'ah law : an introduction.** Oxford, England :Oneworld Publications.

159. Kayadibi, Saim. 2010. **Istihsan : the doctrine of juristic preference in Islamic law.** Petaling Jaya, Selangor :Islamic Book Trust

160. Lowry, Joseph E. (Joseph Edmund). 2007. **Early Islamic legal theory : the Risala of Muhammad ibn Idris al-Shafi'i.** Leiden: Brill.

161. Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2002. **Theories of Islamic law : the Methodology of Ijtihad.** Kuala Lumpur :The Other Press

162. Nyazee, Imran Ahsan Khan. 2006. **Islamic jurisprudence : usul al-Fiqh.** Islamabad :International Institute of Islamic Thought.

163. Opwis, Felicitas Meta Maria. 2010. **Maslaha and the purpose of the law : Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to 8th/14th century.** Leiden: Brill.

164. Sallami, Muhammad al-Mukhtar. 1999. **al-Qiyas (analogy) and its modern application.** Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের পরিভাষাসমূহ

পরিভাষা	আরবী রূপ	বাংলা অর্থ	ইংরেজি অর্থ

আ

আকল	عقل	আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা	Intellect, Reason
আকলী	عقلي	বুদ্ধিভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক	Rational, Intellectual
আদল	عدل	ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার	Justice, Uprightness
আদাত	عادة	প্রচলন, রীতি-নীতি	Custom, Recurrent Practice
আদিল্লাহ (একবচন দলীল)	الأدلة	প্রমাণাদি, দলীলসমূহ	Proofs, Evidence
আফ'আল	افعال	কর্মকাণ্ড, কার্যাবলি	Deeds
'আম	عام	ব্যাপক, সাধারণ	General
আমর	أمر	নির্দেশ	Commands
'আমল	عمل	কর্ম, কাজ	Act, Practice, Precedent
'আমলী	عملي	কর্মসূচক, ব্যবহারিক	Practical
'আযীমাহ	عزيمة	দৃঢ়, স্থির, রুখসাতের বিপরীত	Strict, Unmodified
আয়াতুল আহকাম	آيات الأحكام	বিধান সংবলিত আয়াতসমূহ	Legal verses
আরকান (একবচন রুকন)	أركان	রুকন, স্তম্ভ, ভিত্তি	Essential requirements
আল-আশবাহ ওয়ান নাযাঈর	الأشباه والنظائر	সাদৃশ ও অনুরূপ	Resemblances and Similitudes
আসল (বহুবচন উসূল)	أصل	মূল, মূলনীতি, কিয়াসের ক্ষেত্রে যার সঙ্গে তুলনা করা হয়	Root, Origin, Source, Principle
আহকাম (একবচন হুকম)	أحكام (جمع حكم)	বিধানাবলি, বিধানসমূহ	Rules, Laws, Formulate rulings
আহকাম 'আকলিয়্যাহ	أحكام عقلية	বুদ্ধিবৃত্তিক বিধান	Rational ruling
আহকাম 'আমালিয়্যাহ	أحكام عملية	প্রায়োগিক/ ব্যবহারিক বিধান	Practical ruling, Practical legal rules
আহকাম ইতিকাদিয়্যাহ	أحكام اعتقادية	বিশ্বাস সংক্রান্ত বিধান	Law of belief

www.pathagar.com

আহকাম খুলুকিয়্যাহ	أحكام خلقية	নৈতিক আইন	Ethical and Moral rules
আহকাম আল-মু'আমালাত	أحكام المعاملات	লেনদেন বিষয়ক আইন	Transactions
আহকাম শার'ইয়্যাহ	أحكام شرعية	আইনী বিধানাবলি	Legal rules
আহকাম হিস্সিয়্যাহ	أحكام حسية	ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিধান	Law of sense perception
আহলুল বাইত	أهل البيت	মহানবী সা.-এর পরিবার	The household of the Prophet
আহলুল বিদ'আত	أهل البدعة	বিদআতী, ধর্মে নতুন বিষয় উদ্ভাবনকারীগণ	Proponents of pernicious innovation, People of religious innovation
আহলুল হাদীস	أهل الحديث	আহলে হাদীস, হাদীস-শাস্ত্রের ইমামগণ	The traditionalist school
আহলুর রাঈ	أهل الرأي	আহলে রায়, যুক্তিবিদগণ	The rationalist, People of good sense
আহাদ হাদীস	حديث أحاد	একজন বর্ণনাকারী বর্ণিত হাদীস	Solitary reports

ই

ইখতিলাফ	اختلاف	মতভিন্নতা, মতপার্থক্য	Juristic disagreement
ইজতিহাদ	اجتهاد	আইন গবেষণা, ইজতিহাদ	Legal reasoning or openion
ইজতিহাদ জামা'ঈ	اجتهاد جماعي	সম্মিলিত আইন গবেষণা	Collective *ijtihad*
ইজতিহাদ তাকদীরী	اجتهاد تقديري	অনুমিত বিষয়ের আইন গবেষণা	Hypothetical opinion
ইজ্মা	إجماع	ইজ্মা, ঐকমত্য, মতৈক্য	Consensus, agreement
ইজ্মা সারীহ	إجماع صريح	স্পষ্ট / প্রকাশ্য ইজ্মা	Explicit Agreement
ইজ্মা সুকূতী	إجماع سكوتي	মৌন ইজ্মা	Tacit agreement
ই'তিকাদ	اعتقاد	বিশ্বাস	Faith, Delief
ই'তিদাল	اعتدال	পরিমিত অবস্থা, মধ্যপন্থা, সামঞ্জস্য	Moderation and balance
ই'তিবার	اعتبار	গণ্য করা, বিবেচনা করা	Consideration
ইবাহাত	إباحة	অনুমোদন, জায়েয	Permissibility

ইমাম	إمام	ইমাম, মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা	Imam, Founder of School
ইয়াকীন	يقين	নিশ্চিত জ্ঞান, ইয়াকীন	Certainty
ইলম	علم	জ্ঞান	Knowledge
ইলহাম	إلهام	ইলহাম, ঐশী প্রেরণা, প্রত্যাদেশ	Inspiration
ইল্লাহ	علة	কারণ, কার্যকারণ, ইল্লাত	Cause and reason, Ratio legis
ইসতিকরা	استقراء	আরোহ, বিশেষ ঘটনা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যুক্তি-প্রণালী	Induction
ইসতিকরা তাম	استقراء تام	পূর্ণাঙ্গ আরোহ	Complete induction
ইসতিকরা নাকিস	استقراء ناقص	অসম্পূর্ণ আরোহ	Incomplete induction
ইসতিদলাল	استدلال	প্রমাণ পেশ, প্রমাণ উপস্থাপন	Inference
ইসতিম্বাত	استنباط	বিধান উদ্ভাবন	Innovation
ইসতিসওয়াব	استصواب	অনুমোদন, সম্মতি	Approval, Assent
ইসতিসলাহ	استصلاح	কল্যাণচিন্তা	Consideration of public welfare & interest
ইসতিসহাব	استصحاب	পূর্বের বিধানের চলমানতা	Presumption of continuity
ইসতিসহাব ওয়াসী'	استصحاب واسع	ব্যাপৃত ইসতিসহাব	Expansive Istishab
ইসতিসহাব হালিল আক্ল	استصحاب حال العقل	বুদ্ধিভিত্তিক ইসতিসহাব	Rational presumption of continuity
ইসতিসহাব হালিল ইজমা	استصحاب حال الإجماع	ইজমার আলোকে ইসতিসহাব	Presumption of continuity subject to consensus
ইসতিহসান	استحسان	অধিকতর উত্তম বিধান নির্ধারণ	Juristic preference
ইসতিহসান ইসতিসনাঈ	استحسان استثنائي	ব্যতিক্রমী ইসতিহসান	Exceptional Istihsan
ইহতিয়াজাত	احتياجات	প্রয়োজন, অভাব	Needs

www.pathagar.com

উ

উকুবাহ	عقوبة	দণ্ড, শাস্তি, দণ্ড আইন	Penalty, Punishment, Penal law
উজুব	وجوب	আবশ্যকতা	Affirmation
উদূল	عدول	পরিবর্তন, পরিত্যাগ	The departure
উমুমুল বালওয়া	عموم البلوى	বিস্তৃত কষ্টকর অবস্থা	General calamity
উম্মাহ	أمة	জাতি, উম্মত	Muslim community
উরফ	عرف	প্রথা, প্রচলন, রেওয়াজ	Custom, Customary practice
উরফ 'আম	عرف عام	সাধারণ প্রচলন/প্রথা	General custom
উরফ খাস	عرف خاص	বিশেষ প্রচলন/ প্রথা	Special custom
উলামা	علماء	আলিমগণ	Scholars
উলুল আমর	أولو الأمر	নেতৃস্থানীয়, দায়িত্বশীলগণ	Those in authority amongst Muslims
উসূল	أصول	মূল, মূলনীতি, নীতিমালা	Root, Origin, Source
উসূলী	أصولي	উসূলবিদ, নীতিমালাশাস্ত্রবিদ	Juristic scholar, Legal theorists
উসূলুল ফিক্‌হ	أصول الفقه	উসূল ফিক্‌হ, ইসলামী আইনের মূলনীতিশাস্ত্র	The Principal of Islamic jurisprudence, Science of Islamic legal theory

ও

ওয়াক্‌ফ	وقف	ওয়াকফ, দান	Charitable endowment
ওয়াজিব	واجب	আবশ্যক, ওয়াজিব	Obligatory
ওয়ালায়াহ্	ولاية	অভিভাবকত্ব	Guardianship
ওয়ালী	والي	অভিভাবক	Legal guardian
ওয়াসাঈল	وسائل	মাধ্যম, অসীলা	Means
ওয়াসফ	وصف	গুণ, বৈশিষ্ট্য	Attribute, Quality, Adjective
ওয়াহ্‌মী	وهمي	কল্পনাপ্রসূত	Imaginary
ওহী	وحي	প্রত্যাদেশ, ওহী	Divine revelation

ক

কাওয়াঈদ কুল্লিয়াহ	قواعد كلية	সামগ্রিক নীতিমালা	General Principles
কাওলী	قولي	বাণীসূচক	Relating to speech, Verbal, Pronouncement

www.pathagar.com

কাওলুস সাহাবী	قول الصحابي	সাহাবীর অভিমত	The Sayings of a companion of the Prophet (S)
কাত'ঈ	قطعي	অকাট্য	Unequivocal, Decisive, Definitive, Certitude
কাতি'উদ দালালাহ	قطعي الدلالة	অকাট্য নির্দেশনা	Conclusive evidence in content
কাতি'উদ দালালাহ ওয়ার রিওয়ায়্যাহ	قطعي الدلالة والرواية	অকাট্য নির্দেশনা ও বর্ণনা	Conclusive evidence in content and transmission
কাফ্ফারাহ	كفارة	কাফ্ফারাহ, প্রায়শ্চিত্ত	Expiation, Penance
কামালিয়্যাত	كماليات	পরিপূরক সামগ্রীসমূহ	Complementary
কাযী	قاضي	বিচারক	Judge
কা'য়িদাহ ফিকহিয়্যাহ	قاعدة فقهية	ফিক্হী কা'য়িদা/ নীতি	Jurisprudence maxim
কারীনাহ	قرينة	যোগসূত্র	Contextual evidence
কারীনাহ কাতঈ'	قرينة قطعي	অকাট্য যোগসূত্র	Conclusive evidence
কিনায়াহ	كناية	ইঙ্গিত, রূপক	Indirect statement
কিয়াস	قياس	সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত, কিয়াস	Analogy, Juridical inference
কিয়াস আওলা	قياس أولى	অগ্রগণ্য কিয়াস	Analogy of the superior
কিয়াস আদনা	قياس أدنى	নিম্নতর কিয়াস	Analogy of the inferior
কিয়াস ইজমালী ওয়াসীঈ'	قياس إجمالي واسعي	সামগ্রিক বিস্তৃত কিয়াস	Wholistic expansive analogy
কিয়াস 'ইল্লাহ	قياس علة	কার্যকারণভিত্তিক কিয়াস	Causative inference
কিয়াস খাফী	قياس خفي	অপ্রকাশ্য কিয়াস	Concealed analogy, Latent/ Hidden analogy
কিয়াস জালী	قياس جلي	প্রকাশ্য কিয়াস	Perspicuous analogy, Obvious analogy
কিয়াস জাহিরী জালী	قياس ظاهري جلي	প্রকাশ্য স্পষ্ট কিয়াস	Apparent clear analogy
কিয়াস দালালাহ	قياس دلالة	নির্দেশনামূলক কিয়াস	Indicative inference
কিয়াস মাসলাহা মুরসালাহ	قياس مصلحة مرسلة	কল্যাণচিন্তামূলক কিয়াস	Analogy of public interest
কিয়াস মুসাওয়া	قياس مسوى	সমজাতীয় কিয়াস	Analogy of equals
কিয়াস শাবাহ	قياس شبه	সাদৃশ্যপূর্ণ কিয়াস	Analogy of similitude
কুল্লী	كلي	সামগ্রিক	Whole, Universal

www.pathagar.com

খ

খাবর	خبر	বর্ণনা, সংবাদ	News or Report
খাস	خاص	বিশেষ, নির্দিষ্ট	Specific, Particular
খিয়ার	خيار	পছন্দের স্বাধীনতা, ঐচ্ছিকতা	Option

জ

জারুরাত	ضرورة	প্রয়োজনীয়তা	Indispensable
জারুরী	ضروري	প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক	Necessary, Essential
জারুরিয়্যাত	ضروريات	নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ	Essentials, Necessities
জাযর	جذر	মূল	Root
জাহ্‌ল	جهل	অজ্ঞতা	Ignorance
জিনায়্যাহ	جناية	অপরাধ	Criminal offence
জুযী	جزئي	আংশিক	Partial, Particular
জুহ্‌দ	جهد	প্রচেষ্টা, সাধনা	Effort or energy

ত

তাওবাহ	توبة	পাপের জন্য অনুশোচনা, অনুতপ্ত হওয়া	Repentance
তাওয়াতুর	تواتر	নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারা	Multiplicity of channels, Continuous testimony
তাওয়াতুর মা'নাভী	تواتر معنوي	অর্থগত নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা	Thematic recurrent reports
তাওয়াতুর লফজী	تواتر لفظي	শাব্দিক নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা	Concurrent verbal reports
তাকঈদ	تقييد	সীমিতকরণ	Restriction, Qualification
তাকলীদ	تقليد	অনুসরণ	Unquestioning imitation, Commitment
তাকাফু আল-আদিল্লাহ	تكافـ الأدلة	দলীলের সামঞ্জস্যতা	Equivalence of proofs
তাখসীস	تخصيص	নির্দিষ্টকরণ	Specifying the general, Particularization
তাখসীসুল ইল্লাহ	تخصيص العلة	ইল্লাত বা কারণ নির্দিষ্টকরণ	Specifying the cause, Limitation of the ratio legis

www.pathagar.com

তাখাইয়্যুর	تخير	পছন্দের স্বাধীনতা	Amalgamated selection
তা'দিয়াহ	تعدية	কোনো বিষয়ের বিধান অন্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা	Referring a ruling to another case
তাফসীর	تفسير	বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা	Interpretation
তা'যীর	تعزير	অনির্ধারিত শাস্তি	Beterrent punishment
তারজীহ	ترجيح	অগ্রাধিকার প্রদান	Giving preference, Preponderance
তা'লীল	تعليل	কার্যকারণ নির্ধারণ	Ratiocination, Legal causation
তাসাওউর	تصور	রূপায়ণ	Conception
তাসাররুফাত	تصرفات	ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, লেনদেন	Disposal, Management, Transactions
তাহরীম	تحريم	নিষেধাজ্ঞা, নিষিদ্ধতা	Prohibition
তাহসীনিয়্যাত	تحسينيات	সৌন্দর্যবর্ধক বস্তুসমূহ	Embellishment, Improvements

দ

দারার	ضرار	ক্ষতি	Harm
দারার ফাহিশ	ضرار فاحش	অত্যধিক ক্ষতিকর	Exorbitant harm
দাফউদ দারার	دفع الضرار	ক্ষতি প্রতিহতকরণ	Prevention of harm
দিয়্যাত	دية	রক্তমূল্য, রক্তপণ	Blood-money
দালালাত	دلالة	নির্দেশনা; সঠিক অর্থ	Guidance; Implication, Signs
দালালাহ	ضلالة	ভ্রষ্টতা	Error
দলীল	دليل	প্রমাণ, দলীল	Proof, Evidence, Textual indicant
দলীল 'আম	دليل عام	সাধারণ প্রমাণ	General evidence
দলীল ইজমালী/কুল্লী	دليل إجمالي/كلي	সামগ্রিক প্রমাণ, দলীল	Indication, Evidence
দলীল কাত'ঈ	دليل قطعي	অকাট্য প্রমাণ	Definite proof
দলীল তাফসীলী	دليل تفصيلي	বিস্তারিত দলীল	Detailed proof

ন

নাকলী	نقلي	বর্ণনামূলক	Transmitted
নাকস	نقص	অপূর্ণতা, ঘাটতি	Deficiency
নাজরী	نظري	তাত্ত্বিক, যৌক্তিক	Theoretical

www.pathagar.com

নাসখ	نسخ	রহিত হওয়া/ করা	Abrogation
নাস্‌স	نص	নস, কুরআন সুন্নাহের মূল বর্ণনা	Text
নাহী	نهي	নিষেধাজ্ঞা	Prohibition

ফ

ফাকীহ	فقيه	ইসলামী আইন বিশারদ, ফকীহ	Jurist
ফাতওয়া	فتوى	ফাতওয়া, কোনো বিষয়ের আইনী অভিমত	Formal legal opinion
ফারয	فرض	অপরিহার্য কর্ম, ফরয	Obligatory, Religious obligation
ফারয 'আইন	فرض عين	প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য	Individual duty and obligation
ফারয কিফায়াহ	فرض كفاية	সমষ্টির জন্য অপরিহার্য	A collective duty and obligation
ফাসাদ	فساد	অনিষ্ট, বিপর্যয়	Evil
ফাসিদ	فاسد	অশুদ্ধ	Invalid
ফাসিদ বি ইতলাক	فاسد بإطلاق	সম্পূর্ণ অশুদ্ধ	Obsolutely invalid
ফাহম	فهم	বোঝা, অনুধাবন	Understanding
ফি'লী	فعلي	কর্মসূচক, প্রায়োগিক, ব্যবহারিক	Physically, Practical
ফুরু'উ (একবচন ফারউন)	فروع	শাখা-প্রশাখা	Lit. a branch or a sub-division, a new case

ব

বাতিন	باطن	গোপন, অভ্যন্তরীণ, অপ্রকাশ্য	Concealed, Internal, Esoteric
বাতিল	باطل	বাতিল, ভুল, অসার	Wrong, Null and void
বিদআত	بدعة	বিদআত, ধর্মে নব উদ্ভাবিত মত বা কাজ	Pernicious innovation in islam, Religious innovation
বুরহান	برهان	প্রমাণ, অকাট্য দলীল	Proof, Evidence

ম

মাকরূহ	مكروه	অপছন্দনীয়, মাকরূহ	Discouraged, Adversity, Repugnant reprehensive
মাকরূহ তানযীহ	مكروه تنزيهي	মাকরূহ তানযীহী, সাধারণ মাকরূহ	Disapproval

মাকরূহ তাহরীমী	مكروه تحريمي	মাকরূহ তাহরীমী, হারামের নিকটতম মাকরূহ	Strongly disapproved
মাকাসিদ	مقاصد	উদ্দেশ্য	Objectives, Purposes
মাকাসিদ 'আম্মাহ	مقاصد عامة	সাধারণ উদ্দেশ্য	General purposes
মাকাসিদুশ শরী'আহ	مقاصد الشريعة	শরী'আহর উদ্দেশ্য	Objective of Shariah
মাজায	مجاز	রূপক	Metaphorical
মাজাল্লাহ	المجلة	উসমানী খিলাফাতের সংবিধান	Ottoman court manual
মাজারী আল-আদাত	مجاري العادة		Natural course of event
মাতন	متن	হাদীসের মূলভাষ্য	Subject matter
মানদূব	مندوب	পছন্দনীয়, মানদূব	Recommended
মানফাআহ	منفعة	কল্যাণ, উপকার	Public interest
মানসূখ	منسوخ	রহিত	Abrogated
মানাত খাস	مناط خاص	বিশেষ কার্যকারণ	particular *'illah*
মানিই'	مانع	প্রতিবন্ধক	Impediment, Obstacle, Hindrance
মাফসাদাহ	مفسدة	অকল্যাণ	Harm, Evil
মাযহাব	مذهب	মাযহাব, পদ্ধতি, নীতি	juristic/legal school
মাসআলা	مسئلة	জিজ্ঞাস্য বিষয়, প্রশ্ন	Question
মাসদার	مصدر	উৎস	Source
মাসলাহা	مصلحة	কল্যাণ	Benefit
মাসলাহা মুরসালাহ	مصلحة مرسلة	মাসালিহ মুরসালাহ	Consideration of public interest, Textually unregulated benefit
মাশাক্কাহ	مشقة	কষ্ট, দুর্দশা	Hardship, Difficulty
মাশাক্কাহ আদিয়া	مشقة عادية	সাধারণ কষ্ট	Ordinary hardship
মাশহূর	مشهور	প্রসিদ্ধ	Famous, Widespread
মিকয়াস	مقياس	তুলনার মানদণ্ড	Scales
মুআমালাত	معاملات	লেনদেন	Transactions, Contracts
মুকাইয়্যাদ	مقيَّد	শর্তযুক্ত, সীমাবদ্ধ	Restricted, limited

www.pathagar.com

মুকাল্লাফ	مكلف	আদিষ্ট, দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তি	Obligated, Legally capacitated person
মুকাল্লিদ	مقلّد	মাযহাবের অনুসারী, অনুকরণকারী	The close and faithful followers of established rules, Imitators
মুখাস্‌সাস	مخصَّص	নির্দিষ্টকৃত	Particularized
মুখাস্‌সিস	مخصِّص	নির্দিষ্টকারী	Particularizing agent
মুজতাহিদ	مجتهد	আইন-গবেষক, মুজতাহিদ	Competent jurist, Leading jurist
মুজতাহিদ মুতলাক	مجتهد مطلق	নিরঙ্কুশ আইন-গবেষক	Full fledge jurist
মুজমাল	مجمل	সংক্ষিপ্ত, সামষ্টিক	ambiguous, Obscurity
মুতলাক	مطلق	সাধারণ, নিঃশর্ত	Absolute, Unrestricted
মুতাআখ্‌খিরীন	متأخرين	উত্তরসূরি আলিমগণ	Latter scholar
মুতাওয়াতির	متواتر	নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় বর্ণিত হাদীস	Multiply transmitted reports
মুতাকাদ্দিমীন	متقدمين	পূর্বসূরি আলিমগণ	Early scholars
মুনাসাবাহ	مناسبة	যথার্থতা, যথাপোযুক্ততা	Suitability
মুবাইয়্যান	مبين	বর্ণিত, বর্ণনাকৃত	Lucidity
মুবাহ	مباح	অনুমোদিত	Permissible
মুফতী	مفتي	ফাতওয়া প্রদানকারী, মুফতী	The authority of giving fatwa-ruling, Jurisconsult
মুফাস্‌সার	مفسر	বিশদভাবে বর্ণিত, ব্যাখ্যাকৃত	Clear, Detail
মুরসাল	مرسل	বিচ্ছিন্ন, মুক্ত	Discontinued, Open
মুলাঈমাহ	ملائمة	সামঞ্জস্যতা, উপযুক্ততা	relevancy
মুশতারাক	مشترك	যৌথ, মিলিত	Shared, Jointed

য

যান্ন	ظن	ধারণা	Speculation, probability
যান্নী	ظني	ধারণাপ্রসূত	Speculative, Probable
যান্নী গালিব	ظني غالب	প্রবল ধারণাপ্রসূত	Mostly/ strongly probable
যাবিত	ضابط	নিয়ন্ত্রক; বিধি	Controller, Norm
যারাঈ'	ذرائع	মাধ্যম, উপায়, অসীলা	Means, Medium
যাহির	ظاهر	স্পষ্ট, প্রকাশ্য	Manifest

www.pathagar.com

র

রাঈ	راي	অভিমত, রায়, চিন্তা, যুক্তি	Opinion
রাঈ বাতিল	راي باطل	বাতিল অভিমত/যুক্তি	Void opinion
রাঈ মাশকূক	راي مشكوك	সন্দেহপূর্ণ অভিমত/যুক্তি	Doubtful opinion
রাঈ সাহীহ	راي صحيح	বিশুদ্ধ অভিমত/যুক্তি	Valid, Authentic opinion
রাজিহ	راجح	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত	Preferred, Weighty
রাফউল হারাজ	رفع الحرج	কষ্টলাঘব	Removal of hardship, Alleviating hardship
রিওয়ায়াহ	رواية	বর্ণনা, উদ্ধৃতি	Transmitted hadith
রুকন (বহুবচন আরকান)	ركن	রুকন, স্তম্ভ, ভিত্তি	Essential requirement
রুখসাত	رخصة	শিথিলতা	Licentious
রুজহান	رجحان	অগ্রাধিকার প্রদান	Preference, Prefer ability

শ

শাক্ক	شك	সন্দেহ	Doubt
শাবহা	شبه	সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া	Resemblance
শার'উ মান কাবলানা	شرع من قبلنا	পূর্ববর্তীদের শারী'আত	Revealed laws preceding to the shari'ah of Islam
শারত	شرط	শর্ত	Condition
শারিঈ'	شارع	শারী'আতপ্রণেতা	Lawgiver
শারী'আহ	شريعة	ইসলামী বিধান	Islamic law
শাহাদাত	شهادة	সাক্ষ্য	Withness, Testimony
শাহিদ	شاهد	সাক্ষী	Witness
শূরা	شورى	পরামর্শ	Consultation

স

সাদ্দ	سد	বন্ধকরণ, রুদ্ধকরণ	Blocking
সাদ্দুয যারাঈ'	سد الذرائع	উপায় রুদ্ধকরণ	Blocking the means
সানাদ	سند	বর্ণনা পরম্পরা, বর্ণনাধারা	Chain of transmission, Line of narrators
সাবাব	سبب	কারণ, অনুঘটক	Cause
সারীহ	صريح	স্পষ্ট	Direct statement

www.pathagar.com

সালাম	سلام	সালাম; অভিবাদন	Greeting, Salute
সাহাবী	صحابي	মহানবী সা.-এর সাথী	A companion of the Prophet
সাহীহ	صحيح	বিশুদ্ধ, শুদ্ধ	Authentic, Valid

হ

হাকীকী	حقيقي	প্রকৃত	Genuine, Authentic, Real
হাক্ক	حق	অধিকার	Right
হাক্কুল্লাহ	حق الله	আল্লাহর অধিকার	Right of Allah
হাক্কুল ইবাদ	حق العباد	বান্দার অধিকার	Right of mankind
হাজিয়্যাত	حاجيات	পরিপূরক প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী	Complementary Needs
হাদীস	حديث	হাদীস	Tradition, Hadith, Prophetic reports
হাদীস মাশহুর	حديث مشهور	মাশহুর হাদীস	Well known tradition, Widespread Hadith
হাদীস মুতাওয়াতির	حديث متواتر	ক্রমাগত বর্ণনাধারায় বর্ণিত হাদীস	Multiply transmitted Hadith
হাদীস সহীহ	حديث صحيح	সহীহ শুদ্ধ হাদীস	Authentic tradition
হাদ্দ	الحد	কুরআনে নির্ধারিত দণ্ড	Prescribed Punishment, Penalty
হারাম	حرام	নিষিদ্ধ	Prohibited, Forbidden
হালাল	حلال	বৈধ	Lawful
হাসান	حسن	উত্তম	Good
হিকমাহ	حكمة	হিকমাত, দর্শন, যুক্তি	Rationale
হিস্সী	حسي	ইন্দ্রিয়গত	Sensory
হুকম (বহুবচন আহকাম)	حكم	বিধান, বিধি, হুকুম	Shari'ah ruling, Judge's decision
হুকম ও'য়াদী	حكم وعدي	প্রতিশ্রুতিমূলক বিধান	Declaratory law
হুকম তাকলীফী	حكم تكليفي	আরোপিত বিধান	The obligation, defining law
হুজ্জাহ	حجة	প্রমাণ	Dalil, Evidence, Proof
হুজ্জিয়্যাত	حجية	প্রামাণিকতা	Authoritativeness, Authority

www.pathagar.com

মুহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী থানাধীন প্রতাপনগর ইউনিয়নের শিরীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা গোলাম রব্বানী প্রতাপনগর আবূবকর সিদ্দীক ফাজিল (স্নাতক) মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত, মাতা খাদীজা তাহিরা গৃহকর্ত্রী।

দাদা-দাদীর কাছে তার পড়ালেখার হাতেখড়ি। ছাত্রজীবনের প্রতিটি স্তরেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বৃত্তি লাভ করেন। একই বিভাগ থেকে মাস্টার্স পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং এমফিল কোর্সওয়ার্ক সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কুয়েত সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। পেশাগত দায়িত্ব তার উচ্চশিক্ষার অদম্য স্পৃহাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর দেশে এসে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণারত।

ইসলামী আইন, বিচার, শাসনব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত গবেষণা তার আগ্রহের বিষয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে আরবী, বাংলা ও ইংরেজিতে তার ২৫টিরও বেশি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার অনূদিত বইয়ের সংখ্যা ১০। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কনফারেন্সে তিনি গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্স বিষয়ক একটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ব্যক্তিজীবনে জনাব আমিন বিবাহিত ও এক পুত্রসন্তানের জনক।

Design: An-Noor

BANGLADESH ISLAMIC LAW RESEARCH AND LEGAL AID CENTRE
55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, (Suite # 13/B, Lift-12) Dhaka-1000
Phone : 02-9576762, 01761855357